JUBILEE PRESENT,

LIBERATOR OF THE INDIAN PRESS.

মুদ্রাযন্ত্রের

স্বাধীনতা-প্রদাতা

লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

Wherever God creates a house of prayer.
The Devil always builds a chapel there.—*De Foe.*

The great difficulties here are those between the Englishmen and the Natives. It is these which will in the long run damage, if not ruin, our power. If anything is done, or attempted to be done, to help the Natives, a general howl is raised, (by the Anglo-Indians) which reverberates in England and find sympathy and support there.—*John Lawrence.*

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৮নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৩।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

চির-পাদদলিত এবং অত্যাচার-নিপীড়িত ভারতবাসীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভারতবন্ধু মহাত্মা চার্লস্ থিওফিলাস্ মেটকাফের ভারত-জীবন (Indian career) পাঠকগণের হস্তে অর্পণার্থ ভূমিকাচ্ছলে অধিক দালালি করিবার প্রয়োজন নাই। যদি কাহারও ইংরাজাধিকৃত ভারতের গূঢ়-তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা থাকে, যদি কাহারও ইংলণ্ডীয় রাজনীতি অবগত হইবার বাসনা থাকে, ইংরাজ-চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য ও কালিমা উভয়ই দর্শন করিতে ঔৎসুক্য থাকে, তবে লর্ড মেটকাফের এই ক্ষুদ্র-জীবনী পাঠ করুন। এই পুস্তকখানি কোন একখানি ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ নহে; অনেক অনুসন্ধানপূর্ব্বক লিখিত বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। পত্রাদি অনেক স্থলেই "কে" সাহেবের প্রণীত মেটকাফের জীবনচরিত হইতে আহরিত হইয়াছে। পুস্তকের মূল্য ২৲ টাকা হইল বলিয়া, বঙ্গীয় পাঠকের বিশেষ আপত্তির কারণ নাই। "কে" সাহেব প্রণীত মেটকাফের জীবন-চরিতের মূল্য ২০৲ টাকা, উক্ত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত মেটকাফের বিবিধ লিপি ও মন্তব্যাদির মূল্য ১০৲ টাকা। মোট ত্রিশ টাকার পুস্তকে যে সকল বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সারাংশ, এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে পাওয়া যাইবে। জুবিলী উৎসব উপলক্ষে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

প্রকাশক।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা।

LIBERATOR OF THE INDIAN PRESS.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভূমিকা।

That so few now dare to be *Eccentric* makes the chief danger of the time.—*John Stuart Mill.*

বর্ত্তমান সময়ের যে গভীর চিন্তাশীল দার্শনিকের চিন্তামন্থনে বিশ্বব্যাপী পুরাতন বিশ্বাস-সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে; যাঁহার চিন্তা জগতে ফরাশী-বিপ্লবের ন্যায় নূতন একটী বিশ্বব্যাপী বিশ্বাস-বিপ্লব আনয়ন করিতেছে, সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিন্তাশীল দার্শনিক বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমান সময়ের প্রধান সঙ্কট এই যে, অনেক লোক ক্ষেপা হইতে সাহস করে না।"

কিন্তু ক্ষেপা শব্দের অর্থ কি? এবং কি প্রকার লোক জগতে ক্ষেপা বলিয়া পরিচিত হয়েন?

সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যের চরিত্রই সমাজ-প্রচলিত অবস্থা দ্বারা গঠিত হয়। মানুষ যেরূপ সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সমাজ-প্রচলিত ভাল মন্দ আচারব্যবহার এবং শিক্ষাপ্রণালী দিন দিন তাঁহার জীবন গঠন করিতে থাকে। সমাজের অপর দশ জন লোক যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন, তিনিও তাহাই ভাল মনে করেন। সমাজের লোক যাহা কিছু নিন্দনীয় কিম্বা ঘৃণিত বলিয়া অবধারণ করেন, তিনিও তাহা মন্দ এবং ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যাগ করেন। সামাজিক প্রচলিত অবস্থার প্রভাব এবং শক্তি হইতে জন-সাধারণ আপন আপন অন্তর সহজে নির্ম্মুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না। কিন্তু যে সকল ধর্ম্মবীর এবং দেশ-সংস্কারক মানসিক বীরত্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক সমাজ-প্রচলিত দূষিত মত ও শিক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের স্বাধীনতা

এবং স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জনসাধারণকর্তৃক জীবদ্দশায় "ক্ষেপা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

এ সংসারে যে কেহ আপন স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা-রক্ষার্থ চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকেই জগতে একবার "ক্ষেপা" বা ক্ষিপ্ত বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে। তাঁহাকেই বিবিধ সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈদৃশ ক্ষিপ্তদিগের জন্ম না হইলে, সমগ্র মানবমণ্ডলীকে আজও সেই বন্যাবস্থায় বল্কল পরিধান করিয়া, অরণ্যে বাস করিতে হইত।

এ সংসারে জীবদ্দশায় যাঁহারা ক্ষিপ্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন, তাঁহাদিগের প্রচারিত মত ভাবী বংশগণ দ্বারা প্রায়ই সাদরে পরিগৃহীত হয়। বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্ঘটনার পর, ভাবী বংশাবলী তাঁহাদিগের প্রচারিত মতের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন।

জগতে ঈশার ন্যায় এক জন "ক্ষেপা" জন্মগ্রহণ না করিলে, বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোকে কি কখনও ইয়োরোপ আলোকিত হইত? ঈশা ধর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জগতবাসী অন্যান্য লোকের তুলনাই হইতে পারে না। কিন্তু এ সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাও আমাদিগের উল্লিখিত বিষয় সপ্রমাণ করিবে।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মহাত্মা ফক্স ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টকে ভারত-শাসনের ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে কতক পরিমাণে প্রত্যাখ্যান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তখন ফক্সের প্রস্তাব, ফক্সের ইণ্ডিয়া আইনের পাণ্ডুলিপি (Fox'es Indian Bill) পরিগৃহীত হইল না। পিটের ইণ্ডিয়া আইনের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইল। কিন্তু এই ঘটনার পঞ্চসপ্ততি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত করিয়া, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরীকে ভারতশাসনভার গ্রহণ করিতে হইল। পঞ্চসপ্ততি বৎসর পরে, বিবিধ দুর্ঘটনা ইংলণ্ডের জনসাধারণের চক্ষু উন্মীলিত করিল। পঞ্চসপ্ততি বৎসর পরে ইংলণ্ড, মহাত্মা ফক্সের মতের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু ফক্সের জীবদ্দশায় তাঁহার মত পরিগৃহীত হইল না।

এ সংসারের স্বার্থপরতা সর্ব্বদাই জনসাধারণকে চিরান্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং তাঁহারা স্বার্থপরতাবিবর্জ্জিত বীরপুরুষদিগের মতের উপকারিতা

হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া, চিরকালই ঈদৃশ সাধু ও মহাত্মাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিয়া অভিহিত করেন।

সংসারে যাহারা সামাজিক অবস্থার দাসত্ব হইতে আপন হৃদয় মন নির্ম্মুক্ত করিতে অসমর্থ; যাহারা সমাজপ্রচলিত আচারব্যবহারের মধ্যে বিবিধ দোষ দেখিতে পাইলেও, অন্তরস্থিত কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতানিবন্ধন সেই সকল দোষ নিরাকরণ করিতে সাহস করেন না, তাহারা জীবদ্দশায় জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইলেও, তাহাদের দ্বারা জগতের কখনও কোন মঙ্গল সাধন হয় না। এ সংসারে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া, বৃক্ষলতাদির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং চরমে তরুলতার ন্যায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষলতা মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে; স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যহীন মনুষ্যের মনও সমাজপ্রচলিত মত দ্বারা গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহারা জগতের অনিষ্ট ভিন্ন কোন ইষ্টসাধন করিতে সমর্থ হয় না।

মানব-মনের মহত্ত্ব পরীক্ষা করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, সে মন অজ্ঞাতসারে এবং অস্পষ্টরূপে সমাজ-প্রচলিত বিবিধ দূষিতভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, না—আপন স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণপূর্ব্বক সমাজ-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার দূষিত ভাব, সমাজ-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতা পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যে সকল লোক সমাজ-প্রচলিত স্বার্থপরতা এবং দূষিত আচার-ব্যবহার পরিহার করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা সত্য সত্যই মহৎ লোক। তাঁহাদিগের জীবন আদর্শ-জীবন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন ইংলণ্ড হইতে অসংখ্য অসংখ্য অসচ্চরিত্র, স্বার্থপর নর-পিশাচ কেবল ধনলোভে ভারতে আসিয়া দস্যুর ন্যায় বিচরণ করিত; যখন ভারতবাসী ইংরাজগণ, যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া হউক না, শুদ্ধ কেবল এদেশের অর্থাপহরণের চেষ্টা করিত; যখন দেশ-লুণ্ঠনই ইংরাজদিগের একমাত্র ব্যবসা ছিল, যখন ন্যায়পরতা, দয়া, ধর্ম্ম এ দেশ হইতে একেবারে পলায়ন করিয়াছিল; যখন ইংরাজেরা এ দেশে আধিপত্য-বিস্তারার্থ বিবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইত না, যখন দেশীয় লোকের মঙ্গলামঙ্গলের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ একবার ভ্রূক্ষেপও করিত না; যখন ইংরাজগণ তাহাদিগের লব্ধ-আধিপত্য চিরস্থায়ী করিবার দুরভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, এ

দেশীয় লোকদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিত; যখন হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট হাইদ্রাবাদের নিজামকে মুদ্রাযন্ত্র দেখাইয়াছিলেন বলিয়া তৎকালের গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তিরস্কৃত হইলেন; * সেই সময়ে এই স্বার্থপর এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও স্বার্থ-চিন্তাহীন, উদারচেতা, ভারতের কল্যাণার্থী একজন সহৃদয় পুরুষ এই বলিয়া উঠিলেন; †—

"অনেকানেক লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, ভারত-বর্ষে যে সকল প্রথা প্রবর্ত্তন করিলে, এদেশীয় লোকের জীবনে স্বাধীনতার ভাব উত্তেজিত করিবে, সে সকল প্রথা

---

* It was our Policy in those days to keep the natives of India in the profoundest possible state of barbarism and darkness, and every attempt to diffuse the light of knowledge among the people was vehemently opposed and resented—** Captain Sydenham, wishing to gratify a *opposed* desire, expressed by the Nizam,to see some of the appliances of European Science, procured for him three specimens, in the shape of an air-pump, a printing Press and the model of a man-of-war. Having mentioned this in his deme-official correspondence with the chief secretary, he was censured for having placed in the hands of a native prince so dangerous an instrument as a printing Press.—*Kaye's life of Metcalfe* Vol. II Page 248.

† There may be those who would argue that it is injudicious to establish a system which, by exciting a free and independent charcter, may possibly lead, at a future period, to dangerous consequences. * * * But supposing the remote possibility of these evils consequences, that would not be a sufficient reason for withholding any advantage from our subjects. Similar objections have been made against our attempting to promote the education of our native subjects ; but how unworthy it world be of a liberal government to give weight to such objections. The world is governed by an *Irresistable Power*,which giveth and taketh away dominion ; and vain would be the impotent prudence of men against the operations of its Almighty infinence. All that Rulers can do is to merit dominion by promoting the happiness of those under them. If we perform our duty in this respect, the gratitude of India and the admiration of the world will accompany our name throughout all ages, whatever may be the revolutions of Futurity ; but if we withhold blessings from our subjects from a selfish apprehension of possible danger at a remote period, *we shall merit that reverse which time has possible in store for us*, and shall fall with the mingled hatred and contempt—the hisses and execrations of mankind.—*Vide Metcalfes Settlement Report of the Delhi territories.*

হইতে ভবিষ্যতে (ইংরাজরাজত্বের) ঘোর অনিষ্ট উপস্থিত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ কোন সঙ্কটের আশঙ্কা থাকিলেও, তজ্জন্য প্রজাদিগকে কোন প্রকার সুফলপ্রদ প্রথা হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। ভারতবাসী জন-সাধারণের শিক্ষা-প্রদানের সম্বন্ধেও ঈদৃশ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ আপত্তিতে কর্ণপাত করিলে, উদার বলিয়া পরিচিত শাসনকর্ত্তার ঘোর নীচাশয়তা প্রকাশ পায়। এ বিশ্ব-সংসার একটী অখণ্ডনীয় শক্তি দ্বারা পরি-শাসিত হইতেছে। সেই অখণ্ডনীয় মহাশক্তিই মানুষকে রাজপদ প্রদান করে এবং রাজপদ হইতে বঞ্চিত করে। সেই অখণ্ডনীয় মহাশক্তির কার্য্য রহিত করিবার নিমিত্ত মানুষের দূরদর্শিতা, সতর্কতা এবং চেষ্টা সর্ব্বদাই নিষ্ফল হয়। শাসনকর্ত্তা কিম্বা রাজার কর্ত্তব্য যে, তাহারা সতত প্রজাদিগের সুখ ও শান্তি পরিবর্দ্ধন করিয়া,সিংহাসনের উপ-যুক্ত হইবার চেষ্টা করেন। এইরূপ কর্ত্তব্য পালন করিয়া, যদি ইহাদিগকে (ভারতবাসীদিগকে) আমরা সমুন্নত করি, তবে ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার রাজবিপ্লব উপস্থিত হউক না, আমরা ভারতের চিরকৃতজ্ঞতা এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিতে পারিব। কিন্তু পক্ষান্তরে স্বার্থপর-তার অনুরোধে যদি আমরা (রাজ্য-বিনাশের) ভবিষ্য-সঙ্কটের আশঙ্কা করিয়া, ভারতবাসীদিগকে কোন প্রকার সুফলপ্রদ প্রথা হইতে বঞ্চিত করি, তবে সে ভবিষ্য-সঙ্কট নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে এবং তখন ভারতবাসীদিগের ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপহাস এবং অভি-সম্পাতই কেবল আমাদিগের একমাত্র পুরস্কার হইবে।"

এই সহৃদয় পুরুষের নাম চার্লস থিওফিলাস্ মেটকাফ্। ইঁহার লিখিত ভূমির রাজস্ব বন্দোবস্তের রিপোর্ট হইতে উপরোক্ত কথা কয়েকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইঁনিই ভারত-মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা; পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ সমূহে ইঁহারই জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্ম, বাল্যাবস্থা এবং ভারতাগমন।

"No man," wrote young Metcalfe, in the autumn of 1801, "can be forced into greatness without ambition. But will every man who has ambition be great? No one possesses more ambition than I do, and I am destined to be *Great.*"

১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে জানুয়ারি কলিকাতা নগরে মহাত্মা চার্লস থিওফিলাস্ মেটকাফের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম টমাস্ থিওফিলাস্ মেটকাফ্ এবং জননীর নাম সুসানা (Susannah) ছিল। যে গৃহে মেটকাফের জন্ম হয়, সেই গৃহখানি তৎকালে লেক্‌চার হাউস (Lecture House) নামে পরিচিত ছিল।

টমাস্ থিওফিলাস্ মেটকাফ্, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিকবিভাগে কার্য্য করিয়া, বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি মেজর স্মিথের বিধবা সুসানার পাণিগ্রহণ করিলেন। সুসানা অতি সহৃদয়া রমণী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-স্বামীর কোন সন্তান জন্মে নাই। টমাস্ থিওফিলাস্ মেটকাফের ভারতবর্ষে অবস্থানকালে, সুসানার গর্ভে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিল। জ্যেষ্ঠের নাম থিওফিলাস্ জন্। দ্বিতীয়ের নাম চার্লস থিওফিলাস্। জন্ এবং চার্লসের শৈশবাবস্থায়ই মেজর টমাস্ মেটকাফ্, সপরিবারে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; সেখানে পৌঁছিয়া পোর্টলাণ্ড পেলেসে একখানি উৎকৃষ্ট গৃহ ক্রয়পূর্ব্বক, সপরিবারে বিশেষ সুখ-সচ্ছন্দতাসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি একজন বিশেষ কার্য্যদক্ষ পুরুষ ছিলেন। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের অত্যল্পকাল পরেই, তিনি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের একজন মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই উচ্চপদ-প্রাপ্তি-নিবন্ধন মেজর মেটকাফের আপন পুত্রদ্বয়কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইল। তিনি আপন জ্যেষ্ঠপুত্র থিওফিলাস্ জন্‌কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চীনদেশীয় বাণিজ্য-বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন। আর দ্বিতীয় পুত্র

চার্লসের নিমিত্ত ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটী রাইটারের পদের যোগাড় করিলেন।

চার্লস, অতি বাল্যাবস্থায়ই প্রখরবুদ্ধির এবং অদম্য উচ্চাভিলাষের পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার পিতা মনে করিতে লাগিলেন যে, ভারতের গবর্ণর-জেনেরল মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি অত্যন্ত গুণগ্রাহী লোক; তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়া চার্লস, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বিশেষতঃ চার্লসের ন্যায় উচ্চাভিলাষী যুবকের পক্ষে ভারতবর্ষই উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র হইবে।

১৮০০ খৃঃ অব্দে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই, তরুণ মেটকাফ্ ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন এবং ১৮০১ সনের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা পৌঁছিলেন। এখানে পৌঁছিয়া তৎকালের কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ ইংরাজ-বণিক্ কল্‌বিল্ সাহেবের গৃহে উঠিলেন। কলিকাতায় ইঁহার পিতার অনেক বন্ধু ছিল। পরদিন প্রাতে পিতৃদত্ত পত্র সঙ্গে করিয়া, পিতার এক এক জন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইঁহার কলিকাতা পৌঁছিবার অনতিবিলম্বে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি, নবাগত ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নামে কলিকাতানগরে একটী শিক্ষালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। নবাগত ইংরাজ-কর্ম্মচারীগণ তৎকালে এ দেশীয় ভাষা এবং আচারব্যবহার কিছুই জানিতেন না। সুতরাং দেশের শাসনকার্য্য তাহাদিগের দ্বারা সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইত না। কিন্তু ইংরাজ বলিয়া শাসনকার্য্যে একমাত্র তাহাদিগকেই নিযুক্ত করিতে হইত। ইহাতে শাসন-কার্য্য-সম্বন্ধে বিবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। শাসন-কার্য্যের এই সকল দোষ-নিবারণার্থ গবর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক ১৮০০ খৃঃ অব্দের ৯ নয় আইন দ্বারা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত হইল। মহাত্মা চার্লস মেটকাফ্, সর্ব্বপ্রথমে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে মহদুদ্দেশ্যে এবং যে প্রণালীতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত হইল, তাহা তৎকালের স্বার্থপর কোর্ট অব্ ডিরেক্টর অনুমোদন করিলেন না। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সভ্যগণ তাঁহাদিগের আপন আপন আত্মীয়-স্বজনকে কিরূপে ভারতের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, তাহারই উপায় দেখিতেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, কলিকাতাস্থিত এইরূপ কোন বিদ্যালয়ে

অধ্যয়নপূর্ব্বক পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া, সহকারী কার্য্যে ইংরাজদিগকে নিযুক্ত হইতে হইলে, কার্য্যে নিয়োগসম্বন্ধে তাঁহাদিগের নিজের ক্ষমতা হ্রাস হইবে, এবং কলিকাতার গবর্ণর জেনেরেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে ১৮০১ সালের চারি আইন দ্বারা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গঠনপ্রণালী রূপান্তরিত করিতে হইল। তৎপরে ক্রমে ১৮০৭ সালের তিন আইন এবং ১৮১৪ সালের বিশ আইন দ্বারা কলেজসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী রূপান্তরিত হইতে হইতে, কলেজটি অবশেষে নাম-মাত্র কলেজ রহিল।

মেট্‌কাফ্ এই নবপ্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে ভারতবাস, তাঁহার বনবাস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং মনোমধ্যে ভারত-পরিত্যাগের প্রবল বাসনা সমুদিত হইল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়মধ্যে অদম্য উচ্চাভিলাষ রহিয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে যে হৃদয়স্থিত এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবে, তাহা এখনও অবধারণ করিতে পারেন নাই। ভারত-পরিত্যাগের প্রবল বাসনা তাঁহাকে ভ্রমে নিপাতিত করিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভারতে অবস্থান করিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না ; হয় তো ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক লর্ড গ্রেন্‌বিলের আফিসে প্রবেশ করিতে পারিলে, বিশেষ প্রতিপত্তি ও পদলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তরুণ-বয়স্ক মেটকাফ্, ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের বাসনা প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় জননীর নিকট পত্র লিখিলেন। তিনি মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, সন্তানবৎসলা জননী স্নেহপরবশ হইয়া, তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পিতাকে অনুরোধ করিবেন ; কিন্তু সুশিক্ষিতা এবং সহৃদয়া ইংরাজ-মহিলার সন্তান স্নেহ অশিক্ষিতা, জ্ঞানহীনা এবং দুর্ব্বলমনা বঙ্গমহিলাদিগের সন্তান-স্নেহের ন্যায় সন্তানের ভাবী মঙ্গলে বাধা প্রদান করে না। সুচতুরা বুদ্ধিমতি মেট্‌কাফ্-পত্নীর অবিদিত ছিল না যে, ভারতবর্ষে থাকিলেই তাঁহার পুত্র পদ, প্রভুত্ব এবং অর্থ সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং ইংলণ্ডে তাঁহার তদনুরূপ পদ ও প্রভুত্ব লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি পুত্রের পত্রের প্রত্যুত্তরে এক বাক্স পিত্তরোগের ঔষধ প্রেরণপূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেন,—"বাছা, গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে পিত্তের আধিক্য হয়। সেই পিত্তাধিক্য প্রযুক্তই তুমি

ভগ্নোৎসাহ এবং কিঞ্চিৎ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছ। আমি তজ্জন্য তোমাকে এক বাক্স পিত্তরোগের ঔষধ পাঠাইতেছি। তোমার পত্র পাইয়া আমি এবং তোমার পিতা উভয়েই যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়াছি। তুমি লিখিয়াছ যে, আমাকে এবং তোমার পিতাকে ছাড়িয়া, তুমি বিদেশে থাকিতে কষ্ট বোধ কর। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। তোমার আপন হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিতে পাইবে যে কুমারী ডি-কে দেখিবার জন্যই তুমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ। তোমার পিতার সাধ্য নাই যে, লর্ড গ্রেন্ বিলের আফিসে যৎসামান্য কার্য্যও তোমাকে জুটাইয়া দিতে পারেন। ভবিষ্যতে বড় লোক হইবার আশা যদি তোমার মনে থাকে, তবে ভারতবর্ষে থাক; অনতিবিলম্বে খ্যাতিলাভ করিতে পারিবে। বড় লোক হইবার উচ্চাভিলাষ তোমার হৃদয়ে কণিকামাত্র থাকিলেও কখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে না। তোমার এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি আছে, যাহা এখানে শত শত, (কেন সহস্র সহস্র) লোকের নাই? তোমার এমন কি বন্ধু আছে, টাকা আছে, যাহা এখানে শত শত লোকের নাই? তবে এখানে তুমি কি রূপে উচ্চপদ লাভ করিবে? বাছা চার্লস, আমার অনুরোধে সন্তুষ্ট-চিত্তে ভারতে কিছুকাল অবস্থান কর। আমার বোধ হয়, তুমি সর্ব্বদাই কেবল অধ্যয়ন কর; তাহাতেই তোমার এইরূপ মানসিক অবস্থা হইয়াছে। অতএব কিছু হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইবে।"

জননীর এই পত্রপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই মেট্‌কাফ্, আপনা হইতে ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তনের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার কলিকাতা পরিত্যাগের পর তাঁহার জননীর এই পত্র হস্তগত হইল। অতএব এই পত্র পাইয়া মেটকাফ্ যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, তাহা এতদ্‌পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮০১—১৮০২

কার্য্যে প্রবেশ।

A good head will gain you the esteem and applause of the world, but a good heart alone gives happiness to the owner of it. It is a continual feast.—*Mr. G. Malcolm's letter to his son Sir John Malcolm.*

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যয়ন সমাপনান্তে মেটকাফের কার্য্য-প্রবেশের সময় উপস্থিত হইল। এই সময়ে আরবদেশে দূত প্রেরণের প্রস্তাব হইয়াছিল। মেটকাফ্, আরব-দৌত্যে একজন সহকারী হইবার প্রার্থনা করিলেন। মারকুইস অব্ ওয়েলেস্লি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, তাঁহাকে আরব-দূতের একজন সহকারীস্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মেটকাফ্‌কে আরব দেশে যাইতে হইল না। কয়েক দিন পরে অর্থাৎ ১৮০১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার দরবারের রেসিডেণ্ট জ্যাক কলিন্স সাহেবের সহকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। জ্যাক কলিন্স সাহেব, মেটকাফের পিতার পরিচিত লোক ছিলেন। পিতার পরিচিত লোকের অধীনে কার্য্য করিবেন বলিয়া, মেটকাফের মনে মনে বড়ই আনন্দ উপস্থিত হইল। তিনি অনতিবিলম্বে সিন্ধিয়া রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময় সিন্ধিয়ার রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে ছিল; গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়ার রাজধানী এ সময় পর্য্যন্তও স্থানান্তরিত হয় নাই। মেটকাফ্ বাল্যাবস্থা হইতে অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। সিন্ধিয়ারাজ্যে গমনকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ দর্শন করিয়া, ভারতবাসীদিগের প্রতি ইঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভারতবাসী এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানদিগের সংসর্গে পড়িয়া, নবাগত ইংরাজগণ ভারতবাসীদিগকে কেবল ঘৃণা করিতে শিক্ষা করেন। কিন্তু মেটকাফ্, সিন্ধিয়ার রাজ্যে গমনকালে পথে তাজ্‌মহল এবং লক্ষ্ণৌ নবাবের দরবার ইত্যাদি দর্শন করিলে পর, তাঁহার প্রথম সংস্কার অনেক পরিমাণে বিদূরীত এবং সংশোধিত হইতে লাগিল।

মেটকাফ্ দুইখানি খাতা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। ইহার একখানিতে দৈনিক পুস্তকস্বরূপ জীবনের দৈনিক বৃত্তান্ত লিখিতেন। দ্বিতীয় খানিতে আপন দৈনিক-চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতেন। দ্বিতীয় পুস্তকখানির নাম সাধারণ-চিন্তা-পুস্তক (Common place book) ছিল।

তরুণ-বয়স্ক ইংরাজ যুবকদিগের ভারতাগমনের পর ভারতবাসী এঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান-সংসর্গদোষে তাঁহারা প্রায় ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত হইয়া পড়েন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণা জননীর সদৃষ্টান্ত এবং সৎশিক্ষা যাঁহার চরিত্র একবার গঠন করিয়াছে; ধর্ম্মপরায়ণা জননীর প্রতি যাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; তাঁহার মন সংসর্গ-দোষে সহজে বিচলিত হয় না। মেটকাফ্, সিন্ধিয়ার রাজ্যে গমনকালে পথে স্বীয় সাধারণ-চিন্তা-পুস্তকে যে সকল বিষয় লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, ষোড়শবর্ষের পূর্ব্বেই ইঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।

এক রবিবারে তিনি আপন সাধারণ চিন্তা পুস্তকে লিখিলেন—

—* আমি এই মাত্র উপাসনা-পদ্ধতি পাঠ করিলাম। ইহা দ্বারা মনের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব ভাব বদ্ধমূল হয়; আর মানবমনে ধর্ম্মের ভাব উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র মানবমণ্ডলীর সম্বন্ধে এই একটী গুরুতর কলঙ্কের কথা যে, সাপ্তাহিক উপাসনায় অত্যল্প লোক যোগ প্রদান করেন। ভারতবর্ষে (ইংরাজেরা) সাপ্তাহিক উপাসনা একেবারেই অবহেলা করেন। এমন কি সাপ্তাহিক উপাসনার দিন যে কখন উপস্থিত হয়, তাহাও কাহারও স্মরণ থাকে না, এবং সাপ্তাহিক উপাসনার দিবসটী কোন প্রকার ভক্তি ও অর্চ্চনার কার্য্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয় না। আমার বোধ হয়, ধর্ম্মভাব-রক্ষার্থ প্রত্যেকেরই

---

* I have just been reading divine service. What a strong impression does it always leave upon the mind, and how well calculated are the Prayers to inspire one with a true spirit of religion. The Sabath is (to the shame of mankind be it said), but very seldom attended to : In India it is particularly neglected ; so that even the day when it returns, is not known, nor marked by any single act of devotion. It appears to me necessary to religion to bring it to one's serious attention at a fixed periods. For the want of this, the English in India have less virtue in them than elsewhere, and cannot impress the natives with good idea of our religion.—*Common place book of Metcalfe.*

কর্ত্তব্য যে (মাসের কি সপ্তাহের মধ্যে) একটী একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধর্ম্ম-বিষয় চিন্তা করেন। ভারতবাসী ইংরাজদিগের ঈদৃশ অভ্যাস নাই বলিয়া তাহাদিগের জীবনে, অন্যান্য প্রদেশবাসী ইংরাজদিগের জীবনে যদ্রূপ সদাচার দেখা যায়, তদ্রূপ সদাচার পরিলক্ষিত হয় না। আর এই জন্যই দেশীয় লোকদিগকে ইহারা আমাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধে সদ্ভাব প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

মেটকাফ্, চিরজীবন অপরিণীতাবস্থায় যাপন করিলেও নারীজাতির প্রতি যে তাঁহার যারপরনাই ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং সদ্ভাব ছিল, তাহাও তাঁহার চিন্তা-পুস্তক পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ইংলণ্ড-পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে, একটী সুশিক্ষিতা এবং সহৃদয়া রমণীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই যুবতীর সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্ব্বে প্রত্যহই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। ক্রমে এই যুবতীর প্রতি তাঁহার অন্তরে প্রগাঢ় ভালবাসার সঞ্চার হইল। কিন্তু তাঁহাকে কখনও বিবাহ করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা মেটকাফের মনে বোধ হয় সমুদিত হয় নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম এই সময় পনের বৎসর মাত্র ছিল। এত অল্পবয়সে ইংরাজ-যুবকের বিবাহের ইচ্ছা হয় না। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলে পর, ভারতবর্ষ হইতে সময় সময় এই যুবতীর নিকট পত্র লিখিতেন এবং যুবতী তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন। মেটকাফের জননীর পত্রে এই যুবতীই কুমারী ডি—বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সিন্ধিয়ার রাজধানীতে অবস্থানকালে মেটকাফ্, এই যুবতীর সম্বন্ধে স্বীয় চিন্তা-পুস্তকে লিখিলেন—

"আসক্তি—কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ভালবাসার শৃঙ্খলে মন আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে লাভ করিবার (বিবাহ করিবার) বাসনা হয়। কিন্তু যখন তদ্রূপ লাভ করিবার কোন বাসনা থাকে না, তখন তাহার প্রতি সে ভালবাসা যে কত সুকোমল এবং সুপবিত্র, তাহা আর বলা যায় না। কুমারী ডি-র সদাচরণ, ধর্ম্মভাব, বুদ্ধিমত্তা এবং সৌন্দর্য্য আমার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই ভাব আমার মন হইতে কখনও বিদূরিত হইবে না। কিন্তু তাঁহার প্রতি যে আমার ভালবাসা, সে অতিশয় পবিত্র ভালবাসা। আমার তো আর তাঁহাকে লাভ করিবার কোন বাসনা নাই। তাঁহার হৃদয়মধ্যে আমার একটু স্থান পাইবার ইচ্ছা হয়। পঞ্চদশবৎসরবয়স্ক

বালকের প্রেম অতিশয় হাস্যজনক বিষয়। পঞ্চদশবৎসরবয়স্ক বালকের প্রেম কখন চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হইলেও, বিগত দুই বৎসরের অনুপস্থিতি তাঁহার প্রতি আমার নিঃস্বার্থ-প্রেম আরও দৃঢ়তর করিতেছে। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ লিপি সকল তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত করিতেছে। তিনি আমার আশার অনধিগম্য স্থানে আছেন। বিশেষতঃ, সদ্বিবেচনা এবং সুযুক্তি আমাকে তাঁহার কর-প্রাপ্তির আশা করিতে নিষেধ করিতেছে। আমার নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, তাঁহার সুখশান্তির প্রতি আমার দৃষ্টি করা উচিত। আমি পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি—"যে ভাগ্যবান্ পুরুষের হস্তে ইনি আত্মসমর্পণ করিবেন, তিনি যেন ইঁহার অনুরূপ পাত্র হয়েন। তিনি যেন ইঁহার কর-প্রাপ্তি-রূপ সৌভাগ্যের উপযুক্ত হয়েন।"

মেটকাফের সহৃদয়তার আর একটী ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। এই তরুণ-বয়সেই মেটকাফের হৃদয় সার্ব্ব-ভৌমিক প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি এই দেশীয় লোকদিগের প্রতি এই সময় হইতেই সদাচরণ করিতে লাগিলেন।

মেটকাফ্ কলিকাতা পৌছিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করিলে পর, পারস্যভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত একজন মুন্সী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সে মুন্সীর পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল না; সুতরাং মেটকাফ্ তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া, দ্বিতীয় একজন মুন্সী নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয় মুন্সী, মেটকাফের উপর বড় প্রভুত্ব করিতে লাগিল। মেটকাফ্ তাহাকেও বরখাস্ত করিয়া, তৃতীয় এক মুন্সীকে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তির নাম হেলাল-উদ্দীন ছিল। হেলাল-উদ্দীনের পারস্যভাষায় বিলক্ষণ অধিকার ছিল; সুতরাং মেটকাফ্ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কলি-কাতা পরিত্যাগ করিয়া, সিন্ধিয়ার রাজ্যে গমন করিবার দিবস হেলাল-উদ্দিনের সঙ্গে মেটকাফের আর সাক্ষাৎ হইল না। তিনি সিন্ধিয়ার রাজ-ধানীতে পৌছিবার পূর্ব্বে মিন্দাকরের (Mindakor) তাম্বু হইতে আপন সহাধ্যায়ী এবং বন্ধু সেরার (Sherer) সাহেবকে লিখিলেন,—"মুন্সী হেলাল-উদ্দীনের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা রহিয়াছে। আমি যে পারস্য ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারি নাই, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই; এ আমার নিজের দোষ। তিনি এখন জেন্ কিন্‌কে শিক্ষা প্রদান করিতে

আরম্ভ করিয়া অতি উত্তম ছাত্র পাইয়াছেন। আমি কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে, মুন্সী হেলাল উদ্দীনকে আমার শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ কিছু দিতে পারি নাই। আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম যে, চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার সম্বন্ধে কোন একটী বন্দোবস্ত করিব। অতএব তাঁহাকে বলিবে যে, বিগত জানুয়ারি মাস হইতে তিনি আজীবন মাসিক ২০ বিশ টাকা করিয়া আমার নিকট হইতে পাইবেন। যদি আমি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যাই, তাহা হইলে মাসিক বিশ টাকার পরিবর্ত্তে একেবারে কিছু টাকা দিয়া যাইব। কিন্তু আমি এদেশে থাকিলে, তিনি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত মাসিক বিশ টাকা হারে পাইবেন। এ অতি যৎসামান্য দান। কিন্তু আমি নিজে যে কি পরিমাণ বেতন পাইব, তাহাও জানি না। সুতরাং বিশ টাকার অধিক আমার দিবার সাধ্য নাই। মুন্সী হেলাল উদ্দীনকে বলিবে যে, আমার কৃতজ্ঞতার প্রতি তাঁহার বিশেষ দাবী রহিল। আমার সাধ্য হইলে ভবিষ্যতে আমি তাঁহার উপকার করিবার চেষ্টা করিব।

১৮০২ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই এপ্রিল মেটকাফ্ উজ্জয়িনী-নগরে পৌঁছিবার পর, স্বীয় দৈনিক-পুস্তকে লিখিলেন (Labour ultimus) অর্থাৎ পরিশ্রম শেষ হইল। উজ্জয়িনী-নগরে অবস্থানকালেই পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের উল্লিখিত আপন জননীর পত্র প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এই পত্রপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি পিতার নিকট লিখিয়াছিলেন যে, জ্যাক কলিন্সের সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি উজ্জয়িনীনগরে চলিয়াছেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার পিতা এই পত্র পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়া লিখিলেন,—"জ্যাক কলিন্স সাহেব আমার একজন পুরাতন বন্ধু। তাঁহার অধীনে নিযুক্ত হইয়াছ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কলিন্সকে বলিবে যে, গত কল্য আমি কলেজে যাইয়া তাঁহার পুত্রদিগকে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারা সকলেই ভাল আছে এবং অতি সুন্দররূপে পড়াশুনা করিতেছে। আর কিছু কাল পরেই কলিন্সের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভারতবর্ষে কাজ জুটাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে।"

কিন্তু এই পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কলিন্সের সঙ্গে মেটকাফের বিবাদ হইল; কলিন্সের স্বভাব-চরিত্র ঠিক এঙ্গো ইণ্ডিয়ানদিগের স্বভাব-চরিত্রের

স্থায় ছিল। সহৃদয় মেটকাফের সঙ্গে তাঁহার মিল হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মেটকাফ্ বর্ত্তমান পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮০২—১৮০৪

কার্য্যশিক্ষা।

Mind—little mind—thou art envious—not so as to give me much trouble, but sufficient to convince me that thou art in want of reform ; so set about it instantly, and learn to feel as much happiness at the good fortune of others as thou wouldst for thy own.—*Metcalfe's Common Place Book. 19th Feb. 1803.*

মেটকাফ্, ১৮০২ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ৪ঠা অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর আফিসে একজন সহকারী স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার কলিকাতা থাকিবারই বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। আফিসে তিনি বিশেষ মনযোগসহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। আফিসের কার্য্যাবসানে যে কিছু সময় পাইতেন, তাহা কখনও বৃথা ব্যয় করিতেন না। তিনি বিশেষ অধ্যবসায়সহকারে সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। গীবন প্রণীত রোমের ইতিহাস, রাসেলের ইয়োরোপের ইতিহাস, আবি রেনালের ফরাসী ইতিহাস এই সময় বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিতেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেটকাফ্ দুইখানি দৈনিক পুস্তক রাখিতেন। একখানিতে জীবনের দৈনিক বৃত্তান্ত লিখিতেন। দ্বিতীয় খানিতে দৈনিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহার সমবয়স্কগণ তাঁহার দৈনিক চিন্তা পুস্তকের উল্লেখ করিয়া, সময় সময় তাঁহাকে দার্শনিক বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। কিন্তু দৈনিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করিবার অভ্যাস হইতে তাঁহারা কিছুতেই তাঁহাকে বিরত করিতে সমর্থ হইলেন না।

তরুণ যুবক মেটকাফ্, কিরূপ চিন্তাশীল লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার এই সাধারণ চিন্তা পুস্তক (Common Place Book) পাঠ করিলেই অনুভূত

হইবে। এই চিন্তা পুস্তকে তিনি এই সময় নিম্নলিখিত বিষয়সম্বন্ধীয় চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ;—**"মানব মন কি"** ?—**"দর্শনশাস্ত্র কি"** ? —**"আত্মম্ভরিতা"—"সচ্চরিত্র লোক"—"সৌন্দর্য্য"—"অহঙ্কার এবং বিনয়"—"আত্মাভিমান এবং স্বার্থপরতা"— "মানুষের মত" ইত্যাদি**—অহঙ্কার এবং বিনয়সম্বন্ধে লিখিলেন— "প্রকৃত অহঙ্কার এবং প্রকৃত বিনয় এক পদার্থ। যদি কাহাকেও পদের অহঙ্কার করিতে দেখ,—কাহাকেও ধনের অহঙ্কার করিতে দেখ,—কাহাকেও উচ্চবংশোদ্ভব বলিয়া অহঙ্কার করিতে দেখ, তবে মনে রাখিবে যে, এই সকল লোক নিতান্ত অসার এবং যারপরনাই নীচাশয়। যদি কাহাকেও বিদ্যা ও জ্ঞানের অহঙ্কার করিতে দেখ, তবে জানিবে যে, সে নিতান্ত ঘৃণিত লোক। শিকারী এবং অশ্বারোহী (Horse Jockey) যদ্রূপ স্বীয় নৈপুণ্যসম্বন্ধে আত্মশ্লাঘা করে, ইহাদের আচরণও তদ্রূপ। কিন্তু আমি কুকার্য্য করিব না, যে সকল কার্য্যে নীচাশয়তা প্রকাশ পায়, তাহা আমি করিব না ; এই সম্বন্ধে অহঙ্কার মানবকে প্রকৃত বিনীত করে। সুতরাং অহঙ্কার এবং বিনয় এক পদার্থ।

১৮০৩ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে মেটকাফ্, গবর্ণর জেনেরেলের নিজের আফিসে একজন সহকারীস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর আফিসে পূর্ব্ব উপার্জ্জিত রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ সাধারণতঃ পর্য্যালোচিত এবং অবধারিত হইত। কিন্তু সাংগ্রামিক এবং বিদেশীয় রাজনীতিসম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যকলাপের কাগজপত্র স্বয়ং গবর্ণর জেনেরেলের হস্তে থাকিবারই পূর্ব্বাপর প্রথা রহিয়াছে। প্রধান সেক্রেটরী এবং কৌন্সিলের মেম্বরদিগের সঙ্গে গবর্ণর জেনেরেল পরামর্শ করিয়া, এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত হুকুম প্রদান করেন।

এই সময়ে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি, গবর্ণমেণ্ট গৃহে আপন তত্বাবধারণে একটী স্বতন্ত্র আফিস সংস্থাপন করিলেন। ভারত ইতিহাসের এই একটী প্রধান ঘটনাময় সময়। মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চক্রান্ত এই সময়েই হইতেছিল ; সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিবিধ চক্রান্ত ও সমুদয় কার্য্যকলাপ অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ জানিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে, লর্ড ওয়েলেস্‌লি একেবারে গবর্ণমেণ্টগৃহে একটী আফিস সংস্থাপন করিলেন। এবং এই

আফিসের কাগজপত্র নকল করিবার নিমিত্ত জন্ আডাম্, বাটারওয়ার্থ বেলি, জেঙ্কিন কোল, মক্কটন্ ও মেটকাফ্কে নির্ব্বাচন এবং নিযুক্ত করিলেন। ইঁহারা কয়েকজনই নবাগত যুবক ছিলেন। ইঁহাদিগকে লোকে এই সময় গবর্ণমেণ্ট আফিসের বালক বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু উত্তরকালে ইঁহারা সকলেই ভারতে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। জন্ আডাম্ এবং মেটকাফ্, ভবিষ্যতে গবর্ণর জেনেরেলের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিলেন। মেট-কাফ্ এই সময়েই মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, গবর্ণর জেনারেলের পদ লাভ না করিয়া, এদেশ পরিত্যাগ করিবেন না। মেটকাফ্ মনোমধ্যে যে এই প্রকার বৃথা আশা কেবল পোষণ করিতেন, তাহা নহে। তাঁহার বদ্ধমূল বিশ্বাস হইল যে, অধ্যবসায়সহকারে কার্য্য করিলে এবং আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলে, তিনি কালে এই মহোচ্চ পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। উচ্চপদ লাভের ঈদৃশ প্রবল বাসনা তাঁহাকে নীচাশয়তা হইতে বিরত রাখিত এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালাভের নিমিত্ত বিশেষ লালায়িত করিত। দিন দিন তিনি নূতন নূতন বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্ঞানাভিমান কখনও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। বিদ্যা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করিবেন, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে কখন সমুদিত হইত না। জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে তিনি কৃপণ ধনীর ন্যায় আচরণ করিতেন। কৃপণ ধনী বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিলেও আপনাকে ধনী বলিয়া মনে করে না; জনসাধারণের নিকট আপন ধন গোপন করে এবং সর্ব্বদাই অদম্য ধনার্জ্জন-বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া, দিন দিন নূতন নূতন ধন সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। মেটকাফ্ কোন কার্য্যোপলক্ষে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, কেবল বিদ্যা প্রকাশ করিবার বাসনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কাহারও নিকট কখনও আপন বিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন নাই।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই স্থানে মেটকাফের চরিত্রের সহিত, আমাদের দেশীয় শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত সম্প্রদায়ের চরিত্রের বিভিন্নতা উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। আমাদের দেশীয় শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত লোক-দিগের মধ্যে সাধারণতঃ মনুষ্যত্ব পরিলক্ষিত হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, লব্ধ-জ্ঞানের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় অপরিমিতব্যয়ী ধনীর সন্তানের ন্যায়

কার্য্য করেন। কিন্তু পক্ষান্তরে ইংরাজেরা কৃপণ ধনীর ন্যায় জ্ঞানার্জ্জন ও লব্ধ-জ্ঞানের ব্যবহার করেন। অপরিমিতব্যয়ী ধনীর সন্তান নিজে যে কোন অর্থ সঞ্চয় করিবেন, তাঁহার এমন কোন ক্ষমতা নাই। পিতৃ-পিতামহের উপার্জ্জিত ধন বিবিধ অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয় করিয়া, অনতি-বিলম্বে দেউলিয়া হইয়া পড়েন। শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত বাঙ্গালীগণ আত্ম-চিন্তা, এবং স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টা করেন না। তাঁহারা অপরিমিতব্যয়ী ধনীর সন্তানের ন্যায় পূর্ব্ব-পুরুষের উপার্জ্জিত জ্ঞান, কিম্বা বিদেশীয় লোকের প্রণীত পুস্তকস্থ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, শুদ্ধ কেবল বিদ্যা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে, সে জ্ঞানের অযথোচিত ব্যবহার করেন। সুতরাং অত্যল্পকালমধ্যেই তাঁহাদের সমুদয় বিদ্যা খরচ হইয়া যায়।

আবার ইংরাজ-সন্তান আজীবন জ্ঞানসঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। সংসারে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। কিন্তু এদেশীয় লোক সংসারে প্রবেশ করিলে, আর তাঁহার সঙ্গে পুস্তকের কোন সম্পর্ক থাকে না। তিনি কেবল পূর্ব্ব-লব্ধ বিদ্যা খরচ করিতে থাকেন। সংসার প্রবেশের পর, এদেশীয় লোকের জ্ঞানের জমাখরচে কেবল খরচই দেখা যায়; কিন্তু জমার ঠিক শূন্য পড়িয়া থাকে। * *

* * * * *

গবর্ণর জেনেরেলের আফিসে নিযুক্ত হইবার পর, মেটকাফ্ এবং তাঁহার সহকর্ম্মচারিগণকে অহর্নিশ বিবিধ সুদীর্ঘ পত্র (Voluminous Despatches) নকল করিতে হইত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে এই সময় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি এবং তাঁহার রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটরী এডমন্‌ষ্টোন (Edmonstone) কখনও জেনেরেল আর্থার ওয়েলেস্‌লির নিকট, কখনও জেনেরেল লেকের নিকট, কখনও গবর্ণর জেনেরেলের দূত জন্ ম্যালকমের নিকট, কখনও পুনার রেসিডেণ্ট ক্লোজ সাহেবের নিকট, কখনও হাইদরাবাদের রেসিডেণ্ট কারপেট্রিক সাহেবের নিকট অহর্নিশ সুদীর্ঘ পত্র দ্বারা বিবিধ বিষয়সম্বন্ধে উপদেশ প্রেরণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আফিসের বালক বলিয়া অভিহিত মেটকাফ্ প্রভৃতি এই সকল পত্র দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া নকল করিতেছেন।

সূর্য্যালোক নিঃশেষিত হইলেও মেটকাফ্ প্রভৃতির লেখনী বিশ্রামলাভ

করিতে সমর্থ হইত না। দীপালোকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ইঁহারা গবর্ণর জেনেরেলের লিখিত পত্রাদি নকল করিতেন। অত্যধিক পরিশ্রমনিবন্ধন ইঁহারা ভগ্নহৃদয় ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবেন এই আশঙ্কায়, গবর্ণর জেনেরেল সর্ব্বদাই ইহাদিগকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট-গৃহের নীচের তলে ইঁহাদিগের আহার করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং আহারের সময় ইঁহাদিগকে আমোদ প্রমোদ করিতে বলিতেন।

স্বয়ং গবর্ণর জেনেরেল কর্ত্তৃক এইরূপ উৎসাহিত হইয়া,রাত্রে আহারের সময় ইঁহারা অবিশ্রান্ত আনন্দনাদ করিতেন। একজন বলিয়া উঠিতেন, "জেনেরেল আর্থার ওয়েলেস্‌লির নামে (Three cheers) তিন আনন্দনাদ। অন্যান্য সকলে তৎক্ষণাৎ সমস্বরে আনন্দনাদ করিয়া উঠিতেন। এইরূপে ইঁহাদিগের আহারের সময় জেনেরেল লেক, জেনেরেল ওয়েলেস্‌লি, এবং স্বয়ং গবর্ণর জেনেরেলের নামের আনন্দনাদে গবর্ণমেণ্ট-গৃহ নিনাদিত হইত। ঈদৃশ উত্তেজনা-নিবন্ধন ইঁহারা প্রতিদিন নব উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন।

মারকুইস অব্ ওয়েলেস্‌লির রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে অনেক প্রবঞ্চনা-মূলক ব্যবহার থাকিলেও তাঁহার ঈদৃশ অমায়িক ব্যবহার দ্বারা তিনি ইহা-দিগের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরেলের প্রতি ইহা-দিগের মনে একপ্রকার অন্ধ-ভক্তি উপস্থিত হইল। ইঁহারা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার নিকট অকপটে আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। ভবিষ্যতে এই সকল যুবক যখন উচ্চ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, তখন ইহাদিগকে ওয়েলেস্‌লিয়ান স্কুলের ছাত্র বলিয়া লোকে অভি-হিত করিত। ইহারা আজীবন মারকুইস অব্ ওয়েলেস্‌লির রাজনৈতিক কৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন।

মেটকাফ্ ইতিপূর্ব্বে সিন্ধিয়ার রাজ্যে গমনোপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশের অবস্থাসম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। আসাইএর যুদ্ধের পর সন্ধির পাণ্ডুলিপি-রচনাসময়ে, লর্ড ওয়েলেস্‌লি, মেটকাফ্‌কে সিন্ধিয়ার রাজ্যে সৈন্যসংস্থাপনের সম্বন্ধে একখানি মন্তব্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে অনু-রোধ করিলেন। মেটকাফ্ অতি সুচারুরূপে এই দলিলের মুশাবিদা করি-লেন। সিন্ধিয়ার রাজ্য-গমনোপলক্ষে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এখন তাহার বিশেষ সদ্ব্যবহার হইল। এই মন্তব্যখানিই মেটকাফের হস্ত-

লিখিত প্রথম ষ্টেট পেপার অর্থাৎ রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় দলিল। ঊনবিংশ বৎসরের যুবক যে, এইরূপ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় মন্তব্য লিখিতে সমর্থ হইলেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

গবর্ণর জেনেরেলের এই নব-প্রতিষ্ঠিত আফিসে কার্য্য করিবার সময়, মেটকাফ্ বিষয়-কার্য্য-সম্বন্ধে যদ্রূপ দিন দিন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন, সেই প্রকার আবার চিত্তোৎকর্ষ-সম্বন্ধেও বিশেষ যত্ন করিতেন। এই সময় একদিন আপন চিন্তা পুস্তকে লিখিলেন—"হে মন,—ক্ষুদ্র মন, এখন পর্য্যন্তও দ্বেষ-পরিশূন্য হইতে পার নাই;—তোমার মধ্যে এত দ্বেষ হিংসা নাই যে, তন্নিবন্ধন আমাকে সর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে,—কিন্তু তাহা না হইলেও তোমার সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব আপনাকে সংশোধন করিতে এখনই প্রবৃত্ত হও এবং নিজের সম্পদে যত সুখী হও, অন্যের সম্পদে তদ্রূপ সুখ লাভ করিতে শিক্ষা কর।"

ঈদৃশ আত্মানুসন্ধান ছিল বলিয়াই চরমে মেটকাফ্ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ আত্মানুসন্ধান, আত্মদৃষ্টি এবং হৃদয় সমুন্নত করিবার চেষ্টার অভাবেই মানুষ আত্মোন্নতি করিতে অসমর্থ হয়।

মেটকাফের কলিকাতা অবস্থানকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা থিওফিলাস্ জন্ মেটকাফ্ স্বাস্থ্যরক্ষার্থ চীন হইতে ভারতবর্ষে আসিলেন। অতি বাল্যকালে ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে অনৈক্য ছিল। কিন্তু এখন উভয়ের মধ্যেই সেই বাল্যবিবাদ প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-বাৎসল্যে পরিণত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসিতেছেন, এই সংবাদ মেটকাফের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ করিল। "ধন্য পরমেশ্বর" এই কথা বলিয়াই তিনি স্বীয় বয়স্য সেরার সাহেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"সেরার, আজই থিওফিলাস্ এখানে পৌঁছিবেন। থিওফিলাস্ অত্যন্ত সহৃদয় লোক।"

এই কথাবার্ত্তার কয়েক ঘণ্টা পরেই থিওফিলাস্ কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। তিন বৎসরের পর পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করিয়া যারপরনাই আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

মাসাধিক থিওফিলাস্ কলিকাতায় স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস মেটকাফের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। এই তরুণবয়সেই চার্লস মেটকাফ্ গম্ভীর প্রকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সমবয়স্কদিগের সঙ্গে

আমোদ প্রমোদে বড় যোগ দিতেন না। কিন্তু থিওফিলাস্ কলিকাতা অবস্থানকালে সর্ব্বদাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে বিবিধ লোকের বাড়ীতে যাইতেন। মাসাধিক পরে থিওফিলাস্ তাঁহার মাসী রিচার্ডসন্ সাহেবের পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কাণপুর চলিয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতা চার্লসকে সঙ্গে করিয়া কাণপুর যাইবেন; কিন্তু চার্লসের কাণপুর যাইবার সুবিধা হইল না। থিওফিলাস্ পুনর্ব্বার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তৎকালের সুপ্রিম কোর্টের একজন জজ, হেন্‌রী রাসেলের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী হানা রাসেলকে বিবাহ করিলেন, এবং কয়েকদিন পরে সস্ত্রীক চীনে চলিয়া গেলেন।

থিওফিলাসের বিবাহ সম্বন্ধে মেটকাফ্ ১৮০৪ খৃঃ অব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে স্বীয় দৈনিক পুস্তকে লিখিলেন,—"গত কল্য আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা থিওফিলাস্, কুমারী হানা রাসেলকে বিবাহ করিয়াছেন। থিওফিলাসের এখন বিংশতি বৎসর বয়স হইয়াছে। আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহার একবিংশতি বৎসর পূর্ণ হইবে। পরমেশ্বর করুন, সহৃদয়তা-নিবন্ধন মানুষ যে সুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারে সেই সুখশান্তি যেন এই নবদম্পতী সর্ব্বদা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।"

চার্লস মেটকাফের পিতা ১৮০২ খৃঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হইলেন এবং ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে ব্যারোনেট্ উপাধি প্রদান করিলেন। এই শুভ-সংবাদও চার্লসের নিকট এই সময় পৌঁছিল। তিনি এই সংবাদপ্রাপ্তে বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন এবং আপন চিন্তা পুস্তকে লিখিলেন,—

"আমার পিতা ব্যারোনেট্ হইয়াছেন। তিনি অযাচিতরূপে এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই এই শুভসংবাদ আমাকে এতাদৃশ আনন্দ প্রদান করিতেছে। পিতা এই সম্মানপ্রাপ্তির নিমিত্ত এরূপ কোন নীচ কৌশল অবলম্বন করেন নাই, যে সকল কৌশল ও নীচাশয়তা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের রাজ-প্রদত্ত সম্মান ও উপাধি কলঙ্কিত হইতেছে। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, পিতা এ সম্মান আপন স্বাধীনতার বিনিময়ে ক্রয় করেন নাই। সাধুতা এবং ক্ষমতা থাকিলে যে মানুষ বড় লোক হইতে পারে, তাহার একটী প্রবল দৃষ্টান্ত আমার পিতা। তাঁহার চরিত্র আমি জীবনের আদর্শ করিব। আমি সর্ব্বদা এ জীবনে তাঁহারই পদানুসরণ করিব। আমার কোন সন্দেহ নাই যে, আমিও কালে এইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের পরিবারের দ্বিতীয় শাখাকে সমুন্নত করিতে সমর্থ হইব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৮০৪—১৮০৬

যুদ্ধক্ষেত্র।

The man who carefully visits the sources of Indian history is often called to observe, and to observe with astonishment, what power the human-mind has, in deluding itself. * * * * * * * It will be difficult to show, in what respect the ambition of Sindia was selfish and wicked; and that of the English, full of magnanimity and virtue.—*James. Mill.*

১৮০৪ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মেটকাফ্, গবর্ণর জেনেরেলের আফিসে কার্য্য করিয়া, মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লিকে বিশেষ সন্তোষ প্রদান করিলেন। গবর্ণর জেনেরল, মেটকাফ্‌কে বিশেষ কার্য্যদক্ষ মনে করিয়া, তাঁহাকে দৌত্য-বিভাগের সহকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং জেনেরেল লেকের শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করিলেন।

১৮০৩ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বেই বিবিধ কৌশল এবং চক্রান্ত করিয়া, বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি, দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং বেরারাধিপতি রঘুজী ভোঁস্‌লাকে পরাভব করিলেন। ইহারা পরাজিত হইয়া এখন গবর্ণর জেনেরেলের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অগত্যা সম্মত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে একমাত্র হোল্‌কার এখন পর্য্যন্তও ইংরাজদিগের করতলস্থ হইয়া পড়েন নাই। হোল্‌কারকে পরাভব করিবার নিমিত্তই এখন বিবিধ কৌশল হইতেছে এবং এই অভিপ্রায়-সংসাধনার্থ জেনেরেল লেক্, সম্প্রতি কানপুর হইতে সসৈন্যে আগরা যাইয়া অবস্থান করিতেছেন। গবর্ণর জেনেরেল মারকুইস অব্ ওয়েলেস্লি মনে করিলেন যে, দেশীয়-ভাষা-পরিজ্ঞাত একজন উপযুক্ত সিবিল কর্ম্মচারীকে জেনেরেল লেকের সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে রাখিলে, এইরূপ কর্ম্মচারী

যুদ্ধের জয় পরাজয় দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সাময়িক সন্ধি ইত্যাদির প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং তজ্রূপ সাময়িক সন্ধিসংস্থাপনার্থ গবর্ণর জেনেরেলের অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইবে না। গবর্ণর জেনেরেল জানিতেন যে, মেটকাফ্ তাঁহার রাজনৈতিক কৌশলের বিশেষ পক্ষপাতী, সুতরাং মেটকাফ্কে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮০৪ সনের ২৩শে আগষ্ট মেটকাফ্, কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পাঠকগণ হয় তো মনে করিবেন যে, মেটকাফ্ যখন মার্‌কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লির রাজনৈতিক কৌশলের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তখন তাঁহাকে সৎলোক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি বিবিধ চক্রান্ত এবং কখনও কখনও প্রতারণামূলক ব্যবহার করিয়া, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছিলেন। মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির কার্য্যকলাপের মধ্যে সাধুতার চিহ্ন বড় পরিলক্ষিত হয় না।

কিন্তু মহাত্মা জেম্‌স্ মিলের কথাটী এই স্থানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। মিল্ বলিয়াছিলেন, "আত্মপ্রতারণার্থ মানবমনে অসীম ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়।" বস্তুতঃ সাধু ও মহাত্মাগণও অতি সহজে আত্মপ্রতারিত হইয়া পড়েন। মানুষ সর্ব্বদাই জগতের উপকার করিবার সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, মানবমণ্ডলীর অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির রাজনৈতিক কৌশলসম্বন্ধে যেরূপে মেটকাফের ভ্রম হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিতে হইলে, মহারাষ্ট্রীয়জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে বিবৃত করিতে হয়। মেটকাফের জীবনচরিতে এই বিষয় উল্লিখিত হইলে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, এই সকল বিষয়ের সঙ্গে মেটকাফের কার্য্যকলাপের বিশেষ সংস্রব রহিয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয়-রাজ্যের সংস্থাপক বীরপুরুষ শিবজী আপন স্বজাতীয়দিগকে মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। "সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" শিবজী অত্যল্পকাল মধ্যে কঙ্কনপ্রদেশে আপন রাজত্ব সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু যে জাতীয় লোকের সামাজিক রীতি-নীতি এবং আচার-ব্যবহার যার-পর-নাই দূষিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা কখনও দীর্ঘকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। শিবজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ ভারত-প্রচলিত বিবিধ কুনিয়ম এবং বিলাসপ্রিয়তানিবন্ধন নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। ভারত-প্রচলিত বহুবিবাহ, জাতিভেদ

ইত্যাদি বিবিধ কুপ্রথা দিন দিন মহারাষ্ট্রীয়রাজ্যের মূলচ্ছেদ করিতে লাগিল। রাজপুত্র কিম্বা ধনীর সন্তানগণ এদেশে কখনও সচ্চরিত্র লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। দুই তিন পুরুষ পরেই ইহাদিগের দেওয়ানের হস্তে রাজ্যভার নিপতিত হয়। শিবজীর পৌত্র সাহুজীর সময়েই পেশোয়া উপাধিধারী মহারাষ্ট্রীয় দেওয়ান বালাজী বিশ্বনাথ, রাজপদ অধিকার করিলেন। সাহুজী কেবল নামমাত্র রাজা রহিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের সময় হইতেই মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া, পুরুষপরম্পরায় মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যাধিকারী হইলেন। ১৭২০ খৃঃ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশোয়ার পদাভিষিক্ত হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। ইঁহার রাজত্বকালেই ইংরাজদিগের সঙ্গে মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় এক সন্ধিপত্র লেখা পড়া হইল। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে এই প্রথম সন্ধি *। কিন্তু এই সময় ইংরাজেরা এদেশে কেবল বাণিজ্য ব্যবসা করি-তেন। সুতরাং এই সন্ধিপত্রদ্বারা কেবল বাণিজ্যসম্বন্ধীয় বন্দোবস্তের বষয় কয়েকটী নিয়ম অবধারিত হইল।

১৭৪০ খৃঃ অব্দে বাজিরাও পেশোওয়ার মৃত্যু হইল। ইঁহার তিন পুত্র ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত বালাজী বাজিরাও এবং রাঘোবা; আর মুসলমান-উপপত্নীর গর্ভজাত সামসের বাহাদুর।

বালাজী বাজিরাও পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎকনিষ্ঠ রাঘোবা তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন। সামসের বাহাদুর বুন্দেলখণ্ডের সুবেদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। বালাজী বাজিরাও কঙ্কনপ্রদেশের এক দল্ল দস্যুকে দেশ-বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত ইংরাজদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। এই উপলক্ষে ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এক সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ইংরাজ এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে এই দ্বিতীয় সন্ধি।

ইহার পর ইংরাজেরা ওলন্দাজদিগকে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের অনুগ্রহক্রয়ার্থে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ,

* শিবজীর সময়ও ইংরাজদিগের সঙ্গে এক বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তদ্রূপ দলিলকে সন্ধি বলা যায় না।

ওলন্দাজদিগকে দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে ইংরাজদিগের সঙ্গে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক সন্ধি হইল। এই তৃতীয় সন্ধি।

বালাজী বাজিরাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মধুরাও, পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে ইংরেজদিগের সঙ্গে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে এক সন্ধি হইল। কিন্তু এই চতুর্থ সন্ধি দ্বারাও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং রাজ্যবিনাশের এখন পর্য্যন্তও কোন আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই।

১৭৭২ সালে মধুরাও পেশোয়ার মৃত্যু হইল। তৎকনিষ্ঠ নারায়ণ রাও পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হইবেন বলিয়া অবধারিত হইল। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবা, রাজ্যলোভে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণবধ করিলেন, এবং পেশোয়ার পদ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয়গণ, নারায়ণ রাওএর স্ত্রী গঙ্গাবাইএর গর্ভজাত শিশুকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই গৃহবিচ্ছেদ-উপলক্ষে রাঘোবা, রাজ্যলাভার্থ ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাঘোবার সঙ্গে বম্বের গবর্ণর ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই সন্ধি হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে ইংরাজদিগের প্রথম যুদ্ধারম্ভের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই সময়ের অনতিপূর্ব্বে কলিকাতার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস, গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বম্বে এবং মান্দ্রাজের গবর্ণরের উপর তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপিত হইল। তিনি এই সন্ধি অনুমোদন করিলেন না। তিনি অবিলম্বে কর্ণেল আপ্টন্ সাহেবকে পুনানগরে সিংহাসনারূঢ় পেশোয়ার সঙ্গে সন্ধিসংস্থাপনার্থ প্রেরণ করিলেন। কর্ণেল আপ্টন্ সিংহাসনাধিরূঢ় পেশোয়ার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে এই সন্ধিপত্র লেখাপড়া হইল। ইহার নামই পুরন্দরের সন্ধিপত্র।

কিন্তু পুরন্দরের সন্ধি সংস্থাপনের অনতিবিলম্বেই ইংরাজেরা এই সন্ধি ভঙ্গ করিলেন। পেশোয়া, ফরাশীদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া, ইংরাজেরা রাঘোবার সঙ্গে পুনর্ব্বার সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক পেশোয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তখন ইংরাজেরা আপন শরণাগত রাঘোবাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, পেশোয়ার পদানত হইয়া, তাঁহার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিপত্র দ্বারা পেশোয়ার

পূর্ব্বপ্রদত্ত সমুদায় ভূমি ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। এই সন্ধিপত্রের নাম বার্গাওঁ (Wargaon) সন্ধিপত্র।

কিন্তু যে সন্ধিপত্র দ্বারা ইংরাজদিগের ক্ষতি হয়, সেই সন্ধিপত্রের সিদ্ধতা এবং ঔচিত্যসম্বন্ধে তাহাদের সর্ব্বদাই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই সন্ধিপত্রের সিদ্ধতাসম্বন্ধে ইংরেজদিগের গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই সন্ধিপত্র অনুসারে পেশোয়া, ইংরেজ কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিলে পরই, ইংরেজেরা আবার সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিবার আয়োজন করিলেন। কিছুকাল পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কোন কোন যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেন। কোন কোন যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জয় লাভ হইল। কিন্তু অল্পকালমধ্যে ইংরেজেরা একেবারে রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন যুদ্ধের ব্যয় বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, পুনর্ব্বার সন্ধি-সংস্থাপনার্থ বিবিধ কৌশল করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় সিন্ধিয়া, হোল্‌কার এবং রঘুজী ভোঁস্‌লা প্রভৃতি, মুখে পেশোয়ার অধীনস্থ সুবেদার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ স্বাধীন রাজার ন্যায় আপন আপন অধিকৃত রাজ্য শাসন করিতেন। পেশোয়ার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপনের আশায়, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, রঘুজী ভোঁস্‌লার সঙ্গে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন এবং রঘুজী ভোঁস্‌লাকে অন্যূন ষোল লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদান করিলেন। কিন্তু রঘুজী ভোঁস্‌লা দ্বারা এই কার্য্য সংসিদ্ধ হইল না। তখন ইংরাজেরা মধুরাও সিন্ধিয়াকে মধ্যস্থ ধরিয়া সন্ধিস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। সমুদায় মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধিপত্রের নাম সালবাই (Salbye) সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্রে লিখিত হইল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পেশোয়া উভয়েরই মধুরাও সিন্ধিয়া অথবা মাধাজী সিন্ধিয়ার উপর বিশেষ বিশ্বাস রহিয়াছে, অতএব এই সন্ধির উল্লিখিত পরস্পরের প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালনার্থ সিন্ধিয়া মধ্যস্থ-স্বরূপ উভয় পক্ষের নিকট প্রতিভূ হইলেন। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধিপত্র লেখা পড়া হইল।

কিন্তু এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, পেশোয়াপদাভিষিক্ত গঙ্গাবাইএর গর্ভজাত শিশু ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। ইহার নাম মধুনারায়ণ রাও ছিল। এদিকে তাহার শত্রু রাঘোবার মৃত্যু হইল এবং রাঘোবার পুত্র বাজিরাও কারারুদ্ধাবস্থায় রহিলেন। মধুনারায়ণ রাও পেশোয়া অত্যন্ত সহৃদয় ও ধার্ম্মিক

পুরুষ ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, এ সংসারে দুঃখ ভিন্ন কোন সুখ নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যু, তাঁহার জননীর ব্যভিচার ও স্বীয় কলঙ্ক গোপন করিবার নিমিত্ত আত্মঘাত, এবং রাঘোবার পুত্র বাজিরাওর কারারুদ্ধাবস্থা ইত্যাদি বিবিধ শোচনীয় ঘটনা তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত করিল। তিনি আত্মহত্যা করিয়া এ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাঘোবার পুত্র বাজিরাও কারা-মুক্ত হইয়া, পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু পেশোয়া নামে সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের অধিপতি হইলেও, এই সমগ্র রাজ্য তাঁহার শাসন করিবার ক্ষমতা ছিল না। সিন্ধিয়া এবং হোল্‌কার প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষ, পেশোয়ার অধীনে পূর্ব্বে সুবেদারের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু এখন তাঁহারা প্রত্যেকেই এক প্রকার স্বাধীন রাজা হইয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষমতা বিশেষরূপে দৃঢ়ীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, পেশোয়াকে হাতে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পেশোয়াকে একেবারে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা ইঁহাদের কাহারও ছিল না। কিন্তু সকলেই পেশোয়াকে হস্তস্থিত পুত্তল করিয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এইরূপ অবস্থা-নিবন্ধন হোল্‌কার, সিন্ধিয়া, রঘুজী ভোঁস্‌লা, এবং গুইকুমার প্রভৃতির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব উপস্থিত হইল।

মহাত্মা জন্ শোরের পর যখন মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে পৌঁছিলেন, তখন পেশোয়ার দরবারে সিন্ধিয়ারই বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। এই সময় সিন্ধিয়ার রাজ্যের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ রাজ্যও বোধ হয় আর কাহারও ছিল না। দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশ, সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; দিল্লীর বাদসাহ সিন্ধিয়ার করতলস্থ ছিলেন।

মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি এদেশে পৌঁছিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে, ইঁহাদের এক জনের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, অনায়াসে অপর এক জনকে রাজ্যচ্যুত করা যাইতে পারে; এবং এই প্রণালী অব-লম্বন করিলে, একে একে তিনি সকলকেই ক্রমে রাজ্যচ্যুত করিয়া, সমগ্র ভারতে ইংরাজাধিপত্য অতি সহজেই বিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের ১৭৮৪ খৃঃ অব্দের আইনানুসারে রাজ্যবৃদ্ধির অভি-প্রায়ে গবর্ণর জেনেরেলের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ক্ষমতা ছিল না। শুদ্ধ কেবল ইংরাজাধিকৃত রাজ্যরক্ষার্থ তিনি যুদ্ধ করিতে পারিবেন বলিয়া

নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই আইনের বিধান লঙ্ঘন না করিয়া, আর গবর্ণর জেনেরেলের রাজ্য-বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই। মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি প্রায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সদৃশ লোক ছিলেন। তিনি ভারতে পৌঁছিয়া, পার্লিয়ামেণ্টের আইন লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে, এক নূতন ফন্দি বাহির করিলেন। দেশীয় রাজগণ ফরাশীদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইতেছে; তাঁহারা ফরাশীদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলে, সত্বরই ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে; এইরূপ অমূলক আশঙ্কার ভাণ করিয়া, দেশীয় এক একটী রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং এই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক, ধীরে ধীরে এক একটী রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার কৌশল করিলেন। প্রথমতঃ হাইদ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, টিপু সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। টিপু সুলতানকে রাজ্যচ্যুত করিবার সময়, মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়ারও সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু পেশোয়া এই অন্যায়-যুদ্ধে যোগ দিলেন না। টিপু সুলতানের রাজ্যবিনাশের সময় হইতেই হাইদ্রাবাদের নিজামের রাজ্যে ইংরাজ-সৈন্য সংস্থাপিত হইল। এই সৈন্যের ব্যয় নিজামকে দিতে হইত। কিন্তু সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের আজ্ঞাধীন হইয়া রহিল।

ইহার পর গবর্ণর জেনেরেল পেশোয়ার রাজ্যে ইংরাজসৈন্য রাখিবার চক্রান্ত করিতে লাগিলেন এবং এই উদ্দেশ্য-সংসাধনার্থ বারি ক্লোজ সাহেবকে পেশোয়ার দরবারে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। হোল্‌কার, সিন্ধিয়া এবং রঘুজী ভোঁস্‌লা প্রত্যেকেই পেশোয়াকে আপন হস্তস্থিত পুত্তলস্বরূপ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ইহাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতানিবন্ধন পেশোয়ার রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপনের বিশেষ বিঘ্ন হইতে লাগিল। ইংরাজ-রেসিডেণ্ট ক্লোজ সাহেব, গোপনে গোপনে পেশোয়াকে ইংরাজ-সৈন্য আপন রাজ্যে রাখিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু পেশোয়া বাজীরাও কোন প্রকারেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। অযোধ্যার নবাব, ইংরাজসৈন্য স্বীয় রাজ্যে রাখিয়া যেরূপ বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা পেশোয়ার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি সিন্ধিয়া কিম্বা হোল্‌কারের অধীনতা স্বীকারও শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন, তত্রাচ ইংরাজ-সৈন্য স্বরাজ্যে রাখিতে সম্মত হইলেন না।

এই সময়ে সিন্ধিয়াই পেশোয়ার দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং হোল্‌কার পেশোয়ার রাজ্য লুণ্ঠন করিবার আয়োজন

করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-রেসিডেণ্ট পেশোয়াকে ইংরাজদিগের সাহায্য-গ্রহণার্থ প্রস্তাব করিলেন। পেশোয়া, সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হই-লেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানে ইংরাজ-সৈন্য স্বদেশে রাখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গবর্ণর জেনেরেল, পেশোয়ার এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি রেসিডেণ্টের নিকট লিখিলেন যে, পেশোয়া বার্ষিক ইংরাজ-সৈন্যের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়া, ইংরাজসৈন্য আপন রাজ্যমধ্যে না রাখিলে, তাঁহাকে সাহায্য করা হইবে না। পেশোয়া অগত্যা বার্ষিক ২৫ পঁচিশ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু আপন রাজ্যমধ্যে ইংরাজ-সৈন্য রাখিতে সম্মত হইলেন না। গবর্ণর জেনেরেল আবার রেসিডেণ্টের নিকট লিখিলেন যে, সসৈন্যে যখন হোল্‌কার, পেশোয়ার রাজ্য আক্রমণ করিবে, তখন নিশ্চয়ই পেশোয়া বাধ্য হইয়া ইংরাজসৈন্য আপন রাজ্যে রাখিতে সম্মত হইবেন; অতএব আর কিছুকাল বিলম্ব করিতে হইবে।

ইহার পর সত্য সত্যই হোল্‌কার সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া, পেশোয়ার রাজ-ধানী পুনা-নগর আক্রমণ করিলেন। পেশোয়া তখন রাজ্য হইতে পলায়ন করিলেন, এবং অগত্যা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, ইংরাজ-সৈন্য স্বদেশে রাখিবেন বলিয়া, ইংরাজদিগের সঙ্গে নূতন সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিপত্রের নাম বেসিনের (Bassin) সন্ধিপত্র। চরমে এই সন্ধিই মহারাষ্ট্রীয়-রাজ্যের বিনাশের মূল কারণ হইল।

এই বেসিনের সন্ধি-পত্র দ্বারা পূর্ব্বের সালবাই (Salbye) সন্ধি-পত্র রহিত করা হইল। ইংরাজেরা সিন্ধিয়া এবং রঘুজী ভোঁস্‌লাকেও বেসিনের এই সন্ধি-পত্রে সম্মতি প্রদানার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পিতা মাধাজী সিন্ধিয়া, সালবাই সন্ধিপত্রের লিখিত প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ প্রতিভূ হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, দৌলত রাও পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া, এখনও পিতার ন্যায় তৎসম্বন্ধে প্রতিভূ রহিয়া-ছেন। তাঁহার অসাক্ষাতে ইংরাজেরা সালবাই সন্ধি-পত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক পেশোয়ার সঙ্গে নূতন সন্ধিপত্র লেখাপড়া করিয়া, এখন আবার তাঁহাকে এবং রঘুজী ভোঁস্‌লাকে এই নূতন সন্ধিপত্রে সম্মতি প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপ অবস্থায় সিন্ধিয়া এই নূতন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেও তাঁহাকে ন্যায়ানুসারে কেহ দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারে না। সিন্ধিয়া, রঘুজী ভোঁস্‌লার সঙ্গে

পরামর্শ করিয়া, এই সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা মনে করিলেন যে, এইরূপ সন্ধি-পত্রে সিন্ধিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সম্মত হইবেন না। সুতরাং এদিকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া, সিন্ধিয়াকে ভুলাইয়া রাখিলেন। পক্ষান্তরে যুদ্ধের সমুদয় আয়োজনপূর্ব্বক সিন্ধিয়ার রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে সৈন্য সংস্থাপন করিতে লাগি-লেন। ভারতবর্ষের তৎকালের ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরেল লেক, সসৈন্যে সিন্ধিয়ার রাজ্যের উত্তরপশ্চিমসীমানায় অর্থাৎ যমুনানদীর পারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কর্ণেল আর্থার ওয়েলেস্‌লি, সসৈন্যে সিন্ধিয়ার রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমপ্রান্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কর্ণেল ষ্টিবেন্‌সন, কর্ণেল ওয়েলেস্‌লির সঙ্গে যোগ দিবার নিমিত্ত দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে রহিলেন। জেনে-রেল ষ্টুয়ার্ট, হাইদ্রাবাদের সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্যূন পঞ্চাশ সহস্রাধিক সৈন্য, সিন্ধিয়া এবং রঘুজী ভোঁস্‌লার রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে সংগৃহীত হইবামাত্র, কর্ণেল আর্থার ওয়েলেস্‌লি সিন্ধিয়াকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনি অবিলম্বে বেসিনের সন্ধিপত্রে সম্মতি প্রদান না করিলে, আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।"

বেসিনের সন্ধিপত্রে সম্মতি প্রদান করিলে, সিন্ধিয়াকেও ইংরাজ-সৈন্য আপন রাজ্য মধ্যে রাখিতে হইবে। সুতরাং সিন্ধিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলেন। বিশেষতঃ রঘুজী ভোঁস্‌লাও এত শীঘ্র কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ইংরাজ-সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে সিন্ধিয়া এবং রঘুজী ভোঁস্‌লার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাদের তখন সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইবারও বিশেষ সুবিধা ছিল না। সিন্ধিয়ার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ফরাসী যোদ্ধা পেরোঁর অধীনেই তাঁহার বিশেষ শিক্ষিত সৈন্যগণ ছিল। ইতি-পূর্ব্বে জেনেরেল পেরোঁকে সিন্ধিয়া বরখাস্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া-ছিলেন এবং পেরোঁও তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে পেরোঁ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। জেনেরেল লেক্, পেরোঁর অধীনস্থ সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। এদিকে আসাইএর যুদ্ধে কর্ণেল আর্থার ওয়েলেস্‌লি জয়লাভ করিলেন। চতুর্দ্দিকেই সিন্ধিয়ার সৈন্য পরাজিত হইল। তখন সিন্ধিয়া ইংরাজদিগের করতলস্থ হইয়া পড়িলেন; সুতরাং ঈদৃশ বিপন্না-বস্থায় তিনি আত্মরক্ষার্থ সারজী-আঞ্জেমগাঁও (Surjee-Angengaum) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধিপত্র দ্বারা সিন্ধিয়াকে আপন রাজ্যের

অধিকাংশ প্রদেশ ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশ সিন্ধিয়ার অধীনে ছিল। দিল্লীর বাদসাহ সিন্ধিয়ার বৃত্তিভোগী ছিলেন। কিন্তু এখন দিল্লী প্রদেশ ইংরাজদিগের রাজ্যভুক্ত হইল এবং দিল্লীর বাদসাহ সাহ-আলম, ইংরাজদিগের বৃত্তিভোগী হইলেন।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ, এই যুদ্ধে ইংরাজেরা বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করেন। কিন্তু এই প্রকার যুদ্ধে বীরত্ব কিম্বা পৌরুষের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। নিদ্রিত লোকের বুকে ছুরিকা বসাইয়া, তাহার প্রাণবধ করিলে যে বীরত্ব এবং পৌরুষ হয়, এই যুদ্ধে তদ্রূপ বীরত্ব এবং পৌরুষই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ইহা অপেক্ষা অন্যায় যুদ্ধ আর কি হইতে পারে? সালবাই সন্ধিপত্র রহিত করিয়া, ইংরাজেরা পেশোয়ার সঙ্গে যে বেসিনের নূতন সন্ধিপত্র লেখাপড়া করিলেন, তদ্দ্বারা সিন্ধিয়া, বিশেষ অপমানিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের উপকারার্থ বর্ত্তমান সিন্ধিয়ার পিতা মধ্যস্থ হইয়া, সালবাই সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। এখন ইংরাজগণ কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে, কৃতঘ্নতা প্রদানপূর্ব্বক সিন্ধিয়ার অগোচরে পেশোয়ার সঙ্গে নূতন সন্ধি করিলেন। এই অবস্থায় সিন্ধিয়া ইংরাজদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিলেও ন্যায়ের দৃষ্টিতে কেহ তাঁহাকে অন্যায়াচারী বলিতে পারিতেন না। কিন্তু এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপমানিত হইয়াও সিন্ধিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন। পক্ষান্তরে ইংরাজেরা দুষ্টাভিসন্ধিপূর্ব্বক যুদ্ধের পূর্ব্বে বিবিধ আয়োজন করিয়া, অকস্মাৎ সিন্ধিয়াকে এইরূপে আক্রমণ করিলেন। ঈদৃশ ন্যায়ানুগত ব্যবহার দ্বারাই ইংরাজেরা ভারত জয় করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু মেটকাফের ন্যায় সহৃদয় এবং ন্যায়পরায়ণ লোক মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির এই সকল অন্যায়াচরণ এবং প্রবঞ্চনা-মূলক ব্যবহারসম্বন্ধে যে কারণে চিরান্ধতা প্রকাশ করিলেন এবং যেরূপে তিনি আত্ম-প্রতারিত হইয়াছিলেন, তাহাই উল্লেখ করিবার নিমিত্ত মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির প্রাগুক্ত রাজনৈতিক কৌশল এ অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

মেটকাফের ভারতাগমন হইতে গবর্ণর জেনেরেল তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সুতরাং মেটকাফের অন্তরে গবর্ণর জেনেরেলের প্রতি অত্যন্ত ভক্তির সঞ্চার হইল। প্রগাঢ় ভক্তি মানুষের মনে অন্ধ-বিশ্বাস আনয়ন করে। মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির প্রতি মেটকাফের মনে অন্ধ

বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন তিনি গবর্ণর জেনেরেলের ভ্রান্ত মত এবং-বাক্য সহজে বিশ্বাস করিতেন। বিশেষতঃ মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি এক প্রকার দেশহিতৈষীতার ভাণ করিয়া বিবিধ অন্যায়াচরণ করিতেন। সিন্ধিয়ার উচ্চাভিলাষ দমন না করিলে, ভারতে শান্তি সংস্থাপনের উপায় নাই—মহারাষ্ট্রীয়েরা দস্যু—তাহাদের অধীনে প্রজা-সাধারণের কষ্ট হইতেছে,—ফরাশী-দিগকে দেশ বহিস্কৃত না করিলে ইংরাজাধিকৃত দেশ রক্ষা হইবে না,—এই প্রকার বিবিধ ছলনা করিয়াই, মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি এই সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। দেশহিতৈষিতা এবং ধর্ম্মের নামে সংসারে চিরকাল বিবিধ ভণ্ডামী অনুষ্ঠিত হয়। তরুণবয়স্ক মেটকাফ্, গবর্ণর জেনেরেলের এই সকল ভাণ সত্য বলিয়া মনে করিতেন, এবং ইংরাজ-শাসনাধীনে প্রজার সুখশান্তি বৃদ্ধি হইবে, এইরূপ আশা করিতেন। অধিকন্তু, ফরাশীজাতির প্রতি ইংরাজমাত্রেরই বিদ্বেষের ভাব রহিয়াছে। সুতরাং ফরাশীজাতির বিরুদ্ধের চির-বিদ্বেষ-নিবন্ধন, মেটকাফ্ সহজেই এইরূপে আত্ম-প্রতারিত হইয়া, মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির এবম্বিধ অবৈধ এবং অন্যায় রাজনৈতিক কৌশ-লের মধ্যে কোন প্রকার দোষ দেখিতে সমর্থ হইতেন না। এ সংসারে প্রায় সমুদয় লোকই অন্ধ-বিশ্বাস-নিবন্ধন এইরূপ ভ্রমজালে নিপতিত হয়েন। প্রেম, ভক্তি এবং শ্রদ্ধা অনেক সময়ে মানুষকে একেবারে চিরান্ধ করে। মানুষ প্রেমান্ধতা-নিবন্ধন বিষয়বিশেষের ন্যায়ান্যায় অবধারণে অসমর্থ হইয়া পড়েন, সুতরাং মেটকাফের সদৃশ অন্ধতা মানবজীবনের অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতা বলিয়া সহজেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে। মেটকাফ্ পূর্ব্বোক্ত বিবিধ কারণে আত্মপ্রতারিত হইয়াই, ওয়েলেস্‌লির রাজনীতি অনুমোদন করিতেন।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেটকাফ্ ১৮০৪ খৃঃ অব্দের ২৩শে আগষ্ট কলিকাতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার কাণপুর পৌঁছিবার পূর্ব্বে, তিনি পথিমধ্যে একদল দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। দস্যুগণ আক্রমণ করিবামাত্রই তাঁহার পাল্কীর বেহারাগণ পাল্কীশুদ্ধ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তিনি পাল্কীর মধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। আক্রান্ত হইবামাত্রই তিনি একজন দস্যুর হাতের লাঠি ধরিলেন। তখন আর একজন দস্যু অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে তর-বারের আঘাত করিল। তরবারের আঘাতে মেটকাফের দুইটী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কাটিয়া গেল। দস্যুগণ তাঁহার মস্তকে এবং বুকের উপর যষ্টির

আঘাত করিতে লাগিল। মেটকাফ্ দেখিলেন যে, পলায়ন ভিন্ন আর আত্ম-রক্ষার উপায় নাই। সুতরাং দৌড়িয়া একটা নদীর পারে চলিয়া গেলেন। দস্যুগণ তাঁহার সঙ্গের সমুদয় জিনিসপত্র লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। শারীরিক-ক্লান্তি-নিবন্ধন মেটকাফ্ নদীর পারে ভূমিতলে শুইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হয়তো এই মুহূর্ত্তে তাঁহার পিতা তাঁহার সম্বন্ধে বন্ধুদিগের নিকট নানা কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেছেন না যে, তাঁহাদের পুত্র কি ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে আবার পাল্কীর নিকট আসি-লেন। দস্যুগণ পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বেহারাগণ আবার এক-ত্রিত হইল। তিনি অবিলম্বে কাণপুরে পৌছিলেন। কাণপুরে রিচার্ডসন্ সাহেবের স্ত্রী, মেটকাফের জননীর কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। তিনি মেটকাফ্কে আপন গৃহে রাখিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। অত্যল্পকালমধ্যে মেটকাফ্ আরোগ্যলাভ করিয়া জেনেরেল লেকের শিবিরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

জেনেরেল লেকের শিবিরের অন্যান্য সৈনিক-পুরুষ, মৌখিক সৌজন্য-প্রকাশ-পূর্ব্বক, মেটকাফ্কে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিদ্বেষপূর্ণ-নেত্রে দর্শন করিতেন। সিবিল কর্ম্মচারীদিগকে তৎ-কালের সৈনিকপুরুষেরা তাহাদের শিবিরে স্থান দিতে বড় ইচ্ছা করিত না। সিবিলকর্ম্মচারীদিগকে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বলিয়া মনে করিতেন। বিশেষতঃ সৈনিকপুরুষেরা সিবিলকর্ম্মচারীদিগকে ভীরু বলিয়া মনে করেন। মেটকাফ্ সিবিলকর্ম্মচারী হইলে ভীরুতা তাঁহার মধ্যে কখনও ছিল না। বরং অনেকানেক সৈনিক-পুরুষ হইতে তাঁহার অধিকতর সাহস ও বীর্য্য ছিল। সৈনিকপুরুষেরা যে তাঁহাকে ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করেন, ইহা মেটকাফের একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, কোন সুযোগ উপস্থিত হইলেই আপন সাহস ও বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিবেন। ঈদৃশ সুযোগ সত্বরই উপস্থিত হইল। আগ্রা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে "ডিগ" নামে একটী ক্ষুদ্র সহরে একটী দুর্গ ছিল। হোলকার এবং ভরতপুরের রাজার সৈন্যগণ এই দুর্গমধ্যে অবস্থান করিত। জেনেরেল লেক, আপন সৈন্যগণকে এই দুর্গ ভাঙ্গিবার আদেশ করিলেন। মেটকাফ্ অন্যান্য সৈনিকপুরুষের সঙ্গে এই দুর্গ আক্রমণ করিতে চলিলেন।

এই উপলক্ষে তিনি সমুদয় সৈনিকপুরুষ অপেক্ষা অধিকতর দুঃসাহসের কার্য্য করিলেন। জেনেরেল লেক্, সিবিলকর্ম্মচারীর ঈদৃশ সাহস দেখিয়া অবাক্ হইলেন, এবং গবর্ণর জেনেরেলের নিকট মেটকাফের সাহস ও বীরত্বের বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন।

কলিকাতায় মেটকাফের ঈদৃশ সাহস এবং বীরত্ব-প্রকাশের সংবাদ প্রচার হইবামাত্র, হাউস্‌বয়েজ্ (How's Boys) সভার যুবকগণ মেটকাফ্‌কে এক অভিনন্দন-পত্র এবং তৎসঙ্গে একটী রৌপ্য-কলম প্রেরণ করিলেন। কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে মেটকাফ্ এবং তাঁহার সমবয়স্ক কয়েকটী যুবক কলিকাতা নগরে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আডমিরাল্ লর্ড হাউর নামানুসারে এই সভার নাম হাউস্ বয়েজ্ সভা ছিল। জন্ আডাম্, কোল, ডয়েলি, পেটারসন্, লাসিংটন, ওয়াকোপ্, ট্রান্ট, ফরবেস্ এবং বেলি প্রভৃতি এই সভার মেম্বর ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অভিনন্দনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। জেনেরেল লেকের শিবিরের সৈনিকপুরুষেরা এই ঘটনা হইতে আর মেটকাফ্‌কে কোন প্রকার অবজ্ঞা করিতেন না। এখন সকলেই তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন।

ডিগের দুর্গ অধিকার করিবার পর জেনেরেল লেক্, ভরতপুর দুর্গ আক্রমণের অয়োজন করিতে লাগিলেন। ভরতপুরের রাজা এবং হোলকার একত্র হইয়া, ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় আবার রোহিলাবংশোদ্ভব আমীর খাঁ, ইংরাজদিগের নবোপার্জ্জিত রাজ্য আক্রমণার্থ দো-য়াব এবং রোহিলখণ্ডে সসৈন্যে বিচরণ করিতেছিল। জেনেরেল লেক্ এতন্নিবন্ধন অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অসাধারণ সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা এবং নির্ভীকতা ইংরাজ-চরিত্রের মহৎ গুণ। এই সকল মহৎ গুণ ছিল বলিয়া, ইহারা ভারত জয় করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। জেনেরেল লেক্, আমীর খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে অল্পসংখ্যক সৈন্য সহ জেনেরেল স্মিথকে রোহিলখণ্ডাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ১৮০৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে মেট্‌কাফ্, জেনেরেল স্মিথের সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বিপক্ষের সৈন্যগণ কোন্ স্থানে কি ভাবে, অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের সৈন্যের সংখ্যা কত পরিমাণ, এই সকল বিষয় মেটকাফ্‌কে অনুসন্ধান করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন তিনি জেনেরেল স্মিথের সেক্রেটরী এবং পারস্য অনুবাদকের কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এই সময় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে মেটকাফের পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। মেটকাফের বর্ত্তমান পদের গুরুত্ব তাঁহাকে বিশেষ উল্লাসিত করিল। যে সকল প্রধান প্রধান ইংরাজকর্ম্মচারী মেটকাফের নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে রোহিলখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ইংরাজকর্ম্মচারী আর্কিবল্ড সেটন্ সাহেবের পত্রের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ পত্রাংশ পাঠ করিয়া, মেটকাফের বর্ত্তমান পদের গুরুত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

"প্রিয় মহাশয়—* * আমীর খাঁর নামের মোহর মুদ্রিত একখানি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। এই পত্র দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, দেশ-লুণ্ঠন-পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করা আমীর খাঁর উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগকে এদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া, রোহিলখণ্ডে রোহিলা আফগানজাতির রাজত্ব-সংস্থাপনেই সে কৃতসংকল্প। এই জন্য সে রোহিলখণ্ডের সমুদয় সর্দ্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরাজদিগকে দেশ-বহিষ্কৃত করাই আমীর খাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

এখন পর্য্যন্ত সে কোন ভদ্র এবং ধনীপরিবারকে তাহার দলভুক্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু বোধ-হয়, অনেকানেক পদাকাঙ্ক্ষী দরিদ্র রোহিলা তাহার সঙ্গে যোগ প্রদান করিবে। ভদ্র রোহিলাগণ আমীর খাঁর সম্বন্ধে বিশেষ অবজ্ঞার সহিত কথা বলে। তাঁহাদিগের এই অবজ্ঞার ভাব আমি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিতেছি। আমি ভদ্র রোহিলাদিগের অহঙ্কার উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেছি যে, আমীর খাঁর পিতা-পিতামহ তাঁহাদিগের পিতা-পিতামহের গোলাম ছিল, সুতরাং আমীর খাঁর অধীনতা স্বীকার তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অপমানের বিষয়। কখনও কখনও ইহাদিগকে শঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে, আমীর খাঁ নীচবংশোদ্ভব, সুতরাং ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিবে। বিশেষতঃ আমীর খাঁ পরাজিত হইবামাত্র, তাঁহার সঙ্গীদিগকে বিশেষরূপে দণ্ডিত হইতে হইবে। আবার কখনও কখনও ইহাদিগকে আশা দ্বারা প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের উপকারিতা সম্বন্ধে ইহাদিগকে অনেক কথা বলিতেছি।

আমীর খাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই পত্রে আমি যাহা লিখিলাম, তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, হোলকার অপেক্ষাও আমীর খাঁর আক্রমণ অধিকতর সঙ্কট-

জনক। হোলকারের সহিত কাহারও সমধর্ম্মসম্ভূত সহানুভূতি নাই। অতএব আমীর খাঁর গতিরোধ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে, আমীর খাঁকে পরাস্ত করিবার সম্ভব নাই। ভরতপুর দুর্গ অধিকারের পর বোধ হয়, সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় আমীর খাঁকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন * ইত্যাদি, ইত্যাদি ***।

রোহিলখণ্ড এবং দো-য়াবের প্রধান প্রধান ইংরাজকর্ম্মচারী এই সকল প্রদেশবাসী মুসলমানদিগকে বৃথা আশায় প্রলুব্ধ করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে অনেক জমি এবং জায়গীর প্রদান করিবেন। এইরূপ বৃথা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, তাঁহারা আমীর খাঁর সঙ্গে যোগ প্রদান করিলেন না। সুতরাং জেনেরেল স্মিথ, অত্যল্পকাল মধ্যে আমীর খাঁকে পরাভব করিলেন। রোহিলখণ্ড এবং দো-য়াব হইতে আমীর খাঁ তাড়িত হইলেন। মার্চ্চ মাসে মেটকাফ্, জেনেরেল স্মিথের সঙ্গে একত্রে পুনর্ব্বার ভরতপুরে জেনেরেল লেকের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এপ্রিল মাসে হোলকার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। জেনেরেল লেকের সৈন্যগণ কিছুকাল তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। মেটকাফ্ এই সময়ে জেনেরেল লেকের সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। ২১শে এপ্রিল ভরতপুরের রাজার সঙ্গে ইংরাজদিগের সন্ধি হইল। এই সন্ধি-সংস্থাপনের পর জেনেরেল লেক্, মে মাসে গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত আগ্রা, ফতেপুর এবং মথুরা এই তিন স্থানের কেণ্টনমেণ্টে সৈন্য সন্নিবেশ করিবার অভি-প্রায় করিলেন। মেটকাফ্ও কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

তিনি কলিকাতাস্থ বন্ধুদিগের পত্রে অবগত হইলেন যে, মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্বরই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লির কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া, কি কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, কি বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল্ সকলেই অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং পদচ্যুত হইবার আশঙ্কায় তিনি নিজেই পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিলেন। মেটকাফ্, মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

Free Translation.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৮০৫—১৮০৬

মেটকাফ্ এবং ম্যাল্কম্।

It is said *"there is a tide in the affairs of men."* An d I like to go with the tide in my favour.—*John Malcolm.*

মেটকাফ্ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে মথুরায় যাইয়া, তাঁহার বন্ধু কোল সাহেবের সঙ্গে একত্রে কয়েক দিবস অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর্থার কোল সাহেবের নাম একবার ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইনিও মেটকাফের সঙ্গে একত্রে গবর্ণর জেনেরেলের আফিসে সহকারীর পদে পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মথুরা নগরে পৌছিয়া, মেটকাফ্ শুনিলেন যে, কর্ণেল্ জন্ ম্যালকম্ও সেখানে পৌঁছিয়াছেন। জন্ ম্যাল্কমের প্রশংসা তিনি অনেকের মুখেই পূর্ব্বে শুনিয়াছেন। কিন্তু ম্যাল্কমের সঙ্গে তাঁহার কথনও সাক্ষাৎ হয় নাই। ম্যাল্কমের নিকট পরিচিত হইবার নিমিত্ত মেটকাফের বড় ইচ্ছা হইল। ম্যাল্কম্, মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লির একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত প্রধান প্রধান ঘটনা সমুস্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের সহিতই ম্যাল্কমের সংস্রব ছিল। সুতরাং মেটকাফ্ এই খ্যাতিমান্ রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

ম্যাল্কমের সাক্ষাৎলাভ, মেটকাফের জীবনে এক নূতন গতি প্রদান করিল। এই সুযোগে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে চিরবন্ধুতার সঞ্চার হইল। সুতরাং মেটকাফের জীবনচরিত্রে ম্যাল্কমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কখনও অনাবশ্তক কিম্বা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে না।

জন্ ম্যাল্কমের পিতা জর্জ ম্যাল্কম্, স্কট্লণ্ডের একজন কৃষিব্যবসায়ী লোক ছিলেন। জর্জ ম্যাল্কমের সতেরটি সন্তান জন্মিল। ইহার মধ্যে সাতটী কন্যা এবং দশটী পুত্র। এইরূপ অবস্থায় জীবিকানির্ব্বাহার্থ চতুর্থ

পুত্র জন্ ম্যাল্কম্কে দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বনবাসস্বরূপ ভারতবর্ষে আসিতে হইল। দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই, জন্ ম্যাল্কম্ কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সভায় সৈনিকবিভাগের পদের জন্য আবেদন করিতে লণ্ডনে যাত্রা করিলেন। ইহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগের সময়, ইহার মাতার বৃদ্ধা পরিচারিকা, ইহার কেশবিন্যাস করিতে করিতে বলিল,—"বাছা জন্, বিদেশে অপর কেহ তোমার কেশ-বিন্যাশ করিয়া দিবে না। বিদেশে অবস্থানকালে নিজের মুখখানি এবং কেশগুলি নিজে পরিষ্কার রাখিবে,—নতুবা বিদেশীয় লোকেরা তোমাকে আবার দেশে পাঠাইয়া দিবে।" ম্যাল্কম্, পরিচারিকার প্রত্যুত্তরে সক্রোধে বলিলেন,—"চুপ কর, আমি বিদেশে অবস্থানকালে নিজেই সকল কাজ করিতে পারিব।"

স্কট্লণ্ড হইতে ম্যাল্কম্ লণ্ডনে পৌঁছিলে পর, তাঁহার পিতার যে আত্মীয় কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকট তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি ম্যাল্কমের আকৃতি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, এত অল্পবয়স্ক বালককে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর কখন সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু জন্ ম্যাল্-কমের পিতার অনুরোধে, অগত্যা বালককে সঙ্গে করিয়া, কোর্ট অব্ ডিরে-ক্টরের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডিরেক্টরগণ ম্যাল্কম্কে দেখিয়াই তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু একজন ডিরেক্টর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বালক, তুমি ভারতবর্ষে গমন করিলে পর যদি কখনও তোমার সঙ্গে হায়দর আলীর সাক্ষাৎ হয়, তবে তখন কি করিবে? ম্যাল্কম্ বিশেষ তেজস্বিতাপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"তরবারি খুলিয়া হায়দর আলীর শিরশ্ছেদন করিব।"

বালকের এইরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া, উপস্থিত ডিরেক্টরগণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এ বালক কাজ করিতে পারিবে।" এই বলিয়াই তাঁহারা ম্যাল্কম্কে ক্যাডেট নিযুক্ত করিলেন। দ্বাদশবর্ষের বালক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন।

আত্মাবলম্বন, অধ্যবসায়, সততা এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে, মানুষ অবস্থা-সম্ভূত সকল বাধা-বিঘ্ন পরাস্ত করিয়া, উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ম্যাল্কম্ বিশেষ অধ্যবসায়-সহকারে এদেশীয় বিবিধ ভাষা

শিক্ষা করিলেন। স্বদেশে অবস্থানকালে মাতৃভাষায়ও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং মাতৃভাষা এবং গণিত, কার্য্যপ্রবেশের পর শিক্ষা করিতে হইল। এখন ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অধীনে দৌত্যবিভাগে ইনি একজন প্রধান কর্ম্মচারী। ইংরাজাধিকৃত ভারত-ইতিহাসের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান ঘটনার সহিতই ইঁহার জীবনের সংস্রব রহিয়াছে।

ম্যাল্‌কমের সহিত মেটকাফ্ সাক্ষাৎ করিয়া যে সকল কারণে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন এবং ম্যাল্‌কমের প্রতি তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের দিবস হইতেই যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইল, তাহা মেটকাফের নিজের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রদ্বারা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইবে।

মথুরার তাম্বু, ১০ই জুন ১৮০৫।

* আমার প্রিয় সেরার,—তোমার ২৪শে তারিখের পত্রের নিমিত্ত তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ * * * * তুমি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছ যে, ইতিপূর্ব্বেই আমি কলিকাতা প্রস্থান করিয়াছি। * * * * * * * যে কারণে আমি পূর্ব্বাভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহা ক্রমে বলিতেছি। আমার পূর্ব্বপত্র পাইয়া তুমি নিশ্চয়ই অবধারণ করিয়াছ যে, আমি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনই স্থির করিয়াছি। বস্তুতঃ সে বিষয় আমি নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু যে দিবস আমাদের সৈন্য আগ্রা, ফতেপুর এবং মথুরা এই তিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইল, সেই দিবস কর্ণেল্ ম্যাল্‌কম্ এবং কোল্ আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া একত্র হইলেন। আমি আগ্রা গমনোন্মুখ সৈন্যদিগের সঙ্গে আগ্রা যাইব বলিয়াই প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম। কারণ কলিকাতা যাইতে হইলে, আগ্রার রাস্তাই সোজা পথ। কিন্তু কোলের সঙ্গে কয়েক দিবস একত্রে থাকিব বলিয়া, মথুরা চলিয়া আসিলাম। আমাদের মথুরা পৌঁছিবার পরদিবস কর্ণেল্ ম্যাল্‌কম্, বিশেষ বন্ধুত্ব-প্রকাশ এবং অত্যন্ত সাদর-সম্ভাষণে আমার ভাবী অভিপ্রায়সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার কার্য্য-কর্ম্ম-সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন এবং মনে মনে, যে সকল সংকল্প করিয়াছেন তৎসমুদয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস-সহকারে আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তিনি তাঁহার সমুদয় কাগজ পত্র

* Free translation.

আমাকে দেখিতে দিলেন। আমার ভাবী মঙ্গল-সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ যত্নবান্ বোধ হইল বলিয়াই, অপেক্ষাকৃত সমধিক মনোযোগসহকারে তাঁহার কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইল। তিনি দৌত্যবিভাগের কার্য্যসম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এই বিভাগে যে, অনেকানেক নিয়োগের আবশ্যক হইবে এবং এই বিভাগে যে, আমার শ্রেষ্ঠ দাবী রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এই বিভাগে আমার খ্যাতিলাভের আশা প্রদর্শন করিয়া, তিনি মানসদুর্গের বহির্ভাগ, বাসনাকে ভঙ্গ করিয়াছেন; সুতরাং দুর্গান্তর্ভাগ, প্রতিজ্ঞা এখন বিচলিতাবস্থায় ভগ্নোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও এ দুর্গ পরাজিত হয় নাই। তাঁহার সমুদয় কথা শ্রবণান্তেও কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লর্ড ওয়েলেস্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

* * * * * * * *

ইহার পর আর পাঁচ দিবসের মধ্যেও ম্যাল্‌কমের সহিত আমার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু ম্যাল্‌কম্ আমাকে এই স্থানে থাকিবার নিমিত্ত যে সকল কারণ প্রদর্শন করিলেন, তদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক কারণ আমার মনের মধ্যে উদয় হইয়াছে। আমি নিজেও পূর্ব্ব হইতে দৌত্যবিভাগে কার্য্য করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আমি এই বিভাগের কার্য্যোপলক্ষে যদিও ইতিপূর্ব্বে দেশীয় রাজগণের দরবার দেখিয়াছি এবং অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে যে সকল লোকের অধীনে কাজ করিতে হইয়াছে, তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র এবং গুণ—অথবা তাহাদের এই সকল বিষয়ের অভাব দর্শনে আমার মনের স্ফূর্ত্তি হইত না। তাহাদিগের আচরণ, আমার শিক্ষা করিবার বাসনা উত্তেজিত করিত না; বরং তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষার ব্যাঘাত হইত। তাহাদিগের অধীনে আমি আপনাকে হীনাবস্থাপন্ন মনে করিতাম। তখন দেশীয় লোকদিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা দূরে থাকুক, আমি তাহাদিগকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিতাম। ঈদৃশাবস্থায় গবর্ণর জেনেরেলের আফিসে অবস্থানকালে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তদতিরিক্ত আমার আর কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই। অতএব ম্যাল্‌কমের ন্যায় যে কোন লোকের গুণ, যশ এবং জ্ঞানলাভের ইচ্ছা রহিয়াছে, তাঁহার অধীনে কার্য্য করিবার সুযোগ বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। কিন্তু তত্রাচ

কলিকাতা যাইবার বাসনা, একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ম্যাল্‌কমের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় দিবসের কথাবার্ত্তার পর, আমরা উভয়েই স্থির করিয়াছিলাম যে, একবার কলিকাতা যাইয়া, আবার সত্বরই এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যাকালে আবার ম্যাল্‌কম্ একেবারেই কলিকাতা যাইতে নিষেধ করিলেন। ইহার পরদিবসও আবার তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। কিন্তু সে কথোপকথনের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। আমার মনে হয় যে, এখানে অবস্থান করাই উচিত। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। ম্যাল্‌কম্ বলেন, লর্ড ওয়েলেস্‌লি যে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিয়া দিয়াছেন, সেই কার্য্যক্ষেত্রের উন্নতি করিলে, ওয়েলেস্‌লিকে যদ্রূপ কৃতজ্ঞতা প্রদান করা হইবে, অন্য কোন উপায় দ্বারা তদ্রূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। আজ বিদায় হইলাম। আগামী কল্য আবার তোমার নিকট পত্র লিখিব * * * *

তোমার অকপট বন্ধু
সি, টি, মেটকাফ্।

ইহার পর দিবস মেটকাফ্ পুনর্ব্বার সেরারের নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন।

মথুরার তাম্বু, ১১ই জুন ১৮০৫।

* আমার প্রিয় সেরার,—গতকল্যের পত্রেই লিখিয়াছি যে, অদ্য আবার তোমার নিকট পত্র লিখিব। যে কারণটী অন্যান্য কারণসহ একত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমাকে এখানেই থাকিতে হইল, তাহা তোমার নিকট লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

মার্সার্ কলিকাতা চলিয়া যাইবেন; সুতরাং ম্যাল্‌কম্ আমাকে তাঁহার সাহায্যার্থ এখানে থাকিয়া কার্য্য করিতে বলেন। তিনি আমা হইতে অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা করেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, ততদূর বা না হয়। * * * * *

* * * * *

একটী উপকারের আমি আভাস পাইতেছি। ম্যাল্‌কম্ই আমার মনকে সাহিত্য এবং জ্ঞানানুশীলন পরিচালন করিবার উপযুক্ত পাত্র। ঈদৃশ

---

* Free translation.

বাসনা আমার মনে কখনও প্রবেশ করে নাই। কিন্তু তাঁহার এ বিষয়ে প্রগাঢ় উৎসাহ দেখা যায়। * * * * *

* * * * * * *

তোমার স্নেহময় এবং অকপট বন্ধু
সি, টি, মেটকাফ্।

মেটকাফ্ এই প্রকার ম্যালকমের উপদেশানুসারে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক ওয়েলেস্‌লির প্রাইভেট সেক্রেটরী মেরিক্‌স সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। স (Shawe) সাহেব ও লর্ড ওয়েলেস্‌লির পক্ষ হইতে বিশেষ সৌজন্য এবং ভালবাসা প্রকাশ পূর্ব্বক পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

১৮০৫ খৃঃ অব্দের ২০শে আগষ্ট লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারত পরিত্যাগ করিলেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, আবার লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতবর্ষে পৌছিয়াই, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এবং বোর্ড-অব্ কণ্ট্রোলের আদেশানুসারে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির অবৈধোপার্জ্জিত রাজ্য সকল প্রত্যর্পণপূর্ব্বক সন্ধি-সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু ম্যাল্‌কম্ এবং জেনেরেল লেক্ প্রভৃতি অনেকেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের ঈদৃশ রাজনীতির বিরোধী হইলেন।

মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির কার্য্যকলাপের মধ্যে যে, কতকটা প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার ছিল, তাহা ম্যাল্‌কমেরও অবিদিত ছিল না। ১৮০৩ সনে ম্যাল্‌কম্‌ই গবর্ণর জেনেরেলের এজেণ্টস্বরূপ উজ্জয়িনী-নগরে যাইয়া, সিন্ধিয়ার সঙ্গে সার্‌জি আঞ্জেমগাঁ সন্ধিপত্র লেখাপড়া করিয়াছিলেন। এই সন্ধিপত্রানুসারে গোয়ালিয়ারের দুর্গ সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি সন্ধিপত্র লেখাপড়ার পর বলিয়া উঠিলেন যে, প্রাগুক্ত সন্ধির মর্ম্মানুসারে গোয়ালিয়র দুর্গ, সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত হয় না। ম্যাল্‌কম্ তখন ঘোর বিপদে পড়িলেন। তিনি মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লিকে গোপনে পত্র লিখিলেন যে, সন্ধিপত্র লেখাপড়ার সময় উভয় পক্ষের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, গোয়ালিয়রের দুর্গ সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত হইবে। কিন্তু ওয়েলেস্‌লি ম্যাল্‌কমের প্রতি প্রথমতঃ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন।

পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, ম্যাল্কমের সঙ্গে এই বিষয়ে বিবাদ করিলে তিনি নিজেই অপদস্থ হইবেন,তখন গোপনে ম্যাল্কম্‌কে লিখিলেন,—"গোয়ালিয়রের দুর্গ, সিন্ধিয়াকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিবে যে, সন্ধির মর্ম্মানুসারে তিনি গোয়ালিয়র পাইতে পারেন না, কিন্তু ইংরাজগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানটী প্রদান করিলেন।"

কিন্তু স্বজাতি-প্রিয়তা লোককে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অন্ধ করে। জন্ ম্যাল্কমের ন্যায় [illegible]লোকও লর্ড ওয়েলেস্‌লির এই সকল আচরণ জানিয়া শুনিয়া, তাঁহার রাজনীতি সমর্থন করিতেন। ম্যাল্কম্ এবং মেটকাফ্ প্রভৃতি মনে করিতেন যে, ইংরাজ-আধিপত্য বিস্তার হইলেই দেশের মঙ্গল হইবে। এই বিশ্বাস-নিবন্ধনই ইঁহারা কতকটা আত্ম-প্রতারিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমুদয় ইংরাজ যে ইহাদিগের ন্যায় সহৃদয় নহে, তাহা চিন্তা করিতেন না। কর্ণওয়ালিসের রাজনীতি ইঁহারা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ নীতিবিশারদ লর্ড কর্ণওয়া[illegible], কলিকাতা পৌঁছিয়াই মনে করিলেন যে, সমুদয় বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, পরে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনতিবলম্বে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। গাজীপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিবামাত্রই তাঁহার মৃত্যু হইল। কৌন্সিলের জ্যেষ্ঠ মেম্বর জর্জ বার্লো, দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরেলের পদ গ্রহণ করিলেন। হোলকারের সঙ্গে এখন পর্য্যন্তও কোন সন্ধি সংস্থাপিত হয় নাই। মেটকাফ্, ম্যালকম্ এবং সৈনিকবিভাগের জেনেরেল লেক্ প্রভৃতির ইচ্ছা যে, হোলকারকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। কিন্তু জর্জ বার্লো, গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত হইয়া, লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজনীতিই অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় ইংরাজদিগের রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের ব্যয় বহন করিবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং সন্ধি না করিলে ইংরাজরাজত্ব রক্ষা করিবার আর উপায় ছিল না। কিন্তু তরুণবয়স্ক মেটকাফ্, ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। তিনি এই সময়ে তাঁহার বন্ধু সেরারের নিকট যে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন, তাহার প্রত্যেক পত্রেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজনীতি এবং কার্য্যকলাপকে বিশেষরূপে নিন্দা করিয়াছিলেন। সে সকল সুদীর্ঘ পত্র উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

মেটকাফ্ ইহার পর জেনেরেল ডডেস্ওয়েল্ সাহেবের সৈন্যের সঙ্গে পাতিয়ালার (Puttealah) নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে হোলকারেরও সন্ধি করিবার ইচ্ছা হইল। ইংরাজেরা আপনা হইতেই সন্ধির প্রস্তাব করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন হোলকারের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব হইল, তখন বিশেষ আগ্রহসহকারে ইংরাজেরাও সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। মেটকাফ্, ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দূতস্বরূপ ১৮০৬ সনের জানুয়ারি মাসে হোলকারের তাম্বুতে গমন করিলেন। হোলকারের তাম্বু হইতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মেটকাফ্, স্বীয় বন্ধু সেরারের নিকট নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিলেন—

সারহিন্দের তাম্বু, ২৬শে জানুয়ারি ১৮০৬।

আমার প্রিয় সেরার্,—হোলকারের সঙ্গে যে আমাদের সন্ধি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই তুমি জ্ঞাত হইয়াছ। হোলকার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, নববন্ধুত্ব সংস্থাপনের চিহ্নস্বরূপ ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পক্ষের একজন দূত তাঁহার তাম্বুতে প্রেরণ করিতে হইবে। সুতরাং সেই জন্যই আমাকে তাঁহার তাম্বুতে যাইতে হইল। * * * *

হোলকার এবং তাঁহার পারিষদবর্গও এই সন্ধিতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। আমার হস্তে এই উপলক্ষে কোন কঠিন কার্য্যের ভার ছিল না। কেবল আত্মীয়তা-প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ আমি সেখানে গিয়াছিলাম। বাদানুবাদের কেবল একটী বিষয় ছিল। কিন্তু সে বিষয়ও সহজেই মীমাংসা হইল। হোলকারকে পঞ্জাব পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনুরোধের ভার আমার প্রতি ছিল। তিনি ১৩ই জানুয়ারি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। একচসম্ উদ্দৌলার * আকৃতি বিলক্ষণ গম্ভীর; তাঁহার মুখ ভাব-প্রতিপাদক। তিনি আলাপকৌশলে বিলক্ষণ পটু। আমরা পূর্ব্বে তাঁহাকে যদ্রূপ অসভ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার যে মুখমণ্ডল আমি প্রফুল্লভাবে পরিপূর্ণ দেখিলাম, ক্রোধ কিম্বা অন্য কোন রিপুপরবশ হইবামাত্র সে মুখ ভয়ানক বিমর্ষের ছায়ায় সমাবৃত হয়। একটী ছোট কুকুর (Lap dog) তাঁহার মস্নাদের

* হোলকারকে ইংরাজেরা অবজ্ঞা করিয়া এই নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই শব্দের অর্থ এক চক্ষু কাণা।

উপর ছিল। হোলকারের এটী খেলা করিবার জিনিস। তাহার গলদেশ অতি মূল্যবান্ মুক্তা সকলে পরিবেষ্টিত। * * * * * তাঁহার সমুদয় সর্দ্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। আমীর খাঁও সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাকে নিতান্ত ষণ্ডার (Black guard) ন্যায় দেখা যায়। দরবারে আমাকে গ্রহণ করিবার সময় আমীর খাঁ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সে হোলকারের নিকট উপবেশন না করিলে, আমি তাহাকে চিনিতেও পারিতাম না। তাহাকে একজন সাধারণ সৈন্য বলিয়াই মনে করিতাম। আমার মনে হয়, আমীর খাঁ কপটভাব ধারণ করিয়াছিল। সে ধৃষ্টতাপ্রকাশপূর্ব্বক আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আমার নাম শুনিয়া থাকিবে। * * *

* * * * * * *

হোলকারের দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলাম বলিয়া, আমার বিশেষ আনন্দ লাভ হইয়াছে। এইরূপ দৌত্যে কোন গুরুতর কার্য্যভার না থাকিলেও ইহাতে কিছু সম্মান বৃদ্ধি হয়।

তোমার স্নেহের বন্ধু
সি, টি, মেটকাফ্।

মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ এই প্রকারে এবার শেষ হইল। সৈন্যগণ যথাস্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে, মেটকাফ্ নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, গবর্ণর জেনেরেল জর্জ বার্লো, সন্ধির পথাবলম্বন করিয়াই অবস্থানুসারে ভাল করিয়াছিলেন। রাজকোষ যেরূপ শূন্য হইয়াছিল, তাহাতে যুদ্ধ করিবার কোন উপায় ছিল না। বোধ হয়, ওয়েলেস্‌লির রাজনৈতিক কৌশলসম্বন্ধেও পরে মেটকাফের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল; কিন্তু বন্ধুতার অনুরোধে তাহা কখনও প্রকাশ করেন নাই এবং পরে সে সকল বিষয় সমালোচনা করিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১৮০৬—১৮০৮

দিল্লীর রেসিডেন্টের সহকারী।

If Thou beest he ! But, O, how fallen, how changed.

যুদ্ধাবসানে গবর্ণমেন্টের ব্যয়সঙ্কোচার্থ পূর্ব্বের অনেকানেক নিয়োগ এবং তৎকালের নূতন সৃজিত পদ সকল রহিত করা হইল। গবর্ণর জেনেরেলের আফিসের সহকারীদিগের পদও এই সময় রহিত হইল। গবর্ণমেণ্ট, মেটকাফ্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, জেনেরেল লেকের অধীনে থাকিবার প্রয়োজন শেষ হইবামাত্র, তাঁহাকে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে এবং সুযোগ হইলেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অন্যত্র নিযুক্ত করিবেন। মেটকাফ্ এখন দৌত্যবিভাগে কোন প্রকার নিয়োগপ্রাপ্তির নিমিত্তই বিশেষ আকাঙ্ক্ষিক হইয়াছেন। তিনি মনে করিলেন যে, যত দিন সুবিধা হয়, এই বর্ত্তমান পদেই থাকিবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে শীঘ্র তাঁহার এই বিভাগে অন্য কোন পদপ্রাপ্তির বড় আশা ছিল না; সুতরাং এই সময় তিনি একবার ইংলণ্ডে যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এদেশীয় এবং ইংলণ্ডের আত্মীয়গণ, তাঁহাকে এই সময়ে ইংলণ্ডে যাইতে নিষেধ করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে মেটকাফ্ তাঁহার পিতার নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড যাইবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পিতা লর্ড ওয়েলেস্‌লির নিকট এবং অন্যান্য লোকের প্রমুখাৎ মেটকাফের প্রশংসার কথা শুনিয়া, বিশেষ সন্তোষপ্রকাশপূর্ব্বক পত্র লিখিলেন। মেটকাফ্ পিতার পত্র পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত এবং উৎসাহিত হইলেন। তিনি আপন বন্ধু সেরারকে লিখিলেন,—"ইংলণ্ডের পত্র বড় আনন্দপ্রদ।

আমার পিতা লিখিয়াছেন, তিনি আমার আচরণে গর্ব্বিত হইয়াছেন। প্রিয় সেরার্, তুমি কি অনুভব করিতে পার না, ভক্তিভাজন পিতার ঈদৃশ প্রশংসাবাক্য-শ্রবণে পুত্র কত দূর গর্ব্বিত হইতে পারে? পিতার অনুমোদন এবং সন্তোষসূচক একটি কথা আমার সকল কষ্টের এবং সকল পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বপ্রকার নৈরাশ্যের মধ্যে আমার পিতার অনুমোদন-বাক্য আমাকে অত্যধিক শান্তি প্রদান করিতে পারে।"

১৮০৬ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে মেটকাফ্ শিবিরের কার্য্য সমাপনান্তে কলিকাতা যাত্রা করিয়া, জুলাই মাসেই কলিকাতা পৌঁছিলেন। আগষ্ট মাসে দিল্লীর রেসিডেন্টের সহকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল ডেবিড্ অক্টারলনী দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন। সম্প্রতি আর্কিবল্ড সেটন্ সাহেব এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মেটকাফ্কে এখন হইতে সেটন্ সাহেবের অধীনে কার্য্য করিতে হইবে। সেটন্ সাহেবের সঙ্গে মেটকাফের এক প্রকার পরিচয় হইয়াছিল। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, মেটকাফ্ যখন জেনেরেল স্মিথের সৈন্যের সঙ্গে ছিলেন, তখন রোহিল-খণ্ড হইতে সেটন্ সাহেব তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

মেটকাফ্, নিয়োগপত্র-প্রাপ্তির পর, অনতিবিলম্বে দিল্লী যাত্রা করিলেন এবং ২৩শে অক্টোবর দিল্লীতে পৌঁছিলেন। সেটন্ সাহেব, মেটকাফের প্রতি যে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহা নিম্ন উদ্ধৃত মেটকাফের নিজের পত্রেই প্রকাশিত রহিয়াছে।

দিল্লী ২৫শে অক্টোবর, ১৮০৬।

আমার প্রিয় সেরার্—অতিশয় কষ্টকর পথপর্য্যটনের পর বিগত ২৩শে তারিখে এখানে পৌঁছিয়াছি। পথে কুর্জা সহরের প্রকাণ্ড রাস্তায় একরাত্রি অবস্থান করিতে হইয়াছে। আমার নিমিত্ত যে সকল বেহারা এখানে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে আদালত উল্লা দারোগা তাহার কার্য্যে লইয়া গিয়াছিল; সুতরাং পাল্কী পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিতে হইল। যখন পদব্রজে গমন করিতে একবারে অসমর্থ হইতাম, তখন অশ্বারোহণে চলিতাম। * * *

* * * * * *

সেটন্ অত্যন্ত দয়াবান্। তিনি সকল কার্য্যই—অতি ক্ষুদ্র কার্য্য পর্য্যন্ত—নিজহস্তে করেন। তাঁহার এই অভ্যাস ছাড়াইতে আমাকে অনেক কষ্ট

করিতে হইবে। গত কল্য আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, যে সকল ক্ষুদ্র কার্য্য তিনি নিজে করিতেছেন, তাহা তাঁহার সহকারীরা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, এই সকল ক্ষুদ্র কার্য্য তাঁহার সহকারীদিগের হস্তে প্রদান করিয়া, তিনি তাহাদিগকে অবমাননা করিবেন না। এ বেশ সাদর সম্ভাষণের কথা। আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম যে, স্বয়ং রেসিডেণ্ট প্রত্যহ যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহা সহকারীর পক্ষে অপমানজনক হইবে কেন? আর যদি এই সকল ক্ষুদ্র কার্য্য স্বয়ং রেসিডেণ্টকে করিতে হয়, তবে সহকারীর প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অবশেষে তিনি বলিলেন, "আমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিব।" ইত্যাদি

আমি তোমার চির স্নেহময়

সি, টি, মেটকাফ্।

মেটকাফ্ দিল্লীর রেসিডেণ্টের সহকারীস্বরূপ এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রেসিডেণ্ট্ সেটন্ সাহেব, দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহ অন্ধ সাহ-আলমের প্রতি এবং বাদসাহের পরিবারস্থ লোকের প্রতি, মুখে অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ক্ষমতাশূন্য বাদসাহ কোন প্রকার অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত প্রার্থনা করিলেও সেটন্ সাহেব তাহা পূর্ণ করিবেন বলিয়া, মুখে ভদ্রতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বাদসাহ এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি সেটন্ সাহেবের ঈদৃশ কৃত্রিম সদ্ব্যবহার, মেটকাফের সময় সময় অসহনীয় হইয়া উঠিত। দুই কারণে মেটকাফ্, সেটনের ঈদৃশ ব্যবহার অনুমোদন করিতেন না। প্রথমতঃ কপটাচরণের প্রতি তাঁহার বিশেষ ঘৃণা ছিল। দ্বিতীয়তঃ বাদসাহ এবং তাঁহার পুত্রগণ অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন। সুতরাং মেটকাফ্ মনে করিতেন যে, বাদসাহের এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি কোন প্রকার দয়া প্রকাশ করা উচিত নহে; বরং ইহাদিগকে কুক্রিয়া হইতে বিরত রাখিবার নিমিত্ত ইঁহাদিগের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা উচিত। এই সম্বন্ধে মেটকাফের মনের ভাব তিনি ১৮০৭ সনের ১৬ই জুনের পত্রে আপন বন্ধু সেরারের নিকট এইরূপে ব্যক্ত করিলেন—

"বাদসাহের পরিবার-সম্বন্ধে সেটনের অবলম্বিত নীতি আমি অনুমোদন করি না। আমার মতানুসারে বাদসাহের নিকট ঈদৃশ বিনয় এবং শিষ্টাচার, ভদ্রোচিত ব্যবহারের সীমা লঙ্ঘন করে। এতদ্দারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অবনত করা হইতেছে এবং বাদসাহের যে পদ-প্রভুত্ব এখন আর নাই এবং

যেরূপ পদ-প্রভুত্ব আমরা তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করি না, কি কখনও দিব না, সেইরূপ পদ-প্রভুত্বের বৃথা আস্ফালন করিবার কেবল সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে। তাঁহার প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিতে আমি নিষেধ করি না। তাঁহার পদোচিত এবং বংশোচিত সম্মান তাঁহাকে প্রদান করা হউক, তাঁহাকে সুখ-সচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করা হউক; কিন্তু যখন তাঁহাকে কোন প্রকার রাজকীয় ক্ষমতা প্রদান করিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই, তখন সে বিষয়ে তাঁহাকে বৃথা আশা প্রদান করা উচিত নহে। তাঁহার ন্যায় রাজশক্তির ছায়া কতদূর সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে, তাহা স্পষ্টরূপে তাঁহাকে বুঝিতে দেওয়া উচিত"।*

দিল্লীর বাদসাহের আচরণ দৃষ্টে মেটকাফ্ সময় সময় মনে করিতেন, যে তাঁহাকে শাসন করা উচিত। কিন্তু ইহাতে তৎকালে এদেশীয় লোকেরা মেটকাফ্কে কিঞ্চিৎ নির্দ্দয় মনে করিতেন। বঙ্গীয় পাঠকগণও বোধ হয় মেটকাফ্কে কিছু নির্দ্দয় বলিয়া মনে করিবেন। অতএব দিল্লীর বাদসাহের তৎকালের অবস্থা এই স্থলে উল্লেখ করিতে হইল।

বক্সারের যুদ্ধের পর দিল্লীর বাদসাহ সাহ-আলম, অযোধ্যার উজীর এবং কাসিমালীকে পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই সন্ধি-পত্রের নাম আলাহাবাদ সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্র দ্বারা ইংরাজেরা বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং এই তিন প্রদেশের রাজস্বস্বরূপ ইংরাজেরা বাদসাহ সাহ-আলমকে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই সন্ধি সংস্থাপনের পর, সাহ-আলম কয়েক বৎসর আলাহাবাদেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করিলেন। সাহ-আলম দিল্লীর সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন।

এদিকে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, এই ছলনা করিয়া, ইংরাজেরা এই সময় হইতে বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যার রাজস্ব-প্রদান একেবারে স্থগিত করিলেন। তাঁহারা বাদসাহকে আর রাজস্ব প্রদান করিতেন না এবং এতদ্ভিন্ন বাদসাহের অধিকৃত আলাহাবাদ এবং

* পত্রের ভাব এখানে ভাষান্তরে প্রকাশিত হইল—অবিকল অনুবাদ নহে।

কোরা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লইয়া অযোধ্যার উজীরের নিকট বিক্রয় করিলেন। হতভাগ্য সাহ-আলম ইচ্ছাপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে যোগ প্রদান করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের আপন অভিসন্ধি সংসাধনার্থ বলপূর্ব্বক বাদসাহকে ধৃত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিল।

১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে বিগত ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সাহ-আলম, মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তের পুত্তল হইয়া রহিলেন। সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরেল পেরোঁ, সিন্ধিয়ার আদেশানুসারে বাদসাহের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতেন। কিন্তু ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে সিন্ধিয়ার সঙ্গে ইংরাজদিগের যে যুদ্ধের বিষয় এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, সেই যুদ্ধ উপলক্ষে জেনেরেল লেক দিল্লী অধিকার করিলেন। যুদ্ধাবসানে সিন্ধিয়ার সঙ্গে যে সন্ধি হইল, (অর্থাৎ সারজি আঞ্জেমগাঁ সন্ধিপত্র) তদ্দ্বারা দিল্লীপ্রদেশ ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইল। সুতরাং ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে আজ চারি বৎসর যাবৎ বাদসাহ এখন ইংরাজদিগের বৃত্তিভোগী হইয়া পড়িয়াছেন। ইংরাজেরা বাদসাহকে মাসিক ছয় লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

দিল্লী-সহর এবং দিল্লী-প্রদেশ শাসন ও রক্ষণের ভার ইংরাজেরা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। আদালত, ফৌজদারী সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বাদসাহের রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের অন্তর্গত স্থানের উপর কেবল ইংরাজ-কর্ম্মচারিদিগের কোন এলেখা ছিল না। ইংরাজেরা বাদসাহের সম্মান-রক্ষার্থ বাদসাহের রাজপ্রাসাদ ইংরাজ-কর্ম্মচারিদিগের এলেখার বহির্ভূত রাখিলেন। কিন্তু কি স্বয়ং বাদসাহ সাহ-আলম, কি তাঁহার পুত্রগণ, কি ইঁহাদের পারিষদবর্গ, ইহাদিগের সকলেরই চরিত্র যারপরনাই দুষিত ছিল। সংসারে এমন কোন কুকার্য্য নাই, যাহা ইহাদিগের দ্বারা তখন অনুষ্ঠিত হইত না। বাদসাহের রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের অন্তর্গত স্থানের উপর ইংরাজ-কর্ম্মচারিদিগের এলেখা ছিল না বলিয়া, দিল্লী সহরের সমুদয় চোর এবং দস্যু চোরামাল বাদসাহের প্রাসাদের মধ্যে আনিয়া লুকাইয়া রাখিত। বাদসাহের পুত্রগণ কখনও কখন ও আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে তরবারের আঘাতে বাঁদীদিগের প্রাণবধ করিতেন, কখনও শত শত স্ত্রীলোককে বিবস্ত্রা করিয়া তামাসা দেখিতেন। লম্পট লোকেরা গৃহস্থের কন্যা চুরি করিয়া আনিয়া, বাদসাহের প্রাসাদে রাখিত। বাদসাহের

পূর্ব্বের প্রধান অমাত্যের নিকট আকবর, আরাঙ্গিব, সাজিহান প্রভৃতির নামের মোহর ছিল। তিনি প্রাসাদ-দ্বারে বসিয়া, বিবিধ জাল দলিল প্রস্তুত করিতেন। দিল্লীর অধিবাসিগণ এই সকল দলিল আদালতে উপস্থিত করিয়া, অন্যান্য লোকের জমির উপর বাদসাহী লাখেরাজ-স্বত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা করিত *। বস্তুতঃ বাদসাহের প্রাসাদ একটী নরকের আদর্শ ছিল। সুতরাং ঈদৃশাবস্থায় মেটকাফের ন্যায় সহৃদয় লোকের অন্তরে বাদসাহের প্রতি সহজেই ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইতে পারে।

কিন্তু পাঠকগণের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে,—এইরূপ অসচ্চরিত্র পারিবারকে সুসভ্য ইংরাজেরা কেন প্রশ্রয় প্রদান করিলেন? ঈদৃশ নর-পিশাচকে ইংরাজেরা প্রথমে মাসিক ছয় লক্ষ টাকা, পরে মাসিক দশ লক্ষ টাকা কেন দিতে লাগিলেন? ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁহারা সমালোচকের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। ইংরাজেরা এই সময় কি ভারতের মঙ্গলের নিমিত্ত রাজ্যশাসন করিতেছিলেন? না, শুদ্ধ কেবল ভারত-লুণ্ঠন তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল? এদেশীয় লোকদিগকে কোন বিষয় শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখিবার উদ্দেশ্যে, এদেশীয় লোকদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার নিমিত্ত, ইংরাজগণ তখন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এই সময়ের অন্যূন দশ বৎসর পরে হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট, হাইদ্রাবাদের নিজামকে মুদ্রাযন্ত্র দেখাইয়াছিলেন বলিয়া, লর্ড মিণ্টো রেসিডেণ্টকে তিরস্কার করিলেন। রেসিডেণ্ট পরে গোপনে নিজামের প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক মুদ্রাযন্ত্রটী ভাঙ্গিয়া রাখিয়া আসিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্রটিকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া, পরে গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিলেন। সুতরাং যখন ইংরাজেরা নিজেও প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, তখন দিল্লীর বাদসাহের কুকার্য্য এবং প্রজাপীড়ন-সম্বন্ধে কেনই বা তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন? বিশেষতঃ এই সময়ে দিল্লীর বাদসাহের প্রতি দেশীয় মুসলমানদিগের কতকটা সহানুভূতি ছিল। তাহারা দিল্লীর বাদসাহের পক্ষাবলম্বন করিয়া পাছে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কায় ইংরাজেরা বাদসাহের

* এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে, সার্ জন লরেন্স যখন দিল্লীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন এইরূপ জাল দলিল প্রস্তুত করিবার সময়, এই ব্যক্তিই কিম্বা এই ব্যক্তির পুত্র ধৃত হইল এবং ইহার কারাদণ্ড হইয়াছিল।

সকল কুকার্য্যে প্রশ্রয় প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে হাতের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু মহাত্মা মেটকাফ্ যখন প্রজার মঙ্গল-সাধন করাই একমাত্র রাজধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন,—যখন এদেশীয় লোকদিগকে সমুন্নত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল,—যখন ভারতের মঙ্গলার্থই ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করিতে হইবে বলিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন,—যখন প্রজাদিগের উন্নতি-সাধন-নিবন্ধন ভারত-সাম্রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তবহির্ভূত হইলেও প্রজাদিগের মঙ্গল-সাধন করা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেন, তখন তাঁহার ন্যায় সহৃদয় পুরুষের দিল্লীর বাদসাহের প্রতি কেনই বা ঘৃণা হইবে না? এইরূপ সহৃদয় মহাত্মা দিল্লীর বাদসাহকে সম্মান প্রদান করিতে অসম্মত হইলে, কে তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারে? চার্লস্ মেটকাফ্ কতদূর সহৃদয় পুরুষ ছিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই তৎকালের দুই এক-জন দেশীয় লোক তাঁহাকে এই সম্বন্ধে নিন্দা করিতেন।

এই মহাত্মার প্রতিপাদিত রাজনীতি যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সময় হইতে অনুসরণ করিতেন, তবে দিল্লীর বাদসাহকে তাঁহারা সপরিবারে ফাঁসি দিলেও দেশীয় লোকেরা বাদসাহের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না। এই মহাত্মার প্রতিপাদিত রাজনীতি যখন ভারতের সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইবে, তখন দেশীয় রাজগণকে আপনা হইতে রাজমুকুট এবং রাজ-দণ্ড পরিহার করিতে হইবে। এই মহাত্মার প্রতিপাদিত রাজনীতি সম্যক্-রূপে অবলম্বিত হইলে কি আর দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ বর্ত্তমান ব্রহ্ম-দেশীয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটী কথা বলিবারও সুযোগ পাইতেন?

ধন্য ইংলণ্ড! যাঁহার বক্ষে এইরূপ সদাশয় নীতিবিশারদ পণ্ডিত পরি-বর্দ্ধিত এবং শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ধন্য কলিকাতার লেক্চার হাউস্! যে গৃহে চার্লস্ থিওফিলাস্ মেটকাফ্ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ধন্য সেই রত্নগর্ভা সদাচারা, ধর্ম্মপরায়ণা ইংরাজমহিলা সুসানা! যিনি ঈদৃশ সন্তান-রত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ধন্য ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া! যাঁহার রাজ্যে এইরূপ শত শত লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন। পরমেশ্বর করুন, পরলোকগত মেটকাফের আত্মা গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হউন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১৮০৮—১৮১১

লাহোর-দৌত্য।

"Honesty is the best policy."

"Where Truth deigns to come,"
"Her sister, Liberty, will not be far."

মেটকাফ্, সেটন সাহেবের সহকারীস্বরূপ দিল্লীতে অবস্থানকালে কিছুকালের নিমিত্ত সাহারাণপুরের কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই বিভাগে তাঁহার কার্য্য করিবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। ম্যালকমের উপদেশানুসারে দৌত্যবিভাগে কার্য্য করিতেই তাঁহার প্রগাঢ় অভিলাষ হইয়াছিল। সাহারাণপুরের কলেক্টরের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইলে পর, মেটকাফের অত্যন্ত আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, পাছে তাঁহাকে এই শাসন-সম্বন্ধীয় বিভাগেই বা চিরকাল থাকিতে হয়। কিন্তু এই সময় লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি সকলের মুখেই মেটকাফের প্রশংসা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্রই তিনি মেটকাফ্‌কে একটী গুরুতর কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটনাই মেটকাফ্‌কে উন্নতির উত্তম সোপানে সমুত্থিত করিল।

বিশ্ববিজয়ী মহাত্মা নেপোলিয়ানের বীরদর্পে এই সময় সমগ্র ইয়োরোপ বিকম্পিত হইতেছিল। টিল্‌সিট্ (Pacification of Tilsit) শান্তির পর প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ, ক্ষুদ্র-দ্বীপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। রুসিয়া, সতৃষ্ণনয়নে আসিয়াখণ্ডস্থিত ইংরাজদিগের নবোপার্জ্জিত রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের বাহুবল এবং অস্ত্রবল অপেক্ষা বিবিধ রাজনৈতিক কৌশলের বলই ইঁহাদিগকে অধিকতর সমুন্নত করিয়াছে। ইঁহারা অত্যন্ত দূরদর্শী। পঁচিশ বৎসর পরেও যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, তবে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, সেই ভাবী বিপদাশঙ্কা নিবারণে যত্নবান্ হয়েন। ফরাশী

এবং রুশেরা আসিয়াখণ্ডে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, এই সংবাদ ভারতবর্ষে প্রচার হইবামাত্র, লর্ড মিণ্টো আত্মরক্ষার্থ বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। জন্ ম্যালকমকে পারস্যাধিপতির দরবারে প্রেরণ করিলেন। মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবকে কাবুলে যাইয়া, আফ্‌গানাধিপতির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন এবং মেটকাফ্‌কে রণজিত সিংহের সঙ্গে বন্ধুতা-স্থাপনার্থ লাহোর-দরবারের দৌত্যে নিযুক্ত করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে শিখ-জাতির বিষয় ইংরাজেরা কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, শিখেরা দস্যুবৃত্তি অবলম্বী এক প্রকার নীচজাতি, ইন্দ্রিয়াসক্তি চরিতার্থেই সর্ব্বদা রত, রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষণসম্বন্ধে নিতান্ত অনভ্যস্ত। কিন্তু এটী তাঁহাদের স্পষ্ট ভ্রম।

একেশ্বরবাদী ধর্ম্মাত্মা গুরু নানক-প্রচারিত ধর্ম্ম যতকাল পর্য্যন্ত গুরু-গোবিন্দের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধাকারে পরিগৃহীত হইতে লাগিল; যতকাল পর্য্যন্ত জীবন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাসানল শিখ-হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইতেছিল; যতকাল জন-বিশেষের স্বার্থপরতা-সম্ভূত বিবিধ কুসংস্কার শিখদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে কলুষিত করে নাই, ততকাল পর্য্যন্ত গোবিন্দের শিষ্যগণের শৌর্য্য, বীর্য্য ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কখনও কোন ত্রুটি হয় নাই। তৎকাল পর্য্যন্ত সংগ্রামের কথা শ্রবণ করিলে, শিখ-নয়নে জ্বলন্ত উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, শিখ-ধমনী পূর্ণ-উৎসাহে নৃত্য করিত *। বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতই জাতীয় জীবনের একমাত্র গ্রন্থি, জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসই জনবিশেষের একমাত্র বল। সেই জ্বলন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস-বিবর্জ্জিত জাতি কখনও স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং পবিত্র এবং জ্বলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস-বিবর্জ্জিত হইয়াই বর্ত্তমান সময়ে শিখেরা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মেটকাফ্ যে সময়

---

* Those who have heard a follower of Gooru Govinda declaim on the destinies of his race, his eye wild with enthusiasm and every muscle quivering with excitement, can understand that spirit which impelled the naked Arab against the mail clad troops of Rome and Persia, and which led our own chivalrous and believing forefathers through Europe to battle for the cross on the shores of Asia. The Sikhs do not form a numerous sect, yet their strength is not to be estimated by tens of thousands, but by unity and energy of religious fervor.—*Cunningham's History of the Sikhs.*

রণজিতের দরবারে প্রেরিত হইলেন, তখন পর্য্যন্তও শিখদিগের একেবারে অধঃপতন হয় নাই।

লাহোর-দৌত্যে গমনকালে মেটকাফের সঙ্গে কোন সেক্রেটরী কিম্বা সহকারী (attachee) ছিল না। শুদ্ধ কেবল কয়েকটী মুন্সী, কেরাণী, দাস এবং উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে করিয়া, মেটকাফ্ ১৮০৮ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বর্ষাতিরিক্ত-নিবন্ধন মেটকাফ্‌কে পথে বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয়ভাব (national feeling) যে সকল লোকের হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকে, তাঁহারা স্বরাজ্যের কার্য্যানুরোধে সর্ব্বপ্রকার কষ্ট অম্লানবদনে এবং বিশেষ আনন্দসহকারে সহ্য করেন।

২২এ আগষ্ট মেটকাফ্ পাতিয়ালা (Putteealah) পৌঁছিলেন। শতদ্রু-নদীর দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত পাতিয়ালা এবং সার্‌হিন্দ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ, রণজিতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ, ইংরাজ-গবর্ণেমেণ্টের সাহায্য-লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের দূতকে পাতিয়ালার রাজা বিশেষ সমাদর-সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং আপন দুর্গের চাবী দূতের হস্তে প্রদান করিয়া, ইংরাজ-অধীনতার চিহ্ন-স্বরূপ সেই চাবী তাঁহাকে পুনঃ প্রদান করিতে বলিলেন। মেটকাফ্, পাতিয়ালার রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, গবর্ণর জেনেরেল কর্ত্তৃক তিনি ঈদৃশ বাহ্যিক-আড়ম্বর-সহকারে কোন প্রকার সৌহার্দ্দ-সংস্থাপনে আদিষ্ট হয়েন নাই। কিন্তু ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট, পাতিয়ালার রাজাকে চিরকাল মিত্রস্বরূপ আশ্রয় প্রদান করিবেন।

১লা সেপ্টেম্বর মেটকাফ্ শতদ্রু-নদী পার হইলেন। রণজিতের দরবারে পূর্ব্বেই মেটকাফের আগমনবার্ত্তা প্রেরিত হইয়াছিল। রণজিৎ, ব্রিটিশ্ দূত-গ্রহণার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। রণজিতের প্রেরিত লোকের সঙ্গে পাতি-য়ালায় মেটকাফের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু মেটকাফ্ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলেন, লাহোর কিম্বা অমৃতসহরে তাঁহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা রণজিতের একেবারেই নাই। ইংরাজদিগের মধ্যে যে সকল প্রবঞ্চনা-মূলক ব্যবহার রাজনৈতিক-কৌশল বলিয়া অভিহিত হয়, রণজিৎ সে সকল কৌশলে ইংরাজ অপেক্ষাও অধিকতর সুপণ্ডিত ছিলেন। মেটকাফ্ পথেই রণজিতের পত্রে অবগত হইলেন যে, কাসুরে মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন।

১০ই সেপ্টেম্বর মেটকাফ্ কাস্থরে পৌছিলেন। তৎপরদিবস রণজিতের প্রধান অমাত্য দেওয়ান মাখন চাঁদ, দুই সহস্র সৈন্যসহ মেটকাফের তাঁবুতে আসিয়া, তাঁহাকে রণজিতের দরবারে লইয়া গেলেন।

১২ই সেপ্টেম্বর মেটকাফ্ গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর নিকট লিখিলেন—"রণজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমাকে গ্রহণার্থ যে ছাউনি প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সুপ্রশস্ত ছাউনীর বাহিরে মহারাজ আমাকে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ আমাদিগের সন্তোষার্থ দরবারে চেয়ারের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সকল চেয়ার, কতক তাঁহার নিজের ছিল; কতক আমাদের তাম্বু হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার দরবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং আমাদের দৌত্যের লোকেরা সকলেই চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিলেন। পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ উপলক্ষে সাধারণতঃ যে সময় ব্যয় হয়, তদপেক্ষা অধিকতর সময় ব্যাপিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু কার্য্য-সম্বন্ধীয় কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। রাজা নিজে অধিক কথা বলিলেন না। তিনি নিজে যে দুই চারিটী কথা বলিলেন, তন্মধ্যে দুইটী কথাই এই স্থানে উল্লেখের উপযুক্ত বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ তিনি লর্ড বাইকাউণ্ট লেকের মৃত্যুর কথা সম্বন্ধে বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় একজন সৈনিকপুরুষ বড় সহজে মিলিবে না। তিনি ভদ্রতা, বিনয়, কোমলতা, সহৃদয়তা এবং সাংগ্রামিক দক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সমালঙ্কৃত ছিলেন। দ্বিতীয় কথাটী মহারাজ তাঁহার একজন পারিষদের কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পারিষদ বলিলেন যে, ইংরাজগণ কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না। এই কথা শ্রবণে মহারাজ বলিলেন, তিনি বিলক্ষণ জানেন ইংরাজদিগের কথা "সর্ব্বব্যাপী"। ইহার পর পরস্পর উপহার প্রদত্ত ও গৃহীত হইল এবং সায়ংকালে এই ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার তাঁবুতে কামানধ্বনি হইল।"

ইংরাজ-প্রেরিত দূত-গ্রহণে কিম্বা ইংরাজদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে রণজিতের কোন ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং, রণজিৎ সরলভাবে যদি প্রথমেই দূত গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে এই সময় ইংরাজেরা আপনাদিগকে এতদূর বিপদগ্রস্ত মনে করিতেন যে, রণজিৎকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত তাঁহারা রণজিতের সকল প্রস্তাবে সম্মত হইতেন। কিন্তু এ সংসারে মানুষ সরলতা এবং সত্যের পথ পরিত্যাগ করিলেই ক্ষতির এবং বিনাশের পথে পরিচালিত হয়। রাজগণ রাজনৈতিক-কৌশল-

স্থানে অনেকানেক কপটাচরণ এবং প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার অবলম্বন করেন। কিন্তু তদ্রূপ আচরণ চরমে তাঁহাদিগকে বিনাশের দিকেই পরিচালন করে। এ সংসারে আত্মরক্ষার্থ, সত্য এবং সরলতাই একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। সত্য এবং সরলতা চিরকালই মানুষকে বিশ্ববিজয়ী করে। সংসারের লোকেরা যে সকল আচরণকে রাজনৈতিক-কৌশল বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বদেশগৃহীত রাজনৈতিক-কৌশল, এক প্রকার চৌর্য্যবৃত্তি এবং দস্যুতাচরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রণজিৎ মনে মনে স্থির করিলেন যে, ইংরাজ দূতকে গ্রহণ করিয়া তিনি তিনটী দুরভিসন্ধি সংসাধন করিবেন। প্রথমতঃ—আপনার শত্রুগণের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া, তাহাদিগের নিকট নিজের গুরুত্ব এবং ক্ষমতা-প্রদর্শনার্থ এই সুযোগ অবলম্বন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ—কৌশলপূর্ব্বক ইংরাজদূতকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া, শতদ্রু নদীর অপর পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আক্রমণ করিবেন। আক্রান্ত রাজগণ ইংরাজদূতকে তাঁহার সঙ্গে দেখিবামাত্রই ইংরাজদিগের সাহায্যে নিরাশ হইয়া, বিনা যুদ্ধে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিবে। তৃতীয়তঃ—তাঁহাকে সমগ্র পঞ্জাবাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে ইংরাজদিগকে কলে কৌশলে বাধ্য করিবেন। এই শেষোক্ত অভিপ্রায়, কেবল তিনি স্পষ্টাক্ষরে ইংরাজদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

এই সকল দুরভিসন্ধি-সংসাধনার্থ রণজিৎ বিবিধ রাজনৈতিক-কৌশল অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ তিনি যথোপযুক্ত সময় মধ্যে ইংরাজ-দূতের তাঁবুতে গমন করিয়া, তাঁহাকে সম্মান প্রত্যর্পণ করিলেন না। কিন্তু মেটকাফ্ গোপনে গোপনে এই সম্বন্ধে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিলে পর, পাঁচ দিবস পরে ১৬ই সেপ্টেম্বর মেটকাফের তাম্বুতে যাইয়া, সম্মান প্রত্যর্পণ করিলেন এবং অত্যধিক সৌজন্য এবং সৌহার্দ্দপ্রকাশপূর্ব্বক মেটকাফ্‌কে সন্তুষ্ট করিলেন। মেটকাফ্ মনে করিলেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ, হয় ত সত্বরই ইংরাজদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইবেন। কিন্তু ইহার পর দিবসই মেটকাফ্, রণজিতের পত্রপ্রাপ্তে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। রণজিৎ লিখিলেন—

—"পূর্ব্বে কখনও আমাকে কোন ঘটনা উপলক্ষে এক স্থানে এত দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে হয় নাই। আমি কেবল মহামান্য কোম্পানী বাহাদুরের গবর্ণমেণ্টের বন্ধুতার অনুরোধেই এখানে এত দিন বিলম্ব করিয়াছি।

কিন্তু পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমাদের পরস্পরের সে বন্ধুতা লর্ড লেকের আগমনের সময় হইতে ক্রমেই দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

"আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় আমার তাম্বু এতদিন এখানে ছিল। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, আমার হৃদয়ের সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আপনি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন এবং আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

"যদিও ঈদৃশ অল্পকালস্থায়ী দর্শন-সম্ভাষণ দ্বারা বন্ধুতার শৃঙ্খলাবদ্ধ হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, তথাপি রাজকার্য্যের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সুতরাং কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি সত্বরই সসৈন্যে গমন করিব। আমাদের জাতীয় লোকেরা শুক্লপক্ষের প্রথম দিবসকে শুভ-যাত্রা বলিয়া মনে করেন। অতএব আমার এই পত্রের মর্ম্ম, গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরকে জ্ঞাত করিবেন। আমি গমনার্থ উৎকণ্ঠিত আছি।" *

এই পত্রখানি বাক্যেতে বিলক্ষণ বিনয় ও সদ্ভাবপরিপূর্ণ। কিন্তু ইঁহাদিগের পরস্পরের অভিপ্রেত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে, ইহাপেক্ষা তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞাসূচক পত্র আর কি হইতে পারে? ইহা দ্বারা মেটকাফ্‌কে স্পষ্টরূপে বিদায় প্রদান করা হইল। মেটকাফ্‌ যে অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার সুযোগও এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই।

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া, মেটকাফ্‌ লিখিলেন,—"পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে লর্ড লেকের এ প্রদেশে আগমনের সময় হইতে, আপনার সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দুশ্ছেদ্য বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সেই দুশ্ছেদ্য বন্ধুত্ব দিন দিন গাঢ়তা অবলম্বন করিতেছে। বিশেষতঃ গবর্ণর জেনেরেল লর্ড মিণ্টোর এদেশে আগমন-উপলক্ষে যৎকালে আপনি তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বন্ধুতাপরিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে এ বন্ধুতা আরও বৃদ্ধি হইতেছে। আপনি গঙ্গাস্নানার্থ হরিদ্বার দর্শন করিতে গমন করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র, মহামতি গবর্ণর জেনেরেল আপনাকে সাদরে গ্রহণার্থ এবং আপনার সম্মানার্থ আমাকে সেই স্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে আপনার হরিদ্বার গমনেচ্ছা স্থগিত হইল। গবর্ণর জেনেরেল তখন বন্ধুতার বিশেষ পরিচয় প্রদানার্থ আমাকে এই পারস্পরিক

* Free translation.

বন্ধুতা সম্বর্দ্ধনাভিপ্রায়ে আপনার দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন। আগামী কল্য আপনার অবকাশানুসারে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, গবর্ণর-জেনেরেলের অভিপ্রায় আপনাকে বলিতে এবং আপনাকে তাঁহার পত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।”

এই পত্র প্রাপ্তির পর মহারাজ রণজিৎ সিংহ আবার মেটকাফ্‌কে লিখিলেন—

“শুভক্ষণে আপনার বন্ধুত্ব-প্রতিপাদক পত্র আমার হস্তে পৌঁছিয়াছে। এই পত্রের প্রত্যেক অক্ষর আমার নয়নে তৃপ্তি এবং হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করিতেছে এবং পারস্পরিক বন্ধুতা সমুজ্জ্বল করিতেছে। লর্ড লেকের এ প্রদেশে আগমন হইতে আপনার আগমন পর্য্যন্ত, এই উভয় রাজ্যের পারস্পরিক বন্ধুতা-সংস্থাপন সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা আপনার পত্রে বিবৃত হইয়াছে এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই উভয় রাজ্যের পারস্পরিক বন্ধুতা সংস্থাপিত এবং তদ্রূপ বন্ধুতা-সংস্থাপনবার্ত্তা যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, তৎসম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন এবং আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ-পূর্ব্বক গবর্ণর জেনেরেলের পত্র প্রদানার্থ যে বাসনা করিয়াছেন, এই সকল বিষয় আমাকে সহস্রগুণ আনন্দ এবং উল্লাস প্রদান করিতেছে।

“আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা কল্য পর্য্যন্তও স্থগিত করা যাইতে পারে না। আমার সাক্ষাৎ করিবার বাসনার আর বিলম্ব সহ্য হয় না। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থা এবং অদ্য ঔষধ-গ্রহণ-নিবন্ধন আগামী কল্য তিন ঘটিকার সময় আপনি আপন বন্ধুর গৃহে আনন্দ বর্ষণ করিবেন। হাকিম আজিজুদ্দিন আপনাকে সঙ্গে করিয়া এখানে উপস্থিত করিবে।”

১৯শে সেপ্টেম্বর মেটকাফ্, রণজিৎ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি সমুদয় শিখ-সর্দ্দারদিগের সাক্ষাতেই বলিতে লাগিলেন,—“মহারাজের অত্যন্ত ভ্রমবশতঃ বোধ হয় ইংরাজদিগের প্রতি বৃথা সন্দেহ হইয়াছে। রণজিৎ এবং তাঁহার পক্ষের লোকেরা তচ্ছ্রবণে বলিলেন, তাঁহাদের মনে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। ইহার পর বিবিধ হাস্য-পরিহাসের কথা চলিতে লাগিল। কিন্তু মেটকাফের বক্তব্য বিষয় এখনও ব্যক্ত করা হইল না। তৎসম্বন্ধে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, শিখদিগের পূর্ণ দরবারে তিনি তাঁহার অভিপ্রেত প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেন এবং তখনই গবর্ণর জেনেরেলের পত্রও প্রদান করিবেন। কিন্তু মেটকাফ্ দেখিলেন যে, ইহাতে

আরও কেবল কালবিলম্বের সম্ভব। ইহার পর দিবস রণজিতের দরবারের প্রধান প্রধান লোকের সঙ্গে পুনর্ব্বার মেটকাফের কথাবার্ত্তা-উপলক্ষে তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহার অভিপ্রেত প্রস্তাব শ্রবণ না করিয়া, শিখ-দরবার তাঁহাকে কোন বিষয়ে কোন আশা প্রদান করিতে পারিবে না। মেটকাফ্ দেখিলেন যে, শিখেরা ন্যায়সঙ্গত কথাই বলিয়াছে। সুতরাং তৎপরদিবস তিনি ব্রিটিস-গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব রণজিৎকে জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

পর দিন রণজিতের দরবারে মেটকাফ্ স্বীয় প্রস্তাব জ্ঞাপনার্থ যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অবিকল গবর্ণর জেনেরেলের নিকট তিনি ২২শে সেপ্টেম্বর এইরূপে লিখিয়া পাঠাইলেন। পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থ মেটকাফের পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করাই উচিত বোধ হইতেছে।

"আমি আপন বক্তব্য বিষয় জ্ঞাপনারম্ভে বলিয়াছি যে, সৌভাগ্যক্রমে মহারাজের সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই বন্ধুত্বের অনুরোধে, মহামতি গবর্ণর জেনেরেল আমায় মহারাজকে ঈদৃশ একটী বিষয় জ্ঞাপন করিতে পাঠাইয়াছেন, যে বিষয়ের উপর মহারাজের মঙ্গলামঙ্গল বিশেষরূপে নির্ভর করে। (এইরূপ ভূমিকা করিয়া) আমি পরে বলিলাম যে, মহামতি গবর্ণর জেনেরেল বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, ফরাসীরা (যাহারা পারস্য-আক্রমণাভিলাষী হইয়াছে) এই সকল প্রদেশও (অর্থাৎ কাবুল এবং পঞ্জাব প্রভৃতি দেশও) আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। মহামতি গবর্ণর জেনেরেল তজ্জন্য প্রথমেই এ সকল দেশের রাজগণকে এই সংবাদ-প্রদানান্তর সাবধান করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি এই সকল রাজগণের স্বার্থ এবং আপন গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।" সুতরাং এই সাধারণ-শত্রুকে দেশ-বহিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজের সঙ্গে সন্ধি-সংস্থাপনার্থ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এতদ্ভিন্ন আর এক জন ভদ্রলোককে তিনি কাবুলের সহিত সন্ধি-সংস্থাপনার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। কাবুল-দূতকে সত্বরই মহারাজের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক মহারাজের রাজ্যমধ্য দিয়া কাবুল যাইতে হইবে।

"আমি আরও বলিয়াছি যে, মহামতি গবর্ণর জেনেরেল কেবল বিশুদ্ধ বন্ধুতার ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়াই এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ অবস্থানুসারে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, এই প্রদেশের রাজগণের

এখন কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা আপন আপন রাজ্য-রক্ষার্থ এবং শক্রদিগকে বিনাশার্থ সকলে সম্মিলিত হয়েন।"

মেটকাফ্ যখন রণজিতের দরবারে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং রণজিৎ সিংহ এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণ বিশেষ গাম্ভীর্য্যসহকারে সমস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"আহা! আহা! কোম্পানী বাহাদুরের গবর্ণর জেনেরেলের আমাদের প্রতি কি অপরিসীম বন্ধুতা! কি অত্যাশ্চর্য্য অমায়িকতা! গবর্ণর জেনেরেলের এ প্রস্তাবে আমাদের অসম্মত হইবার কোন কারণই নাই।"

রণজিৎ এবং তাঁহার দরবারের লোকের এই সকল কথার মধ্যে কোন কপটতা আছে বলিয়া, মেটকাফ্ প্রথমে সন্দেহ করিলেন না। তিনি পূর্ব্বোক্ত পত্রের উপসংহারে লিখিলেন,—"আমার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া রণজিৎ এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণ, গবর্ণর জেনেরেলের বন্ধুত্বভাবের প্রশংসা করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবে কোন প্রকার অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। মহারাজ রণজিৎ সিংহ আমার কথা শ্রবণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ফরাশীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইংরাজসৈন্য কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে এবং ইংরাজেরা কত সৈন্য প্রেরণ করিবেন? আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম যে, সে সকল বিষয় অবস্থানুসারে অবধারিত হইবে। কিন্তু আমরা শত্রুকে অনুসন্ধান করিয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, বোধ হয় আমাদের সৈন্য কাবুলেরও পশ্চিমে যাইবে। সৈন্যের সংখ্যা-সম্বন্ধে আমি বলিলাম যে, সে বিষয়ও অবস্থানুসারে অবধারিত হইবে। কিন্তু শত্রুকে পরাস্ত করিবার উপযোগী সৈন্য নিশ্চয়ই প্রেরিত হইবে।

"ইহার পর রণজিৎ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের সৈন্য অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছে কি না এবং কখন ফরাসীদিগের এ দেশ আক্রমণের সম্ভব রহিয়াছে? প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম যে, কখন তাহারা আসিবে তাহা ঠিক নাই; সত্বরও আসিতে পারে, বিলম্ব করিয়াও আসিতে পারে; কিন্তু এদেশে আসিবার নিমিত্ত যে তাহারা অভিসন্ধি করিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ রাজার কর্ত্তব্য যে, তিনি তাহাদিগের আক্রমণ নিবারণার্থ প্রস্তুত থাকেন। আমাদের সৈন্য অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে এবং সর্ব্বদাই এইরূপ থাকিবে।

"রণজিৎ ইহার পর আমাদের গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার বাসনা, গবর্ণর জেনেরেলের বন্ধুত্ব-ভাব-প্রতিপাদক অভিপ্রায় এবং ফরাসীদিগকে

কাবুলের পশ্চিমেই আক্রমণ করিবার ঔচিত্য এবং পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আমাদিগের সঙ্গে বন্ধুত্ব-সংস্থাপনের ইচ্ছা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ উত্তেজিত ভাষায় নানা কথা কহিয়া, তাঁহার দরবারের পর্ব্বদয়াল মিশ্রীর কাণে কাণে দুই এক কথা বলিবামাত্র, পর্ব্বদয়াল সভাস্থিত অন্যান্য সকলকে স্থানান্তরে লইয়া চলিলেন। কেবল রাজা করিমসিংহ, ইমাম উদ্দীন এবং আমি, মহারাজের নিকটে বসিয়া রহিলাম। যাঁহারা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন, তাঁহারা স্থানান্তরে বসিয়া চুপি চুপি নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা রণজিৎ সিংহ আমার প্রস্তাবিত-বিষয়-সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। তিনি প্রথম বলিলেন, যদি কাবুলের রাজা ফরাসীদিগের সঙ্গে যোগ প্রদান করেন, তবে কি হইবে? আমি বলিলাম, কাবুলের রাজা তদ্রূপ আচরণ করিলে, আমাদিগকে তাঁহাকেও আক্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি আপন স্বার্থসম্বন্ধে এইরূপ চিরান্ধতা যে প্রকাশ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ ফরাসীজাতি বড়ই দুর্বৃত্ত। তাহাদের সঙ্গে যাহারা যোগ প্রদান করে, তাহাদিগের উপরও তাহারা অত্যাচার করে, তাহাদিগের রাজ্য তাহারা নষ্ট করে এবং রাজ্য লুণ্ঠন করে।

"এই সকল কথা বলিবার সময় সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের উপদেশানুসারে রাজাকে তাঁহার নিজের রাজ্য-সম্বন্ধে শঙ্কিত করিবার নিমিত্ত এবং আমাদের রক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস-উৎপাদনের অভিপ্রায়ে বিবিধ কথা বলিয়াছিলাম।

"ইহার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হোলকারের সঙ্গে তো সব ঠিক হইয়াছে? আমি বলিলাম, হাঁ আমাদের সঙ্গে সন্ধি হইবার পর তিনি বরাবর আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বভাব রক্ষা করিতেছেন। রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হোলকার পাকা হারামজাদা তাহার উপর কোন বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। আমি কহিলাম যে, আমাদের সঙ্গে যখন তাঁহার বিবাদ ছিল, তখন আমরাও তাঁহাকে এইরূপ পাজী (Rascal) বলিয়া অভিহিত করিতাম। কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে সন্ধি হইয়াছে, সুতরাং আমরা এখন বন্ধুতার উপযোগী সম্মানসহকারে তাঁহার সম্বন্ধে কথা বলি। রাজা বলিলেন যে, যতদিন লর্ড লেক্ এই স্থানে ছিলেন, ততদিন হোলকার তাঁহার সৈন্যগণকে দেশ লুণ্ঠন করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড লেক্ চলিয়া গেলে পর, হোলকারের সৈন্য দেশ ছারখার করিতে আরম্ভ করিল।

"আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তার সময় পর্ব্বদয়াল প্রভৃতির গোপনীয় কথাবার্ত্তাও শেষ হইল। তখন পর্ব্বদয়াল মিশ্রী আমার প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে, রাজার সাক্ষাতেই শিখ-দরবারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে রাজা অসম্মত নহেন এবং আমাদের গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা সংস্থাপনের বিশেষ ইচ্ছা আছে। কিন্তু বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক, ইহার পর দিবস প্রাতে তাঁহাদের অভিপ্রায় আমাকে জ্ঞাপন করিবেন। রাজা নিজেও এইরূপই বলিলেন এবং এই সকল বিষয়, সকলকে গোপন রাখিতে আদেশ করিলেন।"

রণজিতের সঙ্গে মেটকাফের উপরোদ্ধৃত পত্রাংশের উল্লিখিত কথাবার্ত্তা স্থির হইবার পরদিবস, শিখ-দরবার মেটকাফ্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজ রণজিৎ সিংহের ইংরাজদিগের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে বিশেষ ইচ্ছা আছে। কিন্তু মিত্রতা-স্থাপনার্থ যে সন্ধিপত্র লেখাপড়া হইবে, তন্মধ্যে মহারাজকে সমগ্র পঞ্জাবের, অর্থাৎ সাট্‌লেজ নদীর উভয়পার্শ্বস্থিত রাজ্যের, অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মেটকাফ্‌ এই প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে এই প্রকার কোন কথা লিখিবার ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। গবর্ণর জেনেরেল কেবল ফরাসী-আক্রমণ অবরোধার্থ সন্ধি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন। উভয় পক্ষ সম্মিলিত হইয়া ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন, এই কথা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় তিনি লিখিয়া দিতে পারিবেন না।

কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রণজিৎ কেবল নিজের অভিসন্ধিসাধনার্থই ইংরাজ-দূতকে স্বরাজ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। রণজিৎ সিংহ এবং শিখ-দরবার মনে করিতে লাগিলেন যে, ফরাসী-আক্রমণ হইতে তাঁহাদের কোন আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ ফরাসী-আক্রমণাশঙ্কা তাঁহাদিগের নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রণজিৎ, সাট্‌লেজ নদীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ইংরাজদিগের সাহায্য ভিন্ন এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের রণজিতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই। সুতরাং ইংরাজেরা এখন রণজিৎকে সাট্‌লেজ নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থিত রাজ্য সমূহের

অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, নির্ব্বিবাদে রণজিতের আধিপত্য সমগ্র পঞ্জাবে বিস্তৃত হইতে পারে। রণজিৎ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, মেটকাফ্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মিত্রতার সন্ধিপত্রে তাঁহাকে সমগ্র পঞ্জাবের অধিপতি বলিয়া স্বীকার না করিলে, শুদ্ধ কেবল ফরাসী-আক্রমণ-অবরোধার্থ তিনি সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত নহেন। এই বিষয় সম্বন্ধে শিখ-দরবার এবং মেটকাফের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা এবং বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। এদিকে স্বয়ং রণজিৎ, কাসুর হইতে তাম্বু ভাঙ্গিয়া ফরিদকোটের দুর্গ আক্রমণ করিতে চলিলেন। রণজিৎ কাসুর হইতে চলিয়া যাইবার সময় মেটকাফ্‌কে সংবাদও দিলেন না। তাঁহার কাসুর পরিত্যাগের পর তাঁহার দরবারের আজিজ্ উদ্দিন, মেটকাফ্‌কে বলিলেন—"মহারাজ, সাট্‌লেজ নদীর অপরপারে গিয়াছেন; আপনাকে আপনার সঙ্গী সমুদয় লোকসহ তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন।"

মহারাজ রণজিৎ সিংহ একটী বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি পাতিয়ালার রাজার অধিকৃত ফরিদকোটের দুর্গ আক্রমণ করিতে চলিলেন। এই সময় ইংরাজদূত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলে, পাতিয়ালার রাজা নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, ইংরাজদিগের সম্মতিসহকারে তিনি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন এবং ঈদৃশ সংস্কার-নিবন্ধন তিনি ইংরাজ-সাহায্যে নিরাশ হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবেন। এইরূপ অভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই রণজিৎ, মেটকাফ্‌কে তাঁহার অনুরণ করিতে বলিয়া গেলেন।

এদিকে মেটকাফের তাম্বুর চতুর্দ্দিকেই শিখদিগের নিয়োজিত গোয়েন্দাগণ সর্ব্বদা বিচরণ করিত। দেশীয় লোকদিগের সঙ্গে মেটকাফের সঙ্গীদিগের কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ পর্য্যন্ত রহিল না। মেটকাফ্ দেখিলেন যে, রণজিৎ সিংহ রাজনৈতিক কৌশলে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে সমর্থ। কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া যে, তিনি রণজিৎ সিংহকে আপন অভিপ্রেত পথে আনিবেন, তাহার আশা রহিল না। পক্ষান্তরে, রণজিতের ফাঁদে পড়িয়া, সাক্ষীগোপালস্বরূপ তাঁহাকে রণজিতের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতে হইল। রণজিৎ, সাট্‌লেজ নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থিত ফরিদকোট এই সুযোগে আক্রমণ করিলেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর আবার রণজিতের সঙ্গে মেটকাফের সাক্ষাৎ হইল। রণজিৎ, মুখে মেটকাফের প্রতি যারপরনাই ভদ্রতা প্রকাশ করিলেও ইংরাজ-

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত নিয়মে সন্ধি সংস্থাপনের আশা ক্রমেই মেটকাফের মন হইতে দূর হইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত মেটকাফ্, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যেরূপ কথা বলিতে উপদিষ্ট এবং শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাই কেবল রণজিতের দরবারে বলিয়াছেন। রাজদূতগণ কোন বিদেশীয় রাজার দরবারে যাইয়া যে কথা বলিবেন, মনের ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিবেন, তৎসমুদয় কখনও কখনও পূর্ব্বেই অবধারিত এবং লিপিবদ্ধ হয়। সুতরাং এ পর্য্যন্ত মেটকাফ্ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা-অনুসারে কোন কথা বলেন নাই। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষিত কথাই কেবল বলিয়াছেন। এখন মেটকাফ্ আপন বুদ্ধি-বিবেচনা-অনুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যখন যে পথ অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিতে লাগিলেন।

কুটিল রাজনীতির পথাবলম্বন করিয়া, রাজগণ কেবল আত্মবিনাশের বীজ বপন করেন। এ সংসারে মানুষ ভ্রমান্ধ হইয়া মনে করে যে, কুটিল রাজনৈতিক কৌশল অনুসরণ না করিলে, কেহ রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু সত্য ব্যবহার এবং সরল আচরণই আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। রণজিৎ যদি কপটাচরণ পরিহার করিয়া, সরলভাবে এবং বিশেষ সাহসপ্রকাশপূর্ব্বক মেটকাফ্কে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়মে সন্ধি সংস্থাপন না করিলে, তিনি এক মুহূর্ত্তও ইংরাজ-দূতকে আপন রাজ্যে স্থান প্রদান করিবেন না, তাহা হইলে ইংরাজেরা এ সময় বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন। কারণ, রণজিতের সঙ্গে সন্ধি না হইলে, ইংরাজদিগের কাবুল-দরবারের নিয়োজিত দূত এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের কাবুলে যাইবার বিশেষ সুবিধা হয় না। কিন্তু রণজিৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ কুটিল রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিলেন। সুতরাং চরমে তাঁহার সকল উদ্দেশ্যই বিফল হইল। পক্ষান্তরে, মেটকাফ্ এই সময় সাধারণতঃ রাজদূতদিগের ন্যায় মিথ্যা ব্যবহার এবং কুটিল রাজনৈতিক কৌশলের পথ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সত্যপ্রিয়তা এবং ধর্ম্মানুরাগ, সর্ব্বদাই তাঁহাকে ন্যায়ের দিকে পরিচালন করিত।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত মেটকাফ্ কেবল গবর্ণমেণ্টের উপদেশ এবং শিক্ষানুসারেই রণজিতের দরবারে দালালি-ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। কিন্তু এখন মেটকাফ্, গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিষ্কাররূপে

সমুদয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া, দিন দিন পত্র লিখিতে লাগিলেন। যেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসমুদয়ও এই সকল পত্রে গবর্ণর জেনেরেলের নিকট লিখিলেন। ইহাতে গবর্ণর জেনেলের চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মেটকাফের মতানুসারে কার্য্য করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভব। সুতরাং শতদ্রু-নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থিত রাজ্যসমূহ রণজিতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার আদেশ প্রদানপূর্ব্বক, মেটকাফ্‌কে লিখিলেন যে, মহারাজ রণজিৎ সিংহকে, সন্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল দেশ হইতে তাঁহার সৈন্য স্থানান্তর করিতে অনুরোধ করিবে। মেটকাফের লিখিত পত্রের মর্ম্মানুসারেই গবর্ণর জেনেরেল, এইরূপ আদেশ করিলেন। কিন্তু মেটকাফ্ সহসা রণজিতের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিলেন না। রণজিৎ ফরিদকোট আক্রমণের পর, আপন পূর্ব্বাভিসন্ধি-সাধনার্থ মেটকাফ্‌কে আবার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মেটকাফ্ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে অসম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক, তাঁহার অবস্থানার্থ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান রণজিৎকে নির্ব্বাচন করিয়া দিতে বলিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর, এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, ইংরাজ-দূত লুধিয়ানা হইতে দশ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে শতদ্রু এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী গঙ্গ্রোনা (Gongrrona) নামক স্থানে অবস্থান করিবেন। এদিকে রণজিতের সৈন্য আম্বালা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া কার্ণালের (Kurnal) নিকটবর্ত্তী হইল।

মেটকাফের গঙ্গ্রোনা অবস্থানকালে, রণজিৎ আর দুই একটী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এদিকে ইংরাজ-দূতের প্রতিও বিশেষ ভদ্রতা-সহকারে আচরণ করিতে লাগিলেন। মেটকাফ্ এখন পর্য্যন্তও গবর্ণর জেনেরেলের আদেশ রণজিৎকে জ্ঞাপন করেন নাই। তিনি আবার রণজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। রণজিৎও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু শারীরিক ক্লান্তি-নিবন্ধন রণজিৎকে শীঘ্র শীঘ্র অমৃতসহরে প্রস্থান করিতে হইল। মেটকাফ্ আর তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রায় চারি মাস যাবৎ মেটকাফ্ এখানে অবস্থান করিতেছেন। কার্য্যসিদ্ধির এখন পর্য্যন্তও কিছু করিতে পারেন নাই। সুতরাং ডিসেম্বর মাসে, তিনি রণজিতের সাক্ষাৎ-লাভাশায় অমৃতসহরে চলিলেন, এবং ১০ই ডিসেম্বর সেখানে পৌঁছিলেন। মেটকাফের

পঞ্জাবে অবস্থান, তাঁহার নিজের এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ উপকারপ্রদ হইল। এই সময়ে তিনি উক্ত প্রদেশের সর্ব্বপ্রকার তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন।

১০ই ডিসেম্বর মেটকাফ্, রণজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, গবর্ণর জেনেরেলের শেষপত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু রণজিৎ অমৃতসহরে পৌছিয়া, আমোদ প্রমোদে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। দুই দিবসের মধ্যে গবর্ণর জেনেরেলের পত্র তাঁহার পাঠ করিবারও অবকাশ হইল না। এদিকে রণজিতের ব্যবহার দর্শনে, গবর্ণর জেনেরেলও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় বিভাগের সেক্রেটরী, নবেম্বর মাসেই মেটকাফ্কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সন্ধি-সংস্থাপনে বিলম্ব হইলে, বিশেষ অনিষ্ট হইবে না। সন্ধি-সংস্থাপনার্থ ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

১২ই ডিসেম্বর মেটকাফ্ নিজে রণজিতের নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। এই সুদীর্ঘ পত্রখানি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করিতে হইলে, পুস্তকের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে। সুতরাং এই পত্রের স্থূল মর্ম্মই এখানে উল্লেখ করিতেছি। এই পত্রে মেটকাফ্ স্পষ্টাক্ষরে রণজিৎকে লিখিলেন যে, আপনার সাট্লেজ নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থিত রাজ্য সমূহ অধিকার করিবার স্বত্ব নাই। এই স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ, পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভব করিয়া, ইংরাজেরা ঐ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং ঐ প্রদেশের রাজগণ এখন ইংরাজদিগের আশ্রিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। অতএব উক্ত প্রদেশের যে সকল রাজ্য আপনি আপন রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

এই পত্র পাইয়া রণজিৎ আবার ইংরাজ-দূতের প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং শতদ্রু-নদীর অপরপার্শ্বস্থিত পরাজিত রাজ্য সকল প্রত্যর্পণ করিতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। এই বিষয় লইয়া রণজিতের সঙ্গে প্রায় তিন চারি মাস মেটকাফের পত্রাপত্রি এবং বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। মেটকাফ্ এখন পূর্ব্বশিক্ষিত রাজনৈতিক কৌশলের পথ পরিত্যাগ করিয়া, বিশেষ সাহস এবং সরলতা প্রকাশপূর্ব্বক স্পষ্টাক্ষরে রণজিৎকে বলিলেন যে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট শতদ্রু-

নদীর দক্ষিণপার্শ্বস্থিত রাজগণকে তাঁহার আক্রমণ হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিবেন।

১৮০৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ্চ এবং এপ্রিল এই চারি মাস পর্য্যন্ত এই বিষয় সম্বন্ধে পক্ষদ্বয়মধ্যে যে সকল বাদানুবাদ এবং পত্রাপত্রি চলিতেছিল, তাহা সবিস্তারে উল্লেখ করিতে হইলে, পুস্তকের অভিপ্রেত আয়তনের সীমা লঙ্ঘন করিতে হয়। এই নিমিত্তই ঐ সকল বিষয় এই স্থলে পরিত্যাগ করা হইল। রণজিতের সঙ্গে সঙ্গে মেটকাফ্‌কে এই সময়মধ্যে একবার লাহোরেও গমন করিতে হইয়াছিল।

মেটকাফ্, রণজিৎকে বিবিধ রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিতে দেখিয়া, অবশেষে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড হিউটের (Lord Hewitt) নিকট শতদ্রু-নদীর অপর পার্শ্বে সৈন্য সংস্থাপন করিতে লিখিলেন। কর্ণেল ডেবিড্ অক্টারলনী সসৈন্যে জানুয়ারির প্রারম্ভেই শতদ্রুর পার্শ্বে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ফরাসী আক্রমণের আশঙ্কাও ইংরাজদিগের দূর হইল। তখন তাঁহারা মনে করিলেন যে, রণজিৎ মিত্রতা ও সন্ধি সংস্থাপন না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। মেটকাফ্, রণজিতের নিকট বিদায় চাহিলেন। রণজিৎ দেখিলেন যে, আপন অভিপ্রায় সাধনের আর উপায় নাই; কিন্তু ইংরাজদিগের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিলে, কোন ক্ষতি হইবে না; অতএব তিনি ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে এপ্রিল ইংরাজদিগের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনপূর্ব্বক সন্ধি করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই শতদ্রু-নদীর অপর পার্শ্বস্থিত ফরিদকোট প্রভৃতি নবোপার্জ্জিত রাজ্য সকল তত্তৎ প্রদেশের ইংরাজ-রক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

২রা মে মেটকাফ্, মহারাজ রণজিৎ সিংহের সঙ্গে এই প্রকার সন্ধি সংস্থাপনের পর অমৃতসহর পরিত্যাগ করিলেন। ত্রয়োবিংশতি বৎসরবয়স্ক মেটকাফের কার্য্যদক্ষতা এবং সাহস দর্শনে লর্ড মিণ্টো তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। বস্তুতঃ মেটকাফ্ বিশেষ সাহস প্রকাশপূর্ব্বক সরলপথ অবলম্বন না করিলে, রাজনৈতিক কৌশলে কখন রণজিৎকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। মেটকাফ্ রণজিতের দরবারে অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই রণজিতের সকল রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থ করিয়া, রণজিৎকে শেষে ইংরাজদিগের নিকট এক প্রকার অনুগ্রহের প্রার্থী করিয়া রাখিয়া গেলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে জয়লাভের উপায় নাই। সুতরাং অমৃতসহরের ১৮০৯ সালের ২৫শে এপ্রিলের এই সন্ধিপত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে, তাঁহার জীবদ্দশায়, কখন ভঙ্গ হইল না। তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ইংরাজদিগের মিত্রতা সংরক্ষিত হইয়াছিল।

পঞ্জাবে অবস্থানকালে মেটকাফের জীবনের আর একটী ঘটনা এই স্থানে উল্লিখিত হইলে, পাঠকগণ তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সহৃদয়তার বিলক্ষণ পরিচয় পাইবেন। অমৃতসহরের সন্ধিপত্র শুদ্ধ কেবল মেটকাফের কার্য্যদক্ষতা এবং সদ্বিবেচনার পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু মানুষের হৃদয়-স্থিত ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সদ্ভাব, তাঁহার কার্য্যদক্ষতা এবং সদ্বিবেচনা অপেক্ষা সহস্রগুণে তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল করে। পঞ্জাবে অবস্থানকালে ১৮০৮ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে, কর্ণেল্ রিচার্ডসনের পত্রে মেটকাফ্ অবগত হইলেন যে, তাঁহার মাতৃষ্বসা রিচার্ডসন্-পত্নী পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্নেহময়ী মাতৃষ্বসার মৃত্যুসংবাদ, মেটকাফের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত করিল। তিনি কর্ণেল্ রিচার্ডসনের নিকট লিখিলেন——

—"সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর এই হৃদয়ভেদী শোক সম্বরণ করিতে আপনাকে উপযুক্ত ধৈর্য্য এবং বল প্রদান করুন।"

এই কথা কয়েকটীর পর আবার ধর্ম্মপুস্তক হইতে এই বাক্যটী পত্রে উদ্ধৃত করিলেন——

* হে পরমেশ্বর, আমার কি আশা থাকিতে পারে? যদি কোন আশা থাকে, সে আশাও কেবল তোমাতে। জীবিতাবস্থায়ও আমরা মৃত্যুমুখে রহিয়াছি। হে প্রভু, তোমা ভিন্ন আর কোথায় সাহায্যানুসন্ধান করিব? তোমাতে বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তাঁহারা ধন্য! কারণ, এ সংসারে পরিশ্রমাবসানে তাঁহারা শান্তিভোগ করিতে আরম্ভ করেন।

রণজিতের রাজ্য পরিত্যাগানন্তর মেটকাফ্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা-

---

* And now, Lord, what is my hope, truly my hope is even in Thee. In the midst of life we are in death, Of whom may we seek succour but of Thee O Lord? Blessed are the dead who die in the Lord, for they rest from their labours.

মাত্রই, লর্ড মিণ্টোর প্রধান সেক্রেটরী এড্‌মনষ্টোনের একখানি ঘরাও পত্র পাইলেন। এই পত্রে এডমনষ্টোন্, মেটকাফ্‌কে লিখিয়াছিলেন যে, স্বয়ং লর্ড মিণ্টো আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, অতএব এই পত্র-প্রাপ্তিমাত্রই আপনি কলিকাতা আসিবার নিমিত্ত আবেদন-পত্র প্রেরণ করিবেন। কিন্তু আপনার আবেদনপত্রের প্রত্যুত্তরের কোন অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনার কলিকাতা আসিবার অনুমতি এই পত্র দ্বারাই প্রদত্ত হইল।

এই সময় মেটকাফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থিওফিলাস্ জন্, তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য-লাভার্থ কলিকাতা আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া এবং নবজাত ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখিবার নিমিত্ত মেটকাফের কলিকাতা যাইবার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ৮ই জুলাই তিনি কলিকাতা পৌঁছিলেন। কিন্তু মেট-কাফের কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, লর্ড মিণ্টোকে মান্দ্রাজ-গমনের আয়োজন করিতে হইল। মান্দ্রাজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজসৈন্যগণ এই সময়ে বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহারা মান্দ্রাজের গবর্ণরের হুকুম অমান্য করিতে লাগিল। লর্ড মিণ্টো তচ্ছ্রবণে অত্যন্ত ভীত এবং শঙ্কিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, এই সময় মেটকাফ্‌কে সঙ্গে করিয়া মান্দ্রাজে গমন করিলে, অনেক বিষয়ে মেটকাফের সৎপরামর্শ লাভ করিতে পারিবেন। মেটকাফ্ কলিকাতা পৌঁছিবার ছয় দিন পরেই রাজনৈতিক বিভাগে দুই সহস্র টাকা মাসিক বেতনে ডেপুটী সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ৫ই আগষ্ট তারিখে লর্ড মিণ্টোর ডেপুটী সেক্রেটরীস্বরূপ মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে তিনি একবার মহীশূরপ্রদেশ দর্শন করিলেন। কিন্তু মহীশূর হইতে মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই দুর্ব্বিষহ মৃত্যুসংবাদ শ্রবণের পর মেটকাফ্ মান্দ্রাজ হইতে তাঁহার দ্বিতীয়া মাতৃস্বসা কর্ণেল্ মন্সন্ পত্নীর নিকট ১৮১০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লিখিলেন——

—"থিওফিলাস্ তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইয়াছেন। তাঁহার পত্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, প্রিয়বাদিনী এবং গুণবতী ছিলেন। এক মাস হইল, আমি এই দারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। থিওফিলাস্, তাঁহার প্রিয়তমা

বালিকাটীকে সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়াছেন। এই পত্র আপনার নিকট পৌঁছিবার সময় তাঁহার সঙ্গে ইংলণ্ডেই আপনার সাক্ষাৎ হইবে।”

১৮১০ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে মেটকাফ্‌ মান্দ্রাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তাঁহার কিছুকাল কলিকাতা অবস্থানের পর, তিনি দৌলত-রাও সিন্ধিয়ার রাজ্যে রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়া, গোয়ালিয়রে গমন করিলেন। কিন্তু গোয়ালিয়রে তাঁহাকে বড় দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে হইল না। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভেই মেটকাফ্‌, দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদে প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। দিল্লীর রেসিডেণ্ট সেটন সাহেব, প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স্‌ দ্বীপের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন।

মেটকাফ্‌, দশ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াও যথোচিত অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। অর্থসম্বন্ধে কখনও কৃপণতা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার দুই হাজার টাকা বেতন হইবার পর, ১৮১০ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে, তিনি মাসিক ৮০০ টাকা করিয়া সঞ্চয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ তিনি দুইটি তহবিল রাখিতেন। এক তহবিলে ৮০০ টাকা রাখিয়া দিতেন। এই তহবিলের নাম সঞ্চয়ার্থ তহবিল (Accumulating Fund)। দ্বিতীয় তহবিলের নাম বাজে খরচের তহবিল (Contingent Fund)। কোন দুর্দ্দৈব কিম্বা আকস্মিক ঘটনা-প্রযুক্ত সঞ্চয়ার্থ তহবিল হইতে টাকা খরচ করিতে না হয়, তজ্জন্য আবার মাসে মাসে বাজে খরচের তহবিল হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেন। মনে করিলেন যে, বাজে খরচের তহবিলে মাসে মাসে কিছু জমা না থাকিলে, সঞ্চয়ার্থ-তহবিল কখন রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রথম দুই তিন মাস এই প্রণালী অনুসারে বাজে খরচের তহবিলে কিছু কিছু সঞ্চিত হইতে লাগিল। সুতরাং ১৮১০ খ্রীঃ অব্দের ১লা এপ্রিল তাঁহার হিসাবের খাতার উপর লিখিলেন—

—“মার্চ্চ মাসের হিসাবফলদৃষ্টে আমার অবলম্বিত প্রণালী আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।”

কিন্তু মে মাসে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনকালে অনেক টাকা খরচ হইয়াছিল। সুতরাং বাজে খরচের তহবিল একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল এবং ১০৬ টাকা অধিক ব্যয় হইল। মেটকাফ্‌, হিসাবের উপর

লিখিলেন,—"অবলম্বিত প্রণালী নিষ্ফল হইল"। কিন্তু তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের খরচেও বাজে খরচের তহবিল শূন্য হইল না। এই সময় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের মৃত্যু হইলে, তাহাদিগের পরিবারের ভরণ-পোষণ ও ইংলণ্ড গমনের নিমিত্ত, অন্যান্য ইংরাজেরা বিশেষ সাহায্য করিতেন। রিড্ সাহেব নামে একজন ইংরাজের মৃত্যু হইলে, মেটকাফ্ তাঁহার পরিবারের সাহায্যার্থ এক হাজার টাকা প্রদান করিলেন। সুতরাং তাঁহার অবলম্বিত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রণালী এই জন্যই নিষ্ফল হইল। কিন্তু ইহার পর, তিনি এই প্রণালী অনুসারেই কিছু সঞ্চয় করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। অনেকানেক লোককে তিনি অর্থ দান করিয়া, কিম্বা ঋণ প্রদান করিয়া, বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেন। তাঁহার দানশীলতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহার প্রতি সকলের মনে ভক্তির উদয় হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

১৮১১—১৮১৮

দিল্লীর রেসিডেণ্ট।

The peace of Christ then was the fruit of combined *toil* and *trust*; in the one case diffusing itself from the centre of his active life, in the other from that of his passive emotions; enabling him in the one case to *do things* tranquilly, in the other to *see things* tranquilly. Two things only can make life go wrong and painfully with us; when we suffer or suspect misdirection and feebleness in the energies of love and duty within us, or in the Providence of the world without us: bringing in the one case, the lassitude of an unsatisfied and discordant nature; in the other, the melancholy of hopeless views. From these Christ delivers us by a summons to mingled *Toil* and *Trust*. And herein does his peace differ from that which the world giveth—that its prime essential is not ease, but strife; not self-indulgence, but self-sacrifice; not acquiescence in evil for the sake of quiet, but conflict with it for the sake of God; not, in short, a prudent accommodation of the mind to the world, but a resolute subjugation of the world to the best conceptions of the mind.—*James Martineau.*

ষড়্‌বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মেটকাফ্‌, দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদ, বর্ত্তমান সময়ের লেফ্‌-টেনাণ্ট গবর্ণরের পদের তুল্য বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার হস্তে শুদ্ধ যে কেবল দৌত্য-বিভাগের কার্য্য ছিল তাহা নহে, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলের শাসন, সংরক্ষণ এবং বিচারকার্য্য প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে ছিল। কর্ত্তব্যপরায়ণ মেটকাফ্‌, প্রভাত হইতে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেন। কার্য্য তাঁহাকে কখন ক্লান্ত করিত না; কিম্বা কার্য্য করিতে কখনও তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি বোধ

হইত না। তিনি সর্ব্বদাই হর্ষোৎফুল্লমনে কালযাপন করিতেন। অশান্তি কিম্বা অন্য কোন প্রকার মানসিক কষ্ট, তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইত না।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপের মধ্যে অদম্য উচ্চাভিলাষ, সৌভাগ্যসম্ভূত উল্লাস এবং মানবজীবনের অন্যান্য বিবিধ দুর্ব্বলতা, সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু দিল্লী-রেসিডেণ্টের পদপ্রাপ্তির পর, ক্রমেই মেটকাফের জীবনে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভাব বিকশিত হইতে লাগিল। তাঁহার তরুণ-বয়সের সেই অপরিসীম উচ্চাভিলাষ, অধিক পরিমাণে অন্তর্হিত হইল। বিশ্বাস এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল। এখন তিনি ঠিক নিষ্কাম যোগীর ন্যায় জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ-রূপে চরিত্র গঠিত না হইলে, মানুষ এ সংসারে কখন চিরশান্তি সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সংসারে লক্ষ লক্ষ কৃতবিদ্য লোক রহিয়াছেন, অসংখ্য অসংখ্য বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক রহিয়াছেন; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে চরিত্র গঠিত হইয়াছে, এইরূপ লোক সর্ব্বদাই দুষ্প্রাপ্য।

মেটকাফ্, দেশ-সংস্কারক কিম্বা ধর্ম্ম-সংস্কারক ছিলেন না। তাঁহার জীবনে কোন অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না। তিনি এ জীবনে কখনও কোন বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তথাচ তাঁহার জীবন বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিলে, নিশ্চয়ই একটী আদর্শ-জীবন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তিনি চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। যেরূপে চরিত্র গঠন করিতে হয়, যেরূপ চরিত্র লাভ করিলে, মানুষ সংসারে চিরশান্তি সম্ভোগ করিতে পারে, তৎ-সমুদয় শিক্ষা করিতে হইলে, মেটকাফের ন্যায় আড়ম্বর-পরিশূন্য জীবনকেই আদর্শ-জীবন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এ সংসারে বাহ্যিক সমারোহই সর্ব্বদা মানুষের মন আকর্ষণ করে। সুতরাং জীবনচরিত্রপ্রণেতাগণ, অনেকানেক স্থলে সাধুদিগের জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক, অসার বাহ্যিক আড়ম্বরের উপর তাঁহাদিগের মহত্ত্ব সংস্থাপন করেন। এই জন্যই লর্ড মেকলে, জীবনচরিত্রলেখকদিগকে মস্তিষ্কহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু অনেকানেক জীবনচরিত্র-প্রণেতা কেবল মস্তিষ্কহীন নহেন। তাঁহাদিগকে অধিকন্তু চক্ষুকর্ণহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত্র লিখিবার সময়, তাঁহাদিগের জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব বাহিরের পরিচ্ছদের দ্বারা সমাবৃত

করেন। সুতরাং সাধুজীবনের প্রকৃত গৌরব, পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না।

মানবজীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব সিদ্ধিলাভের দ্বারা নহে, সাধনার প্রকৃত্যনু-সারে ; ফলাফল ও লাভালাভের পরিমাণ দ্বারা নহে, চেষ্টা ও যত্নের প্রগাঢ়তা দ্বারাই অবধারণ করিতে হয়। কার্য্যবিশেষে জয়লাভ এবং সিদ্ধিলাভ দেখিয়া, যাঁহারা তত্তৎ কার্য্যের অভিনেতার মহত্ত্ব অবধারণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রমজালে পতিত হয়েন। কিন্তু যে সকল সাধুপুরুষ জয়-পরাজয়ের চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক, কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে সদনুষ্ঠানে জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। পক্ষান্তরে, লোকের মতামতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যাঁহারা সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের জীবনে প্রকৃত মহত্ত্বের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।

মহাত্মা চার্লস্ মেটকাফের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, তিনি জয়-পরাজয়, লাভালাভের চিন্তা দ্বারা পরি-চালিত হইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন, তাহা সম্পাদন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে পারিত না।

বাল্যাবস্থা হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, মেটকাফের হৃদয়মধ্যে অদম্য উচ্চাভিলাষ ছিল। কিন্তু যখন বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করিল, যখন হৃদয় বিশেষরূপে সমুন্নত হইল, তখন সূর্য্যালোক-সংস্পর্শে যদ্রূপ শীতপ্রধান দেশের বরফ-সমাবৃত নদী সকল দ্রবীভূত হইয়া প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ যৌবন-সুলভ স্বার্থপরতা-সম্ভূত উচ্চাভিলাষ বয়োবৃদ্ধিসহকারে জ্ঞানা-লোক-সংস্পর্শে বিগলিত হইয়া, সার্ব্বভৌমিক প্রেমাকারে বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় উচ্চাভিলাষও মানবজীবনের একটী অপরিহার্য্য এবং প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধিসহকারে চরিত্র গঠিত হইলেই, হৃদয়স্থিত সেই উচ্চাভিলাষ রূপান্তরিত হইয়া, সদিচ্ছায় পরিণত হয়। মেটকাফের বাল্যজীবনের সেই উচ্চাভিলাষ এখন প্রগাঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞানে রূপান্তরিত হই-য়াছে। এখন তিনি কেবল উচ্চপদলাভের নিমিত্ত অহর্নিশ কার্য্য করেন না। নিষ্কাম যোগীর ন্যায় সন্তুষ্টচিত্তে দিবারাত্র কার্য্য করেন। লাভা-লাভের চিন্তা তাঁহাকে কোন কর্ত্তব্য হইতে বিরত করিতে পারে না। ঈদৃশ

কর্ত্তব্যশীল জীবন লাভ করিতে পারিলেই মানুষ চিরশান্তি সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। এইরূপ জীবনে একদিকে কর্ত্তব্যপ্রতিপালনার্থ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং অপরদিকে পূর্ণ-নির্ভরের ভাব পরিলক্ষিত হয়। মানবজীবন এই দুইটী অবস্থার সংযোগ ভিন্ন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

মেটকাফের জীবন যে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার এই সময়ের লিখিত কয়েকখানি পত্র পাঠ করিলে অনুভূত হইবে। তিনি তাঁহার দ্বিতীয়া মাতৃস্বসা মন্সন সাহেবের বিধবার নিকট প্রায়ই ইংলণ্ডে পত্র লিখিতেন। এই সকল পত্রে আপন মানসিক অবস্থা অকপটে প্রকাশ করিতেন। এই স্থানে তাহার দুই একখানি পত্র উদ্ধৃত করিলেই মেটকাফের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা, পাঠকগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

দিল্লী রেসিডেন্সি, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮১১।

* আমার প্রিয়তমা মাসীমা——আপনার ৭ই জানুয়ারির পত্র-প্রাপ্তি-স্বরূপ সুখলাভ করিলাম। এই দেশের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, উইলিয়ম † যে, সেই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমি দোষ দিই না। বরং আমি মনে করি যে উইলিয়মকে স্বদেশে রাখিয়া, আপনার নিজের এবং উইলিয়মের সুখশান্তি পরিবর্দ্ধনার্থ যেরূপ আচরণ করা আপনার কর্ত্তব্য ছিল, তাহাই আপনি করিয়াছেন। আমি বেশ বুঝিতে পারি যে, আমার পিতা এই জন্য আপনাকে নিন্দা করিবেন। তিনি মনে করেন যে, ভারতবর্ষের কার্য্যপ্রাপ্তি অপেক্ষা আর সুখের বিষয় পৃথিবীতে কিছুই নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার সেইরূপ মত নহে।

কেন আপনি জন্মের মত উইলিয়মকে বিদেশে প্রেরণ করিয়া, নিজেও চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিবেন, আর উইলিয়মকেও চিরকাল কষ্ট প্রদান করিবেন? কেন আপনি উইলিয়মকে স্বদেশের সর্ব্বপ্রকার প্রিয় এবং আনন্দপ্রদ বিষয়ের সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া, চির-জীবনের নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বীপান্তরিত করিবেন? ভারতবর্ষে এমন কি আছে যে, এই চিরকষ্টের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতে পারে? আপনি ঠিক কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষে তত শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সঞ্চয় হয় না। আমি এগার বৎসর যাবৎ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছি। আর অন্যূন এগার বৎসরের পূর্ব্বে বোধ হয়,

---

* Free Translation.

† উইলিয়ম, লেডি মন্সনের পুত্র।

এদেশ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব না। জীবনের যে উৎকৃষ্ট ভাগে মানুষ সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার সুখ ও দুঃখ সম্ভোগের অধিকারী, আমার জীবনের সেই উৎকৃষ্ট অংশ, এই বাইশ চব্বিশ বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। একটু বড় হইয়া যখন পিতামাতা কি পদার্থ তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলাম, তখনই আমাকে তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল। তাঁহাদের হাসিভরা প্রফুল্লবদন আমার জীবনের কার্য্যে, আমাকে একবারও উৎসাহিত করিল না। আমি যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, তখন যদি তাঁহারা জীবিত থাকেন (আমি সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকুন) তবে তাঁহাদিগের বৃদ্ধবয়সে কেবল তাঁহাদিগের সেবাশুশ্রূষা করিয়া, কতক সুখশান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু সে সময় যখনই মনে হইবে যে, এই পিতামাতাকে আমার বাল্যাবস্থার পর তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে, একবারও আমি দেখিতে পাই নাই, তখন আমার মনে কত দুঃখ উপস্থিত হইবে? আবার তাঁহারা আমার ইংলণ্ড-প্রত্যাবর্ত্তনকালে যদি জীবিত না থাকেন, তবে কি শোচনীয় অবস্থা হইবে! এইরূপ চিন্তা মনে ধারণ করিতেও কষ্ট হয়। বিশেষতঃ, আশী বৎসর পর্য্যন্ত আমার পিতামাতা জীবিত না থাকিলে, তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না, এই চিন্তা কি ভয়ানক কষ্টকর!

আমার ভগ্নীদিগের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন। তাঁহাদিগকে আমি বালিকা দেখিয়া আসিয়াছি। আমি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহাদিগকে বৃদ্ধা দেখিতে পাইব।* যে পরিবারের সঙ্গে তাহাদিগের বিবাহ হইবে, সে পরিবার আমার বিষয় একবার চিন্তাও করিবে না। সে পরিবারের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমার আচার-ব্যবহারের কোন প্রকার ঐক্য থাকিবে না। এই সকল মন্দের ভাগ চিন্তা করিয়া বলুন দেখি, ইংলণ্ড-প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমার কিরূপ অবস্থা হইবে! তখন কি কাহাকেও আমি আপন কুটুম্ব, আপন বন্ধু কিম্বা আপন পরিচিত-স্বরূপ পাইব? সকল সমাজেই আমি অপরিচিত থাকিব। সকলেই আমাকে ভারত-প্রত্যাগত বলিয়া ঘৃণা এবং পরিত্যাগ করিবে।

আমার এইরূপ প্রকৃতি নহে যে, ইংলণ্ড-প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি ইংলণ্ডের বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকের সংসর্গে, অযাচিতরূপে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব;

আর তাঁহারা সগর্ব্বে মনে করিবেন যে, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদিগের সংসর্গে গ্রহণ করিয়া, আমার মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতেছেন।

আবার ভারত-প্রত্যাগত এঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানদিগের দলেও আমি ভুক্ত হইব না। ইহাদিগের যেরূপ সংসর্গ, তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ থাকিবে। ইহাদিগের সংসর্গ যে কতদূর প্রার্থনীয়, তাহা এখনই জানিতেছি। ইহা-দিগের সঙ্গেও আমার প্রকৃতির ঐক্য হইবে না। আমি কিছু ইংলণ্ডে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া, আমার উপার্জ্জিত টাকা কেবল নিমন্ত্রণ, আমোদ প্রমোদ(Balls), গৃহসজ্জা, গাড়ী ঘোড়া ক্রয় কিম্বা দাসদাসী নিযুক্ত করিতে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। টাকার অনেক সদ্ব্যবহার হইতে পারে। পরমেশ্বরের কৃপায় আমার উপার্জ্জিত টাকার সদ্ব্যবহার হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। এই সকল কারণে ইংলণ্ড-প্রত্যাবর্ত্তনের পর, আমাকে এক প্রকার নির্জ্জন জীবন যাপন করিতে হইবে।

কিন্তু এত ত্যাগস্বীকার করিয়া আমার কি লাভ হইল বলুন দেখি? লাভ তো এইমাত্র যে, কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় হইবে। ইংলণ্ডে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় হইত, তদপেক্ষা কি অধিকতর অর্থ এখানে সঞ্চয় হইবে? এই স্থানে আর একটী কথা আপনাকে বলিতেছি। ভারতবর্ষে পদোন্নতিসম্বন্ধে আমাকে বিশেষ ভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও আমি ভারতাগমন, সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি না।

মাসীমা, এই সকল কারণে, আমি মনে করি যে, আপনি উইলিয়মের ভারতাগমনে বাধা দিয়া, উচিত কার্য্যই করিয়াছেন।

এই পত্রে আপনার নিকট যাহা কিছু লিখিলাম, তাহা পাঠ করিয়া মনে করিবেন না যে, আমি অসুখে কালযাপন করিতেছি, কিম্বা আমি চির-অশান্তি ভোগ করিতেছি। দীর্ঘকাল হইতেই আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আমার মনের মিলন সংস্থাপিত হইয়াছে। আমি সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে এবং বন্ধু-বান্ধব হইতে দূরে অবস্থান করিয়া, মানুষ যতদূর সুখে থাকিতে পারে, তত সুখে কালযাপন করিতেছি। পারিবারিক সম্মিলন-সুখ হইতে বঞ্চিত আছি বলিয়া, অশান্তিপ্রদ একটী চিন্তাও আমার মনোমধ্যে আমি প্রবেশ করিতে দি না। আমি সর্ব্বদাই প্রফুল্লাবস্থায় কালযাপন করি। কখনও আপনাকে অসুখী মনে করি না। পিতা আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলদায়ক

মনে করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছেন।" ভারতবর্ষে যে তাঁহার আশানুরূপ আমার পদোন্নতি হইয়াছে, ইহাতে আমার বিশেষ আনন্দ বোধ হয়। আমার গুণাতিরিক্ত পদোন্নতি হইয়াছে। আমি এখন দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছি। গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের মেম্বর পদের নীচে ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পদ নাই। ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বে, আমি এই পদ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করি না।

এখন আমি সমুদয় খরচ বাদে বৎসর বৎসর ৩০,০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা জমা করিতে সমর্থ হইব। সুতরাং আর বার কি পনের বৎসরের মধ্যে আমার যে পরিমাণ টাকা সঞ্চিত হইবে, তদ্দারা ইংলণ্ডে অপরিণীতাবস্থায় জাঁকজমকশূন্য জীবন অনায়াসে যাপন করিতে পারিব। আমার কখনও বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। আমার উপার্জ্জিত সমুদয় টাকা কেবল ঘরকন্নায় ব্যয় করিতে সম্মত হইলে, আমার সঞ্চিত টাকা দ্বারা বিবাহিত জীবনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু যে অবস্থায় টাকা থাকিতেও লোককে গরীব হইতে হয়, সে অবস্থায় আমি কাল যাপন করিব না। বিবাহিত জীবনে ঘরকন্নার নিমিত্ত সমুদয় টাকা রাখিতে হইবে। কাহাকেও একটী পয়সা দিবার সাধ্য থাকিবে না। সময় সময় মানুষের হৃদয়ের যে আবেগ হয়, সেই আবেগানুসারে টাকা দান করিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহাকে ধনী বলা যায় না।

আপনার চির অনুরক্ত

সি, টি, মেটকাফ্—

এই পত্রখানি ভিন্ন মেটকাফ্ এই সময় মন্সন-পত্নীর নিকট ক্রমে আরও কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে লিখিলেন।—

"আমি আশা করি, থিওফিলাস্ ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিবেন। তিনি বিবাহিত জীবনের উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার বিবাহ করা আবশ্যক। কিন্তু আমি কখনও বিবাহ করিব না। আমার বিবাহ না করিবার প্রধান কারণ এই যে, দুইটী সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোক সহজে ঘটিয়া উঠে না। আর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমপ্রকৃতি-নিবন্ধন সকল বিষয়ে ঐক্য না হইলে, বিবাহিত জীবনের পূর্ণ সুখ লাভ হয় না। সুতরাং সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট আত্মার সম্মিলন ভিন্ন বিবাহ প্রার্থনীয় নহে।"

ডিসেম্বর মাসের পত্রে লিখিলেন—"আগামী কল্য খৃষ্টের জন্মোৎসব (অর্থাৎ বড় দিন)। এই দিবসে বন্ধুদিগের মধ্যে পারস্পরিক সমাগম এবং সম্মিলন হয়। আমার গৃহে কল্য অন্যূন ৫০ জন বন্ধু আহার করিবেন। কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত বন্ধু বোধ হয় একজনও নাই।"

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে আবার মাসির নিকট লিখিলেন,——"টম * এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তরুণবয়সে সন্তানদিগকে এদেশে কার্য্যোপলক্ষে প্রেরণ করা, আমি কখনও অনুমোদন করি না। এই দেশের কার্য্যে প্রবেশ করিলে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভব থাকে না। যদিও আমি নিজে পদোন্নতি-সম্বন্ধে বিশেষ ভাগ্যবান্, তথাপি এদেশে সন্তানদিগকে প্রেরণ করা আমি উচিত মনে করি না।"

১৮১৪ সালের মার্চ্চ মাসের পত্রে লিখিলেন,—"আপনি যে আমাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লিখিয়াছেন, ইহাতে আমার প্রতি আপনার অপার স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার নিজের স্বদেশ যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। কিন্তু যখন বিদেশ-বাস-কষ্ট একবার গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর কেন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দারিদ্র্য-কষ্ট গ্রহণ করিব? এদেশে আগমনোপলক্ষে আমাকে যার-পর-নাই ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। এই ত্যাগ স্বীকারের একমাত্র পুরস্কার কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়। সে অর্থ কেবল আমার নিজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত নহে; মুক্তহস্তে এবং ইচ্ছানুসারে অন্যান্য লোককে সাহায্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।"

"আমাকে লিখিবেন, ইংলণ্ডে একজন অপরিণীত লোকের ভরণ-পোষণার্থ কত টাকার আবশ্যক হয়। কিন্তু তৎসঙ্গে পার্লিয়ামেণ্টে আসন-গ্রহণের ব্যয়, বন্ধুদিগকে সর্ব্বদা উপহার প্রদানের ব্যয়, দুঃখী কাঙ্গালের সাহায্যার্থ ব্যয় এবং সাধারণ দাতব্যালয়ের চাঁদা ইত্যাদির ব্যয়ও ধরিতে হইবে।"

এই সকল পত্রাদি হইতেই মেটকাফের মানসিক অবস্থা বিশেষরূপে অবধারণ করা যাইতে পারে। শুদ্ধ কেবল অর্থলিপ্সা কিম্বা উচ্চাভিলাষ এখন আর তাঁহাকে কার্য্যে পরিচালন করে না। এক দিকে প্রখর কর্ত্তব্য-জ্ঞান এবং অপর দিকে আত্মবিসর্জ্জনই তাঁহার জীবনের সম্বল হইয়াছে।

* টম্, মেটকাফের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সুতরাং বন্ধুবান্ধব হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও তিনি এক প্রকার সুখশান্তি-সহকারে দিন যাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

১৮১২ খ্রীঃ অব্দে সেটন সাহেবের পুনর্ব্বার দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সম্ভব হইল। মেটকাফের আবার সিন্ধিয়ার দরবারে রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইবার কথা হইল। কিন্তু সেটন সাহেব কলিকাতা পৌঁছিয়াই গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট, মেটকাফ্‌কেই দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন।

দিল্লীর বাদসাহের পরিবারদিগের চরিত্র এবং আচরণ ইতিপূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা মেটকাফ্‌কে অত্যন্ত বিদ্বেষনেত্রে দর্শন করিতে লাগিল। বাদসাহের প্রাসাদের মধ্যে বিবিধ কুকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল। মেটকাফ্ শত চেষ্টা করিয়াও এই সকল বিষয় নিবারণ করিতে পারিতেন না। অন্ধ সাহ-আলমের পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছে। এখন তাঁহার পুত্র আকবর সাহা, বাদসাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। আকবর সাহা আপন পিতার মৃত্যুর পর, ইংরাজদিগের প্রদত্ত বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং মেটকাফের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত করিলেন। প্রাণকৃষ্ণ নামে একজন প্রবঞ্চক, অপর একটি মুসলমান এবং বাদসাহের আশ্রিত এক জন কোরাণভক্ত মৌলবীর সঙ্গে যোগ করিয়া, বাদসাহের পেন্‌সন বৃদ্ধি এবং বাদসাহের প্রিয় পুত্র জাহাঙ্গিরের উত্তরাধিকারিত্ব মঞ্জুর করাইতে, কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিল। কোরাণ-ভক্ত মৌলবীও এ বিষয়ে বাদসাহকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। প্রাণকৃষ্ণ এবং অপর মুসলমানটী বাদসাহের উকীলস্বরূপ কলিকাতা গমন করিল। মৌলবী, বাদসাহের নিকট রহিলেন। নির্ব্বোধ বাদসাহকে প্রতারণা করিয়া দুই তিন লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করাই ইহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

ইহারা কলিকাতা পৌঁছিয়া বাদসাহের নিকট প্রতিদিন আশাপ্রদ পত্র লিখিতে লাগিল। এদিকে মৌলবীও কোরাণের মধ্যে সেই সকল আশা পূর্ণ হইবার চিহ্ন দেখিতে লাগিলেন। ইহাদিগের প্রথম পত্রে ইহারা বাদসাহকে লিখিল——

——"আমরা কলিকাতা পৌঁছিয়াই প্রথমতঃ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ হেন্‌রী রাসেল্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। রাসেল্ সাহেব আমাদিগের প্রমুখাৎ আপনার দুরবস্থার কথা শুনিয়া দন্ত কিড় মিড় করিতে

লাগিলেন এবং বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার অনুরোধে গবর্ণর জেনেরেল, বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট মেটকাফ্ সাহেবকে লিখিয়াছেন,——"তোমাকে বাদসাহের সম্মানার্থ দিল্লীতে আমি রাখিয়াছি। বাদসাহকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত তোমাকে নিযুক্ত করি নাই। ভবিষ্যতে তুমি বাদসাহের সঙ্গে সদ্ব্যবহার না করিলে, নিশ্চয় দণ্ডিত হইবে।"

"কার্য্যসিদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভব রহিয়াছে। আপনি স্থির থাকিবেন; কোন ভাবনা নাই। সত্বরই জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকৃত হইবে এবং বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট নিশ্চয়ই বরখাস্ত হইবেন।"

ইহার কয়েকদিন পরে, এই প্রবঞ্চকদ্বয় আবার লিখিল,—"আপনার পক্ষে যাহা কিছু গবর্ণর জেনেরেলকে বলিয়াছি, সমুদয়ই মঞ্জুর হইবার সম্ভব। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল এবং দিল্লীর পূর্ব্বের রেসিডেণ্ট সেটন সাহেব বিলাতে চলিয়াছেন। আমাদিগকেও তাঁহাদিগের সঙ্গে বিলাতে যাইতে হইবে। অতএব ইংলণ্ড গমনের ব্যয় সত্বর প্রেরণ করিবেন।"

লর্ড মিণ্টো এবং সেটন সাহেব এই সময় পূর্ব্ব-উপদ্বীপে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহাতেই এই প্রবঞ্চকদিগের এইরূপ ইংলণ্ড-গমনের ছলনা করিবার সুযোগ হইল। বাদসাহের আশ্রিত কোরাণ-ভক্ত মৌলবীও বাদসাহকে বিশেষ আশ্বস্ত করিলেন। সুতরাং বাদসাহ সহজেই প্রতারিত হইয়া, ইহাদিগের ইংলণ্ড-গমনের ব্যয় প্রদান করিলেন।

অনতিবিলম্বে এই সকল প্রতারণা প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রবঞ্চকদিগের পত্র মেটকাফের হস্তগত হইল। মেটকাফ্, বাদসাহকে এই সকল প্রতারণার কথা বুঝাইয়া বলিলেন। বাদসাহ তখন অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে তিনি আবার লক্ষ্ণৌ-দরবারের সঙ্গে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাদসাহ মনে মনে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় আধিপত্য বিস্তার করিবার আশা করিতেন। সেটন সাহেবের অত্যধিক ভদ্রতা যে বাদসাহের মনে ঈদৃশ বৃথা আশা বদ্ধমূল করিয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মেটকাফ্ পূর্ব্বেই সেটন সাহেবের তদ্রূপ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। এখন মেটকাফ্ অগত্যা বাদসাহের সম্বন্ধে বিশেষ কঠিন নিয়ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

দিল্লী অবস্থানকালে মেটকাফ্ একবার কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের তীব্র দৃষ্টিতে পড়িলেন। দিল্লী-রেসিডেণ্টকে এই সময় বিশেষ সমারোহসহকারে তথায় অবস্থান করিতে হইত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অসংখ্য অসংখ্য রাজা, সর্ব্বদা তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইতেন। এই সকল কারণে রেসিডেন্সি ব্যয়স্বরূপ দিল্লী-রেসিডেণ্টকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইত। মেটকাফ্ রেসিডেন্সি ব্যয়ের টাকা হইতে, রেসিডেন্সির ব্যবহারের নিমিত্ত কতক জিনিসপত্র ক্রয় করিলেন। গবর্ণমেণ্ট সে ব্যয়সম্বন্ধে কোন হস্তক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এইরূপ অর্থব্যয়ের নিমিত্ত মেটকাফ্‌কে তিরস্কার করিলেন, এবং জিনিষপত্র ক্রয়ার্থ যে টাকা তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। মোট ৪৮,১১৯।৶৫ আটচল্লিশ হাজার একশত উনিশ টাকা ছয় আনা পাঁচ পাই ব্যয় হইয়াছিল। এই সমুদয় টাকা মেটকাফের নিকট হইতে আদায় করিবার হুকুম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছিল। গবর্ণমেণ্ট, কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের পত্র মেটকাফের নিকট প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে, এই ব্যয়ের ঔচিত্য-সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকট লিখিলেন এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টরকে এই বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী, মেটকাফের নিকট কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের পত্র প্রেরণ কালে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের আচরণে মেটকাফ্ যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তিনি বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের পত্রের প্রতিবাদ প্রেরণ করিলেন।

মেটকাফের যত্ন ও পরিশ্রমে এই সময় দিল্লী প্রদেশের রাজস্ব ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি বিচারকার্য্য ইত্যাদির মধ্যেও বিবিধ সুশৃঙ্খলা-স্থাপনে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদসাহের তত্ত্বাবধারণ এবং দিল্লী প্রদেশে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন ইত্যাদি কার্য্য অপেক্ষা তাঁহার হস্তে আরও অনেক গুরুতর কার্য্যের ভার ছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তিনিই এই সময়ে একমাত্র গবর্ণর জেনেরেলের পক্ষে দূত (Political agent) ছিলেন। সুতরাং তৎকালের ইংরাজাধিকৃত রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে মেটকাফকে বিবিধ প্রকারের বন্দোবস্ত করিতে হইত। ইহাদিগের মধ্যে ভরতপুরের রাজা এই সময়ে

ইংরাজদিগের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেটকাফ্, গবর্ণমেণ্টকে ভরতপুরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। মেটকাফের প্রেরিত দূতকে ভরতপুরের রাজা বিশেষ অপমান করিয়াছিলেন। মেটকাফ্, গবর্ণমেণ্টের ঈদৃশ আচরণে বিশেষ দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে সেটন সাহেব কৌন্সিলের একজন মেম্বর ছিলেন। তিনি গোপনে মেটকাফ্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, জাবাদ্বীপের যুদ্ধ উপলক্ষে রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আর সাধ্য নাই। সুতরাং ভরতপুরের রাজাকে ক্ষুদ্র লোক মনে করিয়া, তাঁহার আচরণ সম্প্রতি উপেক্ষা করিতে হইবে।

এই পত্র পাইয়া মেটকাফ্ বুঝিতে পারিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অনুরোধ ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করেন নাই; অবস্থানুসারে বাধ্য হইয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছেন।

ভরতপুরের রাজা ভিন্ন আরও অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা এবং সর্দ্দার ইংরাজদিগের অনিষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির রাজনৈতিক কৌশল-নিবন্ধন মধ্যভারত এবং দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিমের প্রায় সমুদয় রাজা, ইংরাজদিগকে বিদ্বেষ-নেত্রে দর্শন করিতেন। কিন্তু ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল বলিয়াই ইংরাজদিগের রাজ্য রক্ষা হইল। তাহা না হইলে, এই প্রদেশে ইংরাজাধিকার কখনও চিরস্থায়ী হইবার সম্ভব ছিল না। সুচতুর মেটকাফ্ বিবিধ কৌশলে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। এই সময় মেটকাফের ন্যায় বিজ্ঞ লোকের হস্তে এই প্রদেশের ভারার্পিত না হইলে, বিশেষ অনর্থ ঘটিবার সম্ভব ছিল।

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের বর্ষাবসানে লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লর্ড ময়রা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই চতুর্দ্দিক্ হইতে বিবাদের সূত্রপাত হইতে লাগিল। লর্ড ময়রা ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দের হেমন্তের প্রারম্ভে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। নেপালের সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধারম্ভ হইল। কলিঙ্গার যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্য নেপালীদিগের কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ইংরাজদিগের একজন অত্যন্ত সাহসী সৈনিক-পুরুষ গিলেস্পি সাহেব এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন।

লর্ড ময়রা, মেটকাফ্‌কে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের প্রেরিত উকীলদিগকে সঙ্গে করিয়া, মোরাদাবাদে আসিয়া, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লিখিলেন। কিন্তু বিশেষ কার্য্যানুরোধে মেটকাফের নবেম্বরের প্রারম্ভেও দিল্লী পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌরাদাবাদে যাইবার অবকাশ হইল না। সুতরাং নেপাল-যুদ্ধ-সম্বন্ধে তিনি আপন অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া, একখানি সুদীর্ঘ মন্তব্য গবর্ণর জেনেরেলের অবগতির জন্য রাজনৈতিক সেক্রেটরী জন্ আডামের নিকট প্রেরণ করিলেন। এইরূপ মন্তব্য প্রেরণের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে লিখিলেন,—"আমি অত্যন্ত আশঙ্কিত চিত্তে এই মন্তব্য গবর্ণর জেনেরেলের অবগত্যর্থ প্রেরণ করিতেছি। সাংগ্রামিক বিষয়ে আমার মতামত প্রদান করিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, আমার লিখিত বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরেলকে সত্বরই মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। আমার মত ও অভিপ্রায় ভ্রমপরিপূর্ণ হইতে পারে, এবং গবর্ণর জেনেরেল আমার ঈদৃশ আচরণ অন্যায় মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে, এই সকল বিষয় লিখিলাম তাহা মনে করিয়া, তিনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন, এই আমার প্রার্থনা।"

এই মন্তব্যে মেটকাফ্‌ কলিঙ্গার পরাজয় উল্লেখ করিয়া লিখিলেন যে, আমাদের সৈন্যগণ এইরূপ পরাজিত হইলে, সত্বরই আমাদের রাজ্য বিনাশের উপক্রম হইবে। এদেশীয় লোকেরা আমাদিগের সৈন্য অজেয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু বারম্বার পরাজয়নিবন্ধন দেশীয় লোকের এই সংস্কার দূর হইলে, আমাদের রাজ্যরক্ষার আর উপায় থাকিবে না। তিনি আরও লিখিলেন যে, আমাদের সৈনিক পুরুষদিগের বৃথা আস্ফালন এবং অহঙ্কারই বিশেষ অনিষ্টের কারণ। তাঁহারা মনে করেন যে, শত্রুপক্ষ অত্যন্ত নিস্তেজ এবং তাঁহারা বিশেষ বলবান্। তাঁহাদিগের এই ভ্রমাত্মক সংস্কারের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে, তাঁহারা তাহাকে বৃথা-চীৎকারক (Croaker) বলিয়া অভিহিত করেন। ইংরাজ-সৈন্যের ঈদৃশ বৃথা আস্ফালন যাহাতে হ্রাস হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

লর্ড ময়রা, মেটকাফের মন্তব্য পাঠ করিয়া, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সত্বর তাঁহাকে মোরাদাবাদে আসিতে আদেশ করিলেন।

মেটকাফ্‌ নবেম্বর মাসের দুই এক দিবস থাকিতে, মোরাদাবাদে যাইয়া

গবর্ণর জেনেরেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গবর্ণর জেনেরেল বিবিধ বিষয়ে মেটকাফের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গার পরাজয়-নিবন্ধন ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট-সম্বন্ধে দিল্লী প্রদেশের লোকেরা কি মনে করে—রণজিৎ সিংহ এই সম্বন্ধে কি মনে করেন,—কি উপায় অবলম্বন করিলে কলিঙ্গার পরাজয়সম্ভূত অনিষ্ট নিরাকরণ হইতে পারে,—ভরতপুরের রাজার সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে,—দিল্লীর বাদসাহের সঙ্গে গবর্ণর জেনেরেলের সাক্ষাৎ করা উচিত কি না,—দেশীয় লোকদিগকে উপাধি প্রদানের ক্ষমতা দিল্লীর বাদসাহের হস্তে রাখিতে হইবে, কি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে সে ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন,—সা-সুজার দূতকে গ্রহণ করা হইবে কি না,—উত্তর ভারতের সাধারণতঃ এখন কিরূপ অবস্থা হইয়াছে—এবং ইংরাজরাজ্যের সীমা-সংরক্ষণার্থ কি করিতে হইবে,—এই সমুদয় বিষয়ে গবর্ণর জেনেরেল, মেটকাফের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

লর্ড ময়রা এই সময় চতুর্দ্দিকে বিপদের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। নেপালীগণ ইংরাজদিগের ক্ষমতার প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। পিণ্ডারীগণ ইংরাজদিগের রাজ্য লুণ্ঠন করিতেছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজ-রাজ্য আক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। এড্‌মনষ্টোন্, সেটন এবং ডাউডেসওয়েল ইঁহারা তিন জন এখন কৌন্সিলের মেম্বর। ইঁহাদিগের মধ্যে এড্‌মনষ্টোনের সঙ্গে গবর্ণর জেনেরেলের মতের বড় ঐক্য নাই।

মেটকাফ্, গবর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, অকপটে আপন অভিপ্রায় এক সুদীর্ঘ মন্তব্যাকারে প্রকাশ করিলেন। মেটকাফের মতের সঙ্গে গবর্ণর জেনেরেলের মতের প্রায়ই ঐক্য হইল। নেপালের যুদ্ধসম্বন্ধে মেটকাফ্ বলিলেন যে, একবার তাহাদিগকে কোন প্রকারে পরাভব করিয়া তৎক্ষণাৎই সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইবে। তাহা হইলেই মানসম্ভ্রম রক্ষা পায় এবং যুদ্ধের আশঙ্কাও দূর হয়।

মেটকাফ্ মাসাধিক কাল গবর্ণর জেনেরেলের তাম্বুতে অবস্থান করিয়া, ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দিল্লীর বাদসাহ গবর্ণর জেনেরেল অপেক্ষা সমধিক সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিলেন। সুতরাং গবর্ণর জেনেরেল তজ্জন্য আর বাদসাহের সঙ্গে দিল্লী যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন না। গবর্ণর জেনেরেলের পারিষদবর্গ কেবল বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দিল্লী গমন করিলেন। মেটকাফ্‌কে তখন দিল্লীতে

উপস্থিত থাকিয়া পরস্পরের সাক্ষাৎ এবং সম্ভাষণের আয়োজন করিতে হইল। জানুয়ারি মাস গত হইলে পর, আবার তিনি গবর্ণর জেনেরেলের তাম্বুতে চলিলেন, এবং বিবিধ বিষয়ে গবর্ণর জেনেরেলকে সৎপরামর্শ প্রদান করিলেন। গবর্ণর জেনেরেল, মেটকাফ্‌কে আপন সঙ্গে রাখিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময় ফাইন্যান্‌সিয়াল সেক্রেটরীর পদ শূন্য হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরেল, মেটকাফ্‌কে এই পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দিল্লী প্রদেশের লোকেরা মেটকাফ্‌কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং মেটকাফ্‌ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন; সুতরাং মেটকাফের দিল্লী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল না। তিনি সেক্রেটরীর পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। গবর্ণর জেনেরেল তথাচ মেটকাফ্‌কে গবর্ণমেণ্ট আফিসে নিযুক্ত করিবার সংকল্প একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আবার মেটকাফ্‌কে সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দিল্লী অবস্থানকালে মেটকাফ্‌কে স্বীয় পদের কার্য্য ভিন্ন, বন্ধুতার অনুরোধেও সর্ব্বদাই নানাপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত। আজ এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব, বাবরের স্বরচিত জীবনচরিত্র এক খণ্ড অনুসন্ধান করিয়া পাঠাইতে বলিলেন; কাল ম্যাল্‌কম সাহেব, উমীচাঁদের পূর্ব্বপুরুষের সংবাদ পাঠাইতে লিখিলেন; অক্টারলনী, লর্ড সাহেবের স্মরণার্থ স্তম্ভ স্থাপনের অনুরোধ করেন; নিকল সাহেব, স্বর্ণরৌপ্যবিমণ্ডিত একখানি তরবারি প্রেরণ করিতে বলেন; এডমনষ্টোন, রাজপুতানার কোন্ কোন্ রাজার কন্যার সঙ্গে দিল্লীর কোন্ কোন্ বাদসাহের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার ফর্দ্দ চাহেন; উইলিয়ম রাম্বোল্ড, একজন দুগ্ধবতী পরিচারিকা (Wet nurse) পাঠাইতে লিখেন; জন্ আডাম্ কন্যাদিগের উপযোগী অলঙ্কার সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন; রিচার্ডসন সাহেব, সলিমানি কণ্ঠহার পাঠাইতে লিখেন। এই প্রকারে প্রত্যেক মাসে দশ বার জন বন্ধুর অনুরোধ তাঁহাকে পালন করিতে হইত।

দিল্লী অবস্থানকালেই মেটকাফের সাংসারিক সুখের আশা একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইল। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আপন পিতা মাতাকে সুখী করিবেন, এই আশা সর্ব্বদাই বিশেষ আনন্দের সহিত মনে মনে পোষণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সে আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইল।

১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিতৃবিয়োগসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ইহার দুই বৎসর পরে ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, জননীর মৃত্যুসংবাদ তাঁহার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ করিল। এখন আর ইংলণ্ড-প্রত্যাবর্ত্তনের চিন্তা তাঁহার মনেও উদয় হয় না। সাংসারিক সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, একমাত্র কর্ত্তব্য প্রতিপালনই জীবনের সম্বল করিলেন। তাঁহার মাতৃবিয়োগ-সংবাদ পৌঁছিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা থিওকিলাস্ কার্য্যোপলক্ষে আর একবার ভারতবর্ষে আসিয়া, দিল্লীতে মেটকাফের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহার এই শেষ সাক্ষাৎ। ইহার পর আর এ জীবনে ভ্রাতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল না।

পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের পর মেটকাফ্, এখন সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ-চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া কেবল কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন। লর্ড ময়রা তাঁহার পরামর্শানুসারেই নেপালীদিগের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সন্ধি-পত্র লেখাপড়ার পর, নেপালের রাজা সে সন্ধি মঞ্জুর করিলেন না। সুতরাং আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয়লাভ হইল। তখন নেপালের রাজা সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত হইলেন। নেপালের সঙ্গে ইংরাজদিগের বিবাদ এইরূপে শেষ হইল। কিন্তু মধ্য-ভারতবর্ষের অরাজকতা এখন পর্য্যন্তও বিদূরিত হয় নাই। মধ্য-ভারতবর্ষের শান্তি-সংস্থাপনার্থই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মারকুইস অব্ ওয়েলেস্‌লির রাজ্যবৃদ্ধির প্রবল ইচ্ছাই মধ্য-ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অরাজকতার একমাত্র মূল কারণ ছিল। ইংরাজ ইতিহাস-লেখক-গণ মধ্যে অনেকেই বলেন, ভারতবাসী রাজগণ নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক। তাঁহারা সন্ধি ভঙ্গ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা বোধ করেন না। সন্ধিপত্রের মসি পরিশুষ্ক হইতে না হইতেই, তাঁহারা সন্ধি ভঙ্গ করেন। কিন্তু এই সকল অপবাদ যে নিতান্ত অমূলক, তাহা ভারত-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা সপ্রমাণ করে।

দেশীয় রাজগণকে ইংরাজেরা প্রায়ই কলে কৌশলে বিপদগ্রস্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিতেন। বিপদে পড়িয়া তখন তাঁহারা তদ্রূপ সন্ধিপত্রে সম্মতি প্রদান করিতেন। কিন্তু ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের অন্তরস্থিত বিদ্বেষানল শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। সুতরাং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাঁহারা

তদ্রূপ অন্যায় সন্ধি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেন। ইংরাজেরাও বিপদে পড়িয়া আপন ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক যে সকল সন্ধি করিতেন, তৎসমুদায়ই তাঁহারা সুযোগ প্রাপ্তিমাত্র ভঙ্গ করিতে, একটুও ক্রটী করিতেন না। বর্গাওঁ সন্ধিপত্র ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

পেশোয়া নিতান্ত বিপদে পড়িয়া, বেসিনের সন্ধিপত্র দ্বারা ইংরাজ-সৈন্য স্বরাজ্যে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি সে সন্ধিভঙ্গের চেষ্টা করিতেছেন। সিন্ধিয়া এবং রঘুজী ভোঁস্‌লা বিপদগ্রস্ত হইয়া, ইংরাজদিগের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে তখন সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্বেষানল তাঁহাদিগের অন্তরে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। হোলকারের মৃত্যু হইয়াছে। আমির খাঁ, হোলকারের সৈন্যাধ্যক্ষস্বরূপ ইংরাজদিগের অনিষ্টাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। পিণ্ডারীদল ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। লর্ড ময়রা, মেটকাফ্‌কে হোলকারের দরবারের সঙ্গে কোন প্রকার মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক এক একজন শত্রুকে পরাস্ত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে লিখিলেন। এদিকে পিণ্ডারীদিগকে পরাভব করিবার জন্য সৈন্য সংগৃহীত হইল।

এই সময়ে মেটকাফ্‌ বিবিধ কুটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিপ্রায়, পৃথক্‌ পৃথক্‌ মন্তব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার লিখিত সেই সকল মন্তব্য সবিস্তারে উদ্ধৃত করিলেই, পাঠকগণ তাঁহার বিজ্ঞতা, সহৃদয়তা এবং বুদ্ধির পরিচয় পাইতে পারেন। কিন্তু সেই সকল সুদীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে হইলে, পুস্তকের আয়তন দশগুণ বৃদ্ধি করিতে হয়। সুতরাং সংক্ষেপে এই স্থানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৈনিক বল দ্বারা ইংরাজেরা এই সময় মধ্যভারতবর্ষে কখনও শান্তি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতেন না। মেটকাফ্‌, বিবিধ কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক রাজপুতানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। আমির খাঁকে অনেক অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক হোলকারের সঙ্গে ইংরাজদিগের মিত্রতা স্থাপনেও তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। ঈদৃশ কৌশলের পথ অবলম্বন দ্বারা, অনতিবিলম্বে মধ্যভারতবর্ষে ইংরাজদিগের আধিপত্য দৃঢ়ীভূত হইল।

মেটকাফের লিখিত প্রায় সমুদায় মন্তব্যের মধ্যেই একটি উৎকৃষ্ট উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। তিনি সর্ব্বদাই গবর্ণমেণ্টকে বলিতেন যে; ভারতবর্ষে ইংরাজ-

রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইলে, শুদ্ধ কেবল ন্যায়পরতা এবং ক্ষমাশীলতার (Justice and moderation) পথ অবলম্বন করিতে হইবে। অধিকৃত প্রজামণ্ডলীর প্রতি ন্যায়ানুগত আচরণ এবং শত্রুদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই একমাত্র রাজ্যরক্ষার উপায় বলিয়া তিনি স্থির করিতেন। সৈনিক-বল-সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, যদিও ইংরাজগণ শুদ্ধ কেবল সাংগ্রামিক-বল-দ্বারা ভারতবর্ষে কখনও রাজপদ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না ; তথাপি উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিতে হইবে। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও সৈন্য রাখিতে হইবে। কারণ, ইংরাজদিগের সাংগ্রামিক কৌশলের শ্রেষ্ঠতা এবং সৈনিক-বলের আধিক্য সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের যেরূপ সংস্কার আছে, তাহা অপনোদিত হইলে ভারতে ইংরাজরাজত্ব মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থায়ী হইবে না।

বস্তুতঃ মেটকাফ্ যে অত্যন্ত দূরদর্শী এবং বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কথা দ্বারাই প্রকাশ পায়। তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সৈনিক-বল-সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের ভ্রমাত্মক সংস্কারই ইংরাজরাজত্ব দৃঢ়ীভূত করিয়াছে।

এই স্থানে এ কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মেটকাফের ন্যায় সার্ হেন্‌রী লরেন্স এবং তৎকনিষ্ঠ সার্ জন লরেন্সও ইংরাজ-রাজত্বের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে ঠিক এই প্রকার মতই প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বিগত সিপাহী-বিদ্রোহের সময় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ইংরাজ নামের (Prestige) একবার নষ্ট হইলে, ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ইংরাজদিগের হস্তবহির্ভূত হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

১৮১৯—১৮২০

সেক্রেটরী।

As a ministerial officer, he may have been sometimes compelled outwardly to participate in arrangement of which he could not inwardly approve. A high-minded, conscientious man may see too much for his peace of mind of the occult machinary of Government—of the workings of all its secret springs and hidden wheels and mysterious contrivances.—*Kaye's Life of Metcalfe.*

মেটকাফের সাহায্যে এবং অনেকানেক ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার সৎপরামর্শানুসারে কার্য্য করিয়া, লর্ড ময়রা মধ্য-ভারতে শান্তি-সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি মেটকাফ্‌কে সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প এখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, লর্ড ময়রার আদেশানুসারে তাঁহার রাজনৈতিক সেক্রেটরী জন্ আডাম মেটকাফ্‌কে লিখিলেন—"গবর্ণর জেনেরেলের প্রাইবেট সেক্রেটরী রিকেটস্ সাহেব সত্বরই ইংলণ্ডে গমন করিবেন, এবং রাজনৈতিক সেক্রেটরীর পদও শীঘ্রই শূন্য হইবে। গবর্ণর জেনেরেল, প্রাইবেট সেক্রেটরী এবং রাজনৈতিক সেক্রেটরীর পদে আপনাকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।

মেটকাফ্ এই পত্র প্রাপ্তির পর, এবার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু দিল্লী-রেসিডেণ্টের পদের উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিতে, গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইল। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান দিল্লী-রেসিডেণ্টের ক্ষমতা এবং কর্ম্মের ভার বিভাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন হস্তে অর্পণ করিলেন। ডেবিড্ অক্টারলনীকে রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়া, কেবল সাংগ্রামিক এবং রাজনৈতিক বিভাগের কার্য্যভার তাঁহার হস্তে অর্পণ

করিলেন। রাজস্ব এবং বিচার-সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থ, একজন কমিসনার কিম্বা বোর্ড নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইল।

মেটকাফ্ প্রথমে কেবল প্রাইবেট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু তাঁহার কলিকাতা পৌঁছিবার কিছুকাল পরেই, রাজনৈতিক সেক্রেটরী জন্ আডাম, গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে মেটকাফ্কে জন্ আডামের পদে নিযুক্ত করিলেন।

* এই সময়ে জেমস্ ষ্টুয়ার্ট এবং জন্ আডাম্, গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের মেম্বরের পদে, মেটকাফের পূর্ব্ব সহযোগী বাটারওয়ার্থ বেলি প্রধান সেক্রেটরীর পদে, হোণ্ট মেকেঞ্জি রাজস্ব এবং বিচার বিভাগের সেক্রেটরীর পদে, এবং স্বইণ্টন সাহেব পারস্য সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট আফিসের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীই মেটকাফের বন্ধু কিম্বা পূর্ব্বপরিচিত ছিলেন। সুতরাং কিছুকাল মেটকাফের কলিকাতা অবস্থান বিশেষ আনন্দপ্রদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এ সংসারে দুই প্রকার প্রকৃতির লোক রহিয়াছে। সংসারের অধিকাংশ লোকই অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। তাহারা বাহিরের প্রচলিত অবস্থার সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করে। বাহিরের প্রচলিত অবস্থা, তাহাদিগের মনকে গঠন ও শাসন করে। কিন্তু সংসারে আর এক শ্রেণীস্থ লোক আছেন। ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইঁহারা অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, কখনও সুখ শান্তি লাভ করিতে পারেন না। ইঁহারা সর্ব্বদাই অপরকে পরিচালন করিতে চাহেন। ইঁহারা বাহিরের অবস্থাকে কখন আপন মনকে শাসন ও গঠন করিবার সুযোগ প্রদান করেন না; বরং বাহিরের সর্ব্বপ্রকার অবস্থাকে আপন অভিপ্রায়ানুসারে গঠন ও শাসন করিতে চেষ্টা করেন। মেটকাফ্ এই শেষোক্ত শ্রেণীস্থ লোক। সুতরাং সেক্রেটরীর কার্য্যে তাঁহার ন্যায় লোকের সন্তোষ লাভ করিবার বড় সম্ভব ছিল না।

অনতিবিলম্বেই সেক্রেটরীর কার্য্যে মেটকাফ্ বীতানুরাগ হইলেন। বিশেষতঃ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক সেক্রেটরীকে সময়ে সময়ে রাজনৈতিক কৌশল নামে অভিহিত বিবিধ কপটাচরণ করিতে হয়। মেটকাফের ন্যায় ধর্ম্মভীরু লোকের পক্ষে তদ্রূপ আচরণ বিশেষ অশান্তিপ্রদ হইয়া উঠিল। তিনি সেক্রেটরীর পদ পরিত্যাগের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন।

লর্ড ময়রা, মেটকাফের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন, এবং মেটকাফের কোন মত অগ্রাহ্য করিতে হইলে, পূর্ব্বে তাঁহাকে সে বিষয়ের ভ্রম বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। মেটকাফ্ও তাঁহার ঈদৃশ ভদ্র-ব্যবহার-নিবন্ধন সেক্রেটরীর পদ পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

এই সময়ে মেটকাফের পূর্ব্ব-উপদেষ্টা এবং বন্ধু, জন্ ম্যালকম্ মধ্য-ভারতের রাজদূতের পদাভিষিক্ত ছিলেন। মেটকাফের সেক্রেটরীর পদে থাকিবার বড় ইচ্ছা নাই, ম্যালকম্ এই বিষয় শ্রবণ করিয়াই, মেটকাফকে মধ্য-ভারতের দূতের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ম্যালকম্ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ডে যাইবার অভিপ্রায় স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, মেটকাফের ন্যায় বিজ্ঞ লোকের হাতে তাঁহার কার্য্যভার সমর্পণ করিলে, মধ্য-ভারতের অবস্থা ক্রমেই সমুন্নত হইবে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, তিনি মেটকাফ্কে লিখিলেন,—"আমি এই মুহূর্ত্তে আপনার বিগত ৩০শে জানুয়ারির পত্র পাইয়াছি। আমি আপনার মনের ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। আমি ইচ্ছা করি, আপনি আমার এই পদ গ্রহণ করেন। এখন আপনি এখানে মধ্য-ভারতের রাজদূতের পদে কিম্বা কমিসনারের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিবেন। কিন্তু কালে এই প্রদেশে একজন স্বতন্ত্র লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের প্রয়োজন হইবে। ভবিষ্যতে আপনি এই প্রদেশের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইতে পারিবেন।"

ম্যালকমের এই পত্র-প্রাপ্তি-নিবন্ধন মেটকাফের মন অপেক্ষাকৃত অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তৎকালের কৌন্সিলের মেম্বর জন্ আডামের সঙ্গে এই বিষয়-সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আডামও তাঁহাকে এই পদের প্রার্থী হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। তখন তিনি গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ময়রার (এখন মারকুইস্ অব হেষ্টিংস্) নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

কিন্তু এই বিষয়-সম্বন্ধে কিছু সুস্থির হইবার পূর্ব্বেই, হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট হেন্‌রি রাসেল, মেটকাফ্কে তাঁহার পদের প্রার্থী হইতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও এই সময়ে ইংলণ্ডে যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনিও মেটকাফ্কে লিখিলেন—"আপনার ন্যায় সহৃদয় ও বিজ্ঞ লোকের হাতে আমার কার্য্যভার প্রদত্ত হইলে, আমি বিশেষ সন্তুষ্টচিত্তে ইংলণ্ডে যাইতে পারি।"

মেটকাফ্, রাসেল সাহেবের পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, তিনি মধ্য-ভারতে ম্যালকমের পদের প্রার্থ হইবেন। কিন্তু রাসেল সাহেব আবার লিখিলেন, "হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্টের পদের ন্যায় সুখের পদ ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। এখানে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। তদ্ব্যতীত রেসিডেন্টের বাসস্থান, স্থানীয় জল-বায়ু সকলই অতি উৎকৃষ্ট।"

রাসেল সাহেব, মেটকাফের ভ্রাতৃজায়ার ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। মেটকাফ্ অবশেষে রাসেল সাহেবের অনুরোধে, হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্টের পদের প্রার্থী হইলেন। গবর্ণর জেনেরেল মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ (অর্থাৎ লর্ড ময়রা) মেটকাফের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। সুইণ্টন সাহেব, মেটকাফের পরিবর্ত্তে রাজনৈতিক সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

১৮২০—১৮২৫

হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট।

There are theories which are never serious because they are not practical. We all hold theories which might be called dangerous if we ever thought of carrying them out. We all hold the theory for instance, that we ought to love our neighbours exactly as ourselves ; but no one seems afraid that we shall ever do so.—*Sir Rivers Thompson's view of Christianity.*

১৮২০ খ্রীঃ অব্দের ১০ই নবেম্বর মেটকাফ্ কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাইদ্রাবাদে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহাকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, আপন পদের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্টকে তদ্রূপ পরিশ্রম করিতে হয় না; এখানে বিশ্রাম এবং অবকাশ লাভ করিবার আশা আছে বলিয়া, তিনি এই পদের জন্য বিশেষ প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।

কিন্তু হাইদ্রাবাদের কার্য্যভার গ্রহণের পর, তদ্বিপরীতাবস্থা পরিলক্ষিত হইল। নিজামের রাজকার্য্য মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এখানেও তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম না করিলে, সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার সম্ভব নাই। তাঁহার ন্যায় বিবেকপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু এবং কর্ত্তব্যশীল লোকের এ সংসারে অবকাশ লাভ করিবার কখনও সুযোগ হয় না। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, নিজাম যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীনে আছেন, তখন ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া নিজামের রাজ্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজামের রাজ্যরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তিনি ঘোর বিপদে পড়িলেন।

মেটকাফের এই বর্ত্তমান বিপদের সমুদয় কারণ বিবৃত করিতে হইলে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট এবং নিজামের মধ্যস্থিত পারস্পরিক সম্বন্ধ সবিস্তারে উল্লেখ করিতে হয়।

মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লির ভারতাগমনের পূর্ব্বে রেমণ্ড (Raymond)

নামে এক জন করাশী যোদ্ধা নিজামের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। রেমণ্ডের মৃত্যুর পর, পাইরোঁ (Piron) নামে একজন জর্ম্মন, নিজামের সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি ভারতে পৌঁছিয়া, নিজামের সঙ্গে মিত্রতা-স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতেই হাইদ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে ইংরাজদিগের কখনও সন্ধি, কখনও যুদ্ধ, কখনও মিত্রতা, কখনও শত্রুতা, এইরূপ ব্যবহার চলিতেছিল। কিন্তু ইংরাজদিগের সঙ্গে যদ্রূপ ঘনিষ্ঠ মিত্রতা হইলে রাজ্যবিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আত্মীয়তা মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির ভারতাগমনের পূর্ব্বে সংস্থাপিত হয় নাই।

মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির ভারতাগমনের পর, ইংরাজেরা বিবিধ কৌশলে নিজামের তৎকালের দেওয়ানকে বশীভূত করিলেন। নিজাম, দেওয়ানের কুপরামর্শে, আপন জর্ম্মন সৈন্যাধ্যক্ষ পাইরোঁকে (Piron) এবং পাইরোঁর অধীনস্থ সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বরখাস্ত করিতে সম্মত হইলেন এবং ইহাদিগের পরিবর্ত্তে রাজ্যরক্ষার্থ ইংরাজদিগের নিয়োজিত সৈন্য স্বদেশে রাখিলেন। এই উপলক্ষে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সঙ্গে নিজামের এক সন্ধি হইল। এই সন্ধিপত্রের তৃতীয় ধারায় লিখিত হইল, ইংরাজ-সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ নিজামকে বার্ষিক চারি কিস্তিতে ২৪,১৭,১০০ চব্বিশ লক্ষ সতের হাজার এক শত টাকা দিতে হইবে।

এই সন্ধি সংস্থাপনের পর হইতেই ইংরাজেরা বিবিধ কৌশলে হাইদ্রাবাদের অর্থলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। এদিকে অযোধ্যা যদ্রূপ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের মালখানা হইল, সেই প্রকার হাইদ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের মালখানা হইয়া পড়িল। ইংলণ্ড হইতে অর্থসঞ্চয়ার্থ এই সময়ে কোন দরিদ্র ইংরাজ ভারতে আগমন করিলে, তিনি হয় অযোধ্যায়, না হয় হাইদ্রাবাদে যাইয়া দোকান খুলিয়া বসিতেন। দশ বার বৎসর যাবৎ ক্রমাবচ্ছিন্ন ঈদৃশ অর্থলুণ্ঠন-নিবন্ধন হাইদ্রাবাদের রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। এদিকে প্রজার হাহাকারধ্বনিতে দেশ পরিপূর্ণ হইল। নিজাম, ইংরাজ-সৈন্যের বার্ষিক ব্যয় প্রদানে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। নিজামের রাজ্যরক্ষার্থ যে সকল ইংরাজসৈন্য হাইদ্রাবাদে অবস্থান করিতে-ছিল, তাহাদিগের বেতন বাকী পড়িবামাত্র, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট তখন নিজামকে কিছু ঋণ প্রদান করিয়া, সৈন্যের বেতন

পরিশোধ পূর্ব্বক বিদ্রোহানল নিবারণ করিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কোন বন্দোবস্ত হইল না।

ইহার কিছু কাল পরে সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড * নামে একজন অর্থ-লোভী ইংরাজ, অর্থসঞ্চয়ার্থ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ময়রার (অর্থাৎ মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংসের) সঙ্গে একত্রে ভারতে আগমন করিলেন। সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের অধিক বয়স হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহার অর্থ-সঞ্চয় করিবার সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষে টাকা লগ্নীর কারবার করিবেন বলিয়া (অর্থাৎ ব্যাঙ্কিং কারবার) মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু ইঁহার কোন মূলধন ছিল না †। ইনি গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ময়রার জামাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেলের নিজের কোন কন্যার সঙ্গে ইঁহার পরিণয় হয় নাই। গবর্ণর জেনেরেলের গৃহে পালিত একটী ইংরাজ-মহিলাকে ইনি বিবাহ করিয়া, শুদ্ধ কেবল আপন অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্তই গবর্ণর জেনেরেলের জামাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। রাম্‌বোল্ডের মূলধন একটী পয়সাও নাই। তিনি প্রথমতঃ দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ দরবারে মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিল্লী কিম্বা লক্ষ্ণৌতে মূলধন সংগ্রহের সুবিধা হইল না। লক্ষ্ণৌ-নগরে তাঁহার ন্যায় মূলধনশূন্য অনেক ইংরাজ-বণিক্ রহিয়াছে। সেখানে বাণিজ্যের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হইল। দিল্লীর বাদসাহের তো টাকা প্রদানের কোন ক্ষমতা ছিল না। সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড তখন হাইদ্রাবাদে আসিয়া, উইলিয়ম পামার কোম্পানীর একজন অংশী (Partner) হইলেন। এই উইলিয়ম পামার কোম্পানীর আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ এখানে বিবৃত না করিলে, পাঠকগণ এই কারবারের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং পামার কোম্পানীর ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইল।

কাপ্তেন পামার নামে একজন ইংরাজ সৈনিক-পুরুষ, গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনভিমতে তাঁহার বিপক্ষ ফ্রান্সিস্ ফিলিপ্, কর্ণেল মন্সন্ এবং জেনেরেল ক্লেবারিং

* Sir Willlam Rumbold was the grandson of Sir Thomas Rumbold the most notoriously corrupt Governor of Madras.

† পামর কোম্পানীর পক্ষ যে সকল ইতিহাস-লেখক সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন, সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের দুই লক্ষ টাকা মূলধন ছিল।

ব্রিষ্ট্রো সাহেবকে লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত করিলেন, তখন হেষ্টিংস আপন গুপ্তচর-স্বরূপ এই পামার সাহেবকে লক্ষ্ণৌর দরবারে রাখিলেন। হেষ্টিংসের নিজের লোক বলিয়া পামার সাহেব লক্ষ্ণৌর নবাবের নিকট হইতে মাসিক তিন চারি হাজার টাকা বৃত্তিস্বরূপ পাইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অর্থ-সঞ্চয়ের আরও অনেক উপায় ছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারত-পরিত্যাগের পর, কাপ্তান পামার ক্রমে সৈনিকবিভাগে পদোন্নতি লাভ করিয়া, লেফ্‌টিনাণ্ট জেনেরেল হইলেন এবং কয়েক বৎসর পুনানগরে পেশোয়ার দরবারের রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

লেফ্‌টিনাণ্ট জেনেরেল, পামারের প্রথম স্ত্রীর (ইংরাজমহিলা) গর্ভজাত সন্তান জন্ পামার, কলিকাতার প্রসিদ্ধ পামার কোম্পানী নামে বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়া, দীর্ঘকাল এদেশে বাণিজ্য করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে হাইদ্রাবাদের পামার কোম্পানীর কোন সংস্রব ছিল না।

লেফ্‌টিনাণ্ট জেনেরেল পামার, লক্ষ্ণৌ অবস্থানকালে একটী পরমা সুন্দরী বেগমের পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বেগমের গর্ভজাত সন্তানদিগের মধ্যে উইলিয়ম পামার, নিজামের সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত হইলেন এবং তৎ-কনিষ্ঠ হেষ্টিংস পামার, মুরশিদাবাদে নীলের কারবার করিতে লাগিলেন। ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে উইলিয়ম পামার, সৈনিকবিভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক উইলিয়ম পামার কোম্পানী নামে হাইদ্রাবাদে বাণিজ্যালয় স্থাপন করিলেন। স্বয়ং উইলিয়ম পামার, তাঁহার ভ্রাতা হেষ্টিংস পামার, বনকেতি দাস (Bunketty Doss) হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্সিগৃহ-নির্ম্মাতা সামুয়েল রাসেল্ সাহেব এবং ডাক্তার উইলিয়ম কারি সাহেব এই বাণিজ্যালয়ের অংশী হইলেন। ইঁহারা প্রথমতঃ কার্পাস এবং কাঠের কারবার আরম্ভ করিলেন; কখনও কখনও টাকা লগনী ইত্যাদি কারবারও করিতেন। ১৮১৪ কি ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে সার্ উইলিয়ম রাম্বোল্ড, হাইদ্রাবাদে আসিয়া এই উইলিয়ম পামার কোম্পানীর একজন অংশী হইলেন। ব্রীগস্ (Briggs) বলেন, সার্ উইলিয়ম রাম্বোল্ড দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া, কারবারের অংশী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাম্বোল্ডের যে এক পয়সাও মূলধন ছিল, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। সার্ উইলিয়ম রাম্বোল্ড, গবর্ণর জেনেরেলের জামাতা বলিয়া পরিচিত, ইহার প্রভাবে কারবারের অনেক উপকার হইবে বলিয়াই, বোধ হয় ইঁহাকে কারবারের অংশী করা হইল।

সার্ উইলিয়ম রাম্বোল্ড এই কারবারের অংশী হইয়া, হাইদ্রাবাদের নিজামকে ঋণ প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। নিজামের রাজ্যের রাজস্ব হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ইংরাজ-সৈন্যের ব্যয় বহন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় উইলিয়ম পামার এবং সার্ উইলিয়ম রাম্বোল্ড, শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হারে সুদ লইয়া, নিজামকে ২৪ চব্বিশ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। নিজামের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল যে, এই চব্বিশ লক্ষ টাকা এবং ইহার বার্ষিক সুদ ছয় লক্ষ, মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা পরিশোধের নিমিত্ত, নিজাম ইঁহাদিগের হস্তে তাঁহার রাজ্যের কয়েকটী প্রদেশের রাজস্ব-আদায়ের ভার অর্পণ করিবেন। ইঁহারা নিজে নিজামের প্রাপ্য-রাজস্ব আদায়-পূর্ব্বক ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া লইবেন।

এই বন্দোবস্তের পর নিজাম ইঁহাদিগকে চব্বিশ লক্ষ টাকার এক তমস্সুক লিখিয়া দিলেন। তমস্সুকের লিখিত টাকা পরিশোধার্থ নিজামের যে প্রদেশের রাজস্ব ইঁহাদিগের নিকট বন্ধক রহিল, সেই সকল প্রদেশের রাজস্বের টাকা উসুল করিয়া, ইঁহারা নিজামের দেয় সৈন্যদিগের বেতন চারি কিস্তিতে আদায় করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে যথেষ্ট মূলধন অভাবেও ইঁহাদের ব্যাঙ্ক খুলিবার কোন বাধা হইল না। যে বৃহৎ প্রদেশ সমূহের রাজস্ব-আদায়ের ভার ইঁহাদিগের হস্তে অর্পিত হইল, তাহার আয়তন অনুসারে তাহার রাজস্ব প্রায় ষাট লক্ষ টাকা হইবার সম্ভব ছিল। কিন্তু রাজস্ব আদায় উসুলের ব্যয় কর্ত্তন করিবামাত্র, ত্রিশ লক্ষ টাকা তাহার রাজস্ব অবধারিত হইল। পামার কোম্পানী এইরূপে নিজামের ঋণদাতা হইলেন।

নিজামের প্রদত্ত প্রদেশ সমূহ হইতে বার্ষিক ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক আদায় হইলেও, নিজামের প্রদত্ত তমস্সুকের টাকা তদ্দ্বারা পরিশোধ হইত না। ইঁহারা নিজামের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিয়া, নিজামের দেয় সৈন্য-বেতন প্রদান করিতেন। নিজামের দেয় সৈন্যব্যয় চব্বিশ লক্ষ টাকার পাকা হিসাব ছিল। কিন্তু নিজামের প্রদত্ত প্রদেশ সমূহ হইতে কি পরিমাণ টাকা আদায় হইত, তাহার বিশেষ হিসাবপত্র বোধ হয় ছিল না। অতি কষ্টে তদ্দ্বারা কেবল সুদের ছয় লক্ষ পরিশোধ হইত। আর সমুদয় টাকাই পশ্চিমাভিমুখী বাতাসে বিলাতে উড়িয়া যাইত। সুতরাং এই লাভবান্ কারবার এবং এইরূপ বন্দোবস্ত-নিবন্ধন কয়েক বৎসরে নিজামের ঋণ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ৫২ বায়ান্ন লক্ষ টাকা হইল।

ভারত-প্রচলিত বিশুদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড এবং উইলিয়ম পামার, তখন নিজামের উপকারার্থে আর একটী নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিলেন। নিজামকে এ পর্য্যন্ত ২৫ পঁচিশ টাকা হারে সুদ দিতে হইত। তাঁহারা বিশেষ ত্যাগস্বীকারপূর্ব্বক এখন দয়া করিয়া, মাত্র ১৮ আঠার টাকা হারে সুদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু সুদের হার এইরূপ হ্রাস করিবার নিমিত্ত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব তমসুকের লিখিত আসল টাকার উপর আট লক্ষ টাকা অধিক ধরিয়া, নিজামকে পূর্ব্ব ঋণের নিমিত্ত ষাট লক্ষ টাকার তমসুক লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। নিজাম নিজে এক প্রকার মস্তিষ্কশূন্য লোক ছিলেন। তাঁহার দেওয়ান রাজা চণ্ডুলাল, বিশেষ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ ইংরাজদিগের অনুগ্রহেই এই পদ লাভ করিয়াছেন। সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড, গবর্ণর জেনেরেলের জামাতা বলিয়া পরিচিত। সুতরাং রাজা চণ্ডুলাল, উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের সাহায্যে গবর্ণর জেনেরেলের অনুগ্রহ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে, নিজামকে ষাট লক্ষ টাকার তমসুক লিখিয়া দিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। নিজাম এইরূপ তমসুক দিতে স্বীকার করিলে পর, পামার কোম্পানী বলিলেন,—ভারতবর্ষীয় ইংরাজগবর্ণমেণ্ট নিজামের এই ঋণের নিমিত্ত প্রতিভূ না হইলে, এত টাকা ঋণ দেওয়া যাইতে পারে না। রাম্‌বোল্ড এবং পামার, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই ষাট লক্ষ টাকার প্রতিভূ হইতে অনুরোধ করিলেন। নিজাম যে পূর্ব্বপ্রদত্ত তমসুকের লিখিত ঋণের জন্য ষাট লক্ষ টাকার এক নূতন তমসুক এখন দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট গোপন করা হইল। রাম্‌বোল্ড এবং পামার গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিলেন যে, নিজাম শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হারে সুদ প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। আর এখন ষাট লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ না করিলে, তাঁহার সমুদয় দেনা পরিশোধের সম্ভব নাই। এই অবস্থায় আমরা অগত্যা ১৮ টাকা হারে সুদ লইয়া, তাঁহাকে ষাট লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই টাকার প্রতিভূ না হইলে, আমরা টাকা দিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট যদি নিজামের প্রতিভূ হইয়া তাঁহার উপকার করিতে সম্মত হয়েন, তবে আমরা ঋণ প্রদান করিয়া নিজামের উপকার করিতে বিরত হইব না।

এই ষাট লক্ষ টাকা ঋণ প্রদানের প্রস্তাব যে সময়ে গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত

হয়, তখন মেটকাফ্ রাজনৈতিক-বিভাগের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি পত্র পাঠ করিয়া আপাততঃ মনে করিলেন যে, নিজাম নগদ ষাট লক্ষ টাকা পাইয়া, তমসুক লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ মেটকাফ্ তথাপি এই পণ-সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয় তদন্ত করিবার অভিপ্রায় করিলেন। রাম্‌বোল্ড এবং পামারের তখন অত্যন্ত আশঙ্কা হইল যে, এই বিষয় তদন্ত হইলে তাঁহাদের সমুদয় দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সুতরাং রাম্‌বোল্ড মেটকাফের নিকট বলিলেন—

—"আমি অবগত হইলাম যে, এই ঋণ-সম্বন্ধে কৌন্সিলে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে এবং সুদের হার তাঁহারা জানিতে চাহিয়াছেন। এই কারবারে আমাদের লাভ হইবে, কি লোকসান হইবে, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। নিজামের উপকার হইবে কি না, তাহাই কেবল গবর্ণমেণ্টকে দেখিতে হইবে। এই বন্দোবস্ত দ্বারা যদি নিজাম পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয়েন, এবং ইহার পর যদি তাঁহার রাজস্ব ক্রমে বৃদ্ধি হয়, তবে যাহাদের সৎপরামর্শে তাঁহার এই উপকার হইল, তাহাদিগকে কিছু লাভ প্রদান করা উচিত। আমরা এখানে না থাকিলে, এই বন্দোবস্তটী কখনও হইত না এবং এই বন্দোবস্ত দ্বারা যদি আমাদেরও কিঞ্চিৎ লাভ হয়, তাহাতে অন্য কাহারও কোন ক্ষতি নাই। এই বিষয়ে আমাদিগকে কাহার নিষেধ করিবার প্রয়োজন দেখি না"। *

মেটকাফ্ এই পত্র পাইয়াও তদন্ত করিবার ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু তিনি সেক্রেটরী ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তদন্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার কিছু করিবার সাধ্য নাই।

---

* I find that there is a discussion in council about our loan, and that the rate of interest is required. What can the Government care, whether the arrangement be more or less beneficial to us, provided it bestows upon the Nizam's Government, the great advantages that have been held out? If our loan has the effect of liberating the Minister from all his debts in five or six years, and that in the meantime the revenue is actually increased, surely those who suggest the means of so desirable an arrangement ought to be allowed some advantage. But for us, this could never have been settled, and if we made millions by it, the result were the same. No one need object to us.—*Kaye's Life of Metcalfe. Vol. II, page 43.*

তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন। ২৫৲ পঁচিশ টাকা স্থানে তমসুকের সুদের হার শতকরা ১৮৲ আঠার টাকা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত যে, নিজামকে আট লক্ষ টাকা সেলামী স্বরূপ ধরিয়া, পূর্ব্বের বায়ান্ন লক্ষ টাকার তমসুকের নিমিত্ত ষাট লক্ষ টাকার তমসুক দিতে হইতেছে, তাহাও গবর্ণমেণ্টের নিকট গোপন করা হইল। গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেন যে, পামার কোম্পানী নগদ ষাট লক্ষ টাকা নিজামকে ঋণ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। নিজামের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের প্রদত্ত তমসুকের টাকা পরিশোধ হয় নাই বলিয়াই, এই নূতন তমসুক লেখাপড়া হইল। গবর্ণমেণ্ট এই টাকার নিমিত্ত জামিন হইলেন। পামার কোম্পানীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

নিজামের প্রায় সমগ্র রাজ্যই এখন পামার কোম্পানীর করতলস্থ হইয়া পড়িল। রাজ্যের অনেক প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ভার পামার কোম্পানীর হস্তে অর্পিত হইল। এখন পামার কোম্পানীই একেবারে হাইদ্রাবাদের নিজাম হইয়া পড়িলেন। উইলিয়ম পামারের কয়েকটি পুত্র ইংলণ্ডে কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। পামার সাহেব ইতিপূর্ব্বে আপন পুত্রগণের বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় নিজামকে প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। নিজাম অত্যন্ত দাতা ছিলেন। তিনি এই পরোপকারী বন্ধুর পুত্রগণের বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কোন মাসে এই দাতব্যের টাকা নিয়মিতরূপে প্রদান করিতে বিলম্ব হইলে, পামার কোম্পানী এ টাকাও ঋণের হিসাবভুক্ত করিতেন এবং এই টাকার উপরও শতকরা বার্ষিক ২৫ পঁচিশ টাকা হারে সুদ চলিতে লাগিল। *

নিজামের দেওয়ান চণ্ডুলাল, এখনও গবর্ণর জেনেরেলের জামাতা বলিয়া পরিচিত সার উইলিয়ম রাম্বোল্ড সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন। নিজামের রাজ্যের সমুদয় প্রধান প্রধান লোকই পামার কোম্পানীর লোন্ আফিসের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পামার কোম্পানীর আফিসের একটা দপ্তরী কিম্বা চাপরাশীও বার্ষিক পঞ্চাশ ষাট

* Even the sons of Mr. William Palmer, boys at school in England, grew, under this mighty system of corruptions, into stipendiaries of the Nizam. If the stipends were not paid, they were carried to accounts in the books of the Firm at an interest of 25 per-cent ; and thus increased the ever-increasing embarassments of the Nizam, and rendered difficult the regeneration of the country.—*Kaye's Life of Metcalfe. Vol. II, page 47.*

হাজার টাকা অনায়াসে উপার্জ্জন করিত। এ দিকে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দেশের সমুদায় উর্ব্বরা ভূমি জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িল। প্রজাগণ আপন আপন বাড়ী ঘর পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশত্যাগী হইতে লাগিল। পামার কোম্পানীর ব্যাঙ্কের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বিশ্বাস করিয়া পামার কোম্পানীর ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করিতেন না। এখন গবর্ণমেণ্ট নিজামের ঋণের নিমিত্ত পামার কোম্পানীর নিকট প্রতিভূ হইয়াছেন বলিয়া, অনেকানেক ইংরাজ এই ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করিতে লাগিলেন। সার্ রাম্‌বোল্ড আমানতি টাকার উপর শতকরা ১২ বার টাকা হারে সুদ প্রদানের নিয়ম করিলেন।

মেটকাফের সঙ্গে সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের দিল্লীতে প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। মেটকাফের দিল্লী অবস্থানকালে রাম্‌বোল্ড, দিল্লীতে প্রথম ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে, মাসাধিক মেটকাফের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছিলেন। দিল্লীতে রাম্‌বোল্ড সাহেব রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে, মেটকাফ্ আপন সহোদরের ন্যায় তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিলেন। স্বহস্তে তিনি তাঁহাকে ঔষধ পান করাইতেন।

মেটকাফ্ হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, রাম্‌বোল্ডই সর্ব্বাগ্রে আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন। পামার কোম্পানীর অন্যতম অংশী উইলিয়ম পামার সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন্ পামার সাহেবের সঙ্গে মেটকাফের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কিন্তু হাইদ্রাবাদ রেসিডেন্সির কার্য্যভার গ্রহণানন্তর মেটকাফ্, উইলিয়ম্ পামার এবং উইলিয়ম্ রাম্‌বোল্ডের অসদাচরণ এবং প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মেটকাফের হৃদয় স্বভাবতঃই অত্যন্ত কোমল এবং স্নেহপরিপূর্ণ ছিল। চিরকাল যাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এখন কিরূপে তাঁহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এই চিন্তা তাঁহাকে যারপরনাই মানসিক কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল।

মেটকাফ্-মাতা সদাচারা, ধর্ম্মপরায়ণা সুসানা বাল্যকালে মেটকাফ্‌কে দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারত-প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। ভারতবাসী এঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানগণ, খৃষ্টের বাইবেলের অনেক কথা রদ করিয়া, এক নূতন

বাইবেল ভারতে প্রচার করেন। "আপনাকে যদ্রূপ ভালবাস, অপরকেও তদ্রূপ ভালবাসিবে" ঈশার প্রচারিত এই মত অত্যন্ত প্রমাদ ও সঙ্কট-পরিপূর্ণ বলিয়া, আমাদের সুবিজ্ঞ লেফ্‌টিন্যান্ট্‌ গবর্ণর মহাত্মা টমসন্‌ সাহেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ঈদৃশ প্রমাদ ও সঙ্কট-পরিপূর্ণ মত কেহ কখনও জীবনে এবং কার্য্যে পরিণত করিবে না। সুতরাং জগতের বিশেষ অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই।

ভারতবর্ষে কেহ খৃষ্টের বাইবেল অনুসারে ধর্ম্মাচরণ করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহাকে নিশ্চয়ই সময়ে সময়ে মেটকাফের ন্যায় বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

মেটকাফ্‌ মনে মনে স্থির করিলেন, বন্ধুতার অনুরোধে কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাম্‌বোল্ড এবং পামার সাহেবকে কখনও নিজামের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন না। এই সময়ে তাঁহার মনে বড় অনুতাপ হইল। তিনি সহজেই লোকদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন। নিজের এই দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র বারম্বার আপনাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, ১৮২১ খৃঃ অব্দের ৫ই এপ্রিল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে নিজামের নিমিত্ত ছয় টাকা হারে সুদ প্রদানের নিয়মে, অন্য কোন স্থান হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া, পামার কোম্পানীর সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই পত্রে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ করিয়া লিখিলেন যে, পামার কোম্পানীর ঋণ অবিলম্বে পরিশোধ না করিলে, নিজামের রাজ্য রক্ষার কোন সম্ভব নাই। কিন্তু এই পত্রখানি গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে হইল,—পামার কোম্পানীর অংশিগণ এখনও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন; সুতরাং আপন অভিপ্রায় পামার কোম্পানীর লোকদিগের নিকট প্রকাশ না করিয়া, এইরূপ পত্র প্রেরণ করিলে সরল-ব্যবহার-বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পত্র প্রেরণের পূর্ব্বে, তিনি গোপনে রাম্‌বোল্ড সাহেবের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাম্‌বোল্ড এই কথা শুনিয়া, বিবিধ আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম্‌বোল্ড সাহেব বলিলেন,—নিজাম তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহারা কারবার আরম্ভ করিয়াছেন। এখন নিজাম তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ না করিলে এবং নিজামের পূর্ব্বের সমুদয় ঋণের টাকা পরিশোধ করিলে, তাঁহাদিগের মূলধন ঘরে পড়িয়া

থাকিবে, এতাধিক টাকা অন্যত্র খাটাইবার কখনও সুবিধা হইবে না; সুতরাং তাঁহাদিগের কারবার একেবারে নষ্ট হইবে।

রাম্‌বোল্ড এবং পামারের মূলধনসম্বন্ধীয় কোন ঘটনাই মেটকাফের এখন আর অবিদিত নাই। কিন্তু তথাপি চক্ষু-লজ্জায় পড়িয়া এবং শুদ্ধ কেবল ভদ্রতার অনুরোধে, তিনি রাম্‌বোল্ডকে বলিলেন যে, এইরূপ অসময়ে তাঁহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিলে, তাঁহাদিগের কারবারে যে ক্ষতি হইবে, সেই ক্ষতিপূরণার্থ নিজামের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ছয় লক্ষ টাকা অধিক দিতে অনুরোধ করিবেন।

মেটকাফের এই অত্যধিক ভদ্রতা-নিবন্ধন তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইল। এ সংসারে ধূর্ত্ত এবং শঠের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিলে, পদে পদে কেবল বিপদে পড়িতে হয়। রাম্‌বোল্ড একজন নিতান্ত অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর নরপিশাচ ছিলেন। মেটকাফের গবর্ণমেণ্টে পত্র প্রেরণের পূর্ব্বেই তিনি আপন অভিভাবক গবর্ণর জেনেরেলের নিকট এই সম্বন্ধে আপন পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক এক পত্র লিখিলেন। এই পত্র দ্বারা তিনি গবর্ণর জেনেরেলকে জ্ঞাত করিলেন,—হাইদ্রাবাদের জনসাধারণের সংস্কার হইয়াছে যে, মেটকাফ্ তাঁহাদিগের কারবারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন। ঈদৃশ সংস্কারনিবন্ধন তাঁহাদিগের কারবারের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আর নিজাম এখন তাঁহাদিগের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিলে, তাঁহাদিগের মূলধন ঘরে পড়িয়া থাকিবে। তাঁহাদিগের মূলধন অন্যত্র খাটাইবার সুবিধা নাই। মেটকাফ্ নিজেও তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণার্থ ছয় লক্ষ টাকা দেওয়াইবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের এই গুরুতর ক্ষতির বিষয় মেটকাফেরও অবিদিত নাই।

রাম্‌বোল্ডের লিখিত এইরূপ পত্রপ্রাপ্তির পর, গবর্ণর জেনেরেলের নিকট মেটকাফের প্রেরিত পত্র পৌঁছিল। গবর্ণর জেনেরেল বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া মেটকাফ্‌কে লিখিলেন,——

"আপনি পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট (নিজামের নিমিত্ত) আপনার প্রস্তাবিত ঋণগ্রহণার্থ জামিন হইবেন। এইরূপ প্রস্তাবে আমার সম্মতি প্রদানের পূর্ব্বে, অনেকানেক বিষয় স্থির করিতে হইবে। অল্প কয়েক দিন হইল, স্বয়ং কোম্পানির ছয় টাকা হারের সুদের দেনাপরিশোধার্থ চারি টাকা হারের সুদে দেনা করিবার উপকারিতাসম্বন্ধে আমার নিকট

প্রস্তাব হইয়াছিল। আমি সে প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছি। যে সময় ঋণদাতাদিগের অন্যত্র মূলধন খাটাইবার সম্ভব থাকে না, তখন তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়া ঋণ পরিশোধ করা বড় নিষ্ঠুরতার কার্য্য।"

গবর্ণর জেনেরেলের এই পত্রপ্রাপ্তির পর, মেটকাফ্ আবার গবর্ণর জেনেরেলের নিকট লিখিলেন।———

——*"গবর্ণমেণ্ট পামার কোম্পানীর নিকট নিজামের ঋণের নিমিত্ত প্রতিভূ হইয়াছেন। আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট পামার কোম্পানীর নিকট আপন প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ হইয়া পড়িবেন। নিজামের গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাবে অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। ঈদৃশ-অবস্থা-প্রযুক্ত রাজ্যের রাজস্বও হ্রাস হইতেছে। প্রচলিত অবস্থা যে কেবল রাজস্ব-হ্রাস-নিবারণে অনুপযোগী, তাহা নহে। এই অবস্থা হইতে ক্রমেই অপেক্ষাকৃত অধিকতর দুরবস্থা সমুপস্থিত হইবে। নিজামের রাজকার্য্যে সুশৃঙ্খলা প্রদান করিতে হইলে, নিজামের গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরিমাণে এখন প্রাপ্য রাজস্বের দাবী পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশেষ আশঙ্কা হইতেছে যে, নিজাম, পামার কোম্পানীর সঙ্গে আপন প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া পড়িবেন। তাহা হইলে ক্রমেই পামার কোম্পানীর পাওনা টাকা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং অবশেষে পামার কোম্পানীর দাবী, নিজামের পরিশোধ করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত হইয়া পড়িবে।

"নিজামের সঙ্গে পামার কোম্পানীর এই প্রকার কোন চুক্তি হয় নাই যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে নিজামের ঋণ পরিশোধ করিবার অধিকার থাকিবে না। ঈদৃশ চুক্তি থাকিলে, পামার কোম্পানী ঋণপরিশোধসম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিতেন এবং তদ্রূপ অবস্থায় আমিও পামার কোম্পানীর সম্মতি ভিন্ন এইরূপ প্রস্তাব করিতে সমর্থ হইতাম না। আমার প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পামার কোম্পানীর আপত্তি করিবার সাধ্য থাকিলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আপত্তি করিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের আপত্তি করিবার কোন অধিকার নাই। তাঁহারা অনেকবার আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, নিজামের আপন ঘরাও তহবিল হইতে টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা থাকিলে, তিনি এক দিনের মধ্যে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন;

* Free Translation.

এবং এই উপায় অবলম্বন দ্বারা ঋণ পরিশোধ-সম্বন্ধে তাঁহাদিগের (পামার কোম্পানীর) কোন প্রকার আপত্তি করিবার কিঞ্চিন্মাত্রও অধিকার নাই। এখন পামার কোম্পানী আমার প্রস্তাবে কেবল এই বলিয়াই আপত্তি করেন যে, তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, নিজাম নিজের তহবিল হইতে কখনও টাকা দিতে সম্মত হইবেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের কারবার দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার আশা ছিল। ঋণ আদায়সম্বন্ধে যে আমার প্রস্তাবিত বন্দোবস্তের সদৃশ কোন প্রকার বন্দোবস্ত অবলম্বিত হইবে, তদ্রূপ আশঙ্কা তাঁহাদিগের কখনও ছিল না।”

গবর্ণর জেনেরেল মেটকাফের এই পত্র প্রাপ্তির পর রাম্‌বোল্ড প্রভৃতির স্বার্থের অনুরোধে মেটকাফের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন এবং অধিকন্তু বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া, মেটকাফ্‌কে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিলেন—

কলিকাতা, ২৭শে আগষ্ট ১৮২১।

আমার প্রিয় মহাশয়,—সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের যে পত্র অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইলাম—আপনি পামার কোম্পানীর কারবারসম্বন্ধে মনে মনে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন,—এইরূপ সংস্কার দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া এবং রাজা চণ্ডুলালকে আপনি পদচ্যুত করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ প্রবাদ হাইদ্রাবাদ সহরে প্রচার-নিবন্ধন, পামার কোম্পানীর কারবারের গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। পামার কোম্পানীর কারবারের সম্বন্ধে আপনার মনে কোন বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইয়া থাকিলে, তদ্রূপ ভাব নিশ্চয়ই আপনার বৃথা কল্পনার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। আপনি যখন বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার মনে প্রকৃত বিদ্বেষের ভাব থাকিলে যদ্রূপ অনিষ্ট হইত, যে সকল অবস্থা হইতে বণিক্‌-দিগের (Shroffs) মনে ঈদৃশ সংস্কার হইয়াছে, তৎসমুদয় দ্বারাও পামার কোম্পানীর তদ্রূপ অনিষ্ট হইতেছে, তখন আমার ন্যায় আপনাকেও নিশ্চয়ই বিশেষ কষ্টানুভব করিতে হইবে।

“আমি আপনার নিকট অকপটে বলিতেছি,—আপনার কিছু অবিদিত নাই যে, নিজামের ঋণ-পরিশোধার্থ কোন প্রস্তাব এখানে প্রেরিত হইলেই কৌন্সিলে তাহা লইয়া ঘোর তর্ক বিতর্ক হয়। এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বে গোপনে আমার মতামত গ্রহণ না করিয়া, আপনি যে একেবারে প্রকাশ্যভাবে (Officially) এইরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহাতে আমার প্রতি

আপনার অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে। আপনি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারেন যে, আমার কোন বিশেষ কর্ত্তব্যজ্ঞান কিম্বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক অভিপ্রায়নিবন্ধন যদি আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানে অসমর্থ হুইয়া পড়ি, তবে এই বিষয়সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের মনে বৃথা সংস্কার উৎপাদন করিতে পারে। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের মনে এইরূপ বৃথা সংস্কার হইবার যে কেবল সম্ভব রহিয়াছে, তাহা নহে; এইরূপ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ, এইরূপ কতকটা সংস্কার এখনও তাঁহাদিগের আছে।

"আমি মনে করি, যে নিজামের ঋণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতিভূ হইবার যে প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন, সে প্রস্তাব কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের ঈদৃশ ঘটনা সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ, আইনবিরুদ্ধ এবং ন্যায়ানুগত সুবিধার বিরুদ্ধ। কিন্তু এই প্রস্তাব এইরূপ অসঙ্গত হইলেও এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের তর্কবিতর্ক হইবার সম্ভব রহিয়াছে।

"উপরোক্ত বিষয় অপেক্ষা আরও একটী গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমাকে লিখিতে হইল। রাজা চণ্ডুলালের সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচার হইয়াছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে আপনি সময়ে সময়ে যদ্রূপ নীচ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া আমি বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং আমি একটী দিবসও বিলম্ব না করিয়া, আপনাকে লিখিতেছি যে, রাজা চণ্ডুলালকে সমর্থন করিব বলিয়া, আমি স্বয়ং প্রতিশ্রুত হইয়াছি। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমর্থন প্রাপ্ত হইবার ভরসা না থাকিলে, তিনি আমাদের প্রস্তাবিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন না। গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিল তাঁহাকে সমর্থন করিবেন বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব রাজা চণ্ডুলালকে এই প্রকার সমর্থন করিবার নিমিত্ত যখন আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আমাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে হইল—আপনার কোন কার্য্য দ্বারা এই অঙ্গীকার-ভঙ্গের আশঙ্কা হইলে, আপনার সে সকল কার্য্য যে গবর্ণমেণ্ট নিজের কার্য্য বলিয়া শুদ্ধ কেবল অস্বীকার করিবেন, তাহা নহে; আপনার তদ্রূপ কার্য্যকলাপ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে রহিত করিবেন।

আপনার অত্যন্ত বাধ্য এবং বিনীত দাস.

হেষ্টিংস।

গবর্ণর জেনেরেলের এই পত্রের প্রত্যুত্তরে মেটকাফ্ একখানি সুদীর্ঘ পত্র গবর্ণর জেনেরেলের নিকট লিখিলেন। কিন্তু সেই পত্রখানি উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে, গবর্ণর জেনেরেলের এই পত্র সম্বন্ধে পাঠকগণের অবগত্যর্থ দুই একটী কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

পামার কোম্পানী এখন হাইদ্রাবাদে যদ্রূপ কারবার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঈদৃশ সততা-পরিপূর্ণ ব্যবসায় ইংরাজদিগের ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পর অযোধ্যা এবং কর্ণাট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অনেকানেক ইংরাজই অবলম্বন করিতেন। কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁহাদিগের সেই সকল দুর্ব্যবহারের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ হইলে পর, ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্ট তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের সপ্তত্রিংশত্তম বৎসরের ১৪২ আইনের ২৮ ধারা * দ্বারা নিয়ম করিলেন যে, কোন ইংরাজ দেশীয়-রাজগণের সঙ্গে ঋণ প্রদান এবং ঋণগ্রহণ ইত্যাদি কারবার করিতে পারিবেন না।

পামার কোম্পানী এই আইনের বিধান হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা করিলে, গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাদিগের প্রার্থনা সমর্থন করিলেন। তাঁহারা নিজামের উপকারার্থ কেবল ঈদৃশ কারবার চালাইতেছেন বলিয়া, আইনের বিধান হইতে অব্যাহিত প্রাপ্ত হইলেন। * সুতরাং পামার কোম্পানীর এখন কোন দুর্ব্যবহার প্রকাশ হইয়া পড়িলেই গবর্ণর জেনেরেলের গুরুতর দায়িত্ব উপস্থিত হয়। এই জন্যই গবর্ণর জেনেরেল, মেটকাফের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া লিখিলেন যে, নিজামের ঋণপরিশোধসম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব অগ্রে গোপনে তাঁহাকে জ্ঞাত না করিয়া, প্রকাশ্য পত্র দ্বারা যে তিনি গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার অবিদিত নাই যে, কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের এই বিষয় সম্বন্ধে বৃথা সংস্কার হইবার বিলক্ষণ সম্ভব রহিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস (অর্থাৎ লর্ড ময়রা) যেরূপ লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রাগুক্ত পত্রই পরিচয় প্রদান করিতেছে। তৎসম্বন্ধে এই স্থানে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মেটকাফ্ তাঁহার এই পত্রের প্রত্যুত্তরে নিম্নোদ্ধৃত সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন।

মেটকাফের সহৃদয়তা, সরলতা এবং ন্যায়ানুগত ব্যবহার সম্বন্ধেও অধিক

* Vide appendix A.

বাক্য ব্যয় করিবার প্রয়োজনাভাব। তাঁহার লিখিত এই পত্রই তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিবে।

অরঙ্গাবাদ, সেপ্টেম্বর ১৮২১।

* আমার প্রভু—সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের নিকট হইতে পত্রপ্রাপ্তি-নিবন্ধন আপনি আমার নিকট বিগত ২৭শে আগষ্ট যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রপ্রাপ্তিরূপ সম্মান লাভ করিলাম। আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, দেওয়ান রাজা চণ্ডুলালকে পদচ্যুত করিবার কোন অভিপ্রায় আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই। তাঁহার আচরণ আমি যার-পর নাই দূষিত বলিয়া মনে করি। তাঁহার নিষ্ঠুর অর্থশোষণ-চেষ্টা দ্বারা দেশ জনশূন্য হইতেছে বলিয়া আমার পরিতাপ হয়। যে সকল লোকের মঙ্গলামঙ্গলের ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল লোকের দুঃখযন্ত্রণার প্রতি তাঁহার উদাসীনতাদর্শনে আমার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং তদ্রূপ উদাসীনতা আমি অনুমোদন করি না। রাজা চণ্ডুলাল, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সমর্থন এবং সাহায্যপ্রাপ্তিনিবন্ধন ঈদৃশ অসদাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নাম যে জনসাধারণের দৃষ্টিতে কলঙ্কিত হইতেছে, তদ্দর্শনে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি অন্যান্য অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে, রাজা চণ্ডুলালের পদচ্যুতি আমার বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় না। রাজা চণ্ডুলাল এবং তাঁহার অধীনস্থ সমুদয় কর্ম্মচারীই ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত; সুতরাং তাহাদিগের পদচ্যুতি আপাততঃ উপকারজনক বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাদিগের পরিবর্ত্তে কোন সৎলোক পাইবার সম্ভব নাই। অন্ততঃ আমি জানি না যে, এই দেশে কোন একটি সৎলোক পাইবার সম্ভব আছে। চণ্ডুলাল গোপনে গোপনে আমার রাজকার্য্য সংস্কারের চেষ্টা অবরোধ করিলেও, আমার কার্য্যকলাপে এত সহজে সম্মত হইবে এইরূপ দ্বিতীয় লোক পাইবার সম্ভব নাই। তাঁহার ন্যায় অন্য কেহ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সমর্থন এবং সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত আকাজ্ক্ষিত নহে। সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ-রক্ষার্থ তাঁহার ন্যায় অন্য কেহ এতদূর যত্নবান্ হইবেন না।

* এই পত্রখানির অবিকল অনুবাদ প্রদান করিবার চেষ্টা করিলে, স্থানে স্থানে পত্রের প্রকৃত ভাব বঙ্গীয় পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং পত্রের ভাব কেবল ভাষান্তরে প্রকাশিত হইল।

তাঁহার ন্যায় এতদূর সহজ পরিচালনোপযোগী, এতদূর বাধ্য, এবং আমাদের ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করিতে এতদূর যত্নবান্ আর দ্বিতীয় লোক পাইব না। এই সকল অবস্থার সঙ্গে আবার তিনি যে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক স্বার্থ-সাধনে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন, তাহা যোগ করিলে, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে হয়। তাঁহার সঙ্গে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের এই শেষোক্ত সংস্রব কলঙ্ক-পরিপূর্ণ হইলেও, এখন তাঁহার নিকট অকৃতজ্ঞ হইলে, কিম্বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, অপেক্ষাকৃত অধিকতর কলঙ্ক আশ্রয় করিবে। এতদ্ভিন্ন সহজে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার সাধ্য নাই। তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিলে, নিজাম তাঁহার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ হইতেছে মনে করিয়া, নিশ্চয়ই এই বিষয়ে প্রতিবাদ করিবেন। ঈদৃশ চেষ্টারম্ভের পর সে চেষ্টা বিফল হইলে, ঘোর অদূরদর্শিতার কার্য্য হইবে এবং তদ্দ্বারা সঙ্কল্পিত সংস্কারকার্য্যে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইবে।

"এই সকল বিষয় আমার উল্লেখ করিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড আপনার নিকট লিখিয়াছেন যে, আমি চণ্ডুলালকে পদচ্যুত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, আর আপনিও তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন। আপনার সেই বিশ্বাস খণ্ডনার্থ আমি এই সকল বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতেছি যে, চণ্ডুলালকে পদচ্যুত করিবার সঙ্কল্প, এই সকল কারণে আমার মনে কখনও উদয় হইবারও সম্ভব নাই। এতদ্ভিন্ন আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি যে, আপনি চণ্ডুলালকে সমর্থন করিতে বিশেষ যত্নবান্। সুতরাং অগ্রে আপনার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, আমার এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবার কোন সম্ভব নাই।

"সার্ উইলিয়ম্ রাম্‌বোল্ড আপনার নিকট লিখিয়াছেন,—পামার কোম্পানীর বিরুদ্ধে আমি মনে মনে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করি। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমি বুঝিতে পারি না, কিরূপে এইরূপ সংস্কার সমুদ্ভূত হইল। উইলিয়ম পামার সাহেব ভিন্ন, এই কারবারের সমুদয় য়ুরোপীয় অংশীর সঙ্গেই, আমার হাইদ্রাবাদ পৌঁছিবার দীর্ঘকাল পূর্ব্ব হইতে বন্ধুত্বের ভাব সংস্থাপিত হইয়াছে। উইলিয়ম পামারের ভ্রাতা জন পামার সাহেবের সঙ্গে বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে। উইলিয়ম পামারকেও এতদূর ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় যে, তাঁহার সঙ্গে

পরিচয় হইলেই, তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। হাইদ্রাবাদে সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড সাহেবের পরিবারের সঙ্গে আমার যেরূপ আত্মীয়তা আছে, এই রূপ আত্মীয়তা এবং পারস্পরিক যাতায়াত আমার অন্য কোন পরিবারের সঙ্গে নাই। পামার কোম্পানীর অন্যতম অংশী ল্যাম্ব সাহেব, আমার চিকিৎসকস্বরূপ প্রদেশ-ভ্রমণকালে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। আমি এখানে পৌঁছিলে পর, উৎকৃষ্ট গৃহাভাবে, পামার কোম্পানীর প্রধান কার্য্যকারক হেষ্টিংস্ পামারের প্রদত্ত তাঁহাদিগের একখানি গৃহে কিছু কাল অবস্থান করিতেছিলাম। অধিকন্তু সম্প্রতি এই পামার কোম্পানীর অন্যায় দাবী সম্বন্ধেও আমি সম্মতি প্রদান করিয়াছি। এই বিষয়ে আমি সম্মতি প্রদান না করিলে, মন্ত্রীও সম্মতি প্রদান করিতে সাহস করিতেন না। এইরূপ অবস্থায় আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পামার কোম্পানীর প্রতি আমার বিদ্বেষের ভাব আছে বলিয়া, জনসাধারণের মধ্যে কথনও কোন প্রকার সংস্কার উপস্থিত হইবার সম্ভব নাই। বরং পামার কোম্পানীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ভাব আছে বলিয়াই জনসাধারণের সংস্কার হইতে পারে। বস্তুতঃ আমি এইরূপ কোন অবস্থা দেখি না, যদ্দ্বারা জনসাধারণের মনে ঈদৃশ সংস্কার সমুদিত হইবার সম্ভব রহিয়াছে। আর এইরূপ কোন সংস্কার যে জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড এই বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া এইরূপ লিখিলে ভাল হইত। দুষ্ট লোকেরা আপন অভিসন্ধি-সংসাধনার্থ ঈদৃশ প্রবাদ প্রচার করিয়া থাকিবে। * * * * *

"আমি ধর্ম্মতঃ বলিতে পারি যে, আমার মনে পামার কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষের ভাব নাই। কিন্তু আর কিছু না লিখিয়া আমার বক্তব্য বিষয় এইস্থানে সমাপ্ত করিলে, আপনি সহজেই প্রতারিত হইবেন। পামার কোম্পানীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনিবার্য্যরূপে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই ভাব তাঁহাদিগের স্বার্থের বিরুদ্ধ বলিয়াই, তাহা তাঁহারা বিদ্বেষের ভাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমার মনোমধ্যে ধীরে ধীরে এই ভাবের সঞ্চার হইয়াছে এবং দিন দিন তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ দর্শনে এই ভাব ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

"এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, পামার কোম্পানী নিজামের সঙ্গে বন্দোবস্ত উপলক্ষে এত অধিক লাভ গ্রহণ করেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগেরই কেবল

লাভ এবং নিজামের ক্ষতি হয়।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, পামার কোম্পানী নিজামের বিশেষ উপকার করিতেছেন, এইরূপ অত্যুক্তি দ্বারা, আপনার মনে তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং আপনার তদ্রূপ বিশ্বাস হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা আপনার অযথোচিত সমর্থনলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, পামার কোম্পানী আপন দুর্ব্বলতা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই, বিপদাশঙ্কার প্রত্যেক ঘটনা উপলক্ষে, তাঁহারা আপনার অনুগ্রহের প্রার্থনা করেন এবং বারম্বার তাঁহাদের কারবারের অভিভাবকস্বরূপ আপনাকে সাধারণের দৃষ্টিস্থলে উপস্থিত করেন; ঈদৃশ অবস্থা-নিবন্ধন জনসাধারণ পামার কোম্পানীর এই কারবার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অযোধ্যা এবং কর্ণাটের দুর্ব্যবহারের সদৃশ অসদাচরণ বলিয়া মনে করে।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, পামার কোম্পানীর সঙ্গে রাজা চণ্ডুলালের মিত্রতা সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, পামার কোম্পানী এখন বণিকের পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক এ দেশের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের মধ্যে এক পক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, রাজ্যের অনেকানেক ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত, অর্থগৃধ্নু রাজপুরুষের সঙ্গে পামার কোম্পানীর বিশেষ মিত্রতা ও ঘনিষ্ঠতানিবন্ধন প্রাগুক্ত রাজপুরুষদিগের নিষ্ঠুরাচরণ, অত্যাচার, অর্থশোষণ এবং দুর্ব্যবহারের দ্বারা পামার কোম্পানীর নাম এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নাম পর্য্যন্ত কলঙ্কিত হইতেছে।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, নিজামের মন্ত্রীর সাহায্যে পামার কোম্পানী তাঁহাদিগের অধমর্ণদিগের নিকট হইতে অসীম ক্ষমতাসহকারে ঋণ আদায় করেন এবং তাঁহারা এখন বণিকের আবরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক, নিজামের গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে ঈদৃশ অন্যায় ক্ষমতা সঞ্চালন করিতেছেন।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, এইরূপ অবস্থায় নিজামের সঙ্গে পামার কোম্পানীর ঋণগৃহীতা ও ঋণদাতার সম্বন্ধ চলিতে থাকিবে; অথচ স্পষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, এই ঋণ পরিশোধ না হইলে, নিজামের অর্থানটন কখনও দূর হইবে না।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, এই ঋণের চুক্তিপত্রানুসারে ঋণদাতার দাবী যারপরনাই অত্যধিক এবং অন্যায়।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, প্রাগুক্ত ঋণ-প্রদানকালে এই ঋণ-সম্বন্ধীয় প্রকৃত অবস্থা গোপন করা হইয়াছিল; সুতরাং আপনি

প্রতারিত হইয়া তখন মনে করিয়াছিলেন যে, উল্লিখিত ঋণ গ্রহণ দ্বারা নিজামের বিশেষ উপকার হইয়াছে।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পামার কোম্পানীর প্রদত্ত ঋণের নিমিত্ত নিজামের প্রতিভূ হইয়াছেন বলিয়াই, ঋণ-দান-সম্বন্ধে প্রাগুক্ত কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপিত হইয়াছে এবং নিজামের এখন আর ন্যূন সুদে অন্য কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের সাধ্য নাই।—এ বড় পরিতাপের বিষয় যে, সার্ উইলিয়ম্ রাম্‌বোল্ড আপনার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল সংস্কার হইয়াছে এবং জনসাধারণের তদ্রূপ সংস্কার-নিবন্ধন পামার কোম্পানী এখানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। আবার, তাঁহাদিগের এবম্বিধ লব্ধ-প্রাধান্য তাঁহারা নিজের স্বার্থ-সাধনার্থ রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্যকলাপে প্রয়োগ করিতেছেন।

এই সকল বিষয় যে অত্যন্ত দূষণীয়, শুদ্ধ কেবল তজ্জন্যই আমি কষ্টানুভব করি না। আমার কষ্টের দ্বিতীয় কারণ এই যে, ঈদৃশ অবস্থায় ইঁহাদিগের কারবারেরও বিশেষ ক্ষতি হইবে। এ অবস্থায় কারবারের অংশীদিগের মধ্যে দুই এক জন লোকের বিশেষ লাভ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় কখনও কারবারের উন্নতি হয় না।

ইহা অসম্ভব নহে যে, কারবারের লোকেরা আমার মনের এইরূপ ভাব, বিদ্বেষপূর্ণ ভাব বলিয়া অভিহিত করিবেন। কিন্তু এইরূপ ভাব আমার মনে থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার অপরাধে, আমি আমাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করি না। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এইরূপ ভাব আমার মনে আছে বলিয়া কেহ কখনও অনুভব করেন নাই। পামার কোম্পানীর সম্বন্ধে আমি এখন যে ভাব ব্যক্ত করিলাম, এই প্রকার কোন ভাব হাইদ্রাবাদে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমার মনে উদয় হয় নাই। হাইদ্রাবাদে আসিবার পূর্ব্বে আমি এই সকল বিষয় জানিতে পারিলে, কখনও এখানে আসিতাম না। তাহা হইলে আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিতাম যে, এখানে আসিলে এইরূপ গোলযোগের মধ্যে পড়িতে হইবে। কিন্তু যখন এখানে আসিয়াছি এবং এই পদ উপলক্ষে আপনার প্রদত্ত গুরুতর ভার যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমি মনে করি যে, এই সকল বিষয় এই প্রকারে আপনার অবগত্যর্থ না লিখিলে, আমার আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয় না। নিজামের গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভঙ্গ-নিবন্ধন পামার কোম্পানীর

কখনও কোন অনিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদাই আমার দৃষ্টি রহিয়াছে। আমি নিজামের ঋণ পরিশোধের যে প্রস্তাব করিয়াছি, সে প্রস্তাবের মধ্যেও পামার কোম্পানীর ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহাদিগকে যথেষ্ট লাভ প্রদানার্থ অনুরোধ করিয়াছি। যদি আমার প্রস্তাব আপনি অগ্রাহ্য করেন এবং নিজামকে পামার কোম্পানীর ঋণ হইতে যদি মুক্ত করিবার ইচ্ছা আপনার না হয়, তবে আমার শেষ প্রার্থনা এই যে, বর্ত্তমান ঋণ-চুক্তি-সম্বন্ধে পক্ষা-পক্ষকে অন্যায়াচরণ হইতে বিরত রাখিতে হইবে। পামার কোম্পানীর কোন প্রকার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমার তদ্রূপ ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহাদিগের আমাকে শঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। আমার বরং আশঙ্কা হয় যে, তাঁহাদিগের দ্বারা আমার ক্ষতি হইবার সম্ভব রহিয়াছে।

আপনার পত্র আমাকে যার-পর-নাই দুঃখিত এবং শঙ্কিত করিয়াছে। যদ্রূপ আচরণ এবং যে সকল কার্য্য দ্বারা আমি গবর্ণমেণ্টের প্রতি—বিশেষতঃ আপনার প্রতি—আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছি বলিয়া মনে করি, আমার সেই আচরণ এবং সেই কার্য্য দ্বারা আপনাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে বলিয়া আপনি লিখিয়াছেন। আপনার মনের ঈদৃশ সংস্কার দূর করিবার আমার বড় আশা নাই। কারণ আপনি বিশেষ চিন্তা ও পর্য্যা-লোচনা না করিয়া, কোন মতাবলম্বন করেন না এবং অবলম্বিত মতও সহজে পরিত্যাগ করেন না। এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া আমার যেরূপ কষ্টানু-ভব হইতেছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়াছি। আমার প্রতি এক সময়ে আপনার বিশেষ ভালবাসা এবং বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আপনার সেই সদ্ভাব এবং বিশ্বাস চরমে এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া, আমার মন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। আপনার পত্রের ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি। আপনার পত্র পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, আমার প্রতি আপনার এখন আর কোন বিশ্বাস নাই। বর্ত্তমান ঘটনা যে গভীর অন্ধকূপের পার্শ্বে আমাকে সংস্থাপন করিয়াছে, সেই অন্ধকূপের গভীরতম প্রদেশের দিকে আপনার পত্র আমার নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে। আমার বর্ত্তমান পদের কার্য্যোপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের সমর্থন এবং বিশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজন। আমাকে অত্যাচার, অন্যায়াচরণ, অর্থশোষণ এবং জনবিশেষের স্বার্থপরতা-পরিপূর্ণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করিতে হইবে। এই অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট আমাকে সমর্থন করিলে, আমার কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইলে, পদে পদে বিপদ্ ঘটিতে পারে। আমার এই পদের কর্ত্তব্য এক প্রকার অনির্দ্দিষ্ট। আমার নিজের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আপন অভিপ্রায় অনুসারে সকল কার্য্যই অন্যের দ্বারা করাইয়া লইতে হইবে। কোন বিষয়ের সংস্কার আরম্ভ করিলেই, চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্বেষের ভাবের উদ্রেক হয়। নানা প্রকারের স্বার্থপরতা আমার সংকল্পিত কার্য্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হয়। কিন্তু তথাপি কি উপায়ে এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি? কেন আরও কৃতকার্য্য হইবার আশা রহিয়াছে? শুদ্ধ কেবল আমার প্রতি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু লোকের এই সংস্কার দূর হইলে, এই দেশের অত্যাচার-নিপীড়িত লোকদিগের অবস্থা সমুন্নত করিতে আমার সাধ্য হইবে না। আমার চেষ্টা যত্ন সকলেই উপহাস করিয়া অগ্রাহ্য করিবে। আমার কার্য্য-কলাপ রহিত করিতে পারিলে যাহাদিগের স্বার্থ সাধন হয়, তাহাদিগের প্রমুখাৎ আমার কার্য্যকলাপের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া, যদি আপনি আমার কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে মতামত স্থির করেন, তবে নিশ্চয়ই আমাকে মনে করিতে হইবে যে, আমি বড় বিপদপূর্ণ স্থানে পদার্পণ করিয়াছি। শুদ্ধ কেবল সততা মানুষকে কলঙ্ক এবং অপযশ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। শুদ্ধ কেবল সদিচ্ছা থাকিলেই চলে না। দোষশূন্য হইয়া সে সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে, কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব নাই। অধিকন্তু সৌভাগ্যের চঞ্চলতা এবং অন্যান্য ঘটনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু এ সমুদয়ই আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার বহির্ভূত।

সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড নিজামের ক্ষতি করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের বাসনা করেন। তিনি মনে করেন যে, নিজামের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইলে, তাঁহার লাভের সুযোগ থাকিবে না। সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের সম্বন্ধে আমার কোন অসম্মান-সূচক কথা বলিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তিনি নিজামের দরবারের কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে নিঃস্বার্থ দর্শক নহেন। বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে তিনি আপনার মনে এইরূপ সংস্কার উৎপাদন করিয়াছেন যে, আমি চণ্ডুলালের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি করিয়াছি।

চণ্ডুলালের বিরুদ্ধে আমার মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। সার্ উইলিয়ম রাম্‌-বোল্ডের পত্র পাইয়া, আপনি আমাকে সতর্ক করিয়াছেন যে, চণ্ডুলালের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের কোন কার্য্য আমি করিলে, সে কার্য্য যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বলিয়া আপনি অস্বীকার করিবেন, তাহা নহে; আমার তদ্রূপ কার্য্য ও আচরণ সম্পূর্ণরূপে আপনি রহিত করিবেন। ঈদৃশ ভাষায় আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে, আমার প্রতি আপনার কি প্রকার মত হইবার সম্ভব? কিন্তু সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আপনি যদি উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের নিকটও এইরূপ পত্র লিখিয়া থাকেন, তবে সার্ উইলিয়ম্ সম্ভবতঃ তাহা চণ্ডুলালকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং চণ্ডুলাল এখন মনে করিবেন যে, আমি তাঁহার বিরুদ্ধে যে দুরভিসন্ধি করিয়াছিলাম, সে দুরভিসন্ধির ফল হইতে তিনি রাম্‌বোল্ডের সাহায্যে নিষ্কৃতি লাভ করি-লেন। এইরূপ অবস্থায় আমার পদের কর্ত্তব্য-সাধন বড় কঠিন হইয়া পড়িবে। কিন্তু শুদ্ধ কেবল তদ্রূপ বাধা-বিঘ্নের নিমিত্ত আমি কোন শঙ্কা করি না। সে সকল বাধা-বিঘ্নও বিদূরিত হইতে পারে। আমি আশা করি, চণ্ডুলালের আচরণও ক্রমে সংশোধিত হইবে।

কি আপনার সম্বন্ধে, কি নিজামের সম্বন্ধে, কি চণ্ডুলালের সম্বন্ধে, কিম্বা, কি সেই পামার কোম্পানীর সম্বন্ধে—সকলের সম্বন্ধেই আমার—এক প্রকার কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সকলের সম্বন্ধেই আমার সরল সত্যের পথাবলম্বন করিতে হইবে। স্বার্থপরদিগের অমূলক আশঙ্কানিবন্ধন তাহাদিগের অপরচনা হইতে যে সকল বিঘ্ন ও বিপদ্ উপস্থিত হইবার সম্ভব, তৎপ্রতি আমার চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। কিন্তু আমি এখনও আপ-নার ন্যায়ানুগত আচরণ এবং আপনার অনুগ্রহ, আত্মরক্ষার একমাত্র বর্ম্ম ও চর্ম্ম বলিয়া মনে করি।

আমার প্রতি যে আপনার আর এখন বিশ্বাস নাই, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমার আশা ছিল যে, আমি আপনার বিশ্বাসের উপযুক্ত হইলে, চিরকাল সমভাবে আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকিবে। হাই-দ্রাবাদের পদ উপলক্ষে কর্ত্তব্য-সাধনের চেষ্টা করিয়া, আমি আপনার বিশ্বাস-লাভের যদ্রূপ উপযুক্ত হইয়াছি, অন্য কোন ঘটনা উপলক্ষে তদ্রূপ বিশ্বাস-লাভের কার্য্য কখন করি নাই।

সি, টি, মেটকাফ্।

মেটকাফের এই সুদীর্ঘ পত্র প্রাপ্তির পর গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস দুই মাস যাবৎ নির্ব্বাক্ রহিলেন। দুই মাসের পর এই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ লোক হইলে, মেটকাফের পত্র প্রাপ্তির পর হাইদ্রাবাদের গোলযোগ তদন্ত করিবার আদেশ করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বার্থপরতা লোককে একেবারে চিরান্ধ করিয়া রাখে। স্বার্থের অনুরোধে তিনি মেটকাফের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু মেটকাফের ন্যায় তেজস্বিতা প্রকাশপূর্ব্বক পত্র লিখিতে সাহস হইল না। আপন হৃদয়স্থিত কোপানল হৃদয়ের মধ্যে গোপন করিয়া ক্ষীণস্বরে বিদ্বেষের ভাব-প্রকাশক এবং কাপুরুষতার প্রতিপাদক ভাষায় পত্রোত্তর লিখিলেন। তাঁহার উচ্চপদ হইলে কি হইবে !! সাধুতা এবং সত্যপ্রিয়তা-বিবর্জ্জিত মনুষ্য কখন সাহস এবং তেজ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই স্থানে লর্ড হেষ্টিংসের প্রত্যুত্তর উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে, মেটকাফের পত্রোল্লিখিত রাজা চণ্ডুলালের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান না করিলে, পাঠকগণ হাইদ্রাবাদের এই গোলযোগের আমূল বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না।

চণ্ডুলালের দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্ব্বে, তিনি মির আলমের একজন সহকারী ছিলেন। মির আলমের মৃত্যুর পর নিজামের দেওয়ান নিয়োগ-সম্বন্ধে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে নিজামের প্রায় ছয় মাস পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। নিজাম, মুনির-উল্-মূলককে দেওয়ান নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরাজেরা রাজা চণ্ডুলালকে দেওয়ানের পদ প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে মুনির-উল্-মূলক দেওয়ান এবং চণ্ডুলাল ডিপুটী দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, মেটকাফের পত্রের এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে—"চণ্ডুলালের সঙ্গে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সংস্রব কলঙ্ক-পরিপূর্ণ হইলেও, এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর কলঙ্কিত হইতে হইবে।" চণ্ডুলালের পূর্ব্বের কোন বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় উল্লেখ করিয়াই মেটকাফ্ বোধ হয় এই কথা লিখিয়াছিলেন।

চণ্ডুলালের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান একেবারেই ছিল না। কিন্তু ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের মিত্র-রাজ্য-সমূহে চণ্ডুলালের ন্যায় লোক ভিন্ন অন্য কাহারও মন্ত্রীর পদ লাভ করিবার কিম্বা মন্ত্রীর পদে স্থিরতর থাকিবার সম্ভব নাই। ইংরাজদিগের সঙ্গে

কোন দেশীয় রাজার মিত্রতা হইলেই তাঁহার রাজ্যের অর্থলুণ্ঠন আরম্ভ হয়। যে কোন মন্ত্রী ইংরাজদিগের ঈদৃশ অর্থলুণ্ঠনের প্রতিবাদ করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজবিদ্বেষী বলিয়া পদচ্যুত হইবেন। দেশীয় রাজার মন্ত্রীর কথা দূরে থাকুক, মেটকাফের ন্যায় লোকের পামার কোম্পানীর কোপানলে পড়িয়া পদচ্যুত হইবার সম্ভব হইল!!!

চণ্ডুলাল যারপরনাই অর্থলোভী ছিলেন। নিজামের রাজ্যের প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেন। ইংরাজদিগকে উৎকোচ প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তিনি নিজামের রাজ্যেও সমুদয় ভূমির বন্দোবস্ত ইজারাদার এবং কণ্ট্রাক্টরদিগের সঙ্গে করিতেন। সেই ইজারাদার এবং কণ্ট্রাক্টরগণ প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার করিয়া, তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। কিন্তু এই ইজারাদারী প্রথা রহিত করিয়া, গ্রাম্যদলের প্রধান লোকের (Head of the village community) সঙ্গে ভূমির বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্তই মেটকাফ্ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মেটকাফের পত্রে রাজকার্য্য-সংস্কারের কথা যে বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে, এই ইজারাদারী প্রথা রহিতকরণ তাহার মধ্যে একটী সংস্কার। মেটকাফ্ গ্রাম্যদলকেই (village community) ভূমির প্রকৃত মালিক করিয়া, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে তাহাদিগের সঙ্গে ভূমির বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রারম্ভ হইতে বিগত এক শত বৎসর যাবৎ বিবিধ-বন্দোবস্ত-সম্ভূত পরিবর্ত্তন উপলক্ষে, ভূমির প্রকৃত মালিক—গ্রাম্যদল—ভূমি-সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া, রায়ত অথবা ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অনেকানেক ইজারাদার এবং কণ্ট্রাক্টরের পুত্র পৌত্রগণ এখন জমিদার নামে অভিহিত হইয়া ভূমির স্বত্ব লাভ করিয়াছেন।

চণ্ডুলাল, মুখে মেটকাফের প্রস্তাবিত সংস্কারে সম্মত হইতেন; কিন্তু গোপনে পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা স্থিরতর রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এই জন্যই তাঁহার প্রতি মেটকাফ্ হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। এখন চণ্ডুলাল, রাম্‌বোল্ডের সাহায্যে মেটকাফ্‌কে স্থানান্তর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম্‌বোল্ড এবং চণ্ডুলাল, মেটকাফের অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, মেটকাফের পত্রের প্রত্যুত্তরে লর্ড হেষ্টিংসের পত্র এ স্থানে উদ্ধৃত না করিলে, পরবর্ত্তী বিষয়ের সমালোচনায়

অগ্রে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অতএব অগ্রে লর্ড হেষ্টিংসের প্রত্যুত্তরই এই স্থানে উদ্ধৃত করিতে হইল।

কলিকাতা, ৯ই ডিসেম্বর ১৮২১।

আমার প্রিয় মহাশয়,—মল্লিখিত চণ্ডুলালের বিষয়সম্বন্ধীয় পত্রের প্রত্যুত্তরে আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই প্রদান করা উচিত ছিল। কিন্তু বিবিধ গুরুতর কার্য্য আমাকে দীর্ঘসূত্রিতার দিকে পরিচালন করিয়াছে। যথাসময়ে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কাহারও একবার ক্রটী হইলেই লজ্জাজনক দীর্ঘসূত্রিতা অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আশ্রয় করে। আমার এই সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিতে বিলম্ব করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; আমাকে কিছু আর আপনার পত্রের প্রত্যেক বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রত্যুত্তর দিতে হইবে না। অতি অল্প দুই চারি কথা ইতিপূর্ব্বে লিখিলেই যথেষ্ট হইত। এখন সেই দুই চারি কথাই লিখিতেছি। সার্ উইলিয়ম্ রাম্বোল্ড আমার নিকট প্রাগুক্ত অভিযোগ-সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া আপনি যে মনে করিয়াছেন, এটী আপনার ভ্রমাত্মক অনুমান। কোন একটী লোকের আমি উপকার করিয়াছিলাম, এখন সে লোক তদ্রূপ উপকারলাভের অনুপযুক্ত হইয়াছে, সেই বিষয়ই কেবল রাম্বোল্ড লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্র সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, তিনি আনুসঙ্গিকরূপে তাঁহাদিগের কারবারের ক্ষতিসম্বন্ধীয় দুই এক কথা লিখিয়াছেন। আর তাঁহাদিগের সেই ক্ষতির কারণ উল্লেখে লিখিয়াছিলেন যে, চণ্ডুলালের প্রতি আপনার বিদ্বেষের ভাব থাকিবার প্রবাদ প্রচার-নিবন্ধনই তাঁহাদিগের এই ক্ষতি হইয়াছে। সে প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা, তাহা কিছু তিনি লিখেন নাই। কিন্তু আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে রাজা চণ্ডুলালের সম্বন্ধে যে সকল নীচ উক্তি ছিল, তৎসঙ্গে এইরূপ প্রবাদ প্রচারের কথা সংযোগ করিয়া আমি মনে করিলাম যে, হয় ত চণ্ডুলাল সকল বিষয়ে আপনার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন বলিয়া, আপনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আপনার ঈদৃশ অসন্তোষনিবন্ধন গবর্ণমেণ্ট চণ্ডুলালকে সমর্থন করিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে আপনি ঘোর উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছেন। আমার বোধ হইল যে, আপনার অভিপ্রেত সংস্কারের সম্বন্ধে আপনার আগ্রহাতিশয় ও উৎসাহ অন্যান্য সমুদয় আনুসঙ্গিক বিষয়

আপনার দৃষ্টির অন্তরাল করিয়াছে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় আমার আশঙ্কা হইতে পারে যে, আপনাকে পূর্ব্বে সতর্ক করিয়া না দিলে, আপনি ভবিষ্যতে আমাকে ঘোর বিপদে নিমগ্ন করিবেন। যে যে কারণে আমি পূর্ব্বে আপনাকে তদ্রূপ পত্র লিখিয়াছিলাম, সেই সকল কারণের এই বর্ত্তমান সমুল্লেখ দ্বারা আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আপনি ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশীভূত হইয়া সার্ উইলিয়ম্ রাম্বোল্ডের সম্বন্ধে অন্যায় ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আপনার ঈদৃশ ভাষা প্রয়োগ বিশেষ চিন্তার পর আপনি নিজেও কখন অনুমোদন করিবেন না। সার্ রাম্বোল্ড যদি আপনার আচরণ-সম্বন্ধে কোন গুপ্ত অভিযোগ আমার নিকট প্রেরণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার তদ্রূপ আচরণ নীচ এবং আস্পর্দ্ধাজনক বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তদ্রূপ কোন নীচাশয়তা এবং আস্পর্দ্ধা তাঁহার কার্য্যকলাপের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। আপনার পত্রে আপনি এইরূপ অনুমানের আভাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি আপনার কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধীয় গুপ্ত-সমালোচনা-পরিপূর্ণ পত্র, হয় তো উইলিয়ম্ রাম্বোল্ডকে লিখিয়া থাকিব। কিন্তু আপনার পত্রের ঈদৃশ আভাস আমার স্বভাব-চরিত্র কিরূপ দূষিত বলিয়া প্রকাশ করে, তাহা বোধ হয়, আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করেন নাই। সংক্ষেপে বলিতেছি যে, আপনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ভ্রমাত্মক-সংস্কার-পরিপূর্ণ। ভ্রমবশতঃ এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে এই স্বীকারবাক্য আপনার নিকট আমার দোষ ক্ষালন করিবে এবং আপনি তদ্রূপ স্বীকারবাক্য দ্বারা আমার নিকট নির্দ্দোষী হইবেন।

আপনার বিশ্বস্ত এবং বাধ্য দাস

হেষ্টিংস।

গবর্ণর জেনেরেলের এই পত্র এবং এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার পরবর্ত্তী আচরণ দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, তিনি রাম্বোল্ডের স্বার্থের অনুরোধে পামার কোম্পানীর পক্ষ সমর্থনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহার নিজেরও এই সম্বন্ধে বিশেষ বিপদাশঙ্কা ছিল। তাঁহার অনুরোধে পামার কোম্পানী পার্লিয়ামেণ্টের আইনের বিধান হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি এই বিষয়ে অনুরোধ করিবার সময় কোর্ট অব্ ডিরেক্টরকে বিশেষরূপে লিখিয়াছিলেন যে, শুদ্ধ কেবল নিজামের উপকারের নিমিত্ত পামার কোম্পানীকে এইরূপ কারবার

করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এখন মেটকাফ্ তদ্বিপরীতাবস্থা প্রকাশ করিতেছেন; সুতরাং মেটকাফের প্রতি তিনি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এখন পর্য্যন্তও মেটকাফ্‌কে কোন কঠিন শাস্তি প্রদান করিলেন না। তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে স্থির ছিল। রাম্‌বোল্ড সাহেব কয়েক বৎসরে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। হাইদ্রাবাদে তিনিও একজন গবর্ণর জেনেরেলের ন্যায় সমারোহ-সহকারে বাস করেন। গবর্ণর জেনেরেল কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক হইলে, পূর্ব্বেই এই সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, এবং রাম্‌বোল্ড প্রভৃতির অসদাচরণের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই তিনি বিশেষরূপে জানিতে পারিতেন। কিন্তু নিদ্রিত লোককে চীৎকার করিয়া জাগরিত করা যাইতে পারে,—কপট-নিদ্রা কোন প্রকার চীৎকারে ভঙ্গ হয় না। জাগরিত লোক নিদ্রার ভাণ করিলে, কে তাহাকে জাগরিত করিতে পারে? গবর্ণর জেনেরেল মেটকাফ্‌কে একজন বিশেষ বিজ্ঞ এবং কার্য্যদক্ষ লোক বলিয়া জানিতেন। মেটকাফের প্রাগুক্ত সুদীর্ঘ পত্র প্রাপ্তির পর, এই বিষয়ে তদন্তের আদেশ না করিয়া, তিনি মেটকাফ্‌কে লিখিলেন, 'ভ্রমবশতঃ এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, এইরূপ স্বীকারবাক্য আমাদের পরস্পরের নিকট পরস্পরকে নির্দ্দোষী করিবে।' ইহার দ্বারা গবর্ণর জেনেরেলের কপট-নিদ্রা ভিন্ন আর কি অনুভব হইতে পারে?

কিন্তু এ সংসারে স্বার্থপর লোকেরা প্রায়ই নিতান্ত অদূরদর্শী হইয়া থাকে। গবর্ণর জেনেরেল একটু স্বার্থপরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি মেটকাফের প্রস্তাবে সম্মত হইতেন, এবং তাঁহার প্রস্তাবানুসারে নিজের ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক পামার কোম্পানীর সঙ্গে নিজামের কারবার এই সময় স্থগিত করিতেন, তাহা হইলে আর ইতিহাসে এই অক্ষয় কলঙ্ক কখনও স্থানলাভ করিত না; ভারত-ইতিহাসে ঈদৃশ কলঙ্কপরিপূর্ণ ঘটনা উল্লিখিত হইত না। পামার কোম্পানীর ন্যায় শত শত ইংরাজ-কোম্পানী ভারতবর্ষে অনেকানেক রাজা এবং ধনী লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের আচরণ প্রকাশ হইবার উপক্রম হইলেই, তাহা গোপন করা হইয়াছে। সুতরাং চিরকালের নিমিত্ত সেই সকল কলঙ্ক অনন্ত বিস্মৃতির সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরেল মেটকাফের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। পামার কোম্পা-

নীর অংশী রাম্‌বোল্ড সাহেব, আপন পরাজিত শত্রু মেটকাফ্‌কে একেবারে হাইদ্রাবাদ হইতে স্থানান্তরিত করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চণ্ডুলাল দেখিলেন যে, রেসিডেণ্টের কোন ক্ষমতা নাই, হাইদ্রাবাদে রাম্‌বোল্ড সাহেব যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; সুতরাং তিনিও রাম্‌বোল্ডের সঙ্গে একত্র হইয়া বিবিধ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মেটকাফ্ এই গোলযোগের মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ঘোর বিপদে পড়িলেন।

কিন্তু এ সংসারে মানুষ কেবল মোহান্ধকারে পড়িয়া সত্যের পথ পরিত্যাগ করে। সত্যের জয় হইবেই হইবে। যাঁহারা আত্মরক্ষার্থ অসত্যের পথালম্বন করেন, তাঁহারা আপনার মৃত্যু-বাণ আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া স্বার্থপর লোক দেখিতে পায় না যে, তাহার অবলম্বিত অবৈধ উপায় তাহার বিনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে।

মেটকাফের হাইদ্রাবাদে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই, যখন রাম্‌বোল্ড প্রভৃতি পামার কোম্পানীর অংশিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের এ বাণিজ্য মেটকাফ্ অনুমোদন করেন না, তখনই তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ বিবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তদ্রূপ অবৈধ উপায়াবলম্বন এবং প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার, পরিণামে তাঁহাদিগের মৃত্যু-বাণে পরিণত হইল।

১৮২১ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে মেটকাফ্ প্রদেশ-পরিদর্শনার্থ নিজামের রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় রেসিডেন্সির ভার মেটকাফের প্রধান সহকারী সোদেবি (Sotheby) সাহেবের হস্তে ছিল। রাম্‌বোল্ড সাহেব এই সুযোগে সোদেবি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তিনি নিজে এবং পামার সাহেব, দুই জনে দুইখানি আফিডেবিট সোদেবি সাহেবের সম্মুখে শপথপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। পরে এই আফিডেবিট গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইল। এই আফিডেবিটে লিখিত হইল যে, হাইদ্রাবাদের রেসিডেন্সির কোন ইংরাজ-কর্ম্মচারীর অংশীস্বরূপ কিম্বা অন্য কোন প্রকারে, পামার কোম্পানীর সঙ্গে কখনও কোন প্রকার সংস্রব ছিল না ও নাই। আর পামার কোম্পানীর লাভালাভসম্বন্ধে রেসিডেন্সির কোন ইংরাজ-কর্ম্মচারীর কোন প্রকার স্বার্থ কখনও ছিল না এবং নাই। কিন্তু নিজামের সঙ্গে পামার কোম্পানীর কারবার, নিজামের বিশেষ উপকার-জনক এবং লাভপ্রদ জানিয়া, পূর্ব্বের রেসিডেণ্ট এবং রেসিডেন্সির অন্যান্য ইংরাজ-

কর্ম্মচারিগণ পামার কোম্পানীর কারবার সমর্থন করিতেন এবং এই কারবারে তাঁহারা পামার কোম্পানীকে সর্ব্বদাই উৎসাহ প্রদান করিতেন।—

রাম্‌বোল্ড এবং পামার দুইটী উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ এইরূপ দুইখানি আফিডেবিট প্রেরণ করিলেন। প্রথমতঃ—রামবোল্ডের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব-রেসিডেণ্ট রাসেল সাহেব এবং তাঁহার সহকারিগণ মধ্যে যে কেহ কেহ পামার কোম্পানীর অংশী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে মেটকাফের সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং, মেটকাফ্ গবর্ণমেণ্টে এই বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে এইরূপ আফিডেবিট প্রেরিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ তদন্তের আদেশ করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ব্বের রেসিডেণ্ট এবং রেসিডেন্সির অন্যান্য ইংরাজকর্ম্মচারিগণ পামার কোম্পানীর সঙ্গে নিজামের এই কারবার নিজামের বিশেষ লাভপ্রদ এবং উপকারজনক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং এই কারবার যে প্রকৃতই নিজামের উপকারজনক এবং মেটকাফের যে এই কারবার সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক সংস্কার হইয়াছে, তাহাও এই আফিডেবিট দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

মেটকাফ্ প্রদেশ পরিদর্শনান্তে হাইদ্রাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, এই আফিডেবিটের বিষয় শুনিতে পাইলেন। কিন্তু রেসিডেন্সির পূর্ব্বের কোন ইংরাজ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে পামার কোম্পানীর কোন সংস্রব ছিল কি না, সে বিষয় তিনি কখনও চিন্তাও করিতেন না। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত, মেটকাফ্ কেবল তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের হুকুমের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। জুন মাসের পর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরেলের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। ১৮২২ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে মেটকাফ্ নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিলেন যে, রেসিডেন্সির পূর্ব্বের ইংরাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে কেহ কেহ পামার কোম্পানীর অংশী ছিলেন; কেহ কেহ বা পামার কোম্পানীর ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিয়া সুদ গ্রহণ করিতেন; আর প্রায় সকলের সঙ্গেই পামার কোম্পানীর যোগ ছিল। ১৮২২ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে মেটকাফ্ অতি গোপনে গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের মেম্বর জন আডাম সাহেবের নিকট এই বিষয় লিখিলেন। জন্ আডাম সাহেব মেটকাফের একজন বিশেষ বন্ধু। ইঁহারা একত্রে মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির আফিসে কার্য্য করিতেন। এই গোপনীয় পত্রোল্লিখিত সংবাদ মেটকাফ্, আডামকে গোপন রাখিতে বিশেষরূপে

অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্বের রেসিডেণ্ট হেন্‌রী রাসেল সাহেব, মেটকাফের কুটম্ব। তাঁহার সঙ্গে মেটকাফের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। সুতরাং তাঁহার অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই মেটকাফ্ এই বিষয় গোপন রাখিতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে গবর্ণর জেনেরেল, রামবোল্ড সাহেবের আফিডেবিট এবং রামবোল্ডের প্রেরিত অন্যান্য পত্র পাইয়া মনে করিলেন, পামার কোম্পানীর পক্ষ-সমর্থনার্থ বিশেষ প্রমাণ সংঘটিত হইয়াছে, এবং এখনও মেটকাফ্‌কে শাস্তি প্রদানের উপযুক্ত সুযোগ হইয়াছে। এই স্থির করিয়া তিনি মেটকাফ্‌কে শাস্তি-প্রদানার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন।

জন আডাম, মেটকাফের এই গোপনীয় পত্র প্রাপ্তির পর ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া মেটকাফ্‌কে লিখিলেন—

"আমি তোমাকে জানাইতেছি যে, এই গুপ্ত-সংবাদ-প্রাপ্তি-নিবন্ধন আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। আমার কখনও ইচ্ছা নাই যে, এই গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ করিয়া তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রেসিডেণ্টের অনিষ্ট করি। কিন্তু পামার কোম্পানীর বিষয় লইয়া কৌন্সিলে যে ভাবে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, এবং চরমে এই তর্ক বিতর্ক যে গতি অবলম্বন করিবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিলে আমি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, এই গুপ্ত-সংবাদ আমাকে বড় সঙ্কটে নিপাতিত করিয়াছে। এই গুপ্ত-সংবাদ গোপন করিলে, লর্ড হেষ্টিংস পামার কোম্পানীর পক্ষ-সমর্থনে আরও অগ্রসর হইবেন। কিন্তু অবশেষে আমার উপর দোষ পড়িবে যে, আমি এই সংবাদ গোপন করিয়া তাঁহাকে কুপথে পরিচালন করিয়াছি। সার্ উইলিয়মম্ রাম্‌বোল্ডের আফিডেবিট গবর্ণর জেনেরেল কৌন্সিলের কার্য্য-বিবরণ-পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই আফিডেবিট কৌন্সিলের কার্য্য-বিবরণ-পুস্তকে সন্নিবেশ করিবার সময় আমি এই সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত প্রদান না করিয়া কিরূপে নির্ব্বাক্ থাকিব? এবং এই অবস্থায় নির্ব্বাক্ থাকিয়া, কিরূপেই বা গবর্ণর জেনেরেলকে এবং অন্যান্য লোককে প্রতারিত হইবার সুযোগ প্রদান করিব? গবর্ণর জেনেরেল আবার পামার এবং রাম্‌বোল্ডের আফিডেবিট অবলম্বনপূর্ব্বক এক সুদীর্ঘ অভিপ্রায়-পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রেসিডেণ্টগণ পামার কোম্পানীকে নিস্বার্থভাবে সমর্থন করিতেন, এবং বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট তদ্বিপরীত আচরণ করেন, এই সকল বিষয় সে

অভিপ্রায়-পত্রে (minute) লিখিত হইয়াছে। অতএব আমি এখন কি প্রকারে যে তদ্বিপরীত অবস্থা জানিয়া শুনিয়া নির্ব্বাক্ থাকি বুঝিতে পারি না।।"

স্বীয় পত্রের উপসংহারে আডাম লিখিলেন—

"কিন্তু তথাপি যখন তোমার পত্রোল্লিখিত গুপ্ত-সংবাদ তুমি প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছ, তখন আমার সাধ্য নাই যে, তোমার অনুমতি ভিন্ন ইহা প্রকাশ করিতে পারি। আমাকে এই সম্বন্ধে অগত্যা নির্ব্বাক্ থাকিতেই হইবে। আমার এই সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহা এখন তোমাকে অবধারণ করিতে হয়। কারণ, তোমার অনুমতি ভিন্ন এই গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিবার আমার সাধ্য নাই।"

মেটকাফ্ কোমল-হৃদয় হইলেও কর্ত্তব্যপ্রতিপালনে কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সময়ে সময়ে সিংহের তেজ ধারণ করিতেন। তিনি আডামের পত্র পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সত্য সত্যই আডাম তাঁহার পত্রপ্রাপ্তিনিবন্ধন বিপদাপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং আডাম সাহেবকে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনি লিখিলেন—

—"এই বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা সাধ্যানুসারে আমি এ পর্য্যন্ত পরিহার করিতেছিলাম। আমি যদি আপন বিবেককে প্রবোধ দিতে পারিতাম যে, এই বিষয় প্রকাশ না করিয়া আমি আপন কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইব, তবে এখনও এই বিষয় প্রকাশ করিতে সম্মত হইতাম না। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার চিরবন্ধুতা রহিয়াছে, সেই বন্ধুতার উপর নির্ভর করিয়া তোমায় লিখিতেছি, তুমি যে ভাবে গবর্ণর জেনেরেলের নিকট এই বিষয় ব্যক্ত করিতে উচিত বোধ কর, সেই ভাবেই ব্যক্ত করিবে। আমার এই মাত্র অনুরোধ—গবর্ণর জেনেরেলকে বিশেষ করিয়া বলিবে যে, এই বিষয় গোপন রাখিতে হইবে। ইহা দ্বারা যেন কোন কলঙ্ক প্রচার না হয়।"

মেটকাফের এই পত্র আডাম সাহেবের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পামার কোম্পানীর বিষয় লইয়া গবর্ণর জেনেরেল অত্যন্ত ধূমধাম করিতে লাগিলেন। চণ্ডুলাল রাম্বোল্ড সাহেবের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, মেটকাফের বিরুদ্ধে ১৮২২ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে গবর্ণর জেনেরেলের নিকট এক অভিযোগ-পত্র*প্রেরণ করিলেন। এই অভিযোগের দরখাস্ত, প্রচলিত প্রথানুসারে রেসিডেণ্টের দ্বারা প্রেরিত হইল না। পামার কোম্পানী, চণ্ডুলালের এই দরখাস্ত গবর্ণর জেনে-

* Vide Hydrabad papers 173.

রেলের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই অভিযোগ-পত্র গবর্ণর জেনেরেল কৌন্সিলে উপস্থিত করিলে পর, কৌন্সিলের মেম্বর আডাম্ অত্যন্ত বিনীত-ভাবে, কিন্তু দৃঢ়তাসহকারে, গবর্ণর জেনেরেলের নিকট লিখিলেন যে, পামার কোম্পানীর কার্য্যকারকদিগের দ্বারা কোন অভিযোগ প্রেরিত হইলে, তাহা চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। রেসিডেণ্টের মারফতে আবেদন-পত্র প্রেরণ করা উচিত ছিল।

কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল ক্রোধান্ধ হইয়া তদুত্তরে বলিলেন,—"গবর্ণর জেনে-রেল কোন্ সূত্রে এবং কাহার নিকট হইতে কিরূপে অভিযোগ গ্রহণ করি-বেন, তাহা কৌন্সিলের মেম্বরদিগের অবধারণ করিতে হইলে, গবর্ণর জেনেরেলকে হস্তস্থিত পুত্তল করা হয়। আমার বিগত জীবনে আমি কখন জানিতে পারি নাই যে, এইরূপ পুত্তল হইবার ক্ষমতা আমার মধ্যে আছে।"

গবর্ণর জেনেরেল, রাম্‌বোল্ডের স্বার্থের অনুরোধে পামার কোম্পানিকে সমর্থন করিবার নিমিত্ত এতদূর আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মেটকাফের বিরুদ্ধে যে কেহ অভিযোগ উপস্থিত করিত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কৌন্সিলের মেম্বর আডাম এবং রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটরী সুইণ্টন, মেটকাফ্‌কে সমর্থন করিতেন।

মেটকাফ্, আডামকে গোপনীয় পত্র প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন পর্য্যন্তও আডাম প্রাপ্ত হয়েন নাই। এদিকে গবর্ণর জেনেরেল, মেটকাফ্‌কে বরখাস্ত করিতে উদ্যত হই-লেন। আডাম দেখিলেন যে, এখন আর এই গোপনীয় পত্র অপ্রকাশ রাখি-বার সাধ্য নাই। তিনি প্রধান সেক্রেটরী বেলি এবং রাজনৈতিক সেক্রেটরী সুইণ্টন সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, অবশেষে মেটকাফের অনুমতি-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই গবর্ণর জেনেরেলকে এই গোপনীয় পত্র দেখাইলেন। গবর্ণর জেনেরেল তখন বুঝিতে পারিলেন যে, পামার কোম্পানীর সকল প্রকার জুয়াচুরি অতি সহজেই সপ্রমাণ হইবে; রামবোল্ড সাহেবের আফি-ডেবিট মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে; সুতরাং এখন তিনি আপন ক্রোধ-সম্বরণপূর্ব্বক মেটকাফ্‌কে বরখাস্ত করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

গবর্ণর জেনেরেল এই গোপনীয় পত্র পাঠ করিয়া যে সকল কথা বলিলেন, এবং যেরূপ কার্য্য করিলেন, তৎসমুদয়ই জন আডাম সবিস্তারে মেটকাফের নিকট লিখিলেন। জন আডামের সেই সুদীর্ঘ পত্রের একাংশ এই স্থানে

উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ সহজে এই ঘটনাসম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরেলের কৃত কার্য্য বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন।

জন্ আডামের পত্রাংশ।

কলিকাতা, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮২২।

"আমার প্রিয় মেটকাফ্—আমি পূর্ব্বে তোমাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলাম, যে তোমার গোপনীয় পত্র গবর্ণর জেনেরেলকে শীঘ্র শীঘ্র দেখাইতে হইবে না। কিন্তু তৎপরে যে সকল কারণে এত শীঘ্র শীঘ্র তোমার ৭ই জুলাইএর সেই পত্র গবর্ণর জেনেরেলকে দেখাইতে হইল, তাহা কার্য্যাধিক্যপ্রযুক্ত বিস্তারিত-রূপে এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট লিখিতে পারি নাই; এখন আমি সমুদয় কারণ স্পষ্টরূপে তোমাকে লিখিতেছি। প্রথমতঃ, আমি যখন তোমাকে লিখিলাম যে, সম্প্রতি তোমার পত্র গোপনে রাখিব, তখন হইতে আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, তোমার ২৯ জুলাইএর প্রকাশ্য-পত্র (Despatch) পৌঁছিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু হইবে না। তোমার সেই প্রকাশ্য পত্রের সঙ্গে সঙ্গে পামারদ্বয়ের প্রেরিত মন্ত্রীর (চণ্ডুলালের) পত্রও আসিয়া পৌঁছিল। * * * * তোমার প্রকাশ্য পত্র গবর্ণর জেনেরেলের প্রবল কোপানল প্রজ্বলিত করিল, এবং তোমার কার্য্যসম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত অস-ন্তোষ প্রকাশ করিলেন। গবর্ণর জেনেরেলের উপর পামার কোম্পা-নীর অনেক ক্ষমতা এবং প্রভাব আছে বলিয়া যে, মন্ত্রীর (চণ্ডুলালের) বদ্ধমূল সংস্কার রহিয়াছে,—এই কথা তোমার পত্রের যে অংশে ছিল, গবর্ণর জেনেরেল সেই অংশের অর্থ করিলেন যে, তুমি নিজেই বিশ্বাস কর, যে গবর্ণর জেনেরেলের উপর সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের ক্ষমতা এবং প্রভাব আছে, এবং উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড সেই ক্ষমতা এবং প্রভাব কারবারের স্বার্থ-সাধনার্থ এবং তোমার অভিপ্রেত সংস্কারকার্য্য অবরোধার্থ প্রয়োগ করিতেছেন।

"তোমার অভিপ্রেত সংস্কারসম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরেল বলিলেন,—'সেই সকল সংস্কারকার্য্য তুমি কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়াই যে কেবল আরম্ভ করিয়াছ, তাহা নহে; গবর্ণর জেনেরেলের আদেশের বিরুদ্ধে তুমি সেই সকল কার্য্যারম্ভ করিয়াছ। তোমার সঙ্গে তাঁহার এইরূপ বিচ্ছেদ, এবং কোন রেসিডেন্টের নিকট হইতে তিনি যদ্রূপ সরল এবং বিশ্বাস-পরি-পূর্ণ পত্রাদি পাইবার স্বত্ববান্ তদ্রূপ পত্রাদি তোমার নিকট হইতে প্রাপ্ত

হয়েন না, ইত্যাদি ঘটনা সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করিলেন। এই সকল অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে করিয়াছিলেন না। আমার নিকট এবং সুইণ্টন সাহেবের নিকট গোপনীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার (গবর্ণর জেনেরেলের) এই সকল অভিযোগের কতকাংশ যে একেবারে অমূলক এবং কতকাংশ যে কেবল তাঁহার নিজের আচরণসম্ভূত, তাহা আমার অবিদিত নহে। কিন্তু তথাপি যে উপায়াবলম্বন করিলে, ঈদৃশ অবস্থাসম্ভূত অশান্তি নিবারণ করা যাইতে পারে, আমি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

"আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম যে—এই অবস্থা হইতে তোমার সম্বন্ধে কোন অশুভ ঘটনা উপস্থিত না হয়,—সরকারী কার্য্যের কোন অমঙ্গল না হয়,—এবং গবর্ণর জেনেরেল না বুঝিয়া এক কার্য্য করিয়া বিপদাপন্ন না হয়েন,—এই সকল দিক রক্ষা করিতে হইলে, তোমার গোপনীয় পত্রের উল্লিখিত সংবাদ গবর্ণর জেনেরেলকে অবগত করিতে হয়।

"রোষ-পরবশ হইয়া সময়ে সময়ে গবর্ণর জেনেরেল হঠাৎ তোমার সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিতেছেন, তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার পদচ্যুতিরও কথা হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরেল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আদেশ অবজ্ঞা এবং নিজামের রাজ্যের শাসনকার্য্যে তোমার অনধিকার হস্তক্ষেপনিবন্ধন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তদ্রূপ উপায়াবলম্বন করিতে হইবে। * * * *

"গবর্ণর জেনেরেল যে তোমাকে পদচ্যুত করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তোমার নিমিত্ত আমার কোন আশঙ্কা ছিল না। কারণ তিনি তদ্রূপ আচরণ করিলে, তোমারই জয়লাভ হইত। কিন্তু আমাকে এবং কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরকে তখন তোমার পক্ষ সমর্থন করিতে হইত, এবং তজ্জন্য গবর্ণর জেনেরেলের সঙ্গে চিরকালের নিমিত্ত আমাদের মনোবাদ হইবার সম্ভব ছিল। বিশেষতঃ তদ্রূপ আচরণ করিলে গবর্ণর জেনেরেলকে অক্ষয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইত। কিন্তু সে সকল আশঙ্কা এখন সকলই দূর হইয়াছে। তুমি তজ্জন্য কিছু মনে করিবে না। এ ঘটনা এখন কেবল ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া মনে করিবে।

"২২শে আগষ্ট আমরা কৌন্সিলে সমবেত হইলাম। কিন্তু সে দিন এ সম্বন্ধে তিনিও কিছু উল্লেখ করিলেন না, আমিও কিছু বলিলাম না। তৎপর-

দিন রাজনৈতিক বিভাগে আমরা সমবেত হইলাম। তখন তিনি চণ্ডুলালের পত্রের অনুবাদ বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, তাহা মেম্বরদিগের নিকট প্রেরণ এবং প্রচারের (circulation) আদেশ করিলেন। তিনি চণ্ডু-লালের পত্রের প্রত্যুত্তরের পাণ্ডুলিপিও উপস্থিত করিলেন, এবং সেই প্রত্যুত্তরের অনুরূপ উপদেশ তোমার নিকট প্রেরণার্থ প্রস্তুতের আদেশ করিলেন। কতকাংশে রূপান্তরিত হইয়া সেই পাণ্ডুলিপি এবং তদনুরূপ উপদেশ তোমার নিকট তৎপরে প্রেরিত হইল। * * * * *

এই সময়ে আমার মনে হইল যে, হয়ত পামার কোম্পানীর দূষিত আচরণসম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরেলের চক্ষু এখন উন্মীলিত হইয়াছে। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তিনি তাঁহাদিগের অবৈধরূপে প্রেরিত পত্র এবং দলিলাদি গ্রহণ ও তদনুবলে কার্য্য করিয়া তাহাদিগের আধিপত্য প্রকাশের প্রশ্রয় দিতেছিলেন; অথচ তোমার পত্রে তাঁহাদিগের যেরূপ ব্যবহার প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপ্রতি কিছুই প্রণিধান করেন না। সে বিষয়ে কোন প্রকার তদন্তের আদেশ না করিয়া, তৎসম্বন্ধে কি করিলে ভাল হয়, তাহাই আমাকে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে বলিলেন।

"আমি সে বিষয় স্থির করিব বলিয়া ভার গ্রহণ করিলাম। কিন্তু যখন আমি দেখিতে লাগিলাম যে,—পামার কোম্পানীর কার্য্যকলাপ অবরোধ করিবার কোন চেষ্টা হইতেছে না—তোমার কার্য্যকলাপসম্বন্ধে অবিচলিত কুসংস্কার রহিয়াছে—তোমার প্রদত্ত সংবাদ বিশেষ তাচ্ছল্যসহকারে পরি-গৃহীত হয়,—পক্ষান্তরে পামার কোম্পানী কিম্বা মন্ত্রীর প্রেরিত কিছু পৌঁছি-লেই আগ্রহাতিশয়সহকারে তদনুসারে কার্য্য করা হয়—তখন আমার মনে নিরাশার সঞ্চার হইতে লাগিল। আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ না করিলে কোন সুফল লাভের প্রত্যাশা নাই। আমার আরও মনে হইতে লাগিল যে, তোমার পত্র গোপন করিয়া তোমাকে এবং আমাকে উভয়কে আমি প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার অপরাধে অপরাধী করিতেছি,—অর্থাৎ যে অবস্থা এই সময়ে প্রকাশ হইলেই সকল গোলযোগ উল্টিয়া যায়,—গবর্ণর জেনেরেল নিস্তার লাভ করিতে সমর্থ হয়েন,—এবং সাধারণের উপকার হয়, তদ্রূপ অবস্থা গোপন করিবার অপরাধ করিতেছি। কিন্তু ইহার পর আমি আবার মনে করিলাম যে, গবর্ণর জেনেরেলকে কতকটা প্রবোধ দিতে কৃতকার্য্য

হইয়াছি। গবর্ণর জেনেরল যে, কুপথাবলম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ্য-রূপে স্বীকার না করিলেও, তিনি আপন দোষ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই সময়ে আবার মনির্ উল্‌মূলক যে তোমার সঙ্গে রেসিডেন্সিতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই বিষয় সম্বন্ধীয় তোমার পত্র পৌঁছিল। তোমার পত্রের সঙ্গে সঙ্গে চক্রান্তকারীদিগেরও (অর্থাৎ পামার কোম্পানী এবং চণ্ডুলাল) এই সম্বন্ধে, এবং এইরূপ দেখা সাক্ষাতের ফলাফলসম্বন্ধে—কোন পত্র গবর্ণর জেনেরেলের নিকট আসিয়া থাকিবে। এই ঘটনা গবর্ণর জেনেরেলের মনে বিশেষ কোন ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু সে ভাব কতক পরিমাণে সঙ্গোপন করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইল। তখন আমার মনে আবার কোন গুরুতর উপদ্রবের আশঙ্কা হইতে লাগিল; সুতরাং আমি স্থির করিলাম যে, এখন আর এই গুপ্ত-সংবাদ প্রকাশ করিতে বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ নহে। এইরূপে বিশেষ চিন্তা করিয়া এবং সুইণ্টন এবং বেলির সঙ্গে বারম্বার পরামর্শ করিয়া, অবশেষে আমি তোমার পত্র গবর্ণর জেনেরেলের নিকট প্রেরণ করিব বলিয়াই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলাম।

গবর্ণর জেনেরেল কি ভাবে এই পত্র গ্রহণ করেন, তাহাই আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল। যদি আমি পূর্ব্বে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতাম যে, তিনি এই সংবাদ গুপ্ত-সংবাদ-স্বরূপ গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ইহা প্রকাশ করিতে আমার এত চিন্তা করিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তিনি যদি উচ্চভাবাবলম্বনপূর্ব্বক বলিয়া উঠেন যে, এতদ্দ্বারা পামার কোম্পানী এবং এতদুল্লিখিত অন্যান্য লোকের অনর্থক অপবাদ করা হইয়াছে; কিম্বা তিনি যদি এই বিষয় তদন্তের নিমিত্ত আদেশ করেন, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কেবল নিষ্ফল হইত, তাহা নহে—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই হইত। কিন্তু আমার এই আশঙ্কা দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। আমি শেষে মনে করিলাম যে, পামার কোম্পানীর দুর্ব্ব্যবহারসম্বন্ধীয় প্রবল সন্দেহ যখন এক প্রকার স্বীকৃত হইয়াছে, তখন আর কি গবর্ণর জেনেরেল তাহার সঙ্গে যাহাদিগের সংস্রব নাই এবং যাহাদিগের বিষয়ে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না, তাহাদের নিন্দার কথা শুনিয়া বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন?

* * * * *

কৌন্সিলে বসিবার পূর্ব্বদিবস আমার পত্র তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। সে দিন আমার নিকট তিনি কোন প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিলেন না। কিন্তু পরদিন প্রাতে কৌন্সিলে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর, তিনি আমাকে স্থানান্তরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাকে এই বিষয় পূর্ব্বে কিছু বলি নাই বলিয়া পরিহাসচ্ছলে আমাকে ভৎ র্সনাপূর্ব্বক তোমার গোপনীয় পত্রখানি আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং বিশেষ শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্নচিত্তে এই বিষয় সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তুমি নিজের জ্ঞানানুসারে যাহা লিখিয়াছ, তাহা সমুদয়ই তিনি বিশ্বাস করেন; এবং তুমি শুনিয়া যাহা লিখিয়াছ, তাহাও কতকাংশে সত্য বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অনুমান হয় যে, কোন কোন বিষয়ে তুমি অপজ্ঞাত হইয়াছ। আর কোন কোন বিষয়ে তুমি সহসা বিশ্বাস করিয়াছ। তিনি আরও বলিলেন যে, রাম্‌বোল্ড সাহেব এবং পামার সাহেব একত্র হইয়া সোদেবি সাহেবের সম্মুখে আফিডেবিট পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় সোদেবি নিজে পামার কোম্পানীর অংশী ছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তিনি এ কথাও বলিলেন যে, তুমি যে উদ্দেশ্যে তদন্তের বিরোধী হইয়াছ, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। কিন্তু তথাপি এই বিষয় তদন্ত না হইলে কিরূপে চলিবে? পূর্ব্বে পূর্ব্বে তোমার বিষয় কোন কথা বলিবার সময় যদ্রূপ রোষ-পরবশ হইয়া কথা বলিতেন, এই সময় আর তদ্রূপ কোন ক্রোধের ভাব তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইল না। তিনি আবার বলিলেন যে, স্পষ্টই তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তোমার এই সকল বিষয় গোপন রাখিবার ইচ্ছানিবন্ধন তুমি অকপটে তাঁহার নিকট পত্র লিখিতে অসমর্থ হইয়াছিলে। তাঁহার এই কথা দ্বারা পুনর্ব্বার তোমার সঙ্গে গোপনীয় পত্রাপত্রি চালাইবার বাসনা ব্যক্ত করিলেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। অসম্ভব নহে যে, তিনি স্বয়ংই এই বিষয়ে তোমার নিকট লিখিয়া আবার পত্রাপত্রি চালাইতে আরম্ভ করিবেন।

"এইরূপ কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতেছিল। আমি এই কথোপকথনের সময় তাঁহার কল্পিত আপত্তি দূর করিবার নিমিত্ত, তোমার লিখিত বিষয়ের সত্যতাসম্বন্ধে যে বিশেষ কারণ রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কত দূর চাতুরী এবং সতর্কতাসহকারে

আফিডেবিট লিখিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম। * * * * * * * আমি তাঁহাকে আরও বলিলাম যে, তোমার গোপনীয় পত্রের বিষয় উল্লেখ না করিয়াও, তিনি তোমার প্রকাশ্য-পত্র হইতে এই সমুদয় বিষরের সার সংগ্রহ করিতে পারেন; কিন্তু এই সকল বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ না করিয়া, শুদ্ধ কেবল পামার কোম্পানীর ঋণ পরিশোধ করিলেই তাহাদিগের দ্বারা যে সকল অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিবারিত হইবে, এবং মন্ত্রীর সঙ্গে তাহাদিগের সংস্রব নিঃশেষিত হইবে।

"তিনিও অনেকবার বলিলেন যে, সে বিষয়ে (পামার কোম্পানীর ঋণ-পরিশোধ) এখন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে আমি এখন বড় নিরাশ হইয়াছি। তিনি কোম্পানীর সাধারণ তহবিল হইতে ঋণ প্রদান করিতে সম্মত নহেন। * *

ইহার পর আডাম, নিজামের ঋণ-পরিশোধার্থ গবর্ণর জেনেরেল যে সকল উপায় অবলম্বনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তৎসমুদয় এবং অন্যান্য অনেকানেক বিষয় এই পত্রে লিখিলেন। তাঁহার পত্রোল্লিখিত সেই সকল বিষয় এখানে উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। সুতরাং আডামের পত্রের অপর অংশ পরিত্যক্ত হইল।

আডামের এই পত্র মেটকাফের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মেটকাফ্ জানিতে পারিলেন যে, গবর্ণর জেনেরেল তাঁহার উপর বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি তখন মনে করিলেন যে, গবর্ণর জেনেরেল এক সময় তাঁহার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঈদৃশ বিচ্ছেদ বিশেষ অশান্তিপ্রদ হইবে; সুতরাং গবর্ণর জেনেরেলকে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশ্যে আর একখানি পত্র লিখিলেন। এই পত্রেও পামার কোম্পানীর দুর্ব্যবহারের কথা লিখিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেলের সন্তোষার্থ লিখিলেন,—"পূর্ব্বে আপনি অনেক সময়ে আমার প্রতি বিশেষ দয়া এবং অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং আপনার বর্ত্তমান বিরাগ এবং ভাবী কঠিন-ব্যবহার-নিবন্ধন আমি জীবদ্দশায় আপনার সে পূর্ব্বের দয়া এবং অনুগ্রহ বিস্মৃত হইব না। যখন আপনার বিশ্বাস এবং সমর্থন আমার নিজের সম্ভ্রম, শান্তি এবং কার্য্যদক্ষতা সম্বর্দ্ধনার্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়; যখন আপনার অনুমোদন আমার যশঃ এবং সুখ-সম্বর্দ্ধনের একমাত্র উপায়;

তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে অসম্মান এবং অবজ্ঞা করিয়া আপনার বিরাগ-ভাজন হইবার কি প্রলোভন থাকিতে পারে ?

"পামার কোম্পানী সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তদ্ভিন্ন আপনার বিরাগভাজন হইবার আর অন্য কোন কারণ দেখি না। কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষে আমার কর্ত্তব্যের পথ যাহারা আপন স্বার্থসাধনার্থ বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

"আমার কার্য্যকলাপ দ্বারা পামার কোম্পানীর কোন ক্ষতি হয় নাই। আমিই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহাদিগের বৃথা আশঙ্কা এবং তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের অপরচিত উক্তি আপনার সদ্ভাব হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে।

"আমি নিশ্চয়ই জানি যে, তাঁহাদিগের স্বার্থসাধনার্থ আমি কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিলে, আমার তদ্রূপ আচরণ আপনি কখনও অনুমোদন করিতেন না। আমি এইমাত্র দেখিতে পাই যে, আমার পদের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আপনার মতের অনৈক্য রহিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় অবস্থা-দৃষ্টে আমি ঈদৃশ মতাবলম্বন করিয়াছি। আপনি সে সকল স্থানীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন, এবং আপনার সে সকল অবস্থা কখনও পরিজ্ঞাত হইবার সম্ভবও নাই।

"পামার কোম্পানী সাধারণের মঙ্গল, সদিচ্ছা এবং সদ্বিবেচনা বিনাশানন্তর লব্ধ আধিপত্যের অনুবলে স্বীয় স্বার্থ-সাধনের অভিপ্রায়ে রাজকার্য্যসম্বন্ধে পক্ষাপক্ষ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেই, তাঁহাদিগের পথ আমি নিশ্চয়ই অবরোধ করিব। যে পদে আপনি আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে পদের গুরুত্ব আমি বিসর্জ্জন করিতে পারি না। আপনার আদেশ এবং সংশোধনের বশী-ভূত হইয়া সে পদোচিত কর্ত্তব্য নিশ্চয়ই আমাকে করিতে হইবে। আমি এখানে সাধারণের মঙ্গলের স্থানীয় রক্ষক। তাহারা (পামার কোম্পানী) কেবল নিজের মঙ্গলকামনা করে ; সুতরাং আমাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু রেসিডেণ্টকে যে তাঁহারা পদতলে দলন করিবেন এবং নিজামের স্বার্থসাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিবেন, সে অধিকার আমি তাঁহাদিগকে কখন প্রদান করিব না। ইত্যাদি"—

এ সংসারে মানুষ সময়ে সময়ে স্বার্থের অনুরোধে কুপথে পরিচালিত হইলেও—এ সংসারে মানুষ সময়ে সময়ে পাপাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি কুকার্য্য

দ্বারা আপনার হৃদয় মন কলুষিত করিলেও—তাঁহার অন্তরাত্মা একেবারে পাষাণবৎ হইয়া পড়ে না। হৃদয়ের ভাষা, সদ্ভাব এবং সত্যের জ্যোতিস্পর্শে তাঁহার হৃদয়ও কখনও কখনও বিগলিত হয়। সহৃদয়তা এবং সৎসাহসপূর্ণ মেটকাফের পত্রখানি একেবারে নিষ্ফল হইল না। এই সময় লর্ড হেষ্টিংস অনতিবিলম্বে ভারত পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল; সুতরাং পদত্যাগের সময়ে মেটকাফের প্রতি আবার আত্মীয়তা প্রদর্শন করিলেন। তিনিও মেটকাফ্‌কে বিশেষ সরলতা এবং সদ্ভাব পরিপূর্ণ একখানি পত্র লিখিলেন, এবং নিজামের ঋণ পরিশোধ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বের সদ্ভাব আর পুনরুদ্দীপিত হইল না।

এই সকল ঘটনার অনতিবিলম্বে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট নিজামের ঋণ পরিশোধ করিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পামার কোম্পানীর হিসাব অনুসারে নিজামের নিকট ৯৬,০০,০০০ ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা পাওনা হইল।* এই সকল হিসাবে নানা প্রকারের প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার ছিল। দানের টাকার উপর পঁচিশ টাকা হারে সুদ ধরা হইয়াছিল। মেটকাফের জীবনচরিত্রে, এই বিষয়ের বিশেষ সমালোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে। ভারতবর্ষে ঈদৃশ কারবার সর্ব্বদাই হইতেছে।

রেসিডেণ্টের মালখানা হইতে পামার কোম্পানী নগদ ৮০,০০,০০০ আশী লক্ষ টাকা পাইলেন। বক্রী টাকা হাইদ্রাবাদ হইতে আদায় হইল। নিজামের ঋণ পরিশোধের পর, এক বৎসরের মধ্যে পামার কোম্পানী কারবার চালাইতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহাদিগের মূলধনের অভাব হইয়া পড়িল। নিজামের প্রাপ্য রাজস্বই তাঁহাদিগের একমাত্র মূলধন ছিল। †

যে সময় পামার কোম্পানীর বিষয় লইয়া মেটকাফ্‌কে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত

---

* The whole amount of debt claimed by the House is stated to be ninety-six lakhs in December 1822, Undoubtedly the Court had good reasons to question the character of this Loan, the accounts of which are clouded by great obscurity.—*James Mill's History of India. Vol. VIII. page 500.*

† In less than a year the Nizam's debt was paid the House become bankrupt ; not from any run upon it, but merely from want of founds to meet ordinary demand.—*Minute in Council by C. T. Metcalfe. 11th December, 1828.*

এবং বিপদাপন্ন হইতে হইল, তখন তিনি আপন বাল্যকালের শিক্ষক ইটন (Eton) কলেজের অধ্যাপক গুডাল (Goodall) সাহেবের পত্রে আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সার্ থিওফিলাস্ জন্ মেটকাফের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। পিতৃমাতৃবিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ. ভ্রাতার প্রতি মেটকাফের ভ্রাতৃ-বাৎসল্য শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভ্রাতার নিকট লিখিতেন যে, বৃদ্ধ-বয়সে দুই ভাই একত্রে স্বদেশে কালযাপন করিবেন। কিন্তু মেটকাফের সে ভাবী সুখের আশা সমূলে উৎপাটিত হইল।

এদিকে পামার কোম্পানীর বিবিধ চক্রান্ত, পক্ষান্তরে দুর্ব্বিসহ ভ্রাতৃ-শোক এবং আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালনার্থ নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম, মেটকাফের স্বাস্থ্য একেবারে বিনষ্ট করিল। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে পামার কোম্পানীর ঋণ পরিশোধের কয়েকমাস পরে, অর্থাৎ জুলাই মাসে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার পত্রাদি না পাইয়া, চতুর্দ্দিক হইতে এক এক জন বিশেষ দুঃখ-প্রকাশ-পূর্ব্বক লিখিতে লাগিলেন,—"তোমার নিকট আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমার পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিবে।"

তাঁহার বন্ধুনিচয় পত্রের উপরিভাগে এখন তাঁহাকে সকলেই "সার্ চার্লস্ মেটকাফ্" লিখিতেন। মেটকাফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পিতৃলব্ধ বেরোনেট উপাধি এখন তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং বন্ধুগণ এখন তাঁহাকে "সার্ চার্লস্ মেটকাফ্" বলিয়া লিখিতেন।

রোগ-শয্যায় শায়িত মেটকাফের হস্তে ইহার এক এক খানি পত্র পড়িলেই তাঁহার ভ্রাতৃবিয়োগ স্মৃতিপথারূঢ় হইত। তজ্জন্য তিনি মনে মনে বিশেষ কষ্টানুভব করিতেন। কিন্তু কোন প্রকার বিপদ্ এবং দুর্ঘটনা তাঁহার হৃদয়ের চিরশান্তি কখনও বিনষ্ট করে নাই। সর্ব্বপ্রকার বিপদ এবং দুর্ঘ-টনার মধ্যেও তিনি নিত্যশান্তি সম্ভোগ করিতেন। এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, তিনি কোন বন্ধুর নিকট লিখিলেন—

"তুমি যে অনুমান করিয়াছ, তাহা ঠিক। আমি সর্ব্বদা চিরসুখে কাল-যাপন করি। আমার এই চিরসুখের মূল কারণ আমি নিজে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি শুন। তুমি হয় তো ইহা শুনিয়া

উপহাস করিবে। কারণ, তোমার মনের গতি এই পথ অবলম্বন করিয়া না থাকিলে, তুমি আমার মনের ভাবের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে, আমি পরিহাস করিতেছি না। আমি আগ্রহাতিশয়সহকারে এবং বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি।

"এ জীবনে যে ঈশ্বরের বিবিধ কৃপা এবং অনুগ্রহ সম্ভোগ করিতেছি, তজ্জন্য আমার হৃদয় সর্ব্বদাই ঈশ্বরের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন জাগ্রত এবং কৃতজ্ঞতা-পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমার হৃদয়স্থিত এই কৃতজ্ঞতা এত প্রবল যে, কখনও কখনও তাহা অশ্রুজলে বিকশিত হয়। এ কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে এত বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন বিপদ্, দুর্ঘটনা দ্বারা উহা বিলোড়িত হয় না। এই কৃতজ্ঞতা আমাকে আত্মসমর্পণ এবং দৃঢ়শান্তির দিকে পরিচালন করে। যদিও মনুষ্য-প্রকৃতি-সুলভ দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন কখনও কখনও বিরক্তির ভাব আমার মনে উদয় হয়, তথাপি এই জ্বলন্ত কৃত-জ্ঞতার ভাব, সর্ব্বদাই আমাকে স্থায়ী বিমর্ষ এবং নিস্তেজাবস্থা হইতে রক্ষা করিতেছে।"

অনতিবিলম্বে মেটকাফের বন্ধুগণ তাঁহার বর্ত্তমান অসুস্থতার বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন। কলিকাতায় এ সংবাদ প্রেরিত হইল। রোগের অবস্থা শ্রবণে অনেকের মনে মেটকাফের জীবনের আশাসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আফিসে এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লর্ড হেষ্টিংস (অর্থাৎ লর্ড ময়রা) গবর্ণমেণ্টের ভার, জন আডামের হস্তে প্রদান করিয়া ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি কলিকাতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। জন আডামকেও নিতান্ত অসুস্থাবস্থায় ইহার কয়েক মাস পরে ভারত পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংলণ্ড-গমন-কালে পথেই তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। এখন লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনেরেল, ফেণ্ডাল্ (J. Fendall) কৌন্সিলের জ্যেষ্ঠ মেম্বর এবং হ্যারিংটন (J. H. Harrington) কনিষ্ঠ মেম্বরের পদে এবং মেটকাফের অন্যতম বন্ধু সুইণ্টন্ সাহেব প্রধান সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইয়া-ছেন। এই সকল প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, মেটকাফের সাঙ্ঘাতিক রোগের সংবাদ-শ্রবণে অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মেটকাফের ন্যায় সাধু এবং সুবিজ্ঞ লোক অতি অল্পই ছিলেন; সুতরাং

সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, মেটকাফের সম্বন্ধে কোন দুর্ঘটনা, জাতীয় অমঙ্গলের কারণ হইয়া পড়িবে।

প্রধান সেক্রেটারী সুইণ্টন সাহেব ৩১শে অক্টোবর মেটকাফের নিকট লিখিলেন যে, তাঁহাকে কলিকাতা-আনয়নার্থ একজন চিকিৎসকসহ সরকারী জাহাজ প্রেরিত হইবে বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

এই সময় কলিকাতায় স্মিথ্ নিকল্‌সন্ (Dr. Smith Nicolson) সাহেব প্রধান চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে ডাক্তার জেম্‌স রেনাল্ড মার্টিন ৭ই নবেম্বর মেটকাফ্‌কে কলিকাতা-আনয়নার্থ প্রেরিত হইলেন। মেটকাফ্ এখন কিছু আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার নিকল্‌সনের পরামর্শ-গ্রহণার্থ কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহকারী-দিগের মধ্যে ওয়েল্‌স্ এবং বুসবি বিদায় গ্রহণানন্তর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কলি-কাতা চলিলেন। ইঁহারা দুইজন মেটকাফের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

২১ শে ডিসেম্বর মেটকাফ্ কলিকাতা পৌঁছিলেন। সুইণ্টন এবং তাঁহার অন্যান্য বন্ধু তাঁহাকে তাঁহাদিগের কাহারও বাড়ীতে অবস্থান করিতে অনু-রোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। চৌর-ঙ্গীতে একটী উৎকৃষ্ট গৃহ ভাড়া করিয়া, কলিকাতায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অল্প কয়েক দিনের নিমিত্ত বিবিধ গৃহসামগ্রী ক্রয়পূর্ব্বক গৃহখানি সুস-জ্জিত করিলেন। অনতিবিলম্বে কলিকাতা-পরিত্যাগ-কালে তাঁহাকে ক্ষতি সহ্য করিয়া, এই সকল জিনিস পত্র আবার বিক্রয় করিতে হইল।

কিছুকাল কলিকাতা অবস্থান করিয়া মেটকাফ্ সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন। আবার হাইদ্রাবাদ প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহার বর্ত্তমান চিকিৎসক ডাক্তার মার্টিনকে তিনি আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিবার নিমিত্ত হাইদ্রাবাদ রেসিডেন্সির চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে হাইদ্রাবাদ রেসিডেন্সির পূর্ব্ব-চিকিৎসকের পদ শূন্য হইয়াছিল। এই পদের মাসিক বেতন তিন সহস্র মুদ্রা ছিল। ডাক্তার মার্টিন তিন সহস্র টাকা মাসিক বেতন পাইবেন মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। কিন্তু মেটকাফ্ তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার তিন সহস্র টাকা এখন আর পাইবার আশা নাই। পদের বেতন ভবিষ্যতে মাত্র ১৫০০ শত টাকা ধার্য্য হইবে।

এ পর্য্যন্ত রেসিডেন্সি ডাক্তারের বেতনের অর্দ্ধাংশ ১৫০০ পনের শত টাকা

নিজামের গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিতেন। রেসিডেন্সির ইংরাজ ডাক্তার নিজামের ঔষধের ভাণ্ডার-রক্ষক, এইরূপ ভাণ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব রেসিডেণ্টগণ নিজামের নিকট হইতে মাসিক ১৫০০ শত টাকা আদায় করিতেন, আর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রেসিডেন্সি ডাক্তারকে মাত্র ১৫০০ শত টাকা প্রদান করিতেন। কিন্তু নিজামের ঔষধের ভাণ্ডার ছিল না। একটা না একটা ছলনা করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রেসিডেণ্টগণ এইরূপে নিজামের অর্থাপহরণ করিতেন। মেটকাফ্ হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট হইলে পর, এ পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ হয় নাই। পূর্ব্ব-চিকিৎসক দীর্ঘকাল যাবৎ তিন সহস্র টাকা বেতন পাইতেছিলেন; সুতরাং তাঁহার বেতন হ্রাস করিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এখন সেই পদে নূতন চিকিৎসক নিযুক্ত করিবার সুযোগ উপলক্ষে, মেটকাফ্ মনে মনে স্থির করিলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রেসিডেণ্টদিগের ন্যায় তিন প্রতারণা করিয়া কখনও নিজামের গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৫০০ শত টাকা লইবেন না। এই জন্যই রেসিডেন্সি ডাক্তারের বেতন ১৫০০ শত টাকা ধার্য্য হইল। ডাক্তার মার্টিন ১৫০০ শত টাকা বেতনের কথা শুনিয়া, মেটকাফের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। কোন কোন ইংরাজ, মেটকাফ্কে ডাক্তারের পূর্ব্বের বেতন স্থিরতর রাখিতে বলিলেন। কিন্তু কোন প্রকার স্বার্থের অনুরোধ তাঁহাকে ন্যায়ানুগত আচরণ হইতে বিরত করিল না। তিনি কোন ক্রমেই নিজামের গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৫০০ শত টাকা মাসে মাসে অপহরণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং ডাক্তার মার্টিনকে সঙ্গে করিয়া হাইদ্রাবাদে যাইবার সুবিধা হইল না। ইহার নামই ন্যায়ানুগত আচরণ। কিন্তু এই শব্দটী এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান অভিধানে বড় পরিলক্ষিত হয় না!!!

মেটকাফ্ অবিলম্বে অর্ণবপোতে হাইদ্রাবাদ যাত্রা করিলেন। জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ড-যাত্রী একজন সিবিলিয়ানের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই ব্যক্তি ফার্লো (বিদায়) গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়াছিলেন। কিন্তু কোন দুর্ঘটনাপ্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গের বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য জিনিস পত্র জাহাজে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জাহাজ রওনা হয়। ইঁহার পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন সঙ্গে আর দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। মেটকাফ্ আপনার ব্যবহারের নিমিত্ত কলিকাতা-অবস্থান-কালে অনেক নূতন বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন,

সেই সকল নূতন বস্ত্র হইতে মাত্র দুই এক খানি নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত রাখিয়া, সমুদয়ই এই সিবিলিয়ানকে দান করিলেন।

১৮২৪ খ্রীঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি হাইদ্রাবাদ পৌছিলেন। হাইদ্রাবাদের কার্য্যোপলক্ষে বিগত চারি বৎসর মধ্যে একটু বিশ্রাম কিম্বা বন্ধুগণের নিকট পত্রাদি লিখিবার আশানুরূপ অবকাশ লাভ করিতে পারেন নাই। অবকাশলাভের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, মেটকাফ্ হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হাইদ্রাবাদে পৌছিবার পর তদ্বিপরীতাবস্থা সমুপস্থিত হইল। যাহা হউক, এবার হাইদ্রাবাদে পৌছিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট সর্ব্বদা সুদীর্ঘ পত্র লিখিবার অবকাশ লাভ করিলেন। ইঁহার বাল্যকালের শিক্ষক ইটন কলেজের অধ্যাপক গুডাল সাহেবের নিকট মেটকাফ্ সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন এবং ভারতবর্ষ হইতে গুডাল সাহেবের সহধর্ম্মিণীকে শাল ইত্যাদি বিবিধ উপহার সময় সময় প্রেরণ করিতেন। গুডাল সাহেবের সঙ্গে এখন অনেক পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল।

অন্যান্য অনেকানেক বন্ধুর নিকটও এই সময় বিবিধ বিষয়ে পত্রাদি লিখিলেন। সেই সকল পত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উদ্ধৃত করিবার সম্পূর্ণ স্থানাভাব। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে যে তাঁহার চিরকাল হইতে বিশেষ উদার মত ছিল, তাহা এই সময়ের লিখিত একখানি পত্র বিশেষরূপে সপ্রমাণ করে। পাঠকগণের অবগত্যর্থ সেই পত্রের একাংশই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে ম্যাল্কমের বক্তৃতা * আমার ভাল লাগিয়াছে। এই বিষয়ে আমি কোন দৃঢ় মত পোষণ করি না। যে পক্ষ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের কেবল উপকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার সকল বিষয়ে ঐক্য হয় না। আর যাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হইতে বিপদাশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গেও আমার ঐক্য হয় না। আমি মনে করি যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলে, এখন কিছু অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক লাভ হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান আমাদের রাজত্বের চিরস্থায়িত্বের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু চরমে তদ্দারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার হইবে।

---

* জন্ ম্যাল্কম্ জন আডামের ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের তিন আইনসম্বন্ধীয় কার্য্য-কলাপ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ম্যালকম্ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। এই সম্বন্ধে ম্যালকমের মতের সঙ্গে মেটকাফের ঐক্য ছিল না।

"ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের এইমাত্র প্রকৃত বিপদাশঙ্কা যে, এতদ্দ্বারা ভারতবাসিগণ কালে আমাদের অধীনতার শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে সমর্থ হইবেন। গবর্ণমেণ্টের যে এতদ্দ্বারা একটু অসুবিধা হয়, তাহা আমি অতি ক্ষুদ্র অসুবিধা বলিয়া মনে করি। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের বিশেষ উপকারিতা রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা সুশিক্ষা এবং জ্ঞান বিস্তার হইবে। সুতরাং কোন প্রকার সাময়িক এবং স্বার্থপর অভিপ্রায়ের অনুরোধে সুশিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের পথ অবরোধ করা যার-পর-নাই অন্যায়। আমি দেশের রাজা হইলে, মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতাম।"

মেটকাফের কলিকাতা-অবস্থান-কালে লর্ড আমহার্ষ্টের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে মেটকাফ্, লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট হইতে নিম্নোদ্ধৃত পত্র প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে আবার দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিতে হইল।

কলিকাতা, ১৬ই এপ্রিল ১৮২৪।

"আমার প্রিয় সার্ চার্লস্—উত্তরপ্রদেশে যে সকল ঘটনা সমুপস্থিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট দিল্লী এবং রাজপুতানার শাসন-সংরক্ষণার্থ নূতন বন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সেই সকল নূতন বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আপনাকে দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি আগ্রহাতিশয়সহকারে আশা করিতেছি যে, আপনার এই অত্যাবশ্যক এবং কঠিন কর্ত্তব্যভারগ্রহণসম্বন্ধে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

"হাইদ্রাবাদে এখনও আপনার কার্য্যের আবশ্যক রহিয়াছে বটে; কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার আপনার পূর্ব্বনিয়োগ-স্থানে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমি আশা করি যে, আপনার দিল্লী-গমন-সম্বন্ধে যদি বিশেষ কোন বাধা না থাকে, তবে আপনি সেই প্রদেশে যাইতে একেবারে প্রস্তুত হইবেন। সেখানে আপনার কার্য্য-কারিতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে এবং আমি নিশ্চয়রূপে আপনাকে বলিতেছি যে, সেখানে গমন করিয়া, আপনি ভারতবাসী অন্যান্য সকলের অপেক্ষা আপনার স্বদেশের এবং গবর্ণমেণ্টের অধিকতর মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ হইবেন।"

সুইণ্টন সাহেবের পত্রেই আপনি সমুদয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন। সুতরাং সে সকল বিষয় আমার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।”

আপনার বিশ্বস্ত এবং বাধ্য দাস
আমহার্ষ্ট।

এই পত্রপ্রাপ্তির পর মেটকাফ্ তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট লিখিলেন—

“গবর্ণমেণ্টের সকল আদেশই আমি মান্ত করা উচিত মনে করি। কিন্তু ঈদৃশ আদেশ কখন প্রতিবাদ করা যাইতে পারে না। আমি অনিচ্ছাসত্বেও চলিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, শান্তিসহকারে এখানেই থাকি। এই স্থানের সাধারণের মঙ্গলার্থ যে সকল কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, তাহা বড় দুঃখের সহিত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। কিন্তু এই স্থানের বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিতে তদপেক্ষা অধিকতর কষ্টানুভব হইতেছে।”

বস্তুতঃ বন্ধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল বলিয়া, মেটকাফ্ অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে হাইদ্রাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সময়ে সময়ে তিনি অনেকানেক দুষ্ট লোককে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়া, অনুতাপ করিলেও, বন্ধুতা লাভ করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই তাঁহার মন ধাবিত হইত। প্রেমিক যুবক যদ্রূপ নববধূর প্রণয়পাশে একেবারে আবদ্ধ হয়েন, বন্ধুর প্রতি মেটকাফের হৃদয় তদ্রূপ অনুরক্ত হইত। তিনি হাইদ্রাবাদ পরিত্যাগের পর আপন বন্ধু ওয়েল্স এবং হিস্লপকে দিল্লীতে নিযুক্ত করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

১৮২৫—১৮৫৭

দিল্লী পুনরাগমন।

The truth is, that from the day on which the Company's troops marched on mile from their factories, the increase of their territories * * * became a principle of self-preservation.—*J. Malcolm.*

মেটকাফের প্রতি লর্ড আমহার্ষ্টের অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল। মেটকাফের কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্ব্বে, লর্ড আমহার্ষ্ট, সুইণ্টন সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন,—"সার্ চার্লস্ মেটকাফের কলিকাতা অবস্থানার্থ তাঁহার গৃহ ঠিক করিবার ভার আপনার উপর অর্পিত হইয়া থাকিলে, তাঁহার নিমিত্ত আপনার স্বতন্ত্র গৃহ ভাড়া করিবার প্রয়োজন নাই। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ এবং তাঁহার সঙ্গী দুই তিন জন ভদ্রলোক গবর্ণমেণ্ট-গৃহেই অবস্থান করিতে পারিবেন।"

মেটকাফ্ ১৮২৫ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসের শেষে কলিকাতা পৌঁছিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব-বন্ধু মেজর লকেটের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে ঘটনা উপলক্ষে মেটকাফ্‌কে আবার দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিতে হইল, তাহা সুইণ্টন সাহেবের পত্রে যৎকিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল সুইণ্টনের পত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করিলে, তৎসংক্রান্ত আমূল বিবরণ পাঠকগণ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং সেই সকল ঘটনা সংক্ষেপে এই স্থানে উল্লেখ করিতে হইল।

পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীর বাদসাহ ইংরাজদিগের করতলস্থ হইলে পর, ডেবিড্ অক্টারলনী দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ডেবিড্ অক্টারলনী স্থানান্তরিত হইলেন। এই উচ্চপদ সেটন সাহেবকে প্রদত্ত হইল। সেটনের পর মেটকাফ্ এই পদে নিযুক্ত হইলেন। অক্টারলনী এই পদ হইতে স্থানান্তরিত হইবার সময়ে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষ অপমানিত হইলেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পরে মেটকাফ্, সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলে, লর্ড ময়রা

আবার অক্টারলনীকে দিল্লীর রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে অক্টারলনী বিশেষ সন্তোষলাভ করিলেন।

কিন্তু ১৮২৩ খৃঃ অব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট অক্টারলনীর কার্য্যকর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বার্দ্ধক্যহেতু তাঁহাকে কার্য্যপরিত্যাগার্থ অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ অক্টারলনী এই সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিও কার্য্য-পরিত্যাগে সম্মত হইলেন। মেটকাফ্ পুনর্ব্বার দিল্লীর রেসি-ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু মেটকাফের দিল্লী পৌঁছিবার পূর্ব্বে, আর একটী ঘটনা উপস্থিত হইল। সেই ঘটনা উপলক্ষে অক্টারলনী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তিরস্কৃত হইবামাত্র পদত্যাগ করিলেন। তৎপরে মনঃকষ্টে তিনি অচিরাৎ কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। তাঁহার ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যুর পর, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ছষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতা পৌঁছিবামাত্র ছষট্টি বার কামানধ্বনি হইল এবং সাধারণের অর্থ দ্বারা তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কলিকাতা গড়ের মাঠে অক্টারলনী মনুমেণ্ট (স্মৃতিস্তম্ভ) নির্ম্মিত হইল।

সার্ ডেবিড্ অক্টারলনী গবর্ণমেণ্টের আদেশপ্রাপ্তির পূর্ব্বে, ভরতপুরের দুর্জ্জনসালের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন বলিয়াই, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। এখন দুর্জ্জনসালের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে,—মালব এবং জয়পুরের সঙ্গে কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে—সেই সকল বিষয়ে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, মেটকাফ্‌কে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। এই সকল বিষয়সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হইলে পর, মেটকাফ্ দিল্লীর রেসিডেণ্টস্বরূপ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিবেন বলিয়া অবধারিত হয়।

ভরতপুরের দুর্জ্জনসালের সঙ্গে বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, লর্ড আমহার্ষ্টের এরূপ ইচ্ছা ছিল না। তিনি বলিলেন, ভরতপুরের রাজার সঙ্গে পূর্ব্বসন্ধি-অনুসারে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে ভরতপুরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বরগণ তদ্বিপরীত মত অবলম্বন করিলেন। মেটকাফ্ ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের সঙ্গে একমত হইয়া গবর্ণর জেনেরেলকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন।

এই স্থানে ভরতপুরের রাজা এবং ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং যে ঘটনা উপলক্ষে এখন যুদ্ধারম্ভের সূত্রপাত হইল, তৎসমুদয় বিবৃত না করিলে, মেটকাফের মতামতের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা এই স্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইল।

ব্রজ নামে জাঠ্ (Jat) জাতীয় এক জন বিশেষ পরাক্রমশালী পুরুষ কর্ত্তৃক ভরতপুরের রাজ্য সংস্থাপিত হয়। কিন্তু ব্রজ কেবল ডিগ্ পরগণার উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র সূর্য্যমলের সময়ই রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি হয়। ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে সূর্য্যমল, মুসলমান-দিগের সঙ্গে সংগ্রামে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে ক্রমান্বয়ে তিন জন ভরতপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তৃতীয় পুত্রের রাজত্বকালে তাঁহার চতুর্থ পুত্র রণজিৎ সিংহ, নজহফ খাঁর সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রায় সমুদয় রাজ্য নজহফ খাঁর হস্তগত হইল। কেবল ভরতপুরের দুর্গ তাঁহার দখলে রহিল। কিছুকাল পরে ইঁহার জননীর অনুরোধে নজহফ খাঁ কিয়দংশ ভূমি প্রত্যর্পণ করিলেন। নজহফ খাঁর মৃত্যুর পর, দিল্লী এবং ভরতপুর প্রভৃতি প্রদেশের উপর সিন্ধিয়ার আধিপত্য বিস্তৃত হইল। ভরত-পুরের রাজা রণজিৎ সিংহ, সিন্ধিয়ার অধীনস্থ রাজা হইয়া রহিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে আসাইএর যুদ্ধের পর, সিন্ধিয়া ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে, ইংরাজেরা ভরতপুরের রাজা রণজিতের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপনপূর্ব্বক সন্ধি করিলেন। কিন্তু এ মিত্রতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে হোলকারের সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধের সময়ে ভরতপুরের রাজা হোলকারের পক্ষাবলম্বন করিলেন *। ডিগের দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে পর, হোলকার ভরতপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড লেক তখন ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে চারি বার লর্ড লেক, এই চির অজেয় এবং অজিত দুর্গ আক্রমণ উপলক্ষে সসৈন্যে পরাজিত হইলেন। চারি বারে অন্যূন তিন সহস্র ইংরাজ-সৈন্য নিহত হইল। লর্ড লেক কোন প্রকারেই এই দুর্গ পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। এই যুদ্ধোপলক্ষে ভরতপুরের রাজা

* পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট—উভয় পক্ষেরই বিশেষ অর্থানটন উপস্থিত হইল। সুতরাং অনতিবিলম্বে হোলকার এবং ভরতপুরের রাজার সঙ্গে ইংরাজদিগের পৃথক্ পৃথক্ সন্ধি সংস্থাপিত হইল। ভরতপুরের রাজার সঙ্গে যে সন্ধি হইল, তন্মধ্যে কেবল এই কয়েকটী নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল।—(১) এতদ্দ্বারা মহামান্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ভরতপুরের রাজার সুদৃঢ় এবং চিরস্থায়ী বন্ধুতা সংস্থাপিত হইল।—(২) পরস্পরের মধ্যে এইরূপ বন্ধুতা সংস্থাপন নিবন্ধন, পরস্পরের বন্ধুকে পরস্পর বন্ধু এবং পরস্পরের শত্রুকে পরস্পর শত্রু বলিয়া মনে করিবেন।—(৩) পরস্পরের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে একবার মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ঘটনানিবন্ধন সে মিত্রতা পরে ভঙ্গ হইল। সুতরাং বর্ত্তমান সন্ধিপত্র, ভবিষ্যতে কোন পক্ষ কর্ত্তৃক ভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য ভরতপুরের রাজাকে তাঁহার একটী পুত্রকে দিল্লীর কিম্বা আগ্রার ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট কিছুকাল প্রতিভূস্বরূপ রাখিতে হইবে; আর ইংরাজেরা ডিগের দুর্গ রাজাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। (৪) ভরতপুরের রাজাকে বিশ লক্ষ টাকা যুদ্ধের খরচ বাবত ইংরাজদিগকে চারি কিস্তিতে দিতে হইবে। কিন্তু রাজা বন্ধুত্ব রক্ষা করিলে, ইংরাজেরা এই দাবী হইতে রাজাকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।—(৫) এই অঞ্চল ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশ ভরতপুরের রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল (অর্থাৎ সিন্ধিয়ার অধীনে ভরতপুরের রাজা যে সকল পরগণা ভোগ করিতেন) তৎসমুদয় ভরতপুরের রাজাকে প্রত্যর্পিত হইবে। —(৬) ইংরাজদিগের রাজ্য কেহ আক্রমণ করিলে, ভরতপুরের রাজাকে ইংরাজদিগের সেই শত্রুকে আক্রমণ করিতে হইবে। ভরতপুরের রাজা ইংরাজদিগের কোন শত্রুর সঙ্গে পত্রাপত্রি চালাইতে, কিম্বা কোন শত্রুকে সাহায্য করিতে পারিবেন না।—(৭) এই সন্ধির দ্বিতীয় ধারা দ্বারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধুকে বন্ধু, এবং শত্রুকে শত্রু বলিয়া মনে করিবেন, এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের কোন মিত্র রাজার সঙ্গে ভরতপুরের রাজার বিবাদ হইলে, ভরতপুরের রাজা প্রথমতঃ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে সে বিষয় মীমাংসা করিয়া দিতে অনুরোধ করিবেন। ইংরাজেরা তদ্রূপ বিবাদ উপলক্ষে ন্যায়ানুগত মীমাংসা করিবেন। অপর পক্ষ ইংরাজদিগের মীমাংসায় সম্মত না হইলে, ইংরেজেরা ভরতপুরের রাজার পক্ষাবলম্বন করিবেন।—(৮) ভরতপুরের রাজা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি

ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজ কিংবা ফরাশী প্রভৃতি ইয়োরোপীয় লোককে স্বরাজ্যে স্থান প্রদান করিবেন না এবং ইংরাজেরাও রাজার অনুমতি ভিন্ন তাঁহার কোন কর্ম্মচারী কিম্বা আত্মীয়কে ইংরাজ-রাজ্যে স্থান প্রদান করিতে পারিবেন না।

১৮০৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে এই সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া, মে মাসে গবর্ণর জেনেরেল কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। ইহার পর ভরতপুরের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আর কোন সন্ধি হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই,—কেবল রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে নহে, ইঁহাদিগের বাণিজ্যের প্রারম্ভ হইতেই—আত্মরক্ষার প্রবল বাসনা ইঁহাদিগকে সর্ব্বদাই অন্যায় যুদ্ধে এবং বিবিধ অন্যায়াচরণে রত করিতেছে। পক্ষপাতী ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ সর্ব্বদাই বলেন যে, ভারতবাসী রাজগণ অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক; সদ্যঃলিখিত সন্ধিপত্রের মসী পরিশুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহারা সন্ধিপত্রের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। কিন্তু দেশের সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, তাঁহাদিগের ঈদৃশ অভিযোগ এবং উক্তি নিতান্ত অমূলক এবং যার-পর-নাই অন্যায়। ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশীয় কোন রাজার সঙ্গে তাঁহাদের মিত্রতা স্থাপন হইলেই, তাঁহারা আত্মরক্ষার প্রবল বাসনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, মিত্ররাজকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করেন,—মিত্ররাজ্যের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে অনুরোধ করেন,—মিত্র-রাজ্যে নিজের সৈন্য সন্নিবেশনের উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকেন—এবং ইঁহাদিগের কর্ম্মচারিগণ কোন কোন মিত্রের অর্থ-সম্পত্তি যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেও বড় কুণ্ঠিত হয়েন না। বিগত সিপাহী-বিদ্রোহের পর সিন্ধিয়ার প্রতি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের আচরণ ইহার একটি প্রবল দৃষ্টান্তস্থল। এই বিষয় কাহারও অবিদিত নাই যে, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সিন্ধিয়া, ইংরাজ-গবর্ণ-মেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর সিন্ধিয়া অনেক ব্যয়ে এবং নিজের শারীরিক পরিশ্রমে আপন রাজ্যের অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্যকে রণ-কৌশলে সুশিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক একদল (regiment) উৎকৃষ্ট সৈন্য প্রস্তুত করেন, এবং এই সকল সৈন্যের রণকৌশল দেখাইবার নিমিত্ত ইংরাজ-রেসিডেণ্টকে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সুশিক্ষিত সৈন্যদল কৃত্রিম যুদ্ধে (mock fight) প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন সাংগ্রামিক কৌশল প্রদর্শন করিল। রেসিডেণ্ট এই সৈন্যদলের রণকৌশল দেখিয়া

আশ্চর্য্য হইলেন, এবং অবিলম্বে সিন্ধিয়ার ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সৈন্য বিনয়নের সংবাদ গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া জানাইলেন। গবর্ণমেণ্ট, সিন্ধিয়াকে এই সৈন্যদল নিরস্ত্র করিয়া, বরখাস্ত করিতে আদেশ করিলেন। অত্যন্ত দুঃখ-সহকারে সিন্ধিয়াকে এই সুশিক্ষিত সৈন্যদল অগত্যা বরখাস্ত করিতে হইল।

বস্তুতঃ ইংরাজগণ দূরদেশাগত বলিয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বদাই বিপদের আশঙ্কা করেন, এবং এই চিরবিপদাশঙ্কা-নিবন্ধনই আত্মরক্ষার্থ ইঁহা-দিগকে মিত্ররাজ্যে সর্ব্বদা হস্তক্ষেপ করিতে হয়,—উপকারীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে হয়—কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা প্রদান করিতে হয়—মিত্ররাজ-গণের সঙ্গে অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং স্বরাজ্যের প্রজাদিগের উন্ন-তির দ্বার পর্য্যন্ত অবরোধ করিতে হয়। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় রাজ-গণের মধ্যে যে পূর্ব্বে প্রায়ই সন্ধিভঙ্গ হইত, তাহার মূল কারণ এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার্থ শঙ্কিত হইয়া, মিত্র-রাজগণ-মধ্যে কখন কে কি করিতেছে, তাহার তত্ত্ব লইবার চেষ্টা করেন, সুতরাং কোন বন্ধুর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাব সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলে, কিম্বা সর্ব্বদাই কেবল বন্ধুর ঘরের তত্ত্ব খবর লইতে আরম্ভ করিলে, বন্ধুতা কখন চিরস্থায়ী হয় না।

ভরতপুরের রাজার সঙ্গেও এখন শুদ্ধ ভাবী বিপদাশঙ্কা নিবারণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ভরতপুরের রাজার, রণজিত সিংহের সঙ্গে ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে যে সন্ধি হইয়াছিল, সে সন্ধির কোন নিয়মভঙ্গ হয় নাই। এই সন্ধি সংস্থাপিত হইবার কয়েক মাস পরে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইল। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রণধীর সিংহ সিংহাসনারূঢ় হইয়া ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। রণধীর সিংহের রাজত্বকালে মেটকাফ্ দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি রণধীর সিংহের আচরণ বিশেষ আস্পর্দ্ধা-পরিপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং ইতিপূর্ব্বেই তিনি লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে গবর্ণমেণ্টকে ভরতপুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট মেটকাফের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে, মেটকাফ্ তখন কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালের কৌন্সিলের মেম্বর সেটন সাহেব, গোপনে মেটকাফ্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, গবর্ণমেণ্ট অর্থের অনটন-প্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-

ধার ঔচিত্য গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। রণধীর সিংহের যে সকল আচরণ মেটকাফ্ বিশেষ আস্পর্দ্ধাসূচক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা এক একটি করিয়া এই স্থানে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষার্থ মিত্রতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে কিম্বা কোন কার্য্য হইতে স্থগিত থাকিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বিশেষ তাচ্ছল্য এবং অবজ্ঞা সহ-কারে তাঁহাদিগের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতেন। একবার মেটকাফ্ তাঁহার দরবারে এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি দূতকে আপন রাজপ্রাসাদ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থান করিবার নিমিত্ত এক মাঠে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তৎকালে দেশীয় রাজগণের ঈদৃশ আচরণ একেবারে অন্যায় বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা বণিকের পরিচ্ছদে এদেশে আসিয়াছিলেন। নিতান্ত নিস্তেজ এবং কাপুরুষ না হইলে দূর-দেশাগত কয়েকজন বণিকের ঈদৃশ প্রভুত্ব এবং একাধিপত্য নিশ্চয়ই লোকের নিকট অসহনীয় হয়।

১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে রণধীর সিংহের মৃত্যু হইল, এবং তৎকনিষ্ঠ বলদেব সিংহ সিংহাসনারূঢ় হইলেন। কিন্তু রণধীর সিংহের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র দুর্জ্জন-সাল, রণধীর সিংহের গৃহীত পুত্র বলিয়া সিংহাসন-লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে বলদেব সিংহ, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে বলীয়ান্ করিতে লাগিলেন। এই গৃহবিচ্ছেদই ভরতপুর-বিনা-শের মূল কারণ হইল।

বলদেব সিংহ রোগাক্রান্ত অবস্থায় সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি দুর্জ্জনসালের আক্রমণ হইতে আপন শিশু-সন্তান বলবন্ত সিংহের উত্তরাধি-কারিত্ব দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে আপন পুত্রকে তাঁহার ভাবী উত্তরাধি-কারী বলিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। ডেবিড্ অক্টারলনী এই সময়ে দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বলদেব সিংহকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ বিনয়ী দেখিয়া, তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলদেব সিংহের শিশু-সন্তান বলবন্ত সিংহকে ভরতপুরের ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দের সন্ধিপত্রানুসারে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার ছিল না। লর্ড আমহার্ষ্ট অল্প দিন হইল গবর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ যে, সকল বিষয়েই ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে অনধিকার হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তাহা এখন পর্য্যন্তও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ডেবিড্ অক্টারলনীর পত্রের প্রত্যুত্তরে স্পষ্টরূপে কিছুই লিখিলেন না। অক্টারলনীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সিংহাসন সম্বন্ধে অন্য কাহারও অপেক্ষাকৃত অধিকতর দাবী আছে কি না, তাহা তদন্ত না করিয়া, বলবন্ত সিংহকে ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ডেবিড্ অক্টারলনী এই পত্রপ্রাপ্তির পর, বলবন্ত সিংহকে ভরতপুরের ভাবী রাজা স্বীকার করিয়া খেলাত প্রদান করিলেন, এবং তদ্রূপ খেলাত প্রদানানন্তর, গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন,—তিনি তদন্ত পূর্ব্বক বলবন্ত সিংহের উৎকৃষ্ট দাবী জানিতে পারিয়া, গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে বলবন্ত সিংহকে ভরতপুরের ভাবী রাজা স্বীকারপূর্ব্বক খেলাত প্রদান করিয়াছেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই বলদেব সিংহের মৃত্যু হইল। ছয় বৎসরের বালক বলবন্ত সিংহ সিংহাসনারোহণ করিলেন। তাঁহার মাতুল রামরতন সিংহ তাঁহার অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু দুর্জ্জনসাল সৈন্য-সংগ্রহপূর্ব্বক রামরতন সিংহের প্রাণবিনাশ করিলেন, এবং বলবন্ত সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসনারোহণ করিলেন।

দুর্জ্জনসালের সিংহাসনারোহণের সংবাদ দিল্লীর রেসিডেণ্ট ডেবিড্ অক্টারলনীর নিকট পৌঁছছিবামাত্র, তিনি দুর্জ্জনসালের সঙ্গে যুদ্ধার্থ ইংরাজ-সৈন্যদিগকে ভরতপুরাভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন, এবং ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নামে ভরতপুরে ঘোষণাপত্র প্রচার দ্বারা প্রজাদিগকে অবগত করিলেন যে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট বলবন্ত সিংহের পক্ষাবলম্বন করিবেন। প্রজাগণকেও প্রকৃত রাজার পক্ষাবলম্বন করিতে হইবে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অক্টারলনী আবার ভরতপুরের সঙ্গে যুদ্ধার্থ সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র গবর্ণমেণ্ট অক্টারলনীকে তিরস্কারপূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিলেন। অধিকন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বলবন্ত সিংহের উত্তারাধিকারিত্ব কখন স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিলেন।

অক্টারলনী গবর্ণমেণ্টের এইরূপ পত্রপ্রাপ্তিমাত্র তখনই বিশেষ তেজ-

স্বিতা প্রকাশপূর্ব্বক আপন পদত্যাগ-পত্রে গবর্ণমেণ্টকে প্রকারান্তরে মিথ্যা-বাদী বলিয়া পদত্যাগ করিলেন, এবং এই ঘটনার কিছুকাল পরে ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই জুলাই বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ মিরাটে পৌছিবামাত্র মনঃকষ্টে তাঁহার মৃত্যু হইল।

পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসের শেষ-ভাগে মেটকাফ্ হাইদ্রাবাদ হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন। আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর দুই মাস যাবৎ তাঁহাকে ভরতপুরের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইল। লর্ড আমহার্ষ্ট ভরতপুর-সম্বন্ধীয় সমুদয় কাগজপত্র মেটকাফের হস্তে প্রদান করি-লেন। যুদ্ধের ঔচিত্য-প্রদর্শনার্থ মেটকাফ্ একখানি মন্তব্য লিখিলেন। তাঁহার লিখিত সেই মন্তব্য সমালোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই ভরতপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে বিবৃত করিতে হইয়াছে। তিনি স্বীয় মন্তব্যে লিখিলেন,—"আমরা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান শক্তি (Paramount Power) লাভ করিয়াছি। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে কথনও কথনও ঈদৃশ সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা সঞ্চালন করা হইয়াছে। কিন্তু ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের যুদ্ধের পর হইতে এইরূপ ক্ষমতা আমরা নিয়তই সঞ্চালন করিতেছি। আমাদের অবলম্বিত রাজনীতি অনুসারে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশেই আমাদিগকে শান্তি সংস্থাপন করিতে হইবে, ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের অরাজকতা এবং অশান্তি আমাদিগকে নিরাকরণ করিতে হইবে। মালব প্রদেশে জন্ ম্যাল্‌কম ঈদৃশ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। অক্টারলনীও এই রাজনীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। এই নীতি অনুসারে কোন রাজপদের উত্তরাধি-কারী সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার অন্যথা করিলে অন্যায় এবং অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

"এই দেশের কোন স্থানের দীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতা-সম্বন্ধে আমরা উদাসীনতা প্রকাশ করিলে, সমগ্র দেশে আবার বিবিধ প্রকারের লুণ্ঠন এবং অত্যাচার বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ঈদৃশ দেশব্যাপী অত্যাচার, লুঠ এবং অরাজকতা হইতে আমরা ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষকে একবার উদ্ধার করিয়াছি।

"১৮০৬ খ্রীঃ অব্দের পর একবার আমরা পররাজ্যে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত

থাকিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। শতদ্রু এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আমরা, সিন্ধিয়াকে পরাজয় করিয়া, লাভ করিবার পর, সিন্ধিয়ার ন্যায় এই সকল রাজ্য-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান আধিপত্য (Paramount Power) সঞ্চালন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই অঞ্চলের কোন কোন ক্ষুদ্র রাজা তাঁহাদিগের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে আমাদিগের নিকট প্রার্থনা করিল। আমরা তখন প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, পররাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রথা আমাদিগের অবলম্বিত রাজনীতির বিরুদ্ধ। তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া (পঞ্জাবের) রণজিৎ সিংহের নিকট আবেদন করিল। আমরা কোন প্রতিবাদ করিব না মনে করিয়া, রণজিৎ তখন আগ্রহাতিশয়-সহকারে আপন রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সুযোগ অবলম্বন করিলেন। সুতরাং ১৮০৮—১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে রণজিৎ সিংহের সঙ্গে সন্ধি-সংস্থাপনকালে, তাঁহাকে শতদ্রু এবং যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী রাজ্য সকল পরিত্যাগার্থ অনুরোধ করিতে হইল, এবং অনেক কষ্টে এই প্রদেশ তাঁহার আক্রমণ হইতে রক্ষিত হইয়াছে।

"কোনও সন্ধিপত্র অনুসারে ভরতপুরের রাজাদের উত্তরাধিকারীকে সমর্থন করিতে আমরা বাধ্য নহি। কিন্তু সমগ্র দেশের শান্তিরক্ষক এবং সকলের অধিকাররক্ষক-স্বরূপ আমরা এদেশে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধিপত্য লাভ করিয়াছি, তন্নিমিত্তই আমাদিগকে বলবন্ত সিংহকে সমর্থন করিতে হয়। ডেবিড্ অক্টারলনী, বলবন্ত সিংহকে উত্তরাধিকারী স্বীকারপূর্ব্বক খেলাত প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, যে তাঁহাকে সমর্থন করিতে হইবে, তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করিয়াছি বলিয়া, তাঁহাকে সমর্থন করিতে হইবে।"

ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লিই সর্ব্বপ্রথমে ঈদৃশ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। মেটকাফ্ও মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজগণ সর্ব্বপ্রধান শক্তি (Paramount Power) লাভ করিতে অসমর্থ হইলে, ভারতে কখনও ইংরাজ-রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। কিন্তু অবৈধ উপায়াবলম্বনপূর্ব্বক, এবং অন্যায়াচরণ দ্বারা মেটকাফ্ ঈদৃশ সর্ব্বপ্রধান শক্তি লাভ করিবার বাসনা কখনও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার লিখিত অনেকানেক মন্তব্যে এবং অভিপ্রায়পত্রে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ঈদৃশ সর্ব্বপ্রধান আধিপত্য ক্ষমাশীলতা (moderatiou) এবং ন্যায়ানুগত ব্যবহার

(Justice) সহকারে পরিচালন করিতে হইবে। মিত্ররাজগণের এবং শত্রু-দিগের প্রতি ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন, এবং স্বরাজ্যের প্রজাদিগের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার না করিলে, এই সর্ব্বপ্রধান শক্তি যে স্থায়ী হইতে পারে না, তাহা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন। ক্ষমাশীলতা এবং ন্যায়ানুগত ব্যবহারস্বরূপ ভিত্তির উপর ঈদৃশ সর্ব্বপ্রধান আধিপত্য সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির দ্বার অবরোধ করিয়া, প্রজাদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া, এবং মিত্ররাজ-গণের অধিকারের উপর অযথোচিত হস্তক্ষেপ করিয়া—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান আধিপত্য চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায় মেটকাফের কখনও ছিল না। কারণ, তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন—"এ বিশ্ব-সংসার একটী অপ্রতিহত মহাশক্তির দ্বারা পরিশাসিত হইতেছে। সেই অখণ্ডনীয় এবং অপ্রতিহত মহাশক্তি, মানুষকে রাজপদ প্রদান করে এবং রাজপদ হইতে বঞ্চিত করে; সেই অখণ্ডনীয় এবং অপ্রতিহত মহাশক্তির কার্য্য রহিত করি-বার নিমিত্ত মানুষের দূরদর্শিতা, বুদ্ধি এবং কৌশল সর্ব্বদাই নিষ্ফল হয়। সুতরাং প্রজাদিগকে মনুষ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, প্রজাদিগকে চির-অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া, রাজপদ চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা নিতান্ত নীচা-শয়তার কার্য্য।" যখন মেটকাফের প্রতিপাদিত রাজনীতির মধ্যে ঈদৃশ মহানুভবতা রহিয়াছে, তখন এই প্রকার অনধিকার হস্তক্ষেপও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুভূত হইবে। কিন্তু মেটকাফের প্রতিপাদিত রাজনীতির মহ-দুদ্দেশ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি কোন রাজা প্রজাদিগকে চির-অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া,—প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া,—সংক্ষেপে—প্রজাদিগের হস্ত-পদ-কর্ত্তন করিয়া—এবং প্রতিবেশীকে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারচ্যুত করিয়া, রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা করেন, তবে তদ্দ্বারা কেবল তাঁহার ঘোর নীচাশয়তা, অর্থগৃধ্নুতা এবং অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং তাঁহার রাজপদ কখন চিরস্থায়ী হয় না।

মেটকাফ্ কৌন্সিলের মেম্বরদিগের সঙ্গে একমতাবলম্বী হইয়া, ভরতপুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ প্রদান করিলে পর, গবর্ণর জেনেরেলও যুদ্ধে সম্মতি প্রদান করিলেন। এই সম্বন্ধে সন্ধি-বিগ্রহ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য আপন অভিপ্রায় অনুসারে নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা মেটকাফের প্রতি অর্পিত হইল। তিনি ১লা অক্টোবর কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিল্লী যাত্রা করিলেন।

দুর্জ্জন-সাল ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অনুসারে ভরতপুরের রাজপদ-সম্বন্ধে আপন দাবী পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া অবধারিত হইল।

দুর্জ্জন-সাল ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাজপুতানার প্রায় সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা গোপনে গোপনে দুর্জ্জন সালকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই ইংরাজদিগকে বিদ্বেষ-নেত্রে দর্শন করিতেন,—সকলেই ইংরাজদিগের বিনাশ কামনা করিতেন। কিন্তু ইঁহাদিগের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ঐক্য ছিল না,—প্রত্যেকেই প্রত্যেককে হিংসা করিতেন, প্রত্যেকেই নিজে নিঃসংস্রব থাকিয়া, অপরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধারম্ভ হইতে দেখিলে, বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন।

ভরতপুরের প্রজাগণ দুর্জ্জন-সালের পক্ষাবলম্বন করিল। বলবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে তাহাদিগের কোন বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে তাহাদিগের ঘোর বিদ্বেষ ছিল। সুতরাং ইংরাজদিগের আক্রমণ হইতে রাজ্য-রক্ষার্থ সকলেই প্রস্তুত হইল।

১৮২৫ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে নবেম্বর মেটকাফ্ ভরতপুরের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ হইবে বলিয়া, ঘোষণা প্রচার করিলেন। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড কোমারমিয়ার (Lord Combermere) স্বয়ং ভরতপুর আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। ভরতপুর আক্রমণ উপলক্ষে পূর্ব্বে বারম্বার পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া, এবার সাংগ্রামিক আয়োজনের কোন প্রকার ক্রটী হইল না। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে কয়েক জন উৎকৃষ্ট সাংগ্রামিক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সৈন্যদিগের সঙ্গে ভরতপুর যাত্রা করিলেন। ইংরাজদিগের বৃথা আস্ফালন এবং অত্যধিক আত্মবিশ্বাস-নিবন্ধন কোন কার্য্যে অবহেলা এবং ক্রটী না হয়, তজ্জন্য স্বয়ং মেটকাফও সৈন্যের সঙ্গে চলিলেন। ১০ই ডিসেম্বর ইংরাজসৈন্য ভরতপুরের নিকটবর্ত্তী হইল। যে সকল বিবিধ প্রকারের সাংগ্রামিক কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক ইংরাজগণ এই অজেয় দুর্গ ভগ্ন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা সবিস্তারে বিবৃত করিলে, সাধারণ পাঠকগণের সুখপাঠ্য হইবার সম্ভব নাই। কিন্তু সংগ্রাম-বিশারদদিগের নিকট যে, এই দুর্গ আক্রমণের আমূল বিবরণ বিশেষ সুখপাঠ্য এবং শিক্ষাপ্রদ তাহার কোন সন্দেহ নাই। ডিসেম্বর মাসে আক্রমণ আরম্ভ হইল।

১৮ই জানুয়ারির পূর্ব্বে দুর্গ ভগ্ন করিবার সাধ্য হইল না। দুর্গপার্শ্বে গর্ত্ত খনন-পূর্ব্বক এক একটী গর্ত্ত সহস্র মণ বারুদ পূর্ণ করিয়া, দুর্গভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮ই জানুয়ারি এই প্রকার তিনটী বারুদ-পূর্ণ গর্ত্তে অগ্নি প্রদান করিবামাত্র দুর্গাংশ ভগ্ন হইল, এবং দুর্গরক্ষকদিগের মধ্যে আট হাজার লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইল। ইহার পর আরও অন্যূন ছয় সহস্র লোক দুর্গ-রক্ষার্থ চেষ্টা করিয়া, সংগ্রামে কতক হত এবং কতক আহত হইল। দুর্জ্জন-সাল আপন পত্নী এবং পুত্রদ্বয়সহ পলায়ন-কালে ধৃত হইয়া, কয়েদিস্বরূপ আলাহাবাদে প্রেরিত হইলেন। ইংরাজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, বলবন্ত সিংহকে সিংহাসন প্রদান করিলেন।

ভরতপুরের যুদ্ধাবসানে মেটকাফ্, ভরতপুরের তাম্বু হইতে তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র লেফ্‌টেনাণ্ট হিস্‌লপের নিকট ক্রমে দুই তিন খানি পত্র লিখিলেন। এই সকল সুদীর্ঘ পত্র স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং পত্রোল্লিখিত দুই একটী কথা মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"হাইদ্রাবাদের অভিজ্ঞতা আমাকে বিশেষ সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছে। যদিও এই ঘটনা উপলক্ষে মানব-প্রকৃতিসম্বন্ধে আমার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক-তর প্রতিকূল মত হইয়াছে, তথাপি এতদ্দ্বারা আমার একটি বিশেষ উপ-কার হইয়াছে। জনসাধারণের মতামতের উপর আমি এখন অত্যল্প গুরুত্ব স্থাপন করি। সুতরাং জনসাধারণের প্রতিকূল মত এখন আর আমার মনে কোন প্রকার বিরক্তির ভাব উৎপাদন করিবে না। সকলের সম্বন্ধে সদিচ্ছা পোষণ করিলেই, জনসাধারণের সদ্ভাব লাভ করা যায় না। সাধু সঙ্কল্পও সর্ব্বদা সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিতে হইলে, জন-বিশেষের স্বার্থরক্ষার্থ অনেক সময় সাধারণের মঙ্গ-লের পথ পরিত্যাগ করিতে হয়। হাইদ্রাবাদে আমি এই সকল শিক্ষা-লাভ করিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বর করুন, জনসাধারণের অনুকূল মত-লাভার্থ আমাকে যেন কখনও এই শিক্ষার অনুসরণ করিতে না হয়।"

হিস্‌লপের নিকট দ্বিতীয় পত্রে লিখিলেন—"আমি তোমার ঈদৃশ মতের গৌরব করি। উচ্চাভিলাষকে উৎসাহ প্রদান এবং উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি-স্থাপন উচিত মনে করি। এই সম্বন্ধে জন্‌সন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বোধ হয় আমি তোমাকে লিখিয়াছি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি উচ্চতম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করেন, তিনি সেই উচ্চতম লক্ষ্য লাভ

করিতে না পারিলেও, যে ব্যক্তির নীচ লক্ষ্য, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন। উচ্চাভিলাষের সঙ্গে সঙ্গে যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকে যে, যাহা কিছু সৎ তাহাই মহৎ এবং উচ্চ—তবে সে উচ্চাভিলাষ উচ্চাভিলাষীর মন ও হৃদয়কে সমুন্নত করিবে, এবং তাঁহাকে ধর্ম্মশীল এবং আদর্শ-জীবন প্রদান করিবে। কিন্তু তোমাকে নৈরাশ্যরূপ কষ্টের সম্বন্ধে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সংসারে সর্ব্বদাই নিরাশ হইতে হয়। নৈরাশ্যের অবস্থায় ধর্ম্মভাব এবং ভক্তির ভাবই মানুষের রক্ষক। ধর্ম্মভাব এবং ভক্তির ভাব আপনা হইতেই মনে সুখের সঞ্চার করে। ধর্ম্ম এবং ভক্তি ভিন্ন সংসারে কোন সুখই হইতে পারে না। তোমার পত্রে তোমার মনের অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, আমিও ইচ্ছা করি যে, তোমার মনের ভাব এইরূপই থাকুক।"

ভরতপুরের সমুদায় কার্য্য শেষ হইলে, মেটকাফ্ আলওয়ার এবং মাচাবীর রাজার সঙ্গে যে বিবাদ ছিল, তাহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতপুরের দুরবস্থা দর্শনে তাঁহারা ভীত হইয়া, ইংরাজদিগের সমুদয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সুতরাং ইঁহাদিগের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে মেটকাফের অধিক তর্ক-বিতর্ক করিতে হইল না।

এই প্রকারে সমুদায় রাজনৈতিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, মেটকাফ্ শাসন-সম্বন্ধীয় কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৮২৬ খ্রীঃ অব্দের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মেটকাফের দুইটী বিশেষ প্রিয়পাত্র কাপ্তান বার্ণেট এবং রিচার্ড ওয়েলেস্ অকালে মৃত্যু-গ্রাসে নিপতিত হইলেন। মেটকাফ্ ইঁহাদিগকে আপন কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ওয়েলেসের মৃত্যুর পর, তিনি তাঁহার বন্ধু লেফ্‌টেনেণ্ট হিস্‌লপের নিকট আপন পত্রে এইরূপে আপন হৃদয়ের শোক প্রকাশ করিলেন—

"এই বিষয়ে আমার লেখনী ধারণ করিতেও ইচ্ছা হয় না। একবার তাঁহার এই চিরদুঃখিনী বিধবার অসহায় অবস্থা এবং তাঁহার সর্ব্বসুখের অবসান চিন্তা করিয়া দেখ। কিন্তু যদিও তাঁহার সকল সুখ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি মনে করি না যে, আমার মনঃকষ্ট তাঁহার কষ্টাপেক্ষা বড় লঘুতর হইবে। তাঁহার কষ্ট-যন্ত্রণা এবং ক্ষতির সঙ্গে অন্যের কষ্ট-যন্ত্রণা এবং ক্ষতির তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু মনোদুঃখ ক্ষতি-পরিমাণ দ্বারা অবধারিত

হয় না; * * * * * এই প্রকার শোকের সময়ই মানুষের সকল প্রকার পার্থিব উচ্চাভিলাষ বিনষ্ট হয়। এখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের পদে কিম্বা ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে নিয়োগবার্ত্তা শ্রবণ করিলেও আমার মনে বিরক্তির ভাব ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আনন্দের সঞ্চার হয় না। সুতরাং এই সংসারের বিষয়-সম্বন্ধীয় চিন্তা হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া, স্বর্গস্থিত বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন করিলেই, তন্মধ্যে নিত্য এবং নিশ্চিত শান্তি অনুভূত হয়।”

১৮২৬ খ্রীঃ অব্দের বর্ষাবসানে মেটকাফ্, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করিলেন। গবর্ণর জেনেরেলও এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শীতকালের প্রারম্ভে গবর্ণর জেনেরেল দিল্লী পরিদর্শন করিবেন বলিয়া, পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়া রহিয়াছে। দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহের এবং গবর্ণর জেনেরেলের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের বন্দোবস্ত মেটকাফ্‌কে করিতে হইবে। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ময়রার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আগমন-উপলক্ষে এই সম্বন্ধে বিশেষ তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। সে সকল তর্ক-বিতর্কের বিষয় পূর্ব্বেই মীমাংসা করিতে হইবে। মেটকাফ্ সকল বিষয়ই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিলেন এবং বিশেষ সমারোহের সহিত গবর্ণর জেনেরেলকে দিল্লীতে গ্রহণ করিলেন। বাদসাহের সঙ্গে লর্ড আমহার্ষ্টের সাক্ষাৎ হইল। নির্ব্বোধ বাদসাহ এবার বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরাজেরা তাঁহার কোন অধীনতা স্বীকার করেন না, ভিক্ষাস্বরূপ তাঁহার ভরণ-পোষণার্থ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রদান করেন।

১৮২৬ খ্রীঃ অব্দ অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই, ইংলণ্ড হইতে মেটকাফ্ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, কৌন্সিলের কোন মেম্বরের পদ শূন্য হইলেই তিনি সেই পদে নিযুক্ত হইবেন। কৌন্সিলের জ্যেষ্ঠ মেম্বর ফেণ্ডাল সাহেবের পদ শূন্য হইলে পর, বাটারওয়ার্থ বেলী ইতিপূর্ব্বে কৌন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন হ্যারিংটন কৌন্সিলের জ্যেষ্ঠ মেম্বর এবং বেলি কনিষ্ঠ মেম্বরের পদাভিষিক্ত আছেন।

১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা আগষ্ট হ্যারিংটন পদত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। বেলি জ্যেষ্ঠ মেম্বরের পদাভিষিক্ত হইলেন। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্, আগষ্ট মাসের শেষভাগে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কৌন্সিলের দ্বিতীয় মেম্বরের আসন গ্রহণ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৌন্সিলের মেম্বর।

১৮২৭—১৮৩৪

Sir Charles Metcalfe will be a great loss to me * * * * * whilst he has always maintained the most perfect independence of character and conduct, he has been to me a most zealous supporter and friendly colleague.—*Lord William Bentinck's letter to Mr. Charles Grant.*

মেটকাফ্ এখন ভারতবর্ষীয় সুপ্রিম কৌন্সিলের মেম্বর হইলেন। এই পদের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব, পদাভিষিক্তের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। বিবেক এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলে, এই পদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক এই পদে নিযুক্ত হইলে,তাঁহাকে অহর্নিশ পরিশ্রম করিতে হয়। অহর্নিশ লোকের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতে হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে শুদ্ধ কেবল ভারতবর্ষের অর্থাপহরণপূর্ব্বক সুস্থশরীরে শীঘ্র শীঘ্র ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনই একমাত্র লক্ষ্য হইলে, এই পদোপলক্ষে বিশেষ পরিশ্রম কিম্বা চিন্তা করিতে হয় না। সময়ে সময়ে গবর্ণর জেনেরেলের গৃহে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ষোড়শোপচারে উদরসেবন এবং বল (Ball) ও নৃত্য (dancing) ইত্যাদি বিবিধ আমোদ-প্রমোদে সময় কর্ত্তন ভিন্ন আর কিছু কষ্টভোগ করিতে হয় না।

প্রখর কর্ত্তব্য-জ্ঞান-নিবন্ধন মেটকাফ্কে দিবারাত্র এই পদোপলক্ষে পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি কলিকাতা পৌঁছিয়া গার্ডেন রিচে (Garden Reach) গঙ্গার পার্শ্বস্থিত একখানি গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কৌন্সিলের অধিবেশন হইত। তখন তাঁহাকে কৌন্সিলে উপস্থিত থাকিয়া, গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরের সঙ্গে পরামর্শপূর্ব্বক বিবিধ বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ এবং নানা বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে হইত। সপ্তাহের অন্যান্য দিবস গবর্ণ-মেণ্ট আফিস হইতে রিপোর্ট, পত্র এবং অন্যান্য বিবিধ কাগজ-পত্র-পরিপূর্ণ

দীর্ঘাকার বাক্স তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত। তিনি এই সমুদয় কাগজ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, তৎসম্বন্ধে নিজের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিতেন, এবং আপন অভিপ্রায়সহ পরে এই সকল কাগজপত্র আফিসে প্রত্যর্পণ করিতেন। কার্য্য করিবার ইচ্ছা না থাকিলে, এই সকল কাগজ পত্র পাঠ করিতেও হয় না। কেবল নামের প্রথম অক্ষরটী কাগজের উপর লিখিলেই, এক প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু মেটকাফ্ বাল্যাবস্থা হইতেই কোন বিষয় নিজে চিন্তা এবং পর্য্যালোচনা না করিয়া, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং এখন প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া, আপন মতামত প্রকাশ করিতেন। তিনি নিজে এই প্রকার সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই লোকারণ্যে পরিপূর্ণ থাকিত। কলিকাতার সহর হইতে অত্যন্ত দূরে অবস্থান করিলেও অনেকেই তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ইংলণ্ড হইতে নবাগত যুবক, পরিচয়পত্রসহ ভারতে পৌঁছিয়া, তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেন; ইংলণ্ড-প্রত্যাগমনোন্মুখ ভদ্রলোক সকল গার্ডেন রিচে জাহাজের অপেক্ষায় মেটকাফের গৃহে বাস করিতেন; তাঁহার গৃহ এক প্রকার পান্থশালা হইয়া পড়িল। কখনও কখনও তিনি কার্য্যানুরোধে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিতে অসমর্থ হইয়া, গৃহস্থিত অন্যান্য লোকদিগের আহারান্তে আহার করিতেন। অনেকেই মনে করিতেন যে, মেটকাফ্ এই প্রকার লোকারণ্যের মধ্যে দিন-যাপন করিতে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সেইরূপ ছিল না। তিনি দুই একটী প্রিয় বন্ধুর সংসর্গে কাল-যাপন করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তদ্রূপ প্রিয় বন্ধুর অভাবে, অধ্যয়ন এবং নির্জ্জনচিন্তাই তাঁহার বিশেষ আনন্দ-প্রদ ছিল।

এই সময় তিনি আপন বন্ধুদিগের নিকট যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এক একটী অংশ উদ্ধৃত করিলে, মেটকাফের স্বভাব-প্রকৃতি বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে।

১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি একজন বন্ধুকে লিখিলেন——

"তোমার অনেক পত্র পাইয়াছি এবং তোমার পত্রোল্লিখিত বিষয়ের পর্য্যা-লোচনাপূর্ব্বক তোমার নিকট উত্তর লিখিবার বড় ইচ্ছা হয়। কিন্তু পত্র লিখিবার সুখসম্ভোগ আমার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। পত্র

লিখিবার নিমিত্ত একটু সময় লাভ করিবার ইচ্ছা করি। কিন্তু যথেষ্ট সময় লাভ করিবার সাধ্য নাই। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত আমি ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা। সকল কার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন হয় না। বৃহস্পতি, এবং শুক্রবার কৌন্সিলের অধিবেশন হয়; সুতরাং এই দুই দিন অন্য কার্য্য করিবার সুবিধা নাই। সোম, মঙ্গল, বুধ এই তিন দিন আফিস হইতে প্রেরিত কাগজপত্র পাঠ, এবং পূর্ব্ব-প্রেরিত কাগজপত্র প্রেরণ করিতেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই তিন দিনেও তৎসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য সমাপ্ত হয় না। শনিবার অভিপ্রায়-পত্র লিখিতে এবং প্রেরণোপযোগী পত্রাদি পুনঃপাঠেই শেষ হয়। এতক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতেছি, তথাপি প্রায় পঁচিশ খানা পত্র এখনও আমার টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমুদয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রায় আটখানা ইংলণ্ডের পত্র। সময়াভাব আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। * * * * ইহার উপর আবার অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে আহার করিতে আসেন। আমি কলিকাতা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থান করি। কিন্তু তাহাতেও লোক-সমাগমের কোন প্রতিবন্ধক হয় না। আমার বিবিধ কর্ত্তব্য-নির্ব্বাহার্থ যথেষ্ট সময় থাকিলে, আমি বড় সুখী হইতাম। কিন্তু সময়াভাব আমাকে বড় কষ্ট প্রদান করে। সকলের সংসর্গ হইতে একেবারে দূরে অবস্থান, এবং রাত্রেও কার্য্যানুশীলন ভিন্ন আর কোন উপায় দেখি না। কিন্তু রাত্রে কার্য্য করিতে হইলে আমায় চক্ষু একেবারে নষ্ট করিতে হইবে।”

১৮২৮ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুনের পত্রে কোন বন্ধুর নিকট লিখিলেন—

“কলিকাতায় আমার জীবন একভাবেই চলিতেছে। কোন প্রকার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব্বসপ্তাহ যেরূপে অতিবাহিত হয়, পরের সপ্তাহও সেই ভাবেই চলিয়া যায়। কিন্তু কার্য্যকর্ম্ম নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। আমি বোধ হয় সেক্রেটরীদিগের অবলম্বিত প্রণালীতে কার্য্য করিতে ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিকতর অভ্যস্ত হইতেছি। কিম্বা তাঁহারা হয় তো আমার মতানুসারে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে অধিকতর পরিমাণে চলিতে-ছেন। ইহার কোন্‌টী প্রকৃত অবস্থা, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। বোধ হয় প্রথম অনুমানই ঠিক হইবে। * * * একমাত্র কর্ত্তব্য-সাধন ভিন্ন অন্য বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, আমি আপন মতানুসারেই

চলিতেছি। কয়েকটী বিশেষ বন্ধু ভিন্ন কলিকাতায় কাহারও সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয় নাই। আমি নির্জ্জন-জীবনই অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু আমার ভাগ্যে সে নির্জ্জন-জীবন বড় ঘটিয়া উঠে না। আমার-গৃহে কখনও অতিথি কিম্বা অভ্যাগত লোকের অভাব হয় না। * * * নির্জ্জনপ্রিয়তার অনুরোধে এবং অধ্যয়নার্থ বরং আমায় একাকী থাকিতে ইচ্ছা হয়। * * * যে সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা বিশেষ উন্নতি লাভ হইতে পারে, সেই সময় অনর্থক আহারান্তে উপবেশনে ব্যয় হয়। এইরূপ বৃথা উপ-বেশনের পর, শরীর এবং মন ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, বিশ্রাম দ্বারা শরীরের এবং শয়নাগারে গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতা দ্বারা মনের ক্লান্তি দূর করিতে হয়।”

* * * * * *

১৮২৯খ্রীঃ অব্দের ৮ই মার্চ্চের পত্রে লিখিত হইল—“বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই যে, আমার হাইদ্রাবাদ গমনের সময় হইতে, রাত্রে কোন কাজ না করিয়া, আমি চক্ষু সতেজ রাখিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এখন আর (চক্ষুসম্বন্ধে) তদ্রূপ সতর্কতাসহকারে কার্য্য করিবার সম্ভব নাই। কার্য্য অত্যন্ত অধিক। সুতরাং রাত্রেও বাধ্য হইয়া কাজ করিতে হয়। যখন আমি সম্পূর্ণরূপে একাকী থাকি, (তদ্রূপ অবস্থা প্রায় ঘটে না) তখন প্রায় দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য করি। যে দিন আমার গৃহে কোন নিমন্ত্রিত কিম্বা অভ্যাগত কেহ থাকে না, সেই দিন আহারের পূর্ব্বে দুই এক ঘণ্টা অধিক কার্য্য করি। ইহাতে অনেক বিলম্বে আহার করিতে হয়।”

১৮২৯খ্রীঃ অব্দের ২৮শে মার্চ্চের পত্রাংশ—“লোকের সংসর্গ আমি ক্রমেই অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমাণে পরিহার করিতেছি। এখন যে বক্রী অত্যল্প লোকের সংসর্গবদ্ধ আছি, তাহাও ক্রমে পরিহার করিয়া, একেবারে নির্জ্জন-জীবন লাভ করিবার সুযোগ দেখিতেছি। জনসংসর্গে সময় নষ্ট করিলে এক দিকে সরকারী কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, পক্ষান্তরে মানুষের চরিত্র জানিতে পারিলে, আর লোকের উপর শ্রদ্ধা থাকে না। কিন্তু লোকের উপর শ্রদ্ধা না থাকিলে, মনুষ্যসমাজে কোন প্রকার সুখলাভের সম্ভব নাই। দিন দিন আমি অত্যন্ত কর্কশ এবং লোকের প্রতি বীতানুরাগ হইয়া পড়িতেছি।”

এই সময় মেটকাফের আরও অনেকানেক অশান্তির কারণ ছিল। কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরগণ মধ্যে কেহ তাঁহার উদারমতে সহানুভূতি

প্রকাশ করিতেন না। নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে এই সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

১৮২৮খ্রীঃ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারির পত্রাংশ—"অহিফেনসম্বন্ধীয় প্রশ্ন লইয়া আমার সহযোগীর সঙ্গে আমার বিবাদ হইতেছে। আমার শেষ অভিপ্রায়-পত্রের কোন প্রত্যুত্তর এখন পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই। বোধ হয়, সময়াভাবেই প্রত্যুত্তর প্রদান করেন নাই। এই বিষয় লইয়া এখনও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। অধিকাংশের মত আমার মতের বিরুদ্ধ। কিন্তু তাঁহাদিগের দাঁড়াইবার স্থান নাই। ফলে যাহাই হউক, আমি মনে করি যে, তর্কে আমারই জয় লাভ হইয়াছে।"

১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে মার্চ্চের পত্রাংশ—"কখন কখনও উত্তেজিত অবস্থায় বিরক্তির ভাব সমুপস্থিত হইলেও, আমার সহযোগীদিগের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সদ্ভাব বিলক্ষণ আছে। কিন্তু আসল কথা, আমি একক এক পক্ষ হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে এইরূপই থাকিতে হইবে। ইহার অন্যথাচরণের সম্ভব নাই। ইহাতেই দিন দিন বিচ্ছেদের ভাব বৃদ্ধি হইতেছে।"

১৮২৮খ্রীঃ অব্দের ৬ই এপ্রিলের পত্রাংশ—"বিশেষ কৌতূহলসহকারে নব গবর্ণরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। কিন্তু বিশেষ আগ্রহাতিশয়পূর্ণ কোন আশা মনে পোষণ করি না। জনসাধারণের মঙ্গলসাধনে তাঁহাকে ইচ্ছুক দেখিলে, আমি প্রাণপণে তাঁহাকে সমর্থন এবং অনুসরণ করিব। তাহা না হইলে, জয় পরাজয়ের চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক আমি আপন কর্ত্তব্যের পথানুসরণ করিব এবং একাকী এক পক্ষ হইয়া থাকিব।"

এই পত্রাংশে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কই নব গবর্ণর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। লর্ড আমহার্ষ্ট এই সময় গবর্ণর জেনেরেলের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সকলেই ভাবী গবর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিশ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষের কার্য্যকলাপসম্বন্ধে তিনি একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মেটকাফের প্রতি প্রথমে তিনি বিশেষ সৌহার্দ্দ এবং ঘনিষ্ঠতার ভাব প্রকাশ করিতেন না। প্রথম প্রথম পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোন প্রকার সহানুভূতি আছে বলিয়া পরিলক্ষিত হইল না। মেটকাফ্ তখনই বুঝিতে পারিলেন যে, হাইদ্রাবাদের

গোলযোগ উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে লর্ড বেণ্টিঙ্কের মনে বিশেষ কুসংস্কার হইয়াছে। সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড ইংলণ্ডে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া, মেটকাফের সম্বন্ধে অনেকানেক লোকের মনে কুসংস্কার উৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং মেটকাফের মধ্যে ঈদৃশ পারস্পরিক সহানুভূতির অভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। মেটকাফ্, উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আগমনের অব্যবহিত পরে কোন বন্ধুর নিকট লিখিলেন,—"নব গবর্ণর জেনেরেলের যে কিছু কার্য্যকলাপ দেখিয়াছি, তাহা ভালই বোধ হয়। তিনি কপটতাশূন্য, সৎ, ন্যায়পরায়ণ, দয়ার্দ্রচিত্ত এবং অতি বুদ্ধিমান্ লোক। আমি বিশ্বাস করি যে, গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। তিনি নিজে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, এবং অন্যলোকের পরিচালন পরিত্যাগ করিতে যত্ন করেন।"

১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের পত্রে লিখিত হইল—"তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র-চিত্ত, কৃত্রিমভাবপরিশূন্য, উন্মুক্তহৃদয়, সরল এবং সদাশয় পুরুষ। আমি বোধ করি, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিবে। কিন্তু উত্তরকালে তিনি কি প্রকার গবর্ণর জেনেরেল হইয়া পড়িবেন, তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।"

১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের ২রা ডিসেম্বর পত্রাংশে লিখিত হইল—"গবর্ণর জেনে-রেলের সদিচ্ছা এবং সদ্‌বুদ্ধি দর্শনে এবং তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ এবং আপন বাক্য-প্রতিপালনে তৎপর দেখিয়া, তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা সমভাবে রহিয়াছে। তাঁহার শাসন হইতে বিশেষ মঙ্গললাভের আশা করা যায়। তাঁহার এবং আমার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ ভাব হয় নাই। ঈদৃশ ঘনিষ্ঠতার অভাব আমার নিকট বড় আশ্চর্য্য-জনক বোধ হয়। কারণ, অনেক বিষয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে মতের ঐক্য রহিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপনে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এই বিষয়ে আমি প্রথমে অগ্রসর হইতে পারি না। তিনি কি কোন প্রকার বিরক্তির ভাব আমার সম্বন্ধে মনে মনে পোষণ করেন বলিয়াই, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে বিরত? না তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যবশতঃ ঈদৃশ ভাবাবলম্বন করেন? তাহা কিছু নিশ্চয় জানি না। আমার সন্দেহ হয় যে, হাইদ্রাবাদের গোলযোগ-সম্বন্ধে তিনি ভ্রমাত্মক পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। উইলিয়ম্ রাম্‌বোল্ডের পক্ষের লোকেরা যে তাঁহার মনে কু-সংস্কার উৎপাদনার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অন্যান্য সূত্রে আমি অবধারণ করিয়াছি। এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে,

উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের পক্ষ সমর্থনার্থও কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের মধ্যে এবং বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলে এক পক্ষ দণ্ডায়মান হইল। হাইদ্রাবাদের গোলযোগ-সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরেল আমার সমক্ষে একেবারে নির্ব্বাক্ থাকেন বলিয়াই আমার এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। * * * এই বিষয়ের প্রমাণ সত্বরই পাইতে পারিব। উইলিয়ম রাম্‌বোল্ডের পুনর্ব্বার হাইদ্রাবাদ যাইবার অনুমত্যর্থ আবেদনপত্র আগামী কল্য কৌন্সিলে পেশ হইবে। আমার বোধ হয়, এ আবেদন মঞ্জুর হইবে। আমি এই সম্বন্ধে আপত্তি করিব। প্রয়োজন হইলে এই জন্য আমি সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত আছি। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ হাইদ্রাবাদের কাগজ পত্র কখনও পাঠ করেন নাই। হাইদ্রাবাদ-কাগজের আয়তন দেখিয়াই তৎপাঠে বিরত হইয়াছেন। আমি বিশেষ কষ্টানুভব করি যে, এই বিষয়ে গবর্ণর জেনেরেলের সঙ্গে আমার অনৈক্য হইবে। কিন্তু আমি ন্যায়সঙ্গত পথ পরিত্যাগ করিতে পারি না। কল্য তাঁহার (গবর্ণর জেনেরেলের) মনের গতি বুঝিতে পারিব। এই বিষয় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়, আমার স্বার্থের বিরুদ্ধ হইলেও এতৎসম্বন্ধে আপন কর্ত্তব্য পালন করিব বলিয়াই মনে মনে স্থির করিয়াছি।" * * * *

সার্ উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই হাফ-বাটাসম্বন্ধীয় হুকুম * জারি হইল। গবর্ণর জেনেরেল কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের আদেশানুসারে এই হুকুম জারি করিলেন। কিন্তু মেটকাফ্ এই বিষয় সমর্থন করিয়াছেন এবং বেলি ইহার বিরোধী ছিলেন বলিয়া, সৈনিক-পুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইল। সৈনিক-পুরুষদিগের মধ্যে মেটকাফের অনেকানেক বন্ধু তাঁহাকে লিখিলেন—"হাফবাটা, প্রথা রহিতের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার বড় কলঙ্ক প্রচার হইয়াছে; এই বিষয় মিথ্যা হইলে তিনি সত্বর তাঁহাদিগকে লিখিবেন। তাঁহারা এ প্রবাদ খণ্ডন করিবেন।"

মেটকাফ্ প্রত্যুত্তরে তাঁহার বন্ধুদিগকে লিখিলেন যে, কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের হুকুমানুসারে এই প্রথা রহিত হইয়াছে। তাঁহার মতামতের উপর এই বিষয় কিছু নির্ভর করে না। তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন এবং বেলি প্রতিবাদ করিয়াছেন,—সে সকল কথা মিথ্যা।

* এই হুকুম দ্বারা সৈনিক-পুরুষদিগের প্রাপ্য হ্রাস হইয়া পড়িল।

১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক উত্তর-প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের আবাস সংস্থাপনার্থ মনন করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইল না। সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হইল। অবশেষে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তিনি মেটকাফকে সঙ্গে করিয়া উত্তর-ভারতে পরিভ্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু পরিশেষে এই শেষোক্ত সঙ্কল্প তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি কেবল সেক্রেটরী এবং নিজের পারিষদবর্গ-সহ (Personal staff) উত্তর-ভারতে যাত্রা করিলেন। বেলি ডেপুটী গবর্ণর এবং কৌন্সিলের প্রতিনিধি সভাপতি (Vice president) হইলেন। রাজ্য-শাসনসম্বন্ধীয় কার্য্যনির্ব্বাহের ভার বেলি এবং মেটকাফের হস্তে ন্যস্ত হইল। তাঁহারা উভয়েই কলিকাতায় রহিলেন।

গবর্ণর জেনেরেলের উত্তর-ভারতে গমন করিবার পূর্ব্বেই মেটকাফের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা এবং সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইল। অনতিবিলম্বেই লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক, মেটকাফের সদ্‌গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহা-দিগের পরস্পরের মধ্যে তখন বন্ধুতার সঞ্চার হইল। সে বন্ধুতা অবিচ্ছেদে আজীবন সমভাবেই রহিল।

নবেম্বর মাসে বেলি ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পদের নির্দ্দিষ্ট সময় তখন গত হইয়াছিল। সুতরাং সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ ডেপুটী গবর্ণর এবং কৌন্সিলের প্রতিনিধি সভাপতি হইলেন। ব্লাণ্ট সাহেব কৌন্সিলের কনিষ্ঠ মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন। মেটকাফ্ তাঁহার প্রিয়পাত্র কাপ্তান জন্ সাদারল্যাণ্ডকে প্রাইবেট সেক্রেটরীর পদে এবং লেফ্‌টেনেণ্ট হিগিন্‌সসকে তাঁহার অন্যতম পারিষদের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় মান্দ্রাজের সিবিলিয়ান লাসিংটন (Mr-Lushington) মান্দ্রা-জের গবর্ণর এবং ম্যাল্‌কম্ বম্বের গবর্ণর ছিলেন। মেটকাফ্ ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে ম্যাল্‌কমের পদত্যাগের পর, বম্বের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই প্রচার হইল। কিন্তু বম্বের গবর্ণরের পদ শূন্য হইবামাত্র লর্ড ক্লেয়ার সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর আবার ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদ শূন্য হইলে, সকলেই প্রত্যাশা করিয়া-ছিলেন, মেটকাফ্ নিশ্চয়ই এই পদে নিযুক্ত হইবেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের ডেপুটি চেয়ারম্যান রেবেল্স, লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ককে লিখিলেন যে, তিনি বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতিকে, মেটকাফকে এই পদে নিযুক্ত করিতে

অনুরোধ করিয়াছেন।" কিন্তু মেটকাফকে এই পদ প্রদত্ত হইল না। ফ্রেডরিক আডাম এই পদে নিযুক্ত হইয়েন। শুদ্ধ কেবল মেটকাফকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল প্রকাশ করিতেন যে, মেটকাফের অভাবে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইবে না, সুতরাং তাঁহাকে মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। হাইদ্রাবাদের গোলযোগই মেটকাফের পদোন্নতির বিশেষ বাধা প্রদান করিল। এই বিষয় তখন পর্য্যন্তও প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই। এই সকল গোলযোগ ইহার পর যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

১৮৩২ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মেটকাফের বর্ত্তমান পদের মিয়াদ ছিল। তিনি ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে কৌন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি গ্রাণ্ট্ সাহেবের নিকট লিখিলেন।— "সার্ চার্লস্ মেটকাফের অভাবে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে। আগামী আগষ্ট মাসে তাঁহার পদের নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইবে। তিনি সার্ টমাস্ মন্‌রো, সার্ জন ম্যাল্‌কম্ এবং মেস্তর এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের সমশ্রেণীর লোক। বঙ্গদেশে একটী স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপনের বিশেষ আবশ্যক রহিয়াছে। তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্টের ভার অর্পণ করিবার নিমিত্ত আমি বিশেষ অনুরোধ করি। তিনি আপন চরিত্র এবং আচরণে সর্ব্বদা পূর্ণ-স্বাধীনতা রক্ষা করিলেও, আমাকে বিশেষ আগ্রহ-সহকারে সমর্থন করেন। তিনি আমার পক্ষে বন্ধু-সদৃশ সহযোগী।"

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ এই অনুরোধানুসারে মেটকাফের বর্ত্তমান পদের মিয়াদ আরও দুই বৎসর বৃদ্ধি করিলেন।

কৌন্সিলের মেম্বরস্বরূপ এক ক্রমে সাত বৎসর মেটকাফকে কলিকাতা অবস্থান করিতে হইল। প্রথমে তিনি গার্ডেন রিচে অবস্থান করিতেন। পরে আলিপুরে একখানি সুপ্রশস্ত গৃহ ভাড়া করিলেন। গবর্ণর জেনেরেলের অনুপস্থিতে আলিপুরের গবর্ণমেণ্ট-গৃহে বাস করিতেন। এই কয়েক বৎসর তিনি সুস্থ-শরীরে কালযাপন করিলেন। সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে সময়াতিবাহন করিতেন। অন্য কোন বিষয়ে তিনি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন নাই; কেবল সময়াভাবে অধ্যয়নের বাধা হয় বলিয়া, তাঁহার মনঃকষ্ট হইত। তিনি সময়ে সময়ে বারাকপুরে যাইতেন। বারাকপুরে যাইবার সময় এবং

ব্যারাকপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালেই তাঁহার পুস্তক অধ্যয়নের সুযোগ হইত।

প্রাতঃকালে সাত ঘটিকার সময়ে তিনি দৈনিক কার্য্য করিতে বসিতেন। নয় ঘটিকার পর, তিন ঘণ্টা অভ্যাগত লোকদিগের সঙ্গে কথোপকথন এবং স্নান আহারে অতিবাহিত হইত। বারটা হইতে অপরাহ্ণে সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেন। সাতটার পর আহার করিয়া, আবার রাত্রেও কার্য্য করিতে বসিতেন। কিন্তু ঈদৃশ পরিশ্রম-নিবন্ধন কখনও কোন প্রকার বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই।

শনিবাসরের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেকানেক বন্ধু এবং পরিচিত লোক তাঁহার গৃহে একত্র হইতেন। এই উপলক্ষে সমাগত লোকদিগের মধ্যে বিবিধ গুরুতর বিষয়ে কথাবার্ত্তা, তর্কবিতর্ক এবং সমালোচনা হইত। মেটকাফের নিজের কথাবার্ত্তার মধ্যে বিদ্যা প্রকাশ করিবার ইচ্ছার আভাসও পরিলক্ষিত হইত না। নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ঈদৃশ সৎপ্রসঙ্গ এবং সদালাপ দ্বারা অভ্যাগত লোকেরা বিশেষ উপকৃত হইতেন। সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত বাঙ্গালী যুবকদিগের নিমন্ত্রণ-সম্মিলন উপলক্ষে যদ্রূপ অসার বাক্‌বিতণ্ডা এবং কখনও কখনও অত্যন্ত কুৎসিত বিষয়ও সমালোচিত হয়, সুশিক্ষিত ইংরাজদিগের সম্মিলন উপলক্ষে তদ্রূপ কথাবার্ত্তা হইবার সম্ভব নাই। শিক্ষিতা রমণীগণ ইঁহাদিগের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে উপস্থিত থাকেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে কাহারও একটী কুৎসিত কিম্বা অশ্লীল বাক্য মুখে আনিবার সাধ্য নাই। সুতরাং ইংরাজদিগের নিমন্ত্রণ-সম্মিলন এক প্রকার শিক্ষালয় কিম্বা উপাসনালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মেটকাফের কৌন্সিলের মেম্বর হইবার পর, প্রথম বৎসর তিনি কেবল রাজকার্য্যের ব্যয়-সঙ্কোচ এবং রাজকোষের অর্থ-বৃদ্ধির উপায় অবধারণে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলেন। এই পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় এমন একটী বিষয় নাই, যে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন নাই। তিনি সকল বিষয়েই দুই একটী, কিম্বা ততোধিক অভিপ্রায়পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্ব-সংরক্ষণার্থ তিনি উপযুক্ত সৈনিক-বলের আবশ্যকতা প্রতিপাদনার্থ বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—

"আমরা বারুদ রাশির উপর বসিয়া রহিয়াছি। এ বারুদ রাশি যে

কোন্ সময় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। যখন কোন প্রকার আশঙ্কার চিহ্নও থাকিবে না, হয় তো তখনও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে।"

"কি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে, কি নিজের গোপনীয় পত্র ইত্যাদিতে, যখনই তিনি ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের বিষয় কিছু লিখিতেন, তখনই তাঁহার লেখনী হইতে এই কথাটী বাহির হইত—anxiously alive to the instability of our Indian Empire অর্থাৎ "আমাদিগের ভারত-সাম্রাজ্যের অস্থায়ী অবস্থা দুর্ভাবনা-সহকারে মনে জাগ্রত রহিয়াছে।"

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবার অনেক কারণ ছিল।

প্রথমতঃ—তাঁহার প্রবল ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন —পরমেশ্বর ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির অভিপ্রায়েই ভারতে ইংরাজদিগকে রাজত্ব-সংস্থাপনে সমর্থ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবাসী এঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানদিগকে সর্ব্বদাই ভারতবাসীদিগের উন্নতির পথে বাধা প্রদান করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইত যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে বিরুদ্ধাচরণ-নিবন্ধন ইংরাজ-রাজত্ব নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ন্যায়ানুগত আচরণই কেবল রাজপদ দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারে; কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয় এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানদিগের আচরণের মধ্যে ন্যায়ানুগত ব্যবহারের অভাব দর্শনে তিনি শঙ্কিত হইতেন।

তৃতীয়তঃ—এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানদিগের ভারতবাসী জনসাধারণকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার চেষ্টা, তাঁহার নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে হইত।*

আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য সকল বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচপূর্ব্বক তিনি উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নিয়োগ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই অনুরোধ করিতেন। বাষ্পীয় শকট, তাড়িতবার্ত্তা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। কারণ এতদ্দ্বারা ভারতের বিশেষ উপকার হইতেছে। কিন্তু

*পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান উপলক্ষে মেটকাফের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে এই সম্বন্ধে সহজেই ভ্রম হইতে পারে। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ভারতে ইংরাজি-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তিনি মনে করিতেন, ঈদৃশ অশিক্ষিতাবস্থায় জনসাধারণ এই সকল বিষয়ের উপকারিতা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৌন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় মেটকাফ্ রাজকার্য্য-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই দুই একটী কিম্বা ততোধিক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্ব-বন্দোবস্ত-সম্বন্ধীয় এবং সহমরণ-প্রথা-নিবারণার্থ মন্তব্য হইতে এই স্থানে একটি কথা উদ্ধৃত করিলে, পাঠকগণ তাঁহারি উদারতার বিশেষ পরিচয় পাইবেন। রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত তিনি অনুমোদন করিতেন না। এক একটি গ্রামকে গ্রাম্যদলের অধিপতির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে তিনি অনুরোধ করিতেন। গ্রাম্যদল (Village Community) সম্বন্ধে তাঁহার মতামত নিম্নোদ্ধৃত অভিপ্রায়-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

"গ্রাম্যদলের (Village Community) গঠনপ্রণালী আমি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রাজস্ব-বন্দোবস্ত হইলে, এতদ্দ্বারা গ্রাম্যদলের গঠন ও শাসন-প্রণালী বিনষ্ট হইবে।

"এক একটী গ্রাম্যদল এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র (Republic) বলিয়া আমার বোধ হয়। শাসন-সংরক্ষণ ইত্যাদি যাহা কিছু মানুষের আবশ্যক হয়, তৎসমুদয়ই গ্রাম্যদলের মধ্যে রহিয়াছে। কোন বিষয়ের নিমিত্ত তাহাদিগকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না। অন্যান্য সকল বিষয়ের মধ্যেই পরিবর্ত্তন ও বিলয় দেখা যায়; কিন্তু গ্রাম্যদলের বিলয় নাই। বিপ্লবের পর বিপ্লব চলিয়া যাইতেছে—হিন্দু, পাঠান, মোগল মহারাষ্ট্র এবং ইংরাজ ক্রমান্বয়ে, একে একে ভারতে রাজত্ব স্থাপন করিল; কিন্তু গ্রাম্যদলের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হইল না; তাহারা সমভাবেই রহিল। সংগ্রামের সময় তাহারা অস্ত্র সংগ্রহ এবং গড়বন্দি করিয়া আত্মরক্ষা করে। যখন কোন শত্রুপক্ষের সৈন্য দেশের মধ্য দিয়া গমনাগমন করে, তখন গ্রাম্যদল আপন আপন গরু মেষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশু, গ্রামের প্রাচীরের মধ্যে আনিয়া রাখে। যদি কোন শত্রুপক্ষ গ্রাম লুণ্ঠন এবং গ্রাম জনশূন্য করিতে আরম্ভ করে, এবং গ্রাম্যদলের তদ্রূপ শত্রুকে পরাভব করিবার সাধ্য না থাকে,

তবে তখন তাহারা পলায়নপূর্ব্বক গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। কিন্তু শক্রপক্ষ দেশ ত্যাগ করিলেই আবার তাহারা স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে। শক্রপক্ষ কর্ত্তৃক কোন গ্রামে লুণ্ঠন এবং নরহত্যা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সেই দীর্ঘ-কালাবসানেও তাহারা স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এক পুরুষ পরেও তাহা-দিগের পুত্র পৌত্রগণ পিতৃগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পিতা, গ্রামের যে জমি ভোগ করিতেন, যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেন, পুত্র সেই জমি এবং সেই বাড়ী পুনঃ গ্রহণ করে। সহজে কেহ তাহাদিগকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না। শক্রপক্ষসহ তাহারা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হয়।

"গ্রাম্যদলের সম্মিলন এবং একতাই ভিন্ন ভিন্ন রাজবিপ্লব এবং পরিবর্ত্ত-নের মধ্যেও ভারতবাসিদিগকে রক্ষা করিয়াছে। ঈদৃশ সম্মিলন এবং একতা হইতেই ইহারা সুখ, শান্তি এবং স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে। আমার ইচ্ছা যে, গ্রাম্যদলের গঠন কখনও বিনষ্ট না হয়। গ্রাম্যদলের গঠন যদ্দ্বারা বিনষ্ট হইবার সম্ভব, তৎসমুদয় আমি বিশেষ প্রমাদপূর্ণ বলিয়া মনে করি।

"রায়তোয়ারি বন্দোবস্তে প্রত্যেক গ্রাম্য লোকের সঙ্গে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়। এতদ্দ্বারা গ্রাম্যদল বিনাশের সম্ভব রহিয়াছে। এই জন্যই পশ্চিম-ভারতে রায়তোয়ারি বন্দোবস্ত আমি অনুমোদন করি না।"—১৭ই নবেম্বর ১৮৩০।

"সহমরণ-প্রথা-সম্বন্ধীয় মন্তব্যপত্রের এক স্থানে লিখিত হইল—"মৃত-পতির চিতারোহণপূর্ব্বক হিন্দু বিধবাদিগের সহমরণ-প্রথা-নিবারণ-চেষ্টা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। এই ঘটনা উপলক্ষে আমাদিগের রাজত্ববিরাগী পদস্থ প্রজাগণ জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস উদ্রেক করিয়া, বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু বোধ হয়, জন-সাধারণ নির্ব্বিবাদে এই প্রথা নিবারণে সম্মত হইবে। এই প্রথা নিবারণের নিয়ম-প্রবর্ত্তনকালে যদি কোন বিদ্রোহ না হয়, তবে উত্তরকালে যে এত-দ্দ্বারা কোন সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তাহার আশঙ্কা নাই। ভবিষ্যতে যে ইহা দ্বারা কোন প্রকার বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইবে, সেরূপ বিষয় এ নহে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কুসংস্কার যাহাদিগকে একেবারে অন্ধ করে নাই, তাহারা এই বিষয়ে (আমাদের) সদুদ্দেশ্য অনুভব করিতে পারিবেন। আর দীর্ঘকাল এই প্রথা নির্ব্বিবাদে প্রচলিত থাকিলে, হিন্দুদিগের মনে এই দূষিত প্রথা দিন দিন অপেক্ষাকৃত অধিকতর বদ্ধমূল হইতে থাকিবে।

"এই প্রথা নিবারণের নিয়ম প্রবর্ত্তনকালে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় কি না, সেই সম্বন্ধেই আমার কেবল আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু সে আশঙ্কা এত গুরুতর নহে যে, আমি তজ্জন্য ঈদৃশ ভয়ঙ্কর প্রথা নিবারণার্থ সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতে বিরত থাকিব।"—১৪ই নবেম্বর, ১৮২৮।

মধ্য-এশিয়া, (Central Asia) পারস্য এবং রুশিয়া সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধেও মেটকাফ্ একখানি সুদীর্ঘ অভিপ্রায়-পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপাদিত নীতিই পরে জন্ লরেন্স প্রভৃতির সময় উইলি সাহেব কর্ত্তৃক "অপূর্ব্ব নিরুদ্‌যোগ" (Masterly Inactivity) বলিয়া অভিহিত হইল। মেটকাফ্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, মধ্য-এশিয়ার রাজগণের সঙ্গে কিম্বা তাঁহাদিগের রাজকার্য্যের সঙ্গে সর্ব্বদা নিঃসংস্রব থাকিতে হইবে। কল্পিত বিপদ নিবারণার্থ মধ্য-আশিয়ার সঙ্গে সংস্রব রাখিলে, তদ্দ্বারা কেবল বিপদকে আহ্বান করা হইবে; কল্পিত-বিপদকে প্রকৃত বিপদ করিয়া তুলিতে হইবে, এবং বিপদ পরিহারের চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইয়া, কেবল বিপদ-জালে নিশ্চয়ই জড়িত হইতে হইবে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক, বাণিজ্যার্থ সিন্ধু নদীতে জাহাজ গমনাগমনের প্রস্তাব করিলে পর, মেটকাফ্ আগ্রহাতিশয়সহকারে তাঁহাকে এইরূপ কার্য্য হইতে ক্ষান্ত থাকিতে বলিলেন। তিনি লর্ড বেণ্টিঙ্ককে সহজে বুঝাইয়া দিলেন যে, এইরূপ বাণিজ্য দ্বারা উত্তরকালে মধ্য-এশিয়ার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িতে হইবে।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে রুশিয়ার অভিসন্ধি এবং আফগানদিগের দুর্ব্বলতার বিষয় উল্লেখ করিয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পারস্য-দূত গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিলে পর, তৎসম্বন্ধে কৌন্সিলে তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। কৌন্সিলের মেম্বর হেন্‌রী ইলিস্ এবং রবার্টসন উভয়ে দোস্ত মহম্মদকে আর্থিক এবং সৈনিক সাহায্য প্রদানের ঔচিত্য এবং আবশ্যকতা প্রতিপাদনার্থ তর্ক করিতে লাগিলেন। কৌন্সিল ভঙ্গ হইলে পর মেটকাফ্ * বলিলেন—"You may depend upon it, that the surest way to draw Russia upon us, will be by our meddling with any of the States beyond the Indus." অর্থাৎ "আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, সিন্ধু

---

* এই সময় মেটকাফ্ প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত ছিলেন।

নদীর অপর পার্শ্বস্থিত কোন রাজ্যের সঙ্গে সংস্রব রাখিলে, নিশ্চয়ই রুশিয়াকে আমাদিগের ঘাড়ের উপর টানিয়া আনিতে হইবে।"

মধ্য-এশিয়ার কার্য্য-কর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব এবং হস্তক্ষেপ পরিহার করিবার নিমিত্ত, তিনি ভারত-পরিত্যাগের পূর্ব্বে বারম্বার লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন।

মেটকাফ্ কৌন্সিলের মেম্বরের পদাভিষিক্ত থাকিবার সময় কলিকাতার জন্ পামার কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া পড়িলেন। জন্ পামার কোম্পানীর ঋণদাতা লণ্ডনের ককৃরিল কোম্পানী, মেটকাফ্‌কে এবং ইলিয়ট্ সাহেবকে তাঁহাদিগের পক্ষের আটর্ণী (attorney) নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, মেটকাফের প্রতি কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশ করিলে পর, তিনি ককৃরিল কোম্পানীর আটর্ণীর পদ পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মেটকাফ্ কৌন্সিলের মেম্বর ছিলেন। এই বৎসরের প্রারম্ভেই লর্ড বেন্টিঙ্ক স্বাস্থ্যলাভার্থ নীলগিরিতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মেটকাফ্ এই সময় ডেপুটী গবর্ণর এবং প্রতিনিধি সভাপতি-স্বরূপ কলিকাতায় থাকিয়া সমুদয় রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। এই বৎসরের ১৪ই নবেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, আগ্রার গবর্ণর স্বরূপ মেটকাফ্‌কে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আলাহাবাদে যাত্রা করিতে হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আগ্রার গবর্ণর।

১৮৩৪—১৮৩৫।

He went to Allahabad—he pitched his tents in the Fort——he held a levee—and he returned to Calcutta—*Kaye's life of Metcalfe.*

মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাভবের পর মধ্যভারতে ইংরাজাধিকৃত * রাজ্যের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। মধ্যভারতে একটী স্বতন্ত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই ম্যাল্‌কম, মেটকাফের নিকট লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাল্‌কম ১৮২১ খৃঃ অব্দেই ভারত পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে এই সম্বন্ধে ১৮২৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে আর বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই।

১৮২৭ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে সার্ জন্ ম্যাল্‌কম বম্বের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় মধ্যভারত বম্বের গবর্ণরের অধীনে সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব হইল। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, ম্যাল্‌কমকে মধ্যভারতের শাসন ও সংরক্ষণ-সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রেত প্রণালী স্থির করিতে বলিলেন। ম্যাল্‌কম মধ্যভারতের শাসনার্থ একজন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সহসা এই বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বন করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৩০ খৃঃ অব্দ হইতেই ভারতবর্ষের বিষয় লইয়া ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে বিবিধ তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। ভারতের শাসনপ্রণালী এবং ভারত

---

* বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রদেশকে মধ্যভারত বলা যায়, এই সময় সেই সকল দেশ ইংরাজাধিকৃত ছিল না। মালব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেকানেক প্রদেশই এই স্থানে মধ্যভারত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ও চীনের বাণিজ্য-প্রণালী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন কমিটী গঠিত হইতে লাগিল। এই সময় ১৮১২ খৃঃ অব্দের চার্টারের মিয়াদ প্রায় শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুতরাং বিবিধ তর্কবিতর্ক এবং পর্য্যালোচনার পর, ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে নূতন চার্টার আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময়, বম্বে এবং মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের স্থায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি সংস্থাপন স্থিরীকৃত হইল। ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বের তিন এবং চারি বৎসরের ৮৫ পঁচাশী আইনের ৩৮ ধারা দ্বারা আগ্রা প্রেসিডেন্সি নামে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, মান্দ্রাজ এবং বম্বে গবর্ণমেণ্টের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হইল।* সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ আগ্রার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এই আইন সম্বন্ধে বিবিধ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শাসন-সংরক্ষণার্থ স্বতন্ত্র একজন গবর্ণর এবং কৌন্সিলের কোন প্রয়োজন নাই; শুদ্ধ কেবল একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। গবর্ণর এবং কৌন্সিল নিযুক্ত করিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করিতে তাঁহারা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ডিরেক্টরদিগের আপত্তি অনুসারে ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বের পাঁচ ও ছয় বৎসরের ৫২ বায়ান্ন আইন দ্বারা প্রাগুক্ত চার্টার আইনের আগ্রা-প্রেসিডেন্সি সংস্থাপন-সম্বন্ধীয় বিধান স্থগিত রহিল। কিন্তু মেটকাফ্ তৎপূর্ব্বেই নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং আগ্রার গবর্ণর স্বরূপ তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিতে হইল।

মেটকাফকে আগ্রার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিবার এক মাস পরে, ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষের নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের (Provisional Governor-General) পদে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। (অর্থাৎ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে, কিম্বা তিনি পদত্যাগ করিলে, নূতন গবর্ণর জেনেরেল নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত থাকিবেন বলিয়া অবধারিত হইল।) ইংলণ্ডেশ্বর ডিরেক্টরদিগের অনুরোধে মেটকাফকে নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদেও নিযুক্ত করিলেন।

---

* Vide Appendix B.

মেটকাফ্ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই আগ্রা গবর্ণমেণ্ট-সংস্থাপন-সম্বন্ধীয় সমুদয় গোলযোগের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজ এবং বম্বে প্রেসিডেন্সির ন্যায়, আগ্রাতে যে কোন প্রেসিডেন্সি সংস্থাপন হইবার সম্ভব নাই, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং এই সময়ে তাঁহার ভারত-পরিত্যাগের বাসনা হইল। কিন্তু নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইবার পর, তিনি সে বাসনা পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে, মেটকাফের কলিকাতা পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে, কলিকাতাবাসী ইংরাজ, বাঙ্গালী এবং ইউরেসিয়ান সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শনার্থ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে এক এক খানি অভিনন্দন-পত্র (address) প্রদান করিলেন। ২৮শে নবেম্বর টাউন-হলে তাঁহার সম্মানার্থ এক ভোজ (dinner) হইল। প্রায় ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ জন ইংরাজ এই ভোজ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সুপ্রিম-কোর্টের অন্যতম জজ জি, পি, গ্রাণ্ট (পরে সার্ জি, পি, গ্রাণ্ট) সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শারীরিক-অসুস্থতা-নিবন্ধন স্বয়ং গবর্ণর জেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই ভোজে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া, নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রেরণ করিলেন,—

"দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই দেশে যে সকল রাজপুরুষ সাধুতা-সহকারে দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগের সদভিপ্রায় এবং কার্য্যকলাপ সাধারণের জানিবার সাধ্য নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনাটী প্রচলিত অবস্থার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। সার্ চার্লস্ মেটকাফের প্রথম কার্য্যারম্ভ হইতেই তাঁহার পবিত্রতা, সাধুতা এবং কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। তিনি যে সম্প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে বিশেষ সম্মান-সূচক পদ লাভ করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সকলেই মনে করেন। আমার ইচ্ছা ছিল যে, এই ঘটনা উপলক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, জন-সাধারণের এ মতের সঙ্গে যে আমার মতের ঐক্য রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করি। যদি বন্ধুতা আমাকে অন্ধ করিয়া না থাকে, যদি বন্ধুতা, তোষামোদ বাক্য প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমার প্রবল ঘৃণাকে পরাজয় করিয়া না থাকে, তবে সার্ চার্লস্ মেটকাফের আচরণ সম্বন্ধে আমিই উৎকৃষ্ট সাক্ষী। কারণ, বিগত ছয় বৎসর যাবৎ তাঁহার সহিত আমার সংস্রব রহিয়াছে। কিন্তু আমি

মনে করি না যে, বন্ধুতা আমাকে অন্ধ করিয়াছে, অথবা বন্ধুতা তোমা-মোদের প্রতি আমার হৃদয়ের ঘৃণা দূর করিয়াছে। সুতরাং নিঃশঙ্ক এবং দ্বিধা-শূন্য হইয়া আমি (সার্ চার্লস মেটকাফের সম্বন্ধে) বলিতেছি যে, কি রাজ-কার্য্য উপলক্ষে, কি জীবনের নিজ কার্য্যোপলক্ষে—এই জীবনে আমার আর এমন একটি লোকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নাই, যাঁহার সাধুতা, উদারতা এবং ভদ্রতা, সার্ চার্লস্ মেটকাফের অপেক্ষা আমার হৃদয়ে অধিক-তর শ্রদ্ধা এবং সম্মানের উদ্রেক করিয়াছে। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পরায়ণ এবং উপযুক্ত কৌন্সিলর (Councillor) গবর্ণমেণ্ট কখনও লাভ করেন নাই। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনচেতা মূল্যবান্ সহকারী এবং বন্ধু কোন গবর্ণর জেনে-রেলের ভাগ্যে ঘটে নাই। এই কয়েক বৎসর রাজকার্য্য সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই নীতির মধ্যে কোন সদ্‌গুণ থাকিলে, সার্ চার্লস্ মেটকাফই সে সকল সদ্‌গুণের একমাত্র হেতু। তাঁহার মেম্বর হইবার পূর্ব্বের কার্য্য-কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যে কিছু সরকারী কাগজপত্র আমি দেখিয়াছি, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিকূল মত হয় নাই। এইমাত্র বলিলেই আমার অকপট মত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইবে যে, ভারত-বর্ষের সঙ্গে আমার সংস্রব হইবার পর, যে সকল নীতিবিশারদেরা আপন দেশের মঙ্গলার্থ এই দেশে কার্য্য করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই দেশে স্বদেশের সুখ্যাতি এবং লাভ পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ওয়েব, ক্লোজ, সার্ আর্থার ওয়েলেস্‌লি, এলফিন্‌ষ্টোন, মন্‌রো এবং ম্যাল্‌কম প্রভৃতির সমতুল্য সম্মান এবং সম্ভ্রম সার্ চার্লস্ মেটকাফ্‌কে প্রদান করা উচিত।”

টাউনহলের ভোজের পর বেঙ্গল ক্লবের মেম্বরগণ সার্ চার্লস্ মেট-কাফের সম্মানার্থ ভোজ প্রদান করিলেন। কামান-যোদ্ধাদিগের সেনাপতি ব্রাইগেডিয়ার ক্লেমস্ত ব্রাউন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। হোলকারের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইনি লর্ড লেকের একজন সহচর ছিলেন। ডিগের দুর্গ আক্রমণ উপলক্ষে মেটকাফ্ যে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, ব্রাউন সাহেব আপন বক্তৃতায় তৎসমুদয় উল্লেখ করিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, নারী-জাতির প্রতি মেটকাফের অত্যন্ত

ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ছিল। রমণীগণের সংসর্গে তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবাবলম্বন করিতেন। তাঁহার সদাচরণ, সদ্ব্যবহার, সহৃদয়তা, দয়া, স্নেহ এবং অন্তরস্থিত পবিত্রভাব সহজেই নারী-হৃদয়ে তাঁহার প্রতি সদ্ভাবের উদ্রেক করিত। কলিকাতাবাসিনী ইংরাজ-মহিলাগণ একত্র হইয়া ৪ঠা ডিসেম্বর টাউনহলে মেটকাফের সম্মানার্থ আমোদ প্রমোদের (Ball) আয়োজন করিলেন।

কলিকাতাবাসী সুশিক্ষিত হিন্দু এবং মুসলমানগণ মেটকাফকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। এই অভিনন্দন-পত্রে অন্যূন পাঁচশত ভদ্রলোক স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অভিনন্দন-পত্রে লিখিত হইল—

"আপনার সামাজিক সদাচরণ এবং সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত আপনার স্বদেশীয় লোকেরা আপনার প্রতি বিশেষ ভালবাসা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার সেই সকল সদ্‌গুণ আমাদিগের জানিবার কোন সুযোগ নাই। কিন্তু তথাপি আপনার ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা, এবং মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা-মূলক ব্যবহারসম্বন্ধে আপনার গাঢ় ঘৃণা দর্শনে, আপনার প্রতি আমাদিগের অন্তরে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং এই উপলক্ষে সেই শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ না করিলে, আমাদের হৃদয় ও মনকে কলঙ্ক আশ্রয় করিবে। আমাদিগের পরমগুরু বলিয়াছেন যে, রাজা কিম্বা শাসনকর্ত্তার মধ্যে ন্যায়প্রিয়তাই প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু কেবল আপনার ন্যায়প্রিয়তাই আমাদিগকে আপনাকে এইরূপ সম্মান প্রদানে রত করে নাই। আপনার কর্ণ আমাদিগের আবেদন এবং প্রার্থনা শ্রবণার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। আপনার হস্ত আমাদিগের দেশীয় লোকের দুঃখ-কষ্ট নিবারণে রত ছিল। শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্য্য এবং দাতব্যালয় প্রভৃতি আপনার সাহায্যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের বৃথা অভিমান এবং খাম্‌খেয়ালির (Caprice) প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। কিন্তু তথাপি আপনি কি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে, কি সামাজিক আচার-ব্যবহারে, আমাদিগের দেশাচার এবং সংস্কারের সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ পরিহার করিয়াছেন। যদিও আপনার কলিকাতা পরিত্যাগ দ্বারা ভারতের এই প্রদেশে দেশীয় লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অভাব হইবে, তথাপি আপনি একেবারে হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া, আমরা মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। ইত্যাদি ইত্যাদি—"

দেশীয় ভদ্রলোকদিগের এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে সার্ চার্লস্ মেটকাফ বলিলেন—

"আপনাদিগের এই অভিনন্দন আমি অতিশয় আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলাম। কলিকাতা এবং তন্নিকটস্থ স্থানের এত অধিক সংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা এবং সদ্ভাবের চিহ্ন যে কত মূল্যবান্, তাহা আমি বিশেষ-রূপে পরিজ্ঞাত আছি। আপনাদিগের মধ্যে অনেকেই চরিত্র এবং পদ সম্বন্ধে দেশের অগ্রণী। যেরূপ হৃদয়ের ভাব আপনারা এখন প্রকাশ করিলেন, তদ্দ্বারা আমি যার-পর-নাই অনুগৃহীত হইয়াছি। যে দূরদেশে আমি যাইতেছি, সেখানে অবস্থান-কালে আপনাদিগের প্রদত্ত এই অভিনন্দন হর্ষদায়ক স্মৃতি উৎপাদন করিবে।

"আমার মনে বড় দুঃখ হয় যে, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং দেশাচারের পার্থক্য, ভারতবর্ষে ইংরাজ এবং দেশীয় লোকদিগের পারস্পরিক সম্মিলনের বাধা প্রদান করে, এবং তজ্জন্যই পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হয় না, এবং পরস্পরের গার্হস্থ্য-জীবন পরস্পরের জানিবার সাধ্য থাকে না। পরস্পরের গার্হস্থ্য জীবন পরস্পর জানিতে পারিলেই, তদ্দ্বারা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ হয়। আপনারা আমাদিগের সামাজিক সম্মিলনজনিত আনন্দ কিম্বা আমাদিগের কোন আমোদ প্রমোদে যোগ প্রদান করিতে পারেন না। এ বড় দুঃখের বিষয় যে, ইংরাজ এবং দেশীয় লোক উভয়ের রীতি-নীতি এবং রুচির উপযোগী কোন সামাজিক-ব্যবহার আজ পর্য্যন্তও প্রবর্ত্তিত হইল না। এইরূপ কোন সামাজিক ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইলে, উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই সামাজিক সম্মিলন সম্ভবপর হইত এবং তদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইত। কিন্তু কালসহকারে সকল বাধা-বিঘ্ন দূর হইবে এবং পরস্পরের সম্মিলন হইবে। আমার সঙ্গে আপনাদিগের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও, অদ্য আপনারা আমার সরকারী কার্য্য-কলাপের উল্লেখ করিয়া, বিশেষ সহৃদয়তা-সহকারে আমার প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ হইয়াছে। আমি এই কামনা করি যে, অদ্য আপনারা আমার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিলেন, আপনাদিগের ঈদৃশ মত পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ সমুপস্থিত না হয়। আমি যে পদে নিযুক্ত হইয়াছি, এই পদোপলক্ষে ভারতবাসিদিগের মঙ্গল-সাধন করিতে পারি তাহাই আমার প্রথম প্রার্থনা—তাহাই আমার একান্ত বাসনা—তাহাই আমার কর্ত্তব্য ইত্যাদি—ইত্যাদি—"

বাপ্টিষ্ট্ মিসনের খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণও একত্র হইয়া, মেটকাফকে এক

খানি অভিনন্দন প্রদান করিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে অভিনন্দন-পত্র আসিতে লাগিল। এই ঘটনা উপলক্ষে এবং ইহার পর ভারত-পরিত্যাগ-কালে মেট-কাফ্ যে রাশি রাশি অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইলেন, তৎসমুদয় একত্র করিলে অন্যূন সহস্রাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক হইতে পারে।

১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে, মেটকাফ্ কলিকাতা পরি-ত্যাগ করিলেন। এলাহাবাদে আগ্রা গবর্ণমেণ্টের রাজধানী সংস্থাপিত হইল। কিন্তু মেটকাফকে দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করিতে হইল না। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে পদত্যাগ করিলেন। ২০শে মার্চ মেটকাফ্ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, প্রতিনিধি-গবর্ণর জেনে-রেলের পদ গ্রহণ করিলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মনে মনে মেটকাফ্ যে আশা করিয়াছিলেন, আজ সে আশা পূর্ণ হইল। সার্ চার্লস্ থিওফিলাস্ মেটকাফ্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরেল।

১৮৩৫—১৮৩৬।

The real dengers of a free press in India are, I think, in its enabling the natives to throw off our yoke. The advantages are in the spread of knowledge, which it seem wrong to obstruct for any temporary or selfish purpose. I am inclined to think, that I would let it have its swing, if I were sovereign Lord and Master—*C. T. Matcalfe.*

সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ গবর্ণর জেনেরেলের প্রতিনিধিস্বরূপ এই মহোচ্চ-পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদ তাঁহাকেই প্রদত্ত হইবে, কি ইংলণ্ড হইতে কোন নূতন লোক এই পদে নিযুক্ত হইবেন, তাহা এখন পর্য্যন্তও স্থির হয় নাই।

লর্ড মেল্‌বোর্ণ (Lord melbourne) এখন ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী। মেস্তর গ্রাণ্ট্, বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি। গ্রাণ্টের ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইবার প্রবাদ প্রথমে প্রচার হইল। কয়েকদিন পরে লর্ড পামারষ্টোন এবং তৎপরে লর্ড মানষ্টার এই পদে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া, অনেকে অনুমান করিতে লাগিলেন। লর্ড অক্‌লাণ্ডও এই পদের প্রার্থী হইলেন।

টকর্ সাহেব এই সময় কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সভাপতি ছিলেন। মেটকাফের সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বদাই পত্রাপত্রি চলিত। তিনি মেটকাফকে তাঁহার ২৮শে আগষ্টের পত্রে লিখিলেন—"আমরা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পদত্যাগ-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনাকে কিম্বা এলফিন্‌ষ্টোন্‌কে এই পদের নিমিত্ত নির্ব্বাচন করিতে আমার ইচ্ছা হয়।

দ্বিতীয় পত্রে আবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর লিখিলেন—

"আমি মনে করিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্টের ভার আপনার হস্তে রাখিবার নিমিত্ত বুধবার কোর্টে প্রস্তাব করিব। আমি গ্রাণ্টকেও এই বিষয় লিখিয়াছি। কোর্টকে এই বিষয়ে সম্মত করাইতে কোন কষ্ট হইবে না। কারণ,

এতৎ সম্বন্ধে অনেকের মতই আমি জানি। কিন্তু রাজমন্ত্রিদিগের কি অভিপ্রায় হয়, তাহা বলিতে পারি না।"

২৮শে সেপ্টেম্বর (১৮৩৫) কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অধিকাংশের মতানুসারে এই মর্ম্মে একটী নির্দ্ধারণ (Resolution) লিপিবদ্ধ হইল,—"সার্ চার্লস্ মেটকাফের চরিত্র এবং কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিলে, গবর্ণর জেনেরেলের পদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কোন বন্দোবস্ত গর্হিত বলিয়া বোধ হয়।"

কিন্তু রাজমন্ত্রিগণের কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের মত অনুমোদন করিবার ইচ্ছা হইল না। মেটকাফের হাইদ্রাবাদের কার্য্যকলাপসম্বন্ধে সার্ উইলিয়ম রাম্‌বোল্ড ইংলণ্ডে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। বন্ধুদিগের কলঙ্ক প্রচার না হয়, তজ্জন্য মেটকাফ্‌কে অনেক বিষয়ে নির্ব্বাক্ থাকিতে হইয়াছিল। সুতরাং মেটকাফের সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অনেকানেক স্বার্থপর লোকের মনে কুসংস্কারের সঞ্চার হইয়াছিল। মন্ত্রিগণ ক্যানিংয়ের সেই পুরাতন বাক্যের অনুবলে বলিয়া উঠিলেন যে, কোম্পানীর কোন কার্য্যকারককে গবর্ণর জেনেরেলের পদ প্রদত্ত হইবে না। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিলেন। কিন্তু সে বাদানুবাদে কোন ফল হইল না। রাজবিপক্ষ (Whigs) মন্ত্রিদল একজন স্বপক্ষের লোক নির্ব্বাচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু প্রাগুক্ত রাজবিপক্ষ মন্ত্রিদল (Whig party) কর্ত্তৃক লোক নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বেই সার্ রবার্ট পিল রাজমন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন। রাজবিপক্ষ মন্ত্রিদল পরাভূত হইলেন এবং তাহাদিগের পরিবর্ত্তে রাজপক্ষ মন্ত্রিদলের (Tories) আধিপত্য সংস্থাপিত হইল। এই অবস্থায় অনেকেরই আশা হইল যে, হয় তো এখন সার্ চার্লস্ মেটকাফই গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু রাজপক্ষদলও (Tories) মেটকাফকে পরিবর্ত্তন ও বিনাশ-সমর্থনকারী-দলভুক্ত (Radicals party) বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং লর্ড হিটেস্‌বেরিকে (Lord Heytesbury) তাঁহারা গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত করিলেন। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেন্‌বরা, মেটকাফকে নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদ হইতেও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এই সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিলে, পুনর্ব্বার মেটকাফই সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। লর্ড হিটেস্‌বেরির অকস্মাৎ মৃত্যু কিম্বা পদত্যাগ উপলক্ষে, মেটকাফ্ প্রতিনিধি গবর্ণর হইবেন বলিয়া অবধারিত হইল। লর্ড

হেটেস্‌বেরির ইংলণ্ড-পরিত্যাগের পূর্ব্বেই আবার রাজবিপক্ষ দল (Whig party) মন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন। রবার্ট পিলকে পদত্যাগ করিতে হইল। জন্ হব্ হাউস, বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি হইলেন। রাজবিপক্ষ মন্ত্রি-দল, লর্ড হিটেস্‌বেরির নিয়োগ রহিত করিলেন, এবং লর্ড অক্‌লাণ্ডকে গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে লর্ড অক্‌লা-ণ্ডের নিয়োগ-সংবাদ কলিকাতা পৌঁছিল।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ হইতে ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত মেট-কাফ্ গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের ৩রা আগষ্ট তাঁহার কর্ত্তৃক ১৮৩৫ সনের ১১ আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইন দ্বারা তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে যে সকল আইন সময় সময় বিধিবদ্ধ এবং প্রচারিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের এই স্থানে উল্লেখ না করিলে, মেটকাফের এই সদনুষ্ঠানের উপকারিতা সম্যক্‌রূপে পাঠকগণের উপলব্ধি হইবে না *

১৭৮১ সনের পূর্ব্বে কলিকাতা কিম্বা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে সংবাদপত্র মুদ্রিত কিম্বা প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার এতৎপূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইল। গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে হিকিস্ গেজেট (Hicky's Gazette) নামে একখানি সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রের সঙ্গে দেশীয় লোকের কোন সংস্রব ছিল না। ইহাতে প্রায়ই ভারতবাসী ইঙ্গরাজ-দিগের কুৎসিত আচরণ, দুর্নীতি এবং ব্যভিচার ইত্যাদি বিষয় সমালোচিত হইত। রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা কিম্বা সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধীয় কোন বিষয় এই পত্রিকায় বড় সমালোচিত হইত না। হিকি সাহেব এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই লোকের চরিত্রে দোষারোপ করিতেন বলিয়া, কোন কোন ইংরাজ তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও হিকি সাহেবকে প্রকাশ্য-রাস্তায় অপ-মানিত হইতে হইত। কিন্তু শুদ্ধ কেবল লোকের কুৎসা এবং অপবাদ-পরিপূর্ণ পত্রিকা কখনও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। অনতিবিলম্বে আর একখানি প্রতি-দ্বন্দ্বী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল। ইহাতে হিকি সাহেবের পত্রিকা কয়েক-দিন পরে বন্ধ হইল। তৎপরে বেঙ্গল জর্‌নেল (Bengal Journal) নামে

* Vide appendix C.

অন্ত একখানি পত্রিকা কয়েক বৎসর চলিতেছিল। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় ১৭৯১ খৃঃ অব্দে বেঙ্গল জর্নেলের সম্পাদক মেস্তর উইলিয়ম্ ডুয়ানি (William Duane) অপবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তাঁহাকে এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে প্রেরণের আদেশ করিলেন। সম্পাদক তখন সুপ্রিম কোর্ট হইতে "হেবিয়স্ কর্পাস্" পরওয়ানা বাহির করিয়া মুক্ত হইলেন। কিন্তু বিচারে সুপ্রিম কোর্ট, গবর্ণমেণ্টের আদেশ বাহাল রাখিলেন। গবর্ণমেণ্ট ফরাশী-দূতের অনুরোধে তাঁহাকে এবার অব্যাহতি প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহার পর, ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে ইঁহাকে আবার অপবাদ-প্রচারের অপরাধে দেশ-বহিষ্কৃত হইতে হইল। এই সময় কলিকাতায় পত্রিকার সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

১৭৯৮ খৃঃ অব্দে "টেলিগ্রাফ" নামে একখানি পত্রিকায় মেণ্টর-স্বাক্ষরিত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, কাপ্তান উইলিয়ম্‌সন্ ইহার লেখক বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল। উইলিয়ম্‌সন্ পদচ্যুত হইলেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর তাঁহাকে পেন্সন্ প্রদান করিলেন; কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন না। "টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় আবার গাজিপুরের মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ প্রকাশিত হইল। মেস্তর ম্যালিয়ান (Mr. M. Lean) এই অপবাদ-সূচক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে এবং সম্পাদককে গাজিপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন। ম্যালিয়ান ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সম্পাদক তদ্রূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং এই অপরাধে তিনি দেশান্তরিত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

এই সময় মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি ভারতের গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন। তিনি চিরকালই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিরোধী। সুতরাং, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণ-পূর্ব্বক তিনি নিম্নলিখিত কঠিন নিয়ম প্রচার করিলেন:—

প্রথম। প্রত্যেক মুদ্রাকরকে (Printer) তাহার নাম সংবাদপত্রের নিম্নে মুদ্রিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। প্রত্যেক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং মালিককে তাঁহার নাম-ধাম গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

তৃতীয়। রবিবাসরে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে না।

চতুর্থ। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত

তদ্রূপ ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীকে অগ্রে সংবাদপত্রের লিখিত সকল বিষয় দেখাইতে হইবে। তিনি তৎসমুদয় পাঠ করিয়া, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার অনুমতি করিলে, সম্পাদক সেই সকল বিষয় আপনি পত্রিকায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিতে পারিবেন।

পঞ্চম। উপরোক্ত কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, সংবাদপত্রের মালিক কিম্বা সম্পাদক তৎক্ষণাৎ দেশবহিষ্কৃত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবেন।

কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির প্রণীত এই সকল নিয়ম মঞ্জুর করিলেন।

ইহার পর লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে আরও কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অতি মহদুদ্দেশ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ বাইবেল ইত্যাদি বিবিধ ধর্ম্মপুস্তক মুদ্রিত করিতেন। লর্ড মিণ্টো ধর্ম্মপুস্তক-মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিলেন। মার্‌কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির প্রণীত নিয়মানুসারে কেবল সংবাদপত্রের লিখিত বিষয় পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীকে দেখাইতে হইত। লর্ড মিণ্টো নিয়ম করিলেন যে, কোন পুস্তক কি সংবাদপত্র সমুদয়ই অগ্রে সেক্রেটরীকে দেখাইতে হইবে। তিনি তাহা পাঠ করিয়া মুদ্রাঙ্কনের অনুমতি প্রদান করিলে, পরে তৎসমুদয় মুদ্রিত হইবে।

ইহার পর, মার্‌কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ অর্থাৎ লর্ড ময়রা, ভারতের গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। এই সময় কলিকাতায় চারি পাঁচ খানি সংবাদপত্র চলিতেছিল। তন্মধ্যে এসিয়াটিক মিরর (Asiatic Mirror) নামে একখানি সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-কর্ম্ম-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা বাহির হইলে, তিনি সম্পাদককে তিরস্কার করিলেন। সম্পাদক আপন পক্ষ সমর্থনার্থ তদ্রূপ সমালোচনা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীকে পূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন বলিয়া আপত্তি করিলেন। ইহাতে গবর্ণর জেনেরেলের সংবাদপত্রের পরীক্ষকের পদ (Office of censor) রহিত করিয়া, সংবাদপত্র-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রচার করিলেন।

(১) ভারতবর্ষের শাসন উপলক্ষে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে কিম্বা ইংলণ্ডের অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের তদ্রূপ কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন সম্পাদক কোন কথা লিখিতে পারিবেন না।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন কথা কেহ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(৩) কৌন্সিলের মেম্বর, সুপ্রিমকোর্টের জজ কিম্বা কলিকাতার লর্ড বিশপের পদোপলক্ষের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা পত্রিকাস্থ করিতে পারিবেন না।

(৪) যে কোন প্রকার বিষয় লিখিলে, দেশীয় লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ হইতেছে বলিয়া, দেশীয় লোকদিগের আশঙ্কা হইবে, তাহা কেহ আপন পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(৫) ইংলণ্ডের কোন সংবাদপত্রে উপরোক্ত নিষিদ্ধ কোন বিষয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে, তাহা কেহ আপন পত্রিকায় উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন জন-বিশেষের গুপ্ত-কুৎসা অথবা কোন জন-বিশেষের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ (যদ্দ্বারা বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে) কেহ আপন আপন পত্রিকায় লিখিতে পারিবেন না।

মান্দ্রাজ এবং বম্বের মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধেও এই প্রকার কঠিন নিয়মাবলী অবলম্বিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে হাম্ফরি (Mr. Humphries) নামে একজন সম্পাদক একবার দেশ-বহিষ্কৃত হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলেন। এই ঘটনা হইতে মান্দ্রাজে আর কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক সাহস করিয়া, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপসম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিতেন না। সুতরাং মান্দ্রাজে কোন আইন প্রচারের প্রয়োজন হইল না। বম্বে ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দের সংবাদপত্রের পরীক্ষক (censor) নিযুক্ত হইল।

ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের গবর্ণর জেনেরেল হইবার পূর্ব্বে, এই দেশীয় লোকদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া, ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতেন। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে ঈদৃশ নিয়ম প্রচার বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

লর্ড ময়রার ভারতশাসনকালে ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা জরনেল (Calcutta Journal) প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকার সম্পাদক, প্রচলিত আইনের বিধানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিশেষ স্বাধীনতাসহকারে সকল বিষয় সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। জন আডাম্ তখন কৌন্সিলের মেম্বর ছিলেন। তিনি লর্ড হেষ্টিংসকে পুনর্ব্বার মুদ্রাযন্ত্রের পরীক্ষক (Censor) নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু লর্ড হেষ্টিংস, লোকানুরাগ লাভ করিবার আশায়, ইতিপূর্ব্বে বম্বে এক বক্তৃতা প্রদানকালে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের ঔচিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

তজ্জন্য সকলেই তাঁহাকে উদারচেতা বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই বক্তৃতার পর আর তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রের পরীক্ষক (censor) নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা হইল না। বিশেষতঃ সত্বরই তাঁহার ভারত-পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারত পরিত্যাগ করিলে পর, জন আডাম্ প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। আডাম্, গবর্ণর জেনেরেলের পদ লাভ করিয়াই, মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে কঠিন আইন প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অনতিবিলম্বে কোন একটী ঘটনা উপলক্ষে, কলিকাতা জর্নেলের সম্পাদক বাকিংহাম সাহেবকে দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া তিনি ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের তিন আইন জারি করিলেন। এই আইন দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা একেবারে বিনষ্ট হইল। এদিকে বাকিংহাম ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। জন্ আডামের প্রণীত এই আইনের বিধানানুসারে পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, কাহারও মুদ্রাযন্ত্র রাখিবার কিম্বা মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার করিবার সাধ্য ছিল না। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন কেহ কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারিতেন না। এইরূপ অনুমতিপত্র প্রদান-কালে জিলার মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্, অনুমতিপত্রগ্রাহককে মৌখিক, এবং লিখিত দলিল দ্বারা অবগত করিতেন যে, গবর্ণমেণ্টের নিষিদ্ধ কোন বিষয় মুদ্রণ কিম্বা প্রকাশ করিলে, অনুমতি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহার করা হইবে। প্রত্যেক সংবাদপত্রের সম্পাদককে অনুমতি-গ্রহণ-কালে, গবর্ণমেণ্টের নিষিদ্ধ কোন বিষয় প্রকাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইত।

সংবাদপত্রের পরীক্ষক (censor) নিয়োগ অপেক্ষাও এই আইনের বিধান কঠিনতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অনুমতি প্রদানকালে গবর্ণমেণ্ট, সম্পাদকদিগকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিতে নিষেধ করিলে, সম্পাদকগণকে বাধ্য হইয়া, এই সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে হইত।

জন আডাম্ এই প্রকারে ১৮২৩ সনের তিন আইন জারি করিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে লর্ড আমহার্ষ্ট এবং তৎপরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, ঈদৃশ কঠিন আইনের প্রয়োজনাভাব মনে করিয়া, এই আইনের কঠিন বিধান সকল কখনও প্রয়োগ করিতেন না।

ইঁহাদিগের শাসনকালে এই আইনসত্ত্বেও সম্পাদকগণ কতকটা স্বাধীনতা-সহকারে সকল বিষয়ে সমালোচনা করিতে সমর্থ হইলেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের হাফ-বাটা-সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রচারকালে, সৈনিক-বিভাগের ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ, সংবাদপত্রে লর্ড বেণ্টিঙ্কের বিরুদ্ধে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তখন ঘোর রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হইল। বেণ্টিঙ্ক তখন আডামের প্রচারিত তিন আইনের কঠিন বিধান সকল প্রয়োগের আবশ্যকতা মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কোন উপায় অবলম্বন করিলেন না। হাফবাটা-সম্বন্ধীয় নিয়ম কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের আদেশানুসারে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রচার করিয়াছিলেন। সৈনিক-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ মনে করিতেন যে, বেণ্টিঙ্ক নিজেই উক্ত নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং সংবাদপত্রে তাঁহারা কেবল লর্ড বেণ্টিঙ্ককেই নিন্দা ও তিরস্কার করিলেন। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টর কর্ত্তৃক এই নিয়ম মঞ্জুর হইলে পর, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত হইল। তখন লর্ড বেণ্টিঙ্কের আশঙ্কা হইল যে, সৈনিক-পুরুষগণ নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে এখন ডিরেক্টরদিগের বিরুদ্ধে বিবিধ কুৎসা লিখিবেন। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি আডামের প্রচারিত আইনের আশ্রয়-গ্রহণে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মেটকাফ্ তখন কৌন্সিলের মেম্বর। তিনি বেণ্টিঙ্ককে ঈদৃশ পথাবলম্বন হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩০।

"সৈনিক-বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের হাফবাটা-সম্বন্ধীয় আবেদন-পত্রের প্রত্যুত্তরে মহামান্য কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের প্রেরিত পত্র প্রকাশ-উপলক্ষে বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনের আশঙ্কা করিয়া, গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রতি যে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

"আমার বোধ হয় যে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্কলিত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইলে, কর্ম্মচারিদিগের মনে আবার এক প্রকার নূতন বিরক্তির ভাবের উদ্রেক হইবে। কিন্তু ঈদৃশ বিরক্তির ভাব উদ্রেক করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

"এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ের আন্দোলন-সম্বন্ধে পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনেই এই প্রকার স্বাধীনতা প্রদত্ত হইতেছে। সুতরাং কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের বর্ত্তমান হুকুম-প্রকাশ উপলক্ষে স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন যথাসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্ব-হুকুম-সম্বন্ধে যখন স্বাধীন সমালোচনার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তখন

বর্ত্তমান হুকুম প্রকাশকালে সে স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

"হাফবাটা-সম্বন্ধীয় আন্দোলনে পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রদান করিয়াই বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই নিয়ম লোকের মনে ঘোর বিদ্বেষের ভাব উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহারা সেই বিদ্বেষ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া, তখন মনে করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের কষ্টের কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়াছে; সুতরাং তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়িবে।

বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে আমি মনে করি যে, এ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বলিবার সুযোগ তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেই বিশেষ মঙ্গল হইবে। এই সম্বন্ধে সাধারণের মত প্রকাশের বাধা দিয়া, নূতন আর একটী অসন্তোষের কারণ উৎপাদন করিলেই অপেক্ষাকৃত অধিকতর ক্ষতি হইবে।

"আমি মনে করি না যে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁহারা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর দূষিত আর তাঁহাদিগের কিছু বলিবার আছে। সময়ের সান্ত্বনা-প্রদানের শক্তি স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছে। সৈনিক-বিভাগে যেরূপ বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা অধিক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। তাঁহাদিগের অভিযোগের বিচার হইয়াছে। তাঁহাদিগের তর্ক শেষ হইয়াছে, এবং বিষয়টী পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের এইরূপ পত্রই সম্ভবতঃ প্রত্যাশা করা হইয়াছিল। ইহা কিছু প্রত্যাশার বিপর্য্যয় নহে। এই পত্র প্রকাশ হইলে, সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে কেবল দুই এক খানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইবে। তাহাতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। পরে এই বিষয় একেবারে মিটিয়া যাইবে। কিন্তু লোকের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশের বাধা প্রদান করিলে, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই নূতন বিদ্বেষাবেগ সমুত্থিত হইবে এবং তদ্রূপ আচরণ আর একটী নূতন অত্যাচার বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

"এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, কেবল এই প্রশ্নেরই উদয় হয়—মুদ্রাযন্ত্রের যেরূপ স্বাধীনতা এই কয়েক বৎসর লোকে ভোগ করিয়াছে, তৎপ্রতি কি এখন হস্তক্ষেপ করিতে হইবে?

"আমি সর্ব্বদাই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের ঔচিত্য সমর্থন করিয়াছি, এবং তদ্রূপ স্বাধীনতা প্রদানের অনুপকারিতা অপেক্ষা উপকারিতার মাত্রা অধিকতর মনে করিয়া, এখনও সেই মতই অবলম্বন করিতেছি।

"যদি স্বীকার করা যায় যে, 'রাজ্যের মঙ্গলার্থ সময়ে সময়ে যদ্রূপ প্রজা-সাধারণের অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা-হরণের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাও সময় সময় হরণ করিতে হয়; তথাপি এই বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে তদ্রূপ কোন আচরণের প্রয়োজন দেখি না। কারণ রাজ্যমধ্যে কোন সঙ্কট উপস্থিত হইবার সম্ভব হইলে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের মত প্রকাশের বাধা প্রদান দ্বারা, সে সঙ্কট অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়া উঠে। আর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-নিবন্ধন সাধারণের মত প্রকাশের সুবিধা থাকিলে, তদ্দ্বারা হৃদয়ের দূষিত ভাব বাহির হইয়া যায়। মানুষকে চিন্তা এবং সুখদুঃখানুভবের শক্তি হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না। মানুষ সর্ব্বদাই চিন্তা করিবে, সর্ব্বদাই তাহাদিগের অন্তরে রাগ, দ্বেষ, প্রেম ইত্যাদির আবেগ উদয় হইবে; সুতরাং তাহাদিগের হৃদয়স্থিত সাময়িক রাগ ও বিদ্বেষ, সংবাদপত্রে অস্বাক্ষরিত পত্রাদি প্রকাশ দ্বারা নিঃশেষিত করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। অন্তরস্থিত কোপানল তাহাদিগের অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, এক সময় না এক সময় নিশ্চয়ই তাহা জ্বলিয়া উঠিবে। * *

* * * * * * *

সম্পাদকদিগকে দণ্ড প্রদান করিলেও তদ্দ্বারা কোন ফল হয় না। তাঁহারা দণ্ডিত হইবার পর, নব সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, জনহিতৈষী মহাপুরুষের (Martyr) বেশে আবার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।" * * *

মেটকাফ্ সর্ব্বদাই এই প্রকার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের ঔচিত্য সমর্থন করিতেন। ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে যখন তিনি কৌন্সিলের ডিপুটী গবর্ণর এবং প্রতিনিধি সভাপতি ছিলেন, তখন বঙ্গের গবর্ণর লর্ড ক্লেয়ারের বিরুদ্ধে কলিকাতার এক খানি সংবাদপত্রে একখানি প্রেরিত-পত্র প্রকাশিত হইল। লর্ড ক্লেয়ার ইহাতে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে ঐ সম্পাদকের সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার ক্ষমতাপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। দেশশাসন-কার্য্যের ভার তখন মেটকাফের হস্তে ছিল। সুতরাং লর্ড বেণ্টিঙ্ক, মেটকাফের নিকট এই পত্র প্রেরণ করিলেন। মেটকাফ্, লর্ড ক্লেয়ারের অনুরোধানুসারে কার্য্য করিতে অসম্মতি-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে লিখিলেন। *"গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর যাবৎ মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং আপনার লিখিত

* পত্রের সারাংশ; অনুবাদ নহে।

প্রণালী অনুসারে এখন যথাসঙ্গতরূপে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আমার হস্তে শাসনকার্য্যের ভার স্তস্ত হইবার পর, আমি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রতি একবারও হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার অবলম্বিত এই প্রণালী আমার এত উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় যে, যত দিন আমার হস্তে শাসনবিভাগের ভার থাকিবে, আমি ইহার অন্যথাচরণ করিব না। আপনি মনে করিয়াছেন যে, কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে স্থানীয়-বিধান অত্যন্ত কঠিন হইলেও সেই সকল কঠিন আইন এখন প্রয়োগ করা হয় না। কার্য্যতঃ সেই সকল আইন এক প্রকার রহিত হইয়াছে, এবং মুদ্রাযন্ত্র এখন কেবল ইংলণ্ডের আইনানুসারেই শাসিত হইতেছে। আপনি মনে করেন যে, কেবল মান্দ্রাজ এবং বম্বের গবর্ণরের বিরুদ্ধেই কলিকাতার সংবাদপত্রে নিন্দার কথা প্রকাশিত হয়; কিন্তু যদি আপুনি কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিয়া সমুদয় সংবাদপত্র পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, স্বয়ং গবর্ণর জেনেরেলের বিরুদ্ধে কত প্রকার অপবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যকার কাগজেও জেনেরেল নিজের লোকদিগকে মকরর করেন বলিয়া, তাঁহার নামে অপবাদ লিখিত হইয়াছে। আমি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর লোক। তাহাতে আমার বিরুদ্ধে লিখিবার কাহারও প্রয়োজন হয় না। আমার ক্ষুদ্রতাই আমাকে রক্ষা করে। কিন্তু তথাপি সময় সময় আমার বিরুদ্ধেও নিজের লোক নিয়োগের অপবাদ সংবাদ-পত্রে লিখিত হয়। হয় তো সেই সকল নিয়োগসম্বন্ধে আমার কোন সংস্রবও থাকে না। কিন্তু আমি এই সকল বিষয় সম্বন্ধে উদাসীনতা প্রকাশ করি।

"বর্ত্তমান ঘটনাসম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে, আমাকে আপনার পত্রের লিখিত-প্রণালী-অনুসারে সম্পাদকের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয়। কিন্তু আমার নিজের বিরুদ্ধে এইরূপ কিছু লিখিত হইলে, আমি বিশেষ অনিচ্ছা-সহকারে এই পথাবলম্বন করিতাম। কারণ, ইংলণ্ডের আইনানুসারে ইহার বিশেষ প্রতিকার পাইবার কোন সম্ভব নাই। বরং মোকদ্দমা করিতে হইলে অপমানিত হইতে হয়।"

লর্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে সম্পাদকগণ কার্য্যতঃ এইরূপ স্বাধীনতা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু জন্ আডামের প্রণীত কঠিন আইন আর রহিত হইল না। দুই একবার সেই সকল আইন রহিতের

প্রস্তাব কৌন্সিলে উপস্থিত হইত। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, শারীরিক-অসুস্থতা-নিবন্ধন তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না।

মেটকাফের আলাহাবাদ-যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাবাসী অনেকানেক লোক, জন্ আডামের প্রণীত ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের তিন আইন রহিতের প্রার্থনায়, গবর্ণমেণ্টে আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, মেটকাফ্ কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে পর, এই বিষয় সফল হইবার বড় সম্ভব থাকিবে না।

এই আবেদনপত্রের প্রত্যুত্তরে গবর্ণর জেনেরেল ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে জানুয়ারি আবেদনকারীদিগের নিকট লিখিলেন,——

"মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধীয় আইনের বর্ত্তমান অপ্রীতিকর অবস্থার প্রতি গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অবিলম্বে এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রণালী সংস্থাপিত হইবে।"

কিন্তু এই ঘটনার পর লর্ড বেণ্টিঙ্ককে মার্চ্চ মাসেই ভারত পরিত্যাগ করিতে হইল। সুতরাং তাঁহার শাসনকালে এই বিষয়ে কোন উপায় অবলম্বিত হইল না।

উদারচেতা সার্ চার্লস্ থিওফিলাস্ মেটকাফ্ এখন ভারত-সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন। সাহিত্যজগতের গৌরব মেকলে, কৌন্সিলের ব্যবস্থা-বিভাগের মেম্বরের পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। সুতরাং চির-অত্যাচারনিপীড়িত ভারতের শুভদিন সমুপস্থিত হইল। ভারতের প্রতি পরমেশ্বরের শুভদৃষ্টি পড়িল। বিশ্বপিতা অযাচিতরূপে শ্মশানসদৃশ ঘোর অজ্ঞানান্ধকার-সমাবৃত ভারতকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করিবার উপায় অবধারণ করিয়া দিলেন।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল। ঘোর-অত্যাচার-নিপীড়িত হইলেও, এ পর্য্যন্ত এই হতভাগ্য ভারতবাসিদিগের বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়া হৃদয়স্থিত দুঃখরাশি লাঘব করিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে পর, তাঁহারা এখন হৃদয়ের দুঃখ অশ্রুজলে ধৌত এবং হৃদয়ের দুঃসহ-বেদনা, বিলাপ ও পরিতাপ দ্বারা লাঘব করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জন্ আডামের প্রণীত ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের ৩ তিন আইন, বম্বে প্রদেশের ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের ২৪ চব্বিশ আইন, এবং মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন

গবর্ণমেণ্ট প্রণীত এবং প্রচারিত অন্যান্য নিয়মাবলী, প্রস্তাবিত আইন দ্বারা রহিত করিবার কথা হইল।

এই আইন জারি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, কলিকাতাবাসী ইংরাজ, বাঙ্গালী, ইউরেসিয়ান সকল সম্প্রদায়স্থ লোক একত্র হইয়া, সার্ চার্লস্ মেটকাফ্‌কে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা (Liberator of the Indian Press) সম্বোধনে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ জনসাধারণের সেই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বলিলেন ;—

"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলে, এই দেশীয় লোকের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার হইবে এবং জ্ঞান-বিস্তার দ্বারা ইংরাজরাজত্বের ভাবী অমঙ্গল হইবার সম্ভব রহিয়াছে—এই যদি তাঁহাদিগের (মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের বিরোধিদিগের) আপত্তি হয়, আমি তাঁহাদিগের এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলাম। কিন্তু জ্ঞান-বিস্তার দ্বারা ইংরাজ-রাজত্ব বিনষ্ট হইলেও, আমাদিগকে কর্ত্তব্যানুরোধে এই দেশীয় লোকদিগকে জ্ঞান-শিক্ষার ফল প্রদান করিতে হইবে। যদি ভারতবাসী লোকদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিয়া ভারতে ব্রিটিশ-রাজত্ব সংরক্ষণ করিতে হয়, তবে ভারত-সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের একমাত্র অভিসম্পাত (curse) স্বরূপ মনে করিতে হইবে, এবং তদ্রূপ অবস্থায় এই সাম্রাজ্য শীঘ্র শীঘ্র বিনষ্ট হইলেই মঙ্গল। কিন্তু আমার অনুভব হয় যে, অজ্ঞানতা হইতেই রাজ্য-বিনাশের অপেক্ষাকৃত অধিকতর আশঙ্কা রহিয়াছে। জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা ইংরাজ-রাজত্ব আরও দৃঢ়ীভূত হইবে। জ্ঞানবিস্তার দ্বারা কুসংস্কার দূরীভূত হইবে, লোকের মনের কঠিন-ভাব বিগলিত হইবে এবং আমাদের শাসনের উপকারিতাসম্বন্ধে লোকের মনে যুক্তিমূলক বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে।

"জ্ঞানবিস্তার দ্বারা রাজা প্রজা, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া, পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ করিবে। পরস্পরের মধ্যে এখন যে অনৈক্যের ভাব রহিয়াছে, তাহা ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

"ভবিষ্যতে এই রাজ্যের স্থায়িত্বসম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের যেরূপ অভিপ্রায়ই হউক না, যতদিন এ রাজ্যের ভার আমাদিগের হস্তে থাকিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সাধ্যানুসারে দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল-সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

"জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার এবং জ্ঞানোন্নতি-সাধনই আমাদের

কর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ। পরমেশ্বর যে আমাদিগকে কেবল এই দেশের রাজস্ব-আদায় এবং কর্ম্মচারিদিগের বেতন প্রদান করিতে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা কখন সম্ভবপর নহে ;—আমরা বিবিধ মহান্ এবং উচ্চতর উদ্দেশ্য-সাধনার্থ এদেশে প্রেরিত হইয়াছি। এদেশে পাশ্চাত্য-জ্ঞান, পাশ্চাত্য-সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিল্প এবং দর্শন ইত্যাদি বিস্তারদ্বারা জনসাধারণের অবস্থা সমুন্নত করাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোন্ উপায়ে এই কর্ত্তব্য সাধনের সম্ভব নাই।”

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের উপকারিতাসম্বন্ধে আরও অনেকানেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, তৎপরে মেটকাফ্ ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের তিন আইন প্রণেতা জন্ আডামের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,—“মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণের আইনের সমালোচনা উপলক্ষে আমি তৎপ্রণেতার (জন্ আডাম) সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এই সকল আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়, তাঁহার (জন্ আডাম) হাতে গবর্ণমেণ্টের ভার ছিল বলিয়া, ঈদৃশ আইনের প্রণেতাস্বরূপ তাঁহারই শিরে সকল দোষ পড়িয়াছে। তিনি একজন পবিত্রচরিত্র এবং দয়ার্দ্রচিত্ত লোক ছিলেন। তিনি সদভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত হইয়া, প্রাগুক্ত আইন তখন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এখন যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, এবং এখন যদি তাঁহার হাতে গবর্ণমেণ্টের ভার থাকিত, তবে আজ তিনিও বিশেষ উৎসাহসহকারে তাঁহার পূর্ব্বপ্রণীত আইন রহিত করিতেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণ জনসাধারণের যে কতদূর অসন্তোষ উৎপাদন করে, তাহা জন্ আডামের প্রতি লোকের অবজ্ঞাই বিশেষ প্রমাণ করিয়াছে। তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে এত সদ্গুণ থাকিলেও, শুদ্ধ কেবল এই আইনের প্রণেতা বলিয়া, তাঁহার নাম সাধারণের নিকট এতাদৃশ ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িয়াছে।”

এই সময় ডানিয়াল উইলসন্ সাহেব কলিকাতার লর্ড বিশপ ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁহাকে এদেশীয় লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। মেটকাফের প্রাগুক্ত বক্তৃতাসম্বন্ধে তিনি মেটকাফকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিলেন,—

মঙ্গলবার, ৮ ঘটিকা।

“প্রিয় সার্ চার্লস্—মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় অভিনন্দন উপলক্ষে আপনার

প্রত্যুত্তর আমাকে যেরূপ সন্তোষ প্রদান করিয়াছে, তাহা আমাকে প্রকাশ করিতে অনুমতি করুন। আপনাকে আমি এখন যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, লর্ড উইলিয়মের লেখনী হইতে ঈদৃশ প্রত্যুত্তর বাহির হইলে, তাঁহাকেও ইহাই বলিতাম। আপনার প্রত্যুত্তরের মধ্যে—সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের করুণা স্বীকার—যে উদ্দেশ্যে ভারত-সাম্রাজ্য আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত সমুল্লেখ—জ্ঞান-বিস্তারের আবশ্যকতা—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কোন প্রকার অপব্যবহার না হয়, তজ্জন্য সতর্ক করা—জন্ আডামের সমর্থন—এই সমুদয় বিষয়ই আমি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি।

"আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি আমাকে গোঁড়া রাজপক্ষ (Rank Tory) বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সত্য, উন্নতি, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলপ্রদায়ক বিষয়ের দিকে প্রেমের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়।

"আপনি যদি গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত থাকেন, তবে আপনার অধীনে আমি বোধ হয় বিশেষ সুবিধাসহকারে কাজ কর্ম্ম করিতে পারিব ইত্যাদি।"

ভারতবর্ষে সকলেই মেটকাফকে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানার্থ প্রশংসা এবং ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রাগুক্ত আইন জারি হইলে পর, ইংলণ্ডে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের মেম্বরগণ এবং অনেকানেক ভারত-প্রত্যাগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী, মেটকাফের প্রতি যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট এবং কোপাবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন,—মেটকাফ্ শুদ্ধ কেবল লোকানুরাগের প্রয়াসী হইয়া, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন; এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। কেহ কেহ বলিলেন, মেটকাফ্ পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের বিরোধী ছিলেন; জন্ আডাম, বাকিংহামকে দেশান্তর করিবার সময় তিনি আডামকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মেটকাফ্ ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আমি দেশের রাজা হইলে মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রদান করিতাম। এ পর্য্যন্ত হাইদ্রাবাদের গোলযোগ উপলক্ষে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের কোন কোন মেম্বর এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অত্যল্প সংখ্যক মেম্বর, মেটকাফের বিপক্ষে ছিলেন। এখন ইংলণ্ডের প্রায় সমুদয় কর্ত্তৃপক্ষই তাঁহার বিপক্ষ হইলেন।

এ সংসারে সাধু মহাপুরুষদিগকে সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত সর্ব্বদাই এইরূপে লোকগঞ্জনা এবং কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাদিগের সদনুষ্ঠানের সাহায্য করেন।

অদূরদর্শী নীতিবিশারদেরাই কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হইতে গবর্ণমেণ্টের অনিষ্টের আশঙ্কা করেন। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার অভাবেই রাজবিদ্রোহ এবং রাজবিপ্লব হইবার অপেক্ষাকৃত অধিকতর সম্ভব রহিয়াছে। কোন সিংহাসন-প্রতিষ্ঠিত রাজার বিরুদ্ধে প্রজা-সাধারণের মনে বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইলে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-নিবন্ধন, সে বিদ্বেষ বাক্যাকারে মসির স্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণপূর্ব্বক লোকের মুখ বন্ধ করিলে, প্রজাবর্গের হৃদয়স্থিত বিদ্বেষানল ধীরে ধীরে হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতে থাকে, এবং অবশেষে দাবাগ্নির ন্যায় ঘোর বিপ্লবাকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের স্থায়িত্ব দৃঢ়ীভূত করিয়া গিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার এবং অর্থশোষণ-চেষ্টা সিরাজের কল্পিত অত্যাচারকেও পরাস্ত করিত। কিন্তু তথাপি ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের পর, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান এবং ভারতে ইংরাজিশিক্ষা প্রবর্ত্তন ইত্যাদি কয়েকটী হিতকরকার্য্য, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতবাসিদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। অশিক্ষিত জন-সাধারণের গবর্ণমেণ্টের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও বিশ্বাস কিম্বা ভক্তি নাই; তাহারা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের উপকারিতা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কিন্তু পক্ষান্তরে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অর্থশোষণ তাহারা ঘোর অত্যাচার বলিয়া মনে করে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়া, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্ব্বদাই গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু দেশীয় লোকদিগকে সাংগ্রামিক বিভাগে প্রবেশাধিকার প্রদান করিলে, দেশীয় লোকদিগের মধ্যে সাংগ্রামিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলে, গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষাকৃত অধিকতর কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন। তখন ভারতপ্রজাপুঞ্জ নিশ্চয়ই ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতে বিরত হইবেন না।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের আইনের

পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইল। ৩রা আগষ্ট এই আইন বিধিবদ্ধ এবং ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ১১ আইন নামে অভিহিত হইলে পর, ১৫ই সেপ্টেম্বর এই আইনানুসারে কার্য্যারম্ভ হইল।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের বড় শুভদিন!!! এই শুভদিন চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কলিকাতার অধিবাসিগণ সাধারণের ব্যয়ে গঙ্গার পার্শ্বে একখানি সুপ্রশস্ত গৃহ-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক 'মেটকাফ্ হল' (Metcalfe Hall) নামে সেই গৃহ অভিহিত করিলেন। এই গৃহে সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা সার্ চার্লস্ থিওফিলাস্ মেটকাফের নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। এই মহাত্মার নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, এখনও ভারতবাসিদিগের নয়ন হইতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে থাকে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে, নব-গবর্ণর জেনেরেল লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষে পৌঁছিলেন না। সুতরাং মেটকাফকে বর্ষ-শেষের পরও কিছু কাল কলিকাতা অবস্থান করিতে হইল। বিগত সাত আট বৎসর যাবৎ তাঁহার কলিকাতা-অবস্থান-কালে, তিনি কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী সকলের নিকটই দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় তিনি মনে করিতেন,—জন-সাধারণই তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের প্রকৃত অধিকারী, তিনি কেবল জন-সাধারণের ন্যাসধারী (trustee) স্বরূপ সে অর্থ সংরক্ষণ করিতেছেন। প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত থাকিবার সময়, তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে এই সুযোগে কিছু অধিক টাকা জমা করিতে অনুরোধ করিলেন। মেটকাফ্ তাঁহাকে বলিলেন,—

"আমি গবর্ণর জেনেরেলস্বরূপ যে অত্যধিক টাকা এখন পাইতেছি, ইহাতে আমার নিজের কোন স্বত্ব নাই। এই পদোচিত কর্ত্তব্য-সাধনার্থ এই টাকা ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু জমা করিবার ইচ্ছা আমার না থাকিলেও টাকা বিলক্ষণ জমা হইতেছে।"

এই সময় কলিকাতার পেরেণ্টেল্ একাডেমিক ইন্‌ষ্টিটিউসন* (Parental Academic Institution) শিক্ষালয়টী অর্থাভাবে একেবারে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষগণ মেটকাফের সাহায্যের প্রার্থনায়, তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন। মেটকাফ্ এই শিক্ষালয়সম্বন্ধীয় সকল

* বর্ত্তমান ডব্‌টন্ কলেজ।

বিষয় তদন্ত করিয়া, শিক্ষালয়টি রক্ষা করিবার নিমিত্ত পাঁচ সহস্র টাকা দান করিলেন।

একজন ইংরাজ এই সময় সাংগ্রামিক-বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের উপকারার্থ একটি তহবিল (Retiring Fund) সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। তিনি ইংলণ্ড-গমনের ব্যয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন। মেটকাফ্, গবর্ণমেণ্ট হইতে টাকা প্রদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু নিজের তহবিল হইতে আবেদনকারীকে ছয় সহস্র টাকা প্রদান করিলেন। তিনি দুই একটি সদনুষ্ঠানে এককালীন দশ সহস্র মুদ্রাও দান করিয়াছেন। তাঁহার নিজের ব্যয়সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত মিতাচারী ছিলেন। একটি পয়সাও নিষ্প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয় করিতেন না। যুবকদিগকে সর্ব্বদাই আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার নিজের আয়ব্যয়ের হিসাব তিনি বিশেষ মনোযোগসহকারে রাখিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—অনবধানতাপ্রযুক্ত আয়ব্যয়সম্বন্ধে একটু ত্রুটী হইলে, পরিণামে সে ত্রুটি মানুষের সাধুতা পর্য্যন্ত বিনাশ করে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

১৮৩৬—১৮৩৭।

আগ্রার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর।

I feel the I have no excuse for abandoning a post * * * * * * in which I have greater opportunities of being useful to my country and to mankind than I could expect to find anywhere else. The decesion however costs me much I had been for some time indulging in pleasing visions of home.—*Metcalfe's letter to Lady Monson.*

১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসাবসানে লর্ড অক্ল্যাণ্ড কলিকাতা পৌঁছিলেন। মেটকাফ্ তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র জাহাজে তাঁহার নিকট অভ্যর্থনাসূচক সাদর-সম্ভাষণ-পূর্ণ পত্র প্রেরণ করিলেন। মেটকাফের পত্রের প্রত্যুত্তরে ২রা মার্চ্চ লর্ড অক্ল্যাণ্ড লিখিলেন।——

"আগামী কল্য আমাকে গ্রহণার্থ আপনি যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে অনুমোদন করি। বিগত পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের পর, আমরা আবার পরস্পরের নিকট পরস্পর পরিচিত হইব বলিয়া আমার মনে বিশেষ আনন্দের উদয় হইতেছে। ইত্যাদি।"

মেটকাফ্ গবর্ণমেণ্টের ভার লর্ড অক্ল্যাণ্ডের হস্তে প্রদান করিয়া, ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়াই পূর্ব্বে এক প্রকার স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি লর্ড অক্ল্যাণ্ডের ভদ্র-ব্যবহার এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-বাসনা ক্রমেই নিস্তেজ করিতে লাগিল। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের সংবাদ এখনও ইংলণ্ডে পৌঁছে নাই। সুতরাং মেটকাফের প্রতি ডিরেক্টরদিগের এখনও বিলক্ষণ সদ্ভাব রহিয়াছে। তাঁহারা মেটকাফকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

আগ্রাতে, বম্বে এবং মান্দ্রাজের ন্যায় কোন স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি সংস্থাপিত

হইল না। শুদ্ধ কেবল একজন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

মেটকাফের কার্য্যদক্ষতা এবং বিশেষ সদ্‌গুণের কথা ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে পর, ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিবেন বলিয়া, ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেরোনেট্ পদ প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর, তিনি তাঁহার পিতৃলব্ধ বেরোনেট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে গ্রাণ্ড ক্রশ্ অব্ দি বাথ্ (Grand cross of the Bath) উপাধি প্রদান করিলেন।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভারতাগমন-কালে, মেটকাফকে এই সম্মানচিহ্ন প্রদানের ভার লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। তিনি গবর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণের পর, ১৪ই মার্চ্চ বিশেষ সমারোহসহকারে মেটকাফকে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রদত্ত "গ্রাণ্ড্ ক্রশ্" খেতাব প্রদান করিলেন। এই সম্মান প্রদান উপলক্ষে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড, মেটকাফকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—

"এই দীর্ঘকাল যাবৎ (সরকারী কার্য্যোপলক্ষে) আপনি সর্ব্বদাই দয়ার্দ্র এবং উদারপ্রকৃতির আদেশানুসারে কার্য্য করিয়াছেন, স্বীয় বীরোচিত এবং প্রতিভাশালী মনের ক্ষমতা এবং বল সমুদয় কার্য্যেই প্রয়োগ করিয়াছেন, বিশ্রাম এবং বিরক্তি-বিবর্জ্জিত হইয়া, ভারত-সাম্রাজ্যের বল পরিবর্দ্ধন এবং স্থায়িত্ব দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ক্ষমতা এবং সম্মান রক্ষা করিয়াও যে সমগ্র মানবমণ্ডলীর উন্নতি এবং সুখ-শান্তি পরিবর্দ্ধন করা যাইতে পারে, তাহা আপনি নিজের আচরণ দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়াছেন।

"এই সম্মানপ্রদান-কার্য্য যথোচিত সমারোহসহকারে সম্পন্ন করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এই উপলক্ষে আমি কাহাকেও নিমন্ত্রণ করি নাই। আমি কেবল সকলের নিমিত্তই দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা এবং ভক্তি রহিয়াছে, সুতরাং এই গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল লোক আপনার সঙ্গে এই দেশে একত্রে বাস করিয়াছেন, যে সকল লোকের সঙ্গে এদেশে আপনার পরিচয় হইয়াছে, যে সকল লোক আপনার কার্য্য দেখিয়াছেন এবং যে সকল লোক আপনার শাসনাধীনে ছিলেন, তাঁহাদিগের সকলের অন্তরেই আপনার

প্রতি যে এইরূপ সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের সরকারি কার্য্যকারকদিগের সদ্‌গুণের প্রতি যে ইংলণ্ড উদাসীনতা প্রকাশ করেন না; তদ্দর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে যে আপনার নাম সংবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ইংলণ্ডের সমুদয় লোক এবং স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত আছেন।

"আমার আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করুন। আপনি দীর্ঘকাল সুখস্বচ্ছন্দতাসহকারে এই সম্মান সম্ভোগ করিতে সমর্থ হউন—এই আমার অকপট প্রার্থনা।

"আপনার সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ ভিন্ন আমার আর কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আপনি অদ্য যে পদ পরিত্যাগ করিতেছেন, আমার এই পদ পরিত্যাগ কালে, আমি আপনার ন্যায় এই প্রকার জন-সাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারি, ইহাই আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ, এতদপেক্ষা আমার আর কোন উচ্চতর অভিলাষ নাই।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইবামাত্র, সকলেই আনন্দনাদ করিয়া উঠিলেন। তৎপরে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড, লাল ফিতা (Red ribbon) মেটকাফের গলদেশে দোলায়মান করিয়া দিলেন, এবং মেটকাফ্, অক্‌ল্যাণ্ডের বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—

আমার প্রভু,—এই সম্মানচিহ্ন প্রদান দ্বারা ইংলণ্ডেশ্বর আমার প্রতি যে কতদূর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বাক্যের অভাব অনুভব করিতেছি। আমি আমাকে এইরূপ সম্মানের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, আমার বৃথা আস্পর্দ্ধা প্রকাশ হয়। কিন্তু আবার আমার নিজের অসারত্ব-সম্বন্ধে বাক্যব্যয় করিলেও ইংলণ্ডেশ্বরের বিচারশক্তির প্রতি দোষারোপ করা হইবে; সুতরাং আমার তদ্রূপ আচরণও আস্পর্দ্ধা-জনক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই সম্মান প্রদান করিয়া ইংলণ্ডেশ্বর যখন আমাকে মহোচ্চ দেশরক্ষক-দলভুক্ত করিয়াছেন, তখন রাজার এবং দেশের মঙ্গলার্থই আমার হৃদয়-মন সমর্পণ করিতে হইবে। আমার দ্বারা এই মহোচ্চ দেশরক্ষক-দল * কখন কলঙ্কিত না হয়, তৎপ্রতি আজীবন আমার বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

* মেটকাফ্ যে সম্মান প্রাপ্ত হইলেন (অর্থাৎ গ্রাণ্ড ক্রশ সম্মান) তাহার অর্থ দেশ-রক্ষক।

এইরূপ সম্মান আমি কখন প্রত্যাশা করি নাই। ঈদৃশ অপ্রত্যাশিত সম্মান-লাভ, জন-সাধারণের শ্রদ্ধা-লাভ করিবার নিমিত্ত—এবং পরমেশ্বরের সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি জীবনের সকল অবস্থায় কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য—আমাকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উৎসাহিত করিবে।”

লর্ড অকল্যাণ্ডকে বলিলেন,—

“আপনি যেরূপ সমারোহসহকারে ইংলণ্ডেশ্বরের আদেশপ্রতিপালনার্থ অদ্য আমাকে এই সম্মান প্রদান করিলেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশার্থ আমার উপযুক্ত শব্দের অভাব হইয়াছে। আমার যৎসামান্য কার্য্য-কর্ম্ম-সম্বন্ধে আপনার প্রশংসা-বাক্য অত্যুক্তি হইয়া পড়িয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি, আপনার শাসন সফল হউক। আপনি যে সকল উপকারপ্রদ নিয়ম প্রচার করিবেন, তদ্দ্বারা ভারতবাসী জন-সাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক, এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা এবং সহানুভূতির সঞ্চার হউক—ইত্যাদি।”

মেটকাফ্‌ কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া, এই সম্মান প্রদানের পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতাবাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবসায়ী, তাঁহাকে এক একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। * * * * *

আগ্রার গবর্ণরের পদ রহিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কেবল এক জন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ মেটকাফ্‌ গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা এখন পর্য্যন্তও স্থির করেন নাই। অর্থের নিমিত্ত তাঁহার কার্য্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার পিতা অতুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও প্রায় বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। এখন কেবল জন-সাধারণের মঙ্গলার্থই কার্য্য করেন। ইহার মধ্যে নিজের কোন স্বার্থ-চিন্তা নাই। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড এবং কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টর তাঁহাকে আরও কয়েক বৎসর ভারতে থাকিবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ১৭ই মার্চ্চ লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড এই সম্বন্ধে তাঁহাকে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিলেন।

গবর্ণমেণ্ট গৃহ, ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৩৬।

“আমার প্রিয় সার্‌ চার্লস্‌—আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর-নিয়োগ-সম্বন্ধীয় বিষয় আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া যাহা কিছু স্থির করিয়াছি, তৎসমুদয়

আপনার নিকট লিখিতেছি। আপনি এই বিষয়ে সম্মত হইবেন বলিয়াই আমার আশা আছে; কিন্তু আপনি সম্মত কি অসম্মত হউন, আমি এই সম্বন্ধে আপনার সদুপদেশ এবং সৎপরামর্শ নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারিব।

"এ বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। এই সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন অনুষ্ঠান আরম্ভ না হইলে, আমি কিছুকাল এই বিষয় ফেলিয়া রাখিতাম; পরে রাজকোষ অর্থপূর্ণ হইলে, হয় তো উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটী স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইতাম, এবং কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক আছে কি না, তাহাও নিজে বিশেষ করিয়া অবধারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আগ্রা-গবর্ণমেণ্ট-সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই পরিবর্ত্তন হইয়া রহিয়াছে। আমি নিজেও মনে করি যে, এই পরিবর্ত্তন বিশেষ লাভপ্রদ। এই পরিবর্ত্তন লাভপ্রদ না হইলেও, এখন ইহার প্রত্যাহার-চেষ্টা বিশেষ কষ্টকর হইবে।

"কলবিন্ সাহেবের সাহায্যে এই সকল কার্য্যকলাপের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া, আমি দেখিতে পাইলাম যে, ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে দুই জন কমিশনার, মেস্তর ককৃস্ এবং মেস্তর্ সেণ্ট্ জর্জ্ প্রথমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এক জন গবর্ণর-সদৃশ উচ্চ-শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। শাসনকার্য্যের সুশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক বিভাগের কার্য্যকলাপের সুবিধার নিমিত্তই তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরেলের অনেক পরিশ্রম হ্রাস হইবে, স্থানীয় কার্য্যকারকদিগের কার্য্য-কর্ম্মে বিশেষ উৎসাহ হইবে, এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকের অনেক উপকার হইবে ইত্যাদি বিবিধ বিষয় তাঁহাদিগের প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছিল।

"কিন্তু ইহার পর, ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হয় নাই। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত ফাইনান্স কমিটীর মেম্বর হল্ট্ ম্যাকেঞ্জি, ডেবিড্ হিল এবং বাক্স সাহেব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মত এবং লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতির মতামত এই স্থানে সবিস্তারে উল্লেখ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, বোর্ড অব্ কমিসনার এবং পার্লিয়ামেণ্ট, সকলেই এই সম্বন্ধে এক প্রকার মত প্রদান করিয়াছেন। সকলেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপনের ঔচিত্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্যয়াধিক্যসম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন, এবং

ঈদৃশ নব-প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের হস্তে কতদূর ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল।

"উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল কলিকাতা-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সুশাসিত হইবার সম্ভব নাই, তাহা লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা-বিভাগের বিরোধী ছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সুপ্রিম্ গবর্ণমেণ্টের আবাস-সংস্থাপনপূর্ব্বক কলিকাতায় কেবল গবর্ণর জেনেরেলের একজন প্রতিনিধি রাখিবার অভিপ্রায় তিনি করিয়াছিলেন।

"যে সময় নূতন চার্টার আইনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয় (এই আইন দ্বারাই আগ্রাতে চতুর্থ প্রেসিডেন্সি সংস্থাপিত হয়), তখন কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এই আইনের আগ্রা-গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপনের বিধান-সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন। কিন্তু আগ্রাতে স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপনের আবশ্যকতা তাঁহারা অস্বীকার করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অধীনে আগ্রা-প্রদেশে কেবল এক জন স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিলেই, অল্প-ব্যয়ে সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু ডিরেক্টরদিগের আপত্তিসত্ত্বেও আইন বিধিবদ্ধ হইয়া, আগ্রাতে একজন স্বতন্ত্র গবর্ণর নিয়োগ সাব্যস্ত হইল। আগ্রার গবর্ণরের, সাংগ্রামিক এবং রাজনৈতিক বিভাগের ক্ষমতা ভিন্ন, অন্যান্য সকল প্রকারের ক্ষমতা থাকিবে বলিয়া স্থির হইল ; আলাহাবাদে তাঁহার আবাস স্থিরীকৃত হইল, এবং আলাহাবাদের দুর্গের ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইবার কথা হইল ; আগ্রা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ইত্যাদিও অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের প্রায় সমতুল্য হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। রাজনৈতিক বিভাগের গুরুতর কার্য্যের ভার, কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেলের হাতে রহিল। কিন্তু রাজনৈতিক বিভাগের সাধারণ কর্ম্মচারিগণ আপন আপন দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিবেন বলিয়াই স্থির হইল। দিল্লী, শিখ-রাজ্য পার্ব্বত্য-প্রদেশের আশ্রিত রাজ্যসমূহ, বুন্দেলখণ্ড, সগর এবং নর্ম্মদা প্রদেশের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের ভার আগ্রা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইল। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেলকে আগ্রার গবর্ণরের এলেকা সময় সময় হ্রাস ও বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

"এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার সময় হইতে নূতন প্রেসিডেন্সি সংস্থা-

পনের ঔচিত্য-সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সন্দেহ আরও ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন, যখন আগ্রার গবর্ণরকে শুদ্ধ কেবল অধীন গবর্ণরের ক্ষমতা-প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছে, তখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের আবশ্যক না থাকিলে, আগ্রাতে গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্যের সাহায্যার্থ একজন্ লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

"বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল এই সম্বন্ধে বিশেষ উদার মতাবলম্বন করিলেন। তাঁহারা কলিকাতার রাজধানী হইতে উত্তর অঞ্চলের দূরত্ব, উক্ত প্রদেশের বিবিধ রাজগণের সঙ্গে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ, এবং অধিবাসিদিগের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহাদিগের মত-প্রদান-কালে বলিলেন,—

"কমিসনার, কলেক্টর এবং মাজিষ্ট্রেটের পদাপেক্ষা উচ্চতর পদবিশিষ্ট একজন কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতাসম্বন্ধে তাঁহারা কোর্টের মত অনুমোদন করেন। গবর্ণর জেনেরেলের বিশেষ বিশ্বস্ত লোক এই পদে নিযুক্ত হইবেন। গবর্ণর জেনেরেল স্বীয় ক্ষমতা হইতে যখন তাঁহাকে যে পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তিনি গবর্ণর জেনেরেলের প্রদত্ত তদ্রূপ ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন।

"ইহার পর পূর্ব্বোক্ত আইনের আগ্রা গবর্ণমেণ্টসম্বন্ধীয় বিধান স্থগিত রাখিবার উদ্দেশ্যে, অন্য এক আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই শেষোক্ত আইনের দ্বারা কোর্ট অব্ ডিরেক্টরকে পূর্ব্ব আইন স্থগিত রাখিবার এবং গবর্ণর জেনেরেলকে আগ্রাতে এক জন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর নিয়োগের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

"কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এই শেষোক্ত আইন জারির সংবাদ, গবর্ণর জেনেরেলকে প্রেরণ করিয়াছেন; পূর্ব্বের আইন তাঁহারা তিন বৎসরের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়াছেন, এবং সার্ চার্লস্ মেটকাফকে (অর্থাৎ আপনাকে) এই পদে নিযুক্ত করিলে, বম্বে কিম্বা মান্দ্রাজের গবর্ণরের সমতুল্য বেতন আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকে প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন।

"উল্লিখিত এই সকল বিষয়ের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কিয়দংশ প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; তদ্রূপ ক্ষমতার পরিমাণ বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে নির্দ্ধারিত হইবে, এবং আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর অন্যান্য

প্রেসিডেন্সির গবর্ণরের সমতুল্য হইলেও গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সংখ্যা অন্যান্য প্রেসিডেন্সির সমতুল্য হইবে না। আর সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ (অর্থাৎ আপনি) এই পদের বিশেষ উপযোগী বলিয়া, এই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এবং আপনাকেই এই পদ প্রদত্ত হইবে।

"কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই সকল মতের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে। আমি এখন অকপটে আপনার নিকট এই সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব করিতেছি। এই সকল প্রস্তাবে কেবল আমার নিজের মত প্রকাশ করা হইল। কিন্তু এই মতামত কৌন্সিলে সমালোচিত হইবে। এই বিষয়ে আপনার সাহায্যও আমি লাভ করিতে ইচ্ছা করি। অধিকন্তু এই সকল বিষয় কৌন্সিলে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে, আমি এতৎসম্বন্ধে আপনার মতামত জানিতে ইচ্ছা করি। তাহা হইলে আমার মতের বিরুদ্ধে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে, তাহা পূর্ব্বেই খণ্ডিত কিম্বা গৃহীত হইতে পারিবে।

"আপনাকে আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তাব করি। যদি আপনি এই পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, মেস্তর রসকে (Ross) এই পদে নিযুক্ত করিলে, পদের বেতন এবং শাসনরক্ষণের ক্ষমতা ইত্যাদি যে পরিমাণে প্রদত্ত হইত, আপনাকেও সেই পরিমাণে তৎসমুদয় প্রদত্ত হইবে। অধীনস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে। দুর্গের ভার এবং সাংগ্রামিক-বিভাগ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা-প্রদানের আমি এখন কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি সকল বিষয়ে একমত হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইব; সুতরাং বিদেশীয় রাজগণের সঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধীয় অনেকানেক কঠিন এবং গুরুতর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের ভার আমি আপনার হস্তে প্রদান করিব। আপনার আবাসস্থান আলাহাবাদে না হইয়া, আগ্রা হইলেই ভাল হয়। গোয়ালিয়র ও রাজপুতানার সঙ্গে কার্য্যকলাপ-উপলক্ষে সময় সময় যে সকল কঠিন প্রশ্নের উদয় হয়, তৎসমুদয় মীমাংসার ভার আপনার হস্তে থাকিবে। এইরূপ বন্দোবস্ত উপলক্ষে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু পরিবর্ত্তন উপলক্ষে যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অধিকতর গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। বিশেষতঃ এই সকল উদ্দেশ্যই আগ্রা-গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপনের প্রথমে প্রস্তাব হইয়াছিল।

আমার নিজের সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আপনাকে গবর্ণর জেনে-

রেলের কোন কোন গুরুতর ক্ষমতা প্রদত্ত হইল বলিয়া, আপনার সঙ্গে একত্র হইয়া কার্য্য করিতে আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না।

*   *   *   *   *

"এখন আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি যেরূপ অভি-প্রায় করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হইল। এই সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা তর্ক-বিতর্ক এবং সমালোচনা পূর্ব্বক পরে স্থির করা যাইবে। *

আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত
অকল্যাণ্ড।

এই পত্রের প্রত্যুত্তরে মেটকাফ্, লর্ড অকল্যাণ্ডকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন—

১৭ই মার্চ্চ ১৮৩৬

আমার প্রিয় প্রভু—আপনার গত কল্যের বশীকর (Obliging) পত্র-প্রাপ্তিরূপ সম্মান লাভ করিলাম।

আপনার পত্রোল্লিখিত প্রস্তাব সমূহের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে, আপনার ঈদৃশ পত্র দ্বারা আমার প্রতি আপনি যেরূপ সদ্ভাব এবং অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি। আপ-নার প্রস্তাবিত অধিকার-সহকারে আগ্রা-গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হইলে, আমি বিশেষ আহ্লাদসহকারে আপনার প্রস্তাবানুসারে আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত আছি।

একটী বিষয়ে কেবল আমি আপনাকে আর একটু বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। বিদেশীয় রাজনৈতিক-সম্বন্ধ-সম্ভূত যে সকল কার্য্যকলাপ আগ্রা গবর্ণমেণ্টের এলেথাভুক্ত ছিল, তৎসমুদয় আপনার প্রস্তাবানুসারে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের তত্ত্বাবধানের অন্তর্ভূত হয় নাই। বিদেশীয় রাজগণের রাজ্য, আগ্রা প্রেসিডেন্সির প্রান্তস্থিত বলিয়াই যে, কেবল আগ্রা গবর্ণমেণ্টের হস্তে এইরূপ ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহা নহে। তদ্রূপ বিদেশীয় রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের ভার নিকটস্থিত স্বরাজ্য-শাসন-কর্ত্তাদিগের তত্ত্বাবধানে থাকি-বারই প্রথা রহিয়াছে—যথা দিল্লীর কমিসনারকে দিল্লী-দরবারের দূতের কার্য্য

* পত্রের ভাব ভাষান্তরে প্রকাশিত হইল। পত্রের উল্লিখিত কোন কোন কথা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেবল সারাংশ প্রকাশিত হইল।

এবং অধীনস্থ জায়গীরদারদিগের সঙ্গে ব্যবহার উপলক্ষে বিবিধ কার্য্য করিতে হয়। শিখ এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশের আশ্রিত রাজ্য-সমূহে যে সকল ইংরাজ-কর্ম্মচারী দূত-স্বরূপ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের হস্তেই আবার শাসনকার্য্যের ভারও অর্পিত হইয়াছে। বুন্দেলখণ্ডের জজ, সে প্রদেশের রাজগণের দরবারে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের দূতের কার্য্য করেন, এবং সগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের দৌত্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণই তৎ তৎ প্রদেশের কমিসনরের কার্য্য করেন। যদি বিদেশীয় বিভাগের তত্ত্বাবধারণের ভার শাসনবিভাগ হইতে পৃথক্ করা হয়, তবে হয় বিদেশীয় বিভাগে নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে, নতুবা এক কর্ম্মচারীকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষমতা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে থাকিয়া সঞ্চালন করিতে হইবে। আমার নিজের মনের ভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিলেও, সরকারী কার্য্যের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত আমার বোধ হয় যে, বিদেশীয় বিভাগের কার্য্যকলাপ লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের তত্ত্বাবধানভুক্ত করিলেই ভাল হয়। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনেরেলের শাসনাধীনে থাকিয়া সে সকল কার্য্য করিবেন।

"কিন্তু এই বিষয়ে আমার নিজের মনের ভাব-সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতেছি যে, আমাকে এক প্রকার উচ্চপদ হইতে অবনত হইয়া নীচপদ গ্রহণ করিতে হইল। গবর্ণরের পদের পরিবর্ত্তে আমি লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদাভিষিক্ত হইলাম; সুতরাং যদ্দ্বারা এই লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদের গুরুত্ব হ্রাস হয়, তাহা আমার মনঃকষ্টের কারণ হইবে। গবর্ণরের পদের নীচের কোন পদ গ্রহণ, আমাকে অবনত করিবে বলিয়াই আমি এই পদ গ্রহণ করিব কি না, তাহা চিন্তা করিতেছিলাম। যদিও নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিয়োগ, এবং আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকে গুরুতর ভারার্পণ করিবার প্রস্তাব, আমার মন হইতে অবমাননার আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছে, তথাপি সাধারণের মনে তদ্রূপ ভাবের উদয় হইতে পারে। সাধারণের মনের এই সংস্কার দূর করিতে হইলে, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদের গুরুত্ব যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহাই করা উচিত। কিন্তু এ কেবল আমার নিজের স্বার্থাস্বার্থের কথা। সুতরাং কোন বন্দোবস্ত সাধারণের মঙ্গলের বিরুদ্ধ না হইলে, তৎসম্বন্ধে আমি এইরূপ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে ইচ্ছা করি না।

"বিচার এবং রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ আপনি যদ্রূপ

ক্ষমতা-প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যথোপযুক্ত এবং সন্তোষজনক হইয়াছে।

"গোয়ালিয়র এবং রাজপুতানার রাজনৈতিক তত্ত্বাবধারণের ভারার্পণ, আমাকে বিশেষ সন্তোষ প্রদান করিয়াছে। আর আগ্রাতে রাজধানী সংস্থাপনই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়।

"ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, এবং অতিরিক্ত পারিষদ কিম্বা কর্ম্মচারী কেবল আমার নিমিত্ত নিযুক্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

"দুর্গের ভার আমি নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি। সৈন্যাধ্যক্ষের নিয়োগপত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, এইরূপ ভার ন্যায়সঙ্গতরূপে দেওয়া যাইতে পারে না। আলাহাবাদে রাজধানী সংস্থাপিত হইলে, আলাহাবাদের দুর্গের ভার প্রদানাভাবে কিঞ্চিৎ অবনত হইতে হইত। কিন্তু আগ্রার রাজধানী সংস্থাপিত হইলে, সেইরূপ কোন আশঙ্কাও থাকিবে না।

"আমি আর এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের এলাকার মধ্যে, পূর্ব্বের গবর্ণরের সদৃশ তাঁহার পদমর্য্যাদা এবং সম্মান বজায় থাকিলেই ভাল হয়।"

সি, টি, মেটকাফ্‌।

রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে জনসাধারণের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হইবেন, এই উদ্দেশ্যেই সার্ চার্লস্ মেটকাফ্‌, অপমান স্বীকার করিয়াও লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিলেন, এবং ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আগ্রা-গমনকালে তাঁহার মাতৃষসা মন্সন্-পত্নীর নিকট নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিলেন—

ভাগীরথী-নদী, জাহাজ-সংলগ্ন নৌকা।

৩রা এপ্রিল, ১৮৩৬।

আমার প্রিয়তমা মাসীমা—আমি লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়াছি। যেরূপে এই বর্ত্তমান অবস্থা সমুপস্থিত হইল, তাহা আপনাকে বলিতেছি। আগ্রার গবর্ণমেণ্ট রহিত হইলে পর, আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভারতে পৌঁছিবার কিছু কাল পূর্ব্বেও আমার এইরূপ বিশ্বাসই ছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-আশা আমার মনে বড় আনন্দ প্রদান করিতে

লাগিল। ইহার পর অবগত হইলাম যে, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এবং মন্ত্রিসভা পুনর্ব্বার আমাকে নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে ভারতবর্ষে আমি দ্বিতীয় পদাভিষিক্ত হইলাম। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিয়া, আমাকে এই দেশে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডও অত্যন্ত সরলতা এবং অকপটতাসহকারে এইরূপ বাসনা প্রকাশ করিলেন। আমি মনে করিলাম যে, কোন প্রকার অবমাননা স্বীকার না করিয়া, ইঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে করিতে হইবে। কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ আমার গ্রহণোপযোগী হইবে কি না, তাহাই তখন মীমাংসা করিতে হইল। পূর্ব্ব-গবর্ণরের সমুদয় ক্ষমতা ও কার্য্যভার এবং দুই একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা আমাকে প্রদান করিলে পর, এ বিষয়ের মীমাংসা হইল। পূর্ব্বের গবর্ণরের কার্য্যভার অপেক্ষা বর্ত্তমান লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের হস্তে গুরুতর কার্য্যভার প্রদত্ত হইয়াছে। এখন এই পদ, কেবল নাম, সজ্জা এবং নির্দ্দিষ্ট খরচের টাকা ভিন্ন, অন্য কোন অংশেই গবর্ণরের পদের অপেক্ষা ন্যূন নহে। কিন্তু শুদ্ধ কেবল নাম-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত এই পদ-গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করা আমি উচিত বোধ করিলাম না। চিরকাল যে সকল লোক আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার কার্য্যকারিতার উপর তাঁহাদিগের এক প্রকার দাবী রহিয়াছে। তাঁহাদিগের অনুরোধ অবশ্য আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যখন সকল পক্ষ একত্র হইয়া আমাকে এই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং যখন এই পদে থাকিয়া আমি স্বদেশের এবং মানবমণ্ডলীর বিশেষ মঙ্গলসাধন করিবার সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইব, তখন এই পদ-গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিবার কোন কারণই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এই পথ অবলম্বন করিয়া আমি বিশেষ মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছি। আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে কেবল স্বদেশের সুখপ্রদ দৃশ্য, বিশ্রাম, বন্ধুবান্ধবদিগের স্নেহপরিপূর্ণ ব্যবহার এবং সম্মিলন কল্পনা করিতেছিলাম, সে সকল কল্পনা এখন বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল কল্পনা একেবারে চিরকালের তরে বিনষ্ট হইতে পারে। বোধ হয়, ভারতে বাস এবং ভারতে মৃত্যুই আমার অদৃষ্টে লিখিত রহিয়াছে। আর তাহা না হইলেও অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত সে কল্পিত সুখভোগ স্থগিত রাখিতে হইল। কিন্তু আমি

যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাই করিয়াছি। এই বিশ্বাস আমাকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিতেছে। পরমেশ্বর আপনাদিগের সকলের মঙ্গল করুন।"

আপনার স্নেহের

সি, টি, মেটকাফ্।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এখন আর যুদ্ধ-বিবাদ কিছুই নাই। সর্ব্ব প্রকার সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের নৈতিক-বায়ু দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে জনসাধারণকে এক প্রকার না এক প্রকার কষ্ট-যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়। সার্ চার্লস্ মেটকাফের গবর্ণমেণ্টের ভার-গ্রহণের কিছুকাল পরেই, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নৈতিক-জীবনহীন, অজ্ঞান ভারতবাসিদিগের কাহারও উপকার করিবার সাধ্য নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ, দেশাচার-বিরুদ্ধ, এবং দেশের অনুপযোগী ইত্যাদি আপত্তি করিয়া, জন-সাধারণ তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিরত হইল না। ভারতের এই সকল চির-প্রচলিত কুৎসিত দেশাচার এবং উপধর্ম্ম দূর না হইলে, আর ভারতের কোন মঙ্গল হইবার সম্ভব নাই।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূমির বন্দোবস্ত এই সময় আবার আরম্ভ হইল। বন্দোবস্তের তত্ত্বাবধানের ভার মেস্তর রবার্ট বার্ডের হস্তে ছিল। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ গ্রাম্যদলের (Village community) স্বত্বাধিকারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সর্‌বে (Survey) এবং থাক্‌বস্ত ইত্যাদি জরিপের দ্বারা জমা অবধারণের প্রথা অনুমোদন করিতেন না। সুবিখ্যাত টমেসন (Thomason) এবং ভারতের ইতিহাস-লেখক থরণ্টন (Thornton) এই সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সার্‌বে এবং বন্দোবস্ত বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট হেন্‌রী লরেন্স (পরে সার্ হেন্‌রী লরেন্স) টমেসনের অধীনে সার্‌বেয়ারের কার্য্য করিতেন। মেটকাফের গবর্ণমেণ্টের অধীনে এই সময় যে সকল ইংরাজ-কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই উত্তরকালে ভারতে মহোচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদ শূন্য হইল। সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ এই পদে নিযুক্ত হইবেন। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ ইতিপূর্ব্বেই গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আগ্রা প্রেসিডেন্সি রহিত হইল বলিয়া, তাঁহাকে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান ঘটনা উপলক্ষে মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদে সার্ চার্লস্ মেটকাফের অপেক্ষা অন্য কাহারও শ্রেষ্ঠতর দাবী ছিল না। কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই এখন সার্ চার্লস্ মেটকাফের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সার্ রাম্বোল্ড প্রভৃতির প্রবঞ্চনা-মূলক ব্যবহার হইতে নিজামকে রক্ষা করিয়া, মেটকাফ্ ইতিপূর্ব্বেই অনেকানেক লোকের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের পর কি কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, কি বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল সকলেরই অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আর মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিলেন না। অনতিবিলম্বে মেটকাফও বিশ্বস্ত-সূত্রে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অসন্তোষের কারণ অবগত হইয়া, বর্ত্তমান পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পদত্যাগ-পত্র প্রেরণের পূর্ব্বে, তিনি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সেক্রেটরী মেল্‌বিল্ সাহেবের নিকট ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের ২২শে আগষ্ট নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেক্রেটরী জে, সি, মেল্‌বিল্ সাহেবের সমীপেষু

আগ্রা, ২২শে, আগষ্ট ১৮৩৬।

"মহাশয়——কিয়ৎ কাল যাবৎ যে সকল জনরব প্রচার হইতেছে, তচ্ছ্রবণে এই পত্র দ্বারা আপনাকে কষ্ট প্রদান করিতে হইল। আপনি এই পত্র খানি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকট পেশ করিবেন।

"প্রাগুক্ত জনরব সত্য কি মিথ্যা তৎসম্বন্ধে সত্বরই সংবাদ পাইব বলিয়া, আমি এ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে এখন পর্য্যন্তও এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাই নাই; সুতরাং প্রাগুক্ত জনরব সত্য কি মিথ্যা তাহা কিছুই অবধারণ করিতে পারি নাই।

"গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত থাকিবার সময় আমার কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদানার্থ আইন প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া, কোর্ট অব্

ডিরেক্টর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তজ্জন্যই কেবল তাঁহারা মাদ্রাজের গবর্ণরের পদে আমাকে নিযুক্ত করেন নাই—এইরূপ জনরব প্রচার হইয়াছে।

"এই জনরবের অন্য অংশের সত্যাসত্যতা আমি জানিতে চাহি না। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না, কেবল তাহাই জানিতে চাহি।

"আমি এই পত্রে মুদ্রাযন্ত্রের আইন সমর্থনপূর্ব্বক কোন কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি পূর্ণ-বিশ্বাসসহকারে সে বিষয় ভাবী সময় এবং ভাবী বিচারের উপর অর্পণ করিতে পারি। কিন্তু অন্য একজনের মঙ্গলার্থ এই স্থানে উল্লেখ করা উচিত যে, আমিই সর্ব্বপ্রথমে এই আইন প্রচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর ভ্রমবশতঃ কৌন্সিলের অপর এক জন মেম্বরকে এই আইনের প্রথম প্রস্তাবক বলিয়া মনে করিয়াছেন।

"মাদ্রাজের গবর্ণরের পদ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া, কোন প্রকার প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। কোন বিশেষ পদে নিযুক্ত না হইলে, কাহারও যে কোন প্রকার আপত্তি করিবার অধিকার আছে, তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি একটী প্রেসিডেন্সির গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেই প্রেসিডেন্সি সংস্থাপিত হইল না বলিয়া, আমি সে পদ হইতে যখন বঞ্চিত হইয়াছি, তখন অন্য কোন প্রেসিডেন্সির গবর্ণরের পদ শূন্য হইলেই, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সেই পদে আমাকে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া প্রত্যাশা ছিল; এবং এই পদ প্রাপ্তিসম্বন্ধে আমার এই মাত্র দাবী ছিল। মাদ্রাজের গবর্ণরের পদে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া, আমি যে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই; কিম্বা আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের কর্ম্মচারিনির্ব্বাচনবিষয়ে স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জ্জনই কর্ত্তব্য ছিল, তাহাও আমি মনে করি না।

"পূর্ব্বোক্ত জনরব-সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অবগত্যর্থ লিখিবার মূল কারণ এই যে, এই জনরব সত্য হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের এখন আর আমার প্রতি বিশ্বাস নাই। সুতরাং এই অবস্থায় নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদ গ্রহণ আমার যার-পর-নাই অন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

"আমি এখনও নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদাভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছি বলিয়া, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, প্রাগুক্ত জনরব সত্য নহে। কারণ, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর আমাকে অধীন গবর্ণমেণ্টের পদের অনুপযুক্ত মনে করিলে, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পদে আমাকে নিযুক্ত করিতেন না। কিন্তু পক্ষান্তরে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের বিধান-সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অসন্তোষ-সূচক লিপি এবং মান্দ্রাজ গবর্ণরের পদপ্রদানে অসম্মতি, এই জনরব বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছে। সুতরাং এখন বোধ হয়, কেবল কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের ক্ষমানিবন্ধনই আমি এই উচ্চ পদে রহিয়াছি; নতুবা আমার নৈমিত্তিক এবং বর্ত্তমান পদে আমাকে নিযুক্ত রাখিবার তাহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা নাই।

"এই বিরক্তিজনক, কিন্তু প্রয়োজনীয় ভূমিকা সমাপনান্তে, আমি এখন আমার অভিপ্রেত বিষয় প্রকাশ করিতেছি। এই বিষয় অল্প কথায়ই সমাপ্ত হইবে এবং মহামান্য কোর্টের অধিক সময় ব্যয় হইবে না।

"ইংলণ্ড হইতে যে জনরব প্রচার হইয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, আমি যদি সত্য সত্যই কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের বিশ্বাসের অনুপযুক্ত হইয়া থাকি, এবং তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাকে কোর্ট, অধীনস্থ প্রেসিডেন্সির গবর্ণরের উপযুক্ত মনে করিয়া, এখন যদি তাঁহারা তদ্রূপ পদের অনুপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকেন, তবে কোর্ট অব ডিরেক্টর নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদের নিয়োগ অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যাহার করিবেন, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে আমার প্রতি তাঁহাদিগের অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন। এই বিষয় জানিতে পারিলেই, আমি পদত্যাগপূর্ব্বক কোম্পানীর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিব। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের আমার প্রতি বিশ্বাস ছিল বলিয়া, পূর্ব্বে তাঁহারা আমাকে যে পদ প্রদান করিয়াছেন, বিশ্বাসভঙ্গের পর এখন সেই পদে আমি কেবল তাঁহাদিগের ক্ষমা আশ্রয়পূর্ব্বক থাকিতে ইচ্ছা করি না। যদি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের আমার প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তবে তাঁহাদিগের অসন্তোষ এবং অবিশ্বাসের ভাজন হইয়া আমি কখনও কার্য্য করিব না।

"কিন্তু পক্ষান্তরে আমার প্রতি যদি কোর্টের বিশ্বাস হ্রাস না হইয়া থাকে, তবে আমি মিথ্যা জনরব শ্রবণ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছি মনে করিব; এবং তাহা হইলে আমি কার্য্য পরিত্যাগ করিতেও ইচ্ছা করি না। কারণ, নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিয়োগরূপ সম্মান আমার বিলক্ষণ

গর্ব্বের কারণ হইয়াছে, এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের কর্ত্তব্য-সম্পাদনে আমার বিশেষ আনন্দলাভ হইতেছে। সুতরাং যতদিন আমার কার্য্য করিবার ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য থাকিবে, ততকাল আমি সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রতি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের যে বিশ্বাস ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা কোর্ট অব্ ডিরেক্টর কোন প্রকারে প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং ঈদৃশাবস্থায় এই রূপ পত্র লিখিবার নিমিত্ত তাঁহারা আমাকে ভৎর্সনা করিতে পারেন। অতএব এই বিষয়ে যদি আমার ভ্রম হইয়া থাকে, এবং এইরূপ পত্র আমার লিখিবার যদি কোন কারণ উপস্থিত হইয়া না থাকে, তবে কোর্ট আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। পূর্ব্বঘটনা উপলক্ষে আমি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছি। তাঁহাদিগের এখন আমার প্রতি বিশ্বাস নাই, এইরূপ জনরব শ্রবণ করিলে আমার মনে অশান্তির উদয় হয়। বিশেষতঃ এই জনরব কতক পরিমাণে অন্যান্য অবস্থা দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। এই সকল কারণে আমাকে এইরূপ লিখিতে হইল"।*

আপনার বাধ্য দাস,
সি, টি, মেটকাফ্।

এই পত্রের প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় মেটকাফকে ১৮৩৭ সনের প্রায় আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি মনে মনে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং ভারত-পরিত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিলেন এবং ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বীয়-ভ্রাতৃবধূ মঙ্গন-পত্নীর নিকট লিখিলেন,—

"আপনারা ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে, আমার ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব। এদেশে আমার হস্তে যে গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা হয়। কিন্তু এ কর্ত্তব্যভার পরিত্যাগ করিতে পারিলে যে, আমি সুখে কালযাপন করিতে পারিব, তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর আমার হস্তে যে কর্ত্তব্যভার প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করি নাই, মনকে এই প্রকার প্রবোধ দিয়া যখন এ দেশ পরিত্যাগ

* পত্রের ভাব ভাষান্তরে প্রকাশিত।

করিতে পারিব, তখন নিশ্চয়ই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব। ধনলাভ করা আমার ইচ্ছা নহে। আমার যথেষ্ট ধন সঞ্চিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আমি রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা কুটীরে বাস করিয়াই অধিকতর শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব। আমার কোন উচ্চাভিলাষও নাই। উচ্চাভিলাষ থাকিলে এখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। এ পৃথিবী যাহা কিছু দিতে পারে, তাহার কিছুই আমি এখন আর চাই না। একমাত্র বিশ্বস্তরূপে কর্ত্তব্যসাধন, বন্ধু-বান্ধবের স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এবং সম্মিলনই আমাকে এখন সুখ প্রদান করিতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, কর্ত্তব্যের পথ লঙ্ঘন না করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ উপস্থিত হইলেই, এই দেশ পরিত্যাগ করিব। এই সুযোগ শীঘ্রই উপস্থিত হইতে পারে। এই দেশে জনরব উঠিয়াছে যে, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সহজ-জ্ঞানের আদেশানুসারে আমি যে কার্য্য করিয়াছি (অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান) তজ্জন্য কোর্ট আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদে আমাকে নিযুক্ত করেন নাই, এইরূপ প্রবাদ প্রচার হইয়াছে। মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদের নিমিত্ত আমি তিলার্দ্ধও চিন্তা করি না। আমার বর্ত্তমান পদেই আমি অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখে আছি। কিন্তু কলঙ্কিত হইয়া আমি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না। কয়েক মাস হইল, এই বিষয় সম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছি। তাঁহাদিগের পত্রোত্তর অনুসারে আমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। ইত্যাদি।—”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

১৮৩৭—১৮৩৮।

পদত্যাগ এবং ইংলণ্ড-প্রত্যাবর্ত্তন।

The world is governed by an immutable moral law. Even in the complex affairs of Humanity its operation is not quite invisible. Every act of injustice or oppression, whether by an individual, or by a nation, is followed by two distinct classes of sequences : First, it produces certain immediate extrinsic results which are temporary and transient : Secondly, it contributes or goes forth Eternally to create and to develop a woe or misery, which is permanent and without arrest. This latter is the retributive justice of God, which passeth all human understanding.—C's—Diary.

১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের জুলাই কি আগষ্ট মাসে মেটকাফ্ স্বীয় পত্রের প্রত্যুত্তরে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সেক্রেটরীর নিকট হইতে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া হাউস, ১৫ই এপ্রিল, ১৮৩৭।

"মহাশয়—আপনার বিগত ২২শে আগষ্টের পত্র প্রাপ্ত হইয়া, তাহা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের মতানুসারে এই প্রকার পত্র আপনার লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং ঈদৃশ পত্র আপনি লিখিয়াছেন বলিয়া, আমি আপনার অবগতার্থ কোর্টের অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আপনি নৈমিত্তিক গবর্ণর জেনেরেলের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর পদ প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা আপনি প্রবোধ পাইতে পারেন যে, আপনার প্রতি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের বিশ্বাসের হ্রাস হয় নাই।"

আপনার বাধ্য এবং বিনীত দাস

জেম্‌স্, সি, মেল্‌বিল্

সেক্রেটরী—

মেটকাফ্ এই কৌশলপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ডিরেক্টরগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু কেবল ভদ্রতার অনুরোধে এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের মতামতের ভয়ে, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে সে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের এই পত্রপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ৮ই আগষ্ট, তিনি লর্ড অক্ল্যাণ্ডের নিকট আপন পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন।

ভারত-ইতিহাস-লেখক জেম্স্ মিল্ বলেন,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সর্ব্বদাই প্রজার হিতসাধনেচ্ছা প্রকাশ করিতেন; কোন দেশের কোন সিংহাসন-প্রতিষ্ঠিত রাজা, ডিরেক্টরদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রজা-হিতৈষিতা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এই বিষয়ে মিলের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না। ডিরেক্টরদিগের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, কোন কালে কোন দেশের সিংহাসন-প্রতিষ্ঠিত রাজা, কপটাচরণ এবং অর্থগৃধ্নুতাতে ডিরেক্টরদিগকে কখনও পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

মিলের ঈদৃশ অমূলক উক্তি উল্লেখপূর্ব্বক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ন্যায়পরায়ণ কর্ম্মচারী সার্ ফ্রেডেরিক জন্ সোর বলিয়াছেন,—"আমোদর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইলে পর, কেবল কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সদিচ্ছা এবং প্রজার মঙ্গলকামনা নির্গত হইত।"

কোর্ট অব্ ডিরেক্টর চিরকালই ভারতে সুশিক্ষা এবং জ্ঞান-বিস্তারের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে নূতন চার্টার গ্রহণের সময় চার্লস্ গ্রাণ্ট্ এবং মহাত্মা উইল্বারফোর্স্ প্রভৃতির উত্তেজনায় ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট নূতন চার্টার আইনে ভারতে জ্ঞান ও নীতি ইত্যাদি সং[illegible] বিস্তারের নিমিত্ত একটী বিধান বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলে পর, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর ঈদৃশ বিধানসম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, জ্ঞানশিক্ষা প্রদান দ্বারা আমেরিকা, ইংলণ্ডের [illegible] বহির্ভূত হইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের আধিপত্য বিনষ্ট হইবে। *

* They (the Court of Directors) maintained, that one of the leading causes of the separation of America from England was the establish-

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের সংবাদ শ্রবণে ভারতে সুশিক্ষা এবং জ্ঞান-বিস্তারের চিরবিরোধী কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের যে কতদূর কোপাবিষ্ট হইবার সম্ভব, তাহা সহজেই পাঠকগণের উপলব্ধি হইতে পারে। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর শুদ্ধ কেবল ইংলণ্ডের জন-সাধারণের মতামতের ভয়েই মেটকাফকে নৈমিত্তিক-গবর্ণরের পদ হইতে বরখাস্ত করেন নাই। নতুবা তাঁহারা এই উপলক্ষে মেটকাফকে বিশেষ দণ্ড প্রদান করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব্ ডিরেক্টর (এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কোম্পানীর মেনেজারগণ) শুদ্ধ কেবল ভারতের অর্থশোষণ এবং ভারতের অর্থলুণ্ঠনের উপায়ই দেখিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সময় সময় কদাচিৎ দুই একটী সচ্চরিত্র লোক মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেও, সাধারণতঃ কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অধিকাংশ মেম্বরই যারপরনাই অর্থগৃধ্নু এবং কপটাচারী ছিলেন। কোন প্রকার কুকার্য্য, প্রবঞ্চনা এবং অসদনুষ্ঠানে তাঁহারা বিরত হইতেন না। ইঁহারা সর্ব্বদাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতপ্রেরিত কার্য্যকারকদিগের কুক্রিয়া এবং অসদাচরণ গোপন করিতেন; এবং দস্যুতা প্রভৃতি বিবিধ অসদনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। * ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-প্রেরিত কর্ম্মচারিগণ কখনও কখনও সাধারণ দস্যুদিগের ন্যায় ডাকাতি করিয়া এ দেশীয় লোকের অর্থাপহরণ করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বম্বের গবর্ণর সার্ জন্ চাইল্ড, একবার সুরাটের বণিকদিগের তেরখানা বাণিজ্যের নৌকার মাল ডাকাতি করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। † ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজ্যলাভ হইলে

---

ment of colleges and seminaries in the different provinces, and that it should be our object in India to steer clear of the rock on which we had split in America. A resolution was hastily passed condemning the clause.—*Life of W. Carey.*

* The company had for a period thrown a viel of secrecy over their affairs, under which those who managed them, had, no doubt practised many frauds. . . . . These deceptions at home were supported by iniquities abroad, where the company's factors, in obedience to the instructions of their employers first borrowed large sums and then quarrelled with their creditors.—*Malcolm's History of India.*

† Sir John Child one of the most notorious of their Governors is represented to have gone still further, and to have seized thirteen large ships at Surat, the property of the merchants of the place, and to have

পর, দীর্ঘকাল যাবৎ এ দেশীয় লোকেরা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ডাকাইত বলিয়া মনে করিত।

কিন্তু ভারতবর্ষে এবং চীনে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার ছিল বলিয়া, ইংলণ্ডের অন্যান্য লোক এদেশে বাণিজ্য করিতে পারিতেন না। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোক ভিন্ন, ইংলণ্ডের অন্যান্য লোক এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিলে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা তাঁহাদিগকে এদেশে বাণিজ্য করিতে দিতেন না। এই জন্য ইংলণ্ডের জন-সাধারণ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রহিত করিবার উদ্দেশ্যে, সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত, কোম্পানীর বিবিধ কুকার্য্য এবং অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের আন্দোলন উপলক্ষেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুকার্য্য এবং অসদাচরণ ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ শুদ্ধ কেবল ঈদৃশ আন্দোলনের ভয়ে, তাঁহাদিগের প্রেরিত কর্ম্মচারিদিগের নিকট পত্রাদি লিখিবার সময় ভারতবাসিদিগের প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেন। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল সংস্থাপিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই, কোর্ট অব্ ডিরেক্টর বিশেষ সতর্কতা-সহকারে ভারতবর্ষ-শাসন-সম্বন্ধীয় কাগজপত্রে বিশেষ উদারতা এবং সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জেম্‌স্ মিল্ সেই কাগজপত্রের উল্লিখিত উদারতা ও সহৃদয়তাকে প্রকৃত উদারতা এবং সহৃদয়তা মনে করিয়া, ডিরেক্টরদিগের প্রশংসা করিয়াছেন।

অজাতশ্মশ্রু, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ-যুবক মিলের ইতিহাস পাঠ করিয়া, ডিরেক্টরদিগকে সত্য সত্যই ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ডিরেক্টরগণের কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করিলে, ঈদৃশ ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। ডিরেক্টরগণ শুদ্ধ কেবল ইংলণ্ডের জন-সাধারণের ভয়ে, তাঁহাদিগের প্রত্যেক পত্রে ভারতবাসিদিগের মঙ্গল-

---

retired with his shameful spoil to Bombay. It afterwards appeared on oath in the Court of Exchequer that the value of this spoil was 30,00,000 thirty Lacs of Rupees i. e. £3,00,000. It was sent home to the committee of the Court of Directors who gave the order. *Vide, Malcolm's Histoy of India and White's Account of Indian Trade.*

সাধনের ধূয়াটী সন্নিবেশ করিতেন। লর্ড মেকলে, ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সমর্থনে বলিয়াছেন যে, ডিরেক্টরগণ, ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের নিকট পত্র লিখিবার সময় প্রথমতঃ ভারতবাসিদিগের মঙ্গল-সাধনের কথাটী লিখিয়া, তৎপরেই ভারত হইতে দুই কোটী টাকা প্রেরণ করিতে আদেশ করিতেন। দুই কোটী টাকা প্রেরণ করিতে হইলে, ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে যে ভারতবাসিদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিতে হইবে, সেই দোষটী এড়াইবার নিমিত্ত ভারতবাসিদিগের মঙ্গল-সাধনের কথাটা পত্রের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট হইত। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অবলম্বিত এই প্রণালী অনুসারেই এ পর্য্যন্ত ভারত শাসিত হইতেছে। আবার ইংলণ্ডের জন-সাধারণ শুদ্ধ কেবল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রহিত করিবার উদ্দেশ্যেই, কোম্পানির কার্য্যকারকদিগের অত্যাচারসম্বন্ধে আন্দোলন করিতেন। ভারতবাসিদিগের দুঃখ-যন্ত্রণা নিবারণ এই আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ভারতবাসিদিগের জ্ঞান, নীতি এবং সৎশিক্ষা প্রদানার্থ যে সকল মহাত্মা বিবিধ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই ভারতের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। মহাত্মা সার্ চার্লস্ থিওফিলাস মেটকাফ্, চার্লস্ গ্রাণ্ট্ এবং অনেকানেক খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচারক, ভারতে জ্ঞান-বিস্তারের সাহায্য করিয়া ভারতবাসিদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় কুলাঙ্গারগণ ইঁহাদিগের প্রতি কখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা জন্ চাইল্ডের সদৃশ গবর্ণর এবং অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তির স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন-কালে টাউনহলে পিতৃশ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করেন। সুতরাং ঈদৃশ ভারত-কুলাঙ্গারদিগকে ভারতের জারজ সন্তান ভিন্ন, আর কি বলা যাইতে পারে?

মেটকাফ্ স্বীয় পদত্যাগ-পত্রে ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড এই পদত্যাগ-পত্র প্রাপ্ত হইবার পর, তাঁহাকে লিখিলেন—

"আপনার পত্র আমাকে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতেছে। কিন্তু এই বিষয়ে আমার আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। * * * * আমি এই সময় আপনার নিকট থাকিলে, আপনার অভিপ্রেত কার্য্য হইতে আপনাকে বিরত করিবার চেষ্টা করিতাম। আপনার পদত্যাগে ভারতবর্ষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী হারাইল, এবং আমি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী হারাইলাম। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মেটকাফের আগ্রা পরিত্যাগের সময় সন্নিকট হইলে পর, চতুর্দ্দিক হইতে রাশি রাশি অভিনন্দন-পত্র আসিতে লাগিল। ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত,লর্ড রিপণ এবং জষ্টিস্ ফিয়ার ভিন্ন, অন্য কেহ মেটকাফের ন্যায় দেশের সমগ্র লোকের প্রদত্ত অভিনন্দন লাভ করেন নাই। অন্যান্য গবর্ণর এবং উচ্চপদস্থ ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ শুদ্ধ কেবল অভিনন্দন-প্রদান-ব্যবসায়ী (professional address-makers) ভারতবাসিদিগের নিকট হইতেই অভিনন্দন-পত্র ক্রয়পূর্ব্বক সার্টিফিকেটের যোগাড় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোক, মেটকাফকে যে সকল অভিনন্দন প্রদান করিলেন, এবং ইহার এক একটী অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মেটকাফ্ যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তারে উল্লেখ করিলে, তদ্দ্বারা অন্যূন দুই শত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক হইয়া পড়িবে, সুতরাং স্থানাভাবে তৎসমুদয়ই পরিত্যক্ত হইল। কেবল একখানি অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাই এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। প্রাগুক্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মেটকাফ্ বলিলেন,——

"মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে আপনাদিগের মত, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের উপকারিতা বিশেষরূপে প্রমাণ করিতেছে। এতদ্দ্বারা যে বিবিধ উপকার হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে যদি ইহা দ্বারা আবার কোন ক্ষতি না হয়, তবে ইহা দ্বারা বিশুদ্ধ উপকার হইল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি মনে করি যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের আইন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের একটী গৌরবস্তম্ভস্বরূপ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যশাসন-প্রণালী মধ্যে বিবিধ দোষ থাকিলেও (কারণ কোন গবর্ণমেণ্ট একবারে দোষশূন্য হইতে পারে না) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের আইন, কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই আইন সমগ্র পৃথিবীর নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে—কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদিগের শাসন-কার্য্যসম্বন্ধীয় দোষ গোপন করিবার চেষ্টা করেন না; কোম্পানী বাহাদুর সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের শাসনকার্য্য-সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যকলাপ সাধারণকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করেন, তাঁহাদিগের সকল কার্য্য সাধারণের দৃষ্টিস্থলে রাখেন, (শাসনকার্য্যোপলক্ষে) বিবিধ

সংবাদ এবং লোকের মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং অধিকন্তু তাঁহারা ভারতবাসিদিগকে পরাজিত, দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অশিক্ষিত জাতির ন্যায় শাসন করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা ভারতকে স্নেহ-পোষিত, সুসভ্য এবং স্বাধীন দেশের ন্যায় শাসন করিতেই ইচ্ছুক।

"ইংরাজ-রাজত্ব কতকাল ভারতে স্থায়ী হইবে, তৎসম্বন্ধে পরমেশ্বরের যেরূপ অভিপ্রায় হউক না কেন, ভারতবাসিদিগকে অজ্ঞানতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া রাজ্যরক্ষার চেষ্টা নিতান্ত নির্বুদ্ধির কার্য্য এবং বৃথা যত্ন। রাজ্যরক্ষার একেবারে বিরোধী না হইলে, যে কোন সুফলপ্রদ নিয়ম ভারতবাসিদিগকে সমুন্নত করিবে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে নিতান্ত অপকৃষ্ট কৌশল অবলম্বন করা হয়। তরবারের বল দ্বারা এই দেশ আমরা লাভ করিয়াছি, এবং তরবারির বলেই এই রাজ্য রক্ষিত হইতেছে। পরমেশ্বরের কৃপায় যে সকল সৈন্যের যত্নে দেশ লাভ হইয়াছে, তাঁহারা চিরসম্মান সম্ভোগ করুন। কিন্তু উত্তরকালে জন-সাধারণের ভক্তি ও ভালবাসা কেবল এই রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারিবে। অন্যান্য সকল গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধীনে জন-সাধারণ অধিকতর সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতেছে;—অধিকতর স্বাধীনতা-সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইয়াছে,—ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব এবং তাহাদিগের মঙ্গল একসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে,—জন-সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস হইলেই আমাদিগের রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার সম্ভব। আমি মনে করি যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম উপায়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, গবর্ণমেণ্টের পিতৃবৎ আচরণের পরিচয় প্রদান করিয়া, এই উদ্দেশ্য সংসাধন করিবে। কিন্তু জন-সাধারণকে অবিশ্বাস করিয়া, তাহাদিগের স্বাধীনতা হ্রাসপূর্ব্বক কোন প্রকার শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিলে, তদ্দ্বারা ঈদৃশ উদ্দেশ্য সংসাধনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদানার্থ আইন বিধিবদ্ধ-করণসম্বন্ধে আর একটী কারণ রহিয়াছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-হরণ না করিয়া, কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাহরণের কোন উপায় নাই। কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা-হরণের উপায় কয়েকবার অবলম্বিত হইয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইল না। মুদ্রাযন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন রহিল। * * * *

"উত্তরকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই প্রদান করিতে হইত।

কিন্তু বাধ্য হইয়া পরে তদ্রূপ স্বাধীনতা প্রদান না করিয়া, স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক সদয়-চিত্তে তৎপূর্ব্বে প্রদান করাই শ্রেয়ঃ। * * * * * * দয়ার কার্য্যানুষ্ঠানে বিলম্ব করিয়া, পরে যে সময় তদ্রূপ অনুষ্ঠান দয়ার কার্য্য বলিয়া লোকে মনে করিবে না, তখন তাহা করিলে তদ্দ্বারা লোকের সদ্ভাব লাভ করা যায় না। * * বর্ত্তমান অবস্থা, বর্ত্তমান সময়, স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের সুফল ও উপকারিতা, এবং কথঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক রাখিবার অসম্ভবপরতা স্পষ্টরূপে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানার্থ আইন বিধিবন্ধনের ঔচিত্য সপ্রমাণ করে। * * এইরূপ আইন, বিশেষ দূরদর্শিতা এবং সাধারণজ্ঞানের ফল; এবং ইহা দ্বারা জনসাধারণের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

"আপনারা বলিয়াছেন যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদানের আইনই, আমার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের একমাত্র কারণ। এই সম্বন্ধে আমি সকল বিষয়ের সমুল্লেখ করিতে অসমর্থ। আমি কোন কথা গোপন করিতে ঘৃণা করি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, এ কথা বলিতে হইলে, কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আমার যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করিতে হয়। তাঁহাদিগের প্রতি সকলেরই সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। বিশেষতঃ আমাকে সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতাও প্রদান করিতে হয়। কারণ, অযাচিতরূপে সময় সময় তাঁহারা আমাকে বিবিধ সম্মানচিহ্ন প্রদান করিয়াছেন। আমি এখন এই সম্বন্ধে আপনাদিগকে যাহা কিছু বলিব, তদ্দ্বারা বোধ হয় সম্মান প্রদর্শন এবং কৃতজ্ঞতা-প্রদানে আমার ত্রুটি হইবে না। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, গত বৎসর এইরূপ প্রবাদ উঠিয়াছিল যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের নিমিত্ত ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা-সহকারে কার্য্য করিবার সাধ্য ছিল না। আমি এই বিষয়ের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধানার্থ তাঁহাদিগের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ হইল না। তাঁহাদিগের প্রত্যুত্তরে তাঁহারা স্পষ্টরূপে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু সে প্রত্যুত্তর-মধ্যে বিরাগ এবং বিচ্ছেদের ভাব দেখিয়াই আমার মনে হইল যে, প্রচলিত প্রবাদ মিথ্যা নহে। সুতরাং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে আর আমার সন্তুষ্টচিত্তে নিযুক্ত থাকিবার সম্ভব নাই। আমি কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি মনে করিয়া, এই সকল বিষয় উল্লেখ করিতেছি না। কিম্বা আমি কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের ন্যায়ান্যায়সম্বন্ধে

কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করি না। তাঁহাদিগের আপন আপন ন্যায়া-ন্যায় জ্ঞানানুসারে কার্য্য করিবার তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে। যে কারণেই তাঁহাদিগের অসন্তোষ উৎপাদিত হউক না কেন, তাঁহাদিগের সে অসন্তোষ ন্যায়সঙ্গত বলিতে হইবে। এই স্থলে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের সে অসন্তোষ ন্যায়সঙ্গতই হউক, কি ন্যায়-বিরুদ্ধই হউক, আমার সম্বন্ধে তদ্দ্বারা তাহার ফলাফলের কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না। তাঁহাদিগের এবম্বিধ সংস্কার থাকিলে, আমি কথনও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি না। আমি অনিচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। আগ্রাতে আমি যদ্রূপ সুখে আছি, এইরূপ সুখ আর কোথাও মিলিবে না। এখানে আমার হাতে গুরুতর কর্ত্তব্যভার রহিয়াছে ; এখানে অনেক স্নেহশীল সঙ্গী রহিয়াছেন। এই স্থানের সংসর্গ বন্ধুগণ-পরিপূর্ণ। যাহা কিছু আমি এ জীবনে মূল্যবান্ মনে করি, তৎসমুদয় এখানে সম্ভোগ করিয়াছি। ইত্যাদি ইত্যাদি—"

যে সকল দেশীয় রাজগণের সঙ্গে মেটকাফের কার্য্যোপলক্ষে পরিচয় হইয়া-ছিল, তাহারাও মেটকাফের ভারত-পরিত্যাগ উপলক্ষে বিদায়সম্ভাষণ-পূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিলেন। দিল্লীর বাদসাহ এবং তাঁহার পুত্রগণ, ভরত-পুরের রাজা, পঞ্জাবের মহারাজ রণজিৎ সিংহ, ইঁহারা সকলেই মেটকাফের নিকট সাদর-সম্ভাষণ-পূর্ণ পত্র প্রেরণ করিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ মেটকাফের কার্য্যকর্ম্ম এবং পদোন্নতির সংবাদ শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর আগ্রার সমুদয় সৈন্য, মেটকাফের সম্মা-নার্থ সাংগ্রামিক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট-গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইল। মেটকাফ্ আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর তিনি কানপুরে গবর্ণর জেনেরেলের তাঁবুতে পৌঁছিলেন। তৎপরদিবস অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি গবর্ণর জেনেরেলের আদেশানুসারে তাঁহার পদত্যাগের ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

আগ্রা হইতে তাঁহার কলিকাতা-গমন-কালে পথে স্থানে স্থানে দেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আলাহা-বাদের অধিবাসীরা সমবেত হইয়া, তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন প্রদান করিলেন। দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত লোকের প্রাণরক্ষার্থ তিনি যে সকল

উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এই অভিনন্দন-পত্রে উল্লিখিত হইল।

কলিকাতা পৌঁছিয়া তিনি এখানে আর অধিক দিন বিলম্ব করিলেন না। ১৫ই ফেব্রুয়ারি জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যে কয়েক দিন কলিকাতায় ছিলেন, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতা কেবল মেটকাফ্-নিমন্ত্রণ (Metcalfe dinner) মেটকাফ্-সভা (Metcalfe meeting) মেটকাফ্-বল (Metcalfe Ball) চলিতে লাগিল।

থিওডোর ডিকেন্স্ সাহেব একদিনের সভায় স্বীয় বক্তৃতায় মেটকাফকে সর্ব্বাপেক্ষা সুনীতিবিশারদ (honest Statesman) বলিয়া অভিহিত করিলেন। অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের মধ্যে এক দিন স্বাধীনমুদ্রাযন্ত্র-ভোজ (Free press dinner) নামে, টাউনহলে ইংরাজদিগের একটী ভোজ হইল। তৎপরে বৎসর বৎসর এই ভোজ টাউনহলে হইতে লাগিল। প্রথম স্বাধীন-মুদ্রাযন্ত্র-ভোজে স্বয়ং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা উপস্থিত ছিলেন।

টাউনহলের এক দিনের ভোজ উপলক্ষে, মান্দ্রাজের সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী কাপ্তেন টেইল সাহেব অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, "ডিগের যোদ্ধার" স্বাস্থ্যকামনার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। মেটকাফ্ যে, ডিগের যোদ্ধা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, তাহা প্রথমে সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষে অনেকেই মেটকাফের সেই বীরত্বের কথা অবগত হইলেন। মেটকাফ্ সৈনিক বিভাগে কার্য্য না করিলেও, তাঁহার প্রকৃতি ঠিক সৈনিক-পুরুষদিগের প্রকৃতির ন্যায় যার-পর-নাই বীরত্ব-পরিপূর্ণ ছিল। বস্তুতঃ মানুষের হৃদয়ে বীরত্ব না থাকিলে, সে মনুষ্যনামের উপযুক্ত নহে।

মেটকাফের জীবনের সকল কার্য্যের মধ্যেই সত্যপ্রিয়তা, সরলতা, অকপটতা এবং সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হইত। ঈশ্বরের প্রতি যে তাঁহার প্রবল নির্ভরের ভাব ছিল, তাহা তাঁহার নিজের পত্রাদিতেই বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আজীবন রাজনৈতিক বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু কুটিলতার পথ তিনি সর্ব্বদা পরিহার করিতেন। শুদ্ধ কেবল সরলতা এবং অকপটতার পথ অবলম্বন করিয়াই তিনি রণজিতকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের অদূরদর্শী নীতিবিশারদেরা বলেন, "মনের ভাব গোপন করিবার উদ্দেশ্যেই কেবল ভাষা ব্যবহৃত হয়। * মনের ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভাষার সৃষ্টি হয় নাই।" কিন্তু এই কথাটী যদি সত্য হয়, তবে মেটকাফ্ আজীবন কেবল ভাষার অপব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সরলতা, অকপটতা, এবং সত্যানুরাগ তাঁহার প্রত্যেক অভিপ্রায়পত্রে, প্রত্যেক মন্তব্যে এবং অন্যান্য লিপিমধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার লিখিত কোন সরকারী কাগজপত্রে, তিনি মনের ভাব গোপন করিবার উদ্দেশ্যে কখন কোন শব্দ কিম্বা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মেটকাফ্ সপ্তত্রিংশৎ বৎসরের পর, ভারত পরিত্যাগ করিলেন। এক ক্রমে সপ্তত্রিংশৎ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য করিয়াছেন। সপ্তত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে এক দিনের নিমিত্তও কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই সময়ের লিখিত পত্রাদি পাঠ করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, এখনও তাঁহার কার্য্যপরিত্যাগের ইচ্ছা ছিল না। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া চির-পদদলিত এবং চির-অত্যাচার-নিপীড়িত ভারতবাসিদিগের অবস্থা সমুন্নত করিবার প্রবল বাসনা তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ভারতবাসিদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ মেটকাফের সে বাসনা পূর্ণ হইল না। ইংরাজদিগের স্বার্থপরতা, ইংরাজদিগের রাজ্য-বিনাশের আশঙ্কা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা—ভারতের পরমবন্ধু—মহাত্মা চার্লস্ থিওফিলাস্ মেটকাফ্কে একেবারে দেশ-বহিষ্কৃত করিল।

তৎকালের কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এবং বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের মেম্বরগণ স্বার্থপরতা-রূপ মোহান্ধকারে পড়িয়া বুঝিলেন না যে, তাঁহারা যে আশঙ্কা নিবারণার্থ মেটকাফ্কে ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন, মেটকাফের ভারত-পরিত্যাগ দ্বারাই সেই আশঙ্কা বিশেষরূপে দৃঢ়ীভূত হইবে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, স্বাধীন-মুদ্রাযন্ত্র দেশীয় লোকের মনে স্বাধীনতা-লাভের আশার সঞ্চার করিবে, দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবে, এবং এতদ্দ্বারা দেশীয় লোকের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়া পড়িলেই ইংরাজ-রাজত্ব বিনষ্ট হইবে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান দ্বারা বঙ্গদেশে কথঞ্চিৎ জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই ১৮৫৭ খ্রীঃ

---

* "Language was given us for the concealment of our thoughts.

অব্দের বিদ্রোহের সময় বঙ্গদেশের জনসাধারণ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার বিপক্ষতাচরণ করেন নাই।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় বঙ্গদেশও অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলে, নিশ্চয়ই বঙ্গবাসিগণ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। বঙ্গদেশ সে সময় বিদ্রোহী হইলে, ইংরাজদিগকে সে বৎসর ঘোর সঙ্কটে পড়িতে হইত। তাহা হইলে আর তাঁহারা দাঁড়াইবার স্থান পাইতেন না। কিন্তু সদনুষ্ঠান হইতে কখনও অমঙ্গল হইবার সম্ভব নাই। রাজা কিম্বা শাসনকর্ত্তাদিগের অন্যায়াচরণ হইতে কেবল রাজ্যবিনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কোর্ট অব্ ডিরেক্টর এবং বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল, মেটকাফের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াই ভারত-সাম্রাজ্য বিনাশ-আশঙ্কার বীজ বপন করিলেন। মানুষ স্বার্থপরতার অনুরোধে আত্মরক্ষার্থ যে পথ অবলম্বন করেন, পরিণামে সে পথ কেবল তাঁহার আত্মবিনাশের পথ হইয়া পড়ে। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের পরিবর্ত্তে যদি সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইতেন, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যবিধ গতি অবলম্বন করিত। মেটকাফ্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইলে "আফ্‌গান্ যুদ্ধ" এই দুইটি শব্দ ভারত-ইতিহাসে কখনও উল্লিখিত হইত না।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা থাকিলে, সে আশঙ্কার একমাত্র কারণ রুশিয়া। কিন্তু কে এবং কিরূপ ঘটনা রুশিয়াকে এত শীঘ্র শীঘ্র ভারতবর্ষের দিকে টানিয়া আনিয়াছে ?

মেটকাফ্ কৌন্সিলের মেম্বরের পদাভিষিক্ত থাকিবার সময়, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে আফগানিস্থানের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পদত্যাগের পর, মেটকাফ্ যখন প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি একদা কৌন্সিলের অপর মেম্বরদ্বয় হেন্‌রী ইলিস্ এবং রবার্টসনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন "—you may depend upon it, that the surest way to draw Russia upon us will be our meddling with any of the states beyond the Indus" "আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, সিন্ধু-নদীর অপর পার্শ্বস্থিত কোন

রাজপদের কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিলে, নিশ্চয়ই রুশিয়াকে আমাদিগের ঘাড়ের উপর টানিয়া আনিতে হইবে।"

মধ্য-এশিয়ার রাজনীতিসম্বন্ধে মেটকাফ্ যখন বিশেষ দৃঢ়তা-সহকারে ঈদৃশ মত পোষণ করিতেন, তখন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের পরিবর্ত্তে তিনি গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইলে, ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দের আফ্‌গান-যুদ্ধ ভারত ইতিহাসে কখনও স্থানলাভ করিত না। মেটকাফ্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, মধ্য-এশিয়ার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিলেই নিদ্রিত ভল্লুক জাগ্রত হইবে, এবং তন্নিবন্ধন কল্পিত বিপদাশঙ্কা, প্রকৃত বিপদাশঙ্কায় পরিণত হইবে। তিনি ভারত পরিত্যাগ করিলে পর, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আফগান-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য সত্যই নিদ্রিত ভল্লুককে জাগ্রত করিলেন, এবং কল্পিত বিপদাশঙ্কাকে প্রকৃত বিপদাশঙ্কায় পরিণত করিলেন। সেই বিপদাশঙ্কা এখন চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত সময় সময় এই বিপদাশঙ্কা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অন্যায়াচরণ এবং স্বার্থপরতা এই বিপদাশঙ্কার বীজ রোপণ করিল!!!

এই বিশ্ব-সংসার মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অখণ্ডনীয় নৈতিক নিয়মানুসারে পরিশাসিত হইতেছে। সুতরাং ন্যায়ানুগত ব্যবহার এবং সদাচরণ হইতে কখনও কোন অমঙ্গল সমুৎপন্ন হয় না। কিন্তু পক্ষান্তরে অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়-ব্যবহার এবং স্বার্থপরতাই জনবিশেষের কিম্বা জাতিবিশেষের একমাত্র বিনাশের পথ প্রস্তুত করে।

মেটকাফ্, হাইদ্রাবাদ হইতে পামার কোম্পানীকে তাড়াইয়া দিলেন বলিয়া, বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের কোন কোন মেম্বর তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই অন্যায়াচরণ করিতে লাগিলেন। পামার কোম্পানীর কার্য্যকলাপসম্বন্ধে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের সভায় বাদানুবাদ হইবার সময়, একজন স্বার্থপর ইংরাজ ডয়েলি সাহেব (Sir John Doyle) বলিয়া উঠিলেন—"মেটকাফকে হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত না করিয়া রেড্‌লামের (Redlam) রেসিডেণ্ট করিলেই ভাল হইত।"—অর্থাৎ মেটকাফকে পাগলা ফাটকে রাখিলে ভাল হইত। ইংরাজদিগের অর্থ-শোষণ-চেষ্টা এবং অবৈধ ব্যবহার নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মেটকাফ্ এইরূপে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের কোপানলে পতিত হইলেন। সুতরাং লর্ড

উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পদত্যাগের পর, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে গবর্ণর জেনেরেলের পদ প্রদান করিলেন না। কিন্তু ইহাতে মেটকাফের কিঞ্চিৎ মাত্রও অনিষ্ট হয় নাই। মেটকাফের ন্যায় সহৃদয় পুরুষের নিকট ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর জেনেরেলের পদ অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। তিনি অনন্তকালের নিমিত্ত প্রত্যেক ভারত-সন্তানের হৃদয়ে আপন সিংহাসন পাতিয়া রাখিয়াছেন। আজও ভারতবর্ষ সমস্বরে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তাঁহার যশোগান করিতেছে, আজও তাঁহার নাম স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র ভারত-সন্তানের অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতেছে। আজও সুশিক্ষিত ভারত-সন্তান সকৃতজ্ঞ-চিত্তে মেটকাফ্ হলের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছে। দিন দিন ভারতে জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মেটকাফের প্রতি ভারতবাসি-দিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। জন-সাধারণের ঈদৃশ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি অপেক্ষা কি ভারতের গবর্ণর জেনেরেলের পদ অধিকতর বাঞ্ছনীয় ?

প্রথমতঃ, পামার কোম্পানীর অসদাচরণ এবং দুর্ব্যবহার-নিবারণ-চেষ্টা, মেটকাফ্‌কে গবর্ণর জেনেরেলের পদ হইতে বঞ্চিত করিল। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, তাঁহাকে এদেশ পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি এইরূপ অন্যায়াচরণপূর্ব্বক লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডকে ভারতের গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত করিলেন। মধ্য-এশিয়ার রাজ-নীতি-সম্বন্ধে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের কিঞ্চিন্মাত্রও অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু লর্ড লিটনের ন্যায় তাঁহার প্রবল যশোলিপ্সা ছিল। তিনি ভারতবর্ষে একটা না একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার সংসাধনপূর্ব্বক, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত অনর্থক আফ্‌গানিস্থানের আমির দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, জিমন সাহাকে আমিরের পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু দোস্ত মহম্মদের প্রতি আফ্‌গানদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। আফ্‌গানিস্থানের অধি-বাসিগণ কথায় কথায় বলিতেন—"দোস্ত মহম্মদ কি মরিয়াছে, যে ন্যায় বিচার হইবে না ?"

আফ্‌গানিস্থানের প্রজাগণ জিমন সাহাকে ফিরিঙ্গীর অনুগত মনে করিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। চিরকাল আফ্‌গানিস্থানে অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য না রাখিলে আর জিমন সাহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার সম্ভব ছিল না। সুতরাং আফ্‌গান-যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকার লাঞ্ছনা ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইল। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আশা করিয়া-

ছিলেন, আফ্‌গানিস্থানের সিংহাসন, ইংরাজদিগের অনুগত কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া রুশিয়ার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিবেন। কিন্তু ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের অনুগত জিমন সাহাকে দীর্ঘকাল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হইলেন না। আফ্‌গানযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, ইংরাজদিগকে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতে হইল। কেবল অর্থব্যয় নহে—অসংখ্য অসংখ্য ইংরাজ-সৈন্য এই যুদ্ধে হত হইল। ইংরাজেরা আফ্‌গানদিগের কর্ত্তৃক একেবারে পরাজিত হইলেন। আফ্‌গানিস্থানের অধিবাসিদিগের মনে ইংরাজদিগের প্রতি চিরঘৃণা ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। রুশিয়া, ইংরাজদিগের চেষ্টার নিষ্ফলতা-দর্শনে, এই সময় হইতে বিশেষ উৎসাহপূর্ণনেত্রে ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের অদূরদর্শিতা এইরূপে নিদ্রিত ভল্লুককে জাগ্রত এবং কল্পিত বিপদাশঙ্কাকে প্রকৃত বিপদাশঙ্কায় পরিণত করিল। দিন দিন এ বিপদাশঙ্কা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল!!!

আমরা আবার বলিতেছি—এই বিপদাশঙ্কা শুদ্ধ কেবল মেটকাফের প্রতি অন্যায়াচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল। মেটকাফ্ গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইলে, ভারত-ইতিহাস গত্যন্তর লাভ করিত। মেটকাফ্ গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইলে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের আফ্‌গান-যুদ্ধ-সম্ভূত সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল পরিহার করিতে সমর্থ হইতেন। মেটকাফ্ গবর্ণর জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইলে, আফ্‌গান-যুদ্ধ-নিবন্ধন বিগত ঊনপঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ভারতের এত অর্থব্যয় এবং এত অনিষ্ট কখন হইত না। জনবিশেষের এবং জাতিবিশেষের অন্যায়াচরণ এই প্রকারে চিরস্থায়ী অমঙ্গলের বীজ বপন করে। সমগ্র মানবমণ্ডলীর কার্য্যকলাপের মধ্যে, এই প্রকার ফলাফলের শৃঙ্খল সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ সংসারের সর্ব্বপ্রকার দুর্ঘটনাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম লঙ্ঘনের অনিবার্য্য ফল। কোন সিংহাসন-প্রতিষ্ঠিত রাজা ন্যায়ের পথ বিসর্জ্জন করিয়া, কখনও রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

১৮৩৯—১৮৪৬।

উপসংহার।

Suffer little children, and forbid them not, to come unto me for of such is the kingdom of heaven—*Mathew, Chap. XIX, V. 14.*

মেটকাফ্ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুগণের সম্মিলন-লাভ তাঁহাকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিল। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের আসন লাভ করিবার পূর্ব্বেই, ইংলণ্ডের মন্ত্রিদল জেমেকা প্রদেশের গবর্ণরের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। ইহার অনতিপূর্ব্বে জেমেকার দাসত্বপ্রথা রহিত হইয়াছিল। দাসত্বপ্রথা রহিত হইলে পর, জেমেকার অর্থলোভী ইংরাজ প্লাণ্টারদিগের (English Planters) সঙ্গে দাসদিগের বিবাদ আরম্ভ হইল। জেমেকাতে এক প্রকার রাজবিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং মন্ত্রিদল মেটকাফকে বিশেষ কার্য্যদক্ষ মনে করিয়া, জেমেকার গবর্ণরের পদে তাঁহাকে মনোনীত করিলেন। জেমেকা-শাসনার্থ মেটকাফ্ যে সকল উপায় অবলম্বন করিলেন, জেমেকার গবর্ণরস্বরূপ তিনি যে সকল কার্য্য করিলেন, তৎসমুদয় বিবৃত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বঙ্গীয় পাঠকগণের অধিকাংশই জেমেকার শাসন-প্রণালী পরিজ্ঞাত নহেন। মেটকাফের এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত্রে তাঁহার জেমেকার কার্য্যকলাপ উল্লেখ করিতে হইলে, বঙ্গীয় পাঠকদিগের অবগত্যর্থ জেমেকার শাসন-প্রণালী প্রথমে বিবৃত করিতে হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা-স্বরূপ এই পুস্তকে, সার চার্লস্ মেটকাফের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর জেমেকার গবর্ণমেণ্টের ভার গ্রহণ করিলেন, এবং সেখানে এক ক্রমে প্রায় তিন বৎসর কার্য্য করিয়া অত্যন্ত রুগ্নাবস্থায় ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের

জুলাই মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আরোগ্য লাভের পর স্বীয় কনিষ্ঠা সহোদরা স্মিথ্-পত্নীকে লিখিলেন, "তোমার আর আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। এখন হইতে আমি অবশিষ্ট জীবন তোমার সঙ্গে একত্রে যাপন করিব।"

কিন্তু কিছু কাল পরে কেনেডা প্রদেশের শাসনকার্য্যসম্বন্ধে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিগণ মেটকাফ্‌কে আবার কেনেডার গবর্ণর জেনেরেলের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বরাজ্যের মঙ্গল এবং মানবমণ্ডলীর সুখ-শান্তি পরিবর্দ্ধন করিবার প্রলোভন, মেটকাফ্ কখনও পরিহার করিতে পারিতেন না। যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কেনেডার গবর্ণর জেনেরেলের পদ গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যের মঙ্গল-সাধন এবং জন-সাধারণের সুখ পরিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন আর কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া, মন্ত্রীদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে মেটকাফ্ আবার ইংলণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক কেনেডা প্রদেশে যাত্রা করিলেন। কেনেডাতে এই সময় রাজবিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি বিশেষ কার্য্যদক্ষতাপ্রকাশপূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বঙ্গীয় পাঠকগণমধ্যে অনেকেই কেনেডার শাসন-প্রণালী পরিজ্ঞাত নহেন। সুতরাং মেটকাফের কেনেডার কার্য্যকলাপও আমরা উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তাঁহার কেনেডা-পরিত্যাগকালে, কেনেডার ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকেরা তাঁহাকে যে সকল অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিল, তাহার একখানি অভিনন্দন হইতে দুই একটী কথা উল্লেখ করিলে, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, মেটকাফের প্রবল ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্মবিশ্বাসই তাঁহাকে সর্ব্ব-সমাদৃত করিয়াছিল। প্রাগুক্ত অভিনন্দনের এক স্থানে লিখিত ছিল—We also feel bound to state our conviction, that, in the present state of public feeling, nothing but a strong, impartial and honest Government—a Government that is impressed with the fear of God—a Government such as we believe your excellency has both the ability and the disposition to administer, can save our country from anarchy and confusion, "আমাদিগের মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত করা আমরা উচিত বোধ করি যে, জন-সাধারণের মতামতের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে

এখন এদেশের অরাজকতা এবং গোলযোগনিরাকরণার্থ দৃঢ়, পক্ষপাতিত্বশূন্য এবং সৎশাসন-তন্ত্রের—ধর্ম্মভীরু শাসন-তন্ত্রের আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, তদ্রূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনে আপনারই কেবল ক্ষমতা এবং ইচ্ছা আছে।”

মেটকাফ্, কেনেডাতে অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে লর্ড উপাধি প্রদান করিলেন। কেনেডা পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে, সার্ চার্লস্ থিওফিলাস্ মেটকাফ্, লর্ড মেটকাফ্ হইলেন এবং রুগ্নাবস্থায় ১৮৪৫ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পর, ক্রমেই তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন যে, সংসার-স্বরূপ কার্য্যক্ষেত্র তাঁহাকে অনতি-বিলম্বেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সময় তাঁহার সমুদয় আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবই তাঁহার নিকট ছিলেন। তিনি যাহাদিগকে ভাল বাসিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলে আসিয়া তাঁহার গৃহে একত্র হইলেন, কেবল কাপ্তান হিগিন্সনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা মেরি তখন স্থানান্তরে ছিলেন। কাপ্তান হিগিন্সন, মেটকাফের প্রাইবেট সেক্রেটরীস্বরূপ বরাবর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। হিগিন্সনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা মেরিকে মেটকাফ্ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। আপন আসন্ন-মৃত্যু অনুভব করিয়া, মেটকাফ্ মেরিকে দেখি-বার বাসনা প্রকাশপূর্ব্বক হিগিন্সনকে বলিলেন,—“আমার রোগকষ্ট বোধ হয় সত্বরই অবসান হইবে। আমি একবার মেরিকে দেখিতে ইচ্ছা করি। পাছে মেরির কোন অসুখ হয়, তজ্জন্য এ পর্য্যন্ত আমি এ বাসনা পরিহার করিয়াছি। কিন্তু এখন তুমি একবার মেরিকে এখানে আনয়ন কর।”

দুই দিন পরে মেরি মেটকাফের নিকট আনীত হইলেন। অতি শৈশবা-বস্থা হইতেই মেরি মেটকাফের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। মেরিকে দেখিবা-মাত্র মেটকাফের অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আপন হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক, মেরির সঙ্গে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মেরি তাঁহার নিকট রহিলেন। মেরি সময় সময় তাঁহার শিয়রে বসিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন। মেটকাফ্, মেরিকে শান্তিপ্রদ এবং মুক্তিপ্রদ কথা (বাইবেল) ধর্ম্মপুস্তক হইতে নির্ব্বাচন করিয়া, পাঠ করিতে বলিতেন। যাঁহার প্রখর বুদ্ধি এবং গভীর চিন্তাশক্তি সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য-

শাসনে সমর্থ, আজ সেই পরমবিজ্ঞ চিন্তাশীল মহাত্মা চার্লস্ থিওফিলাস্ মেট-কাফ্ মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার মুখে ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মপুস্তক হইতে শান্তিপ্রদ এবং মুক্তিপ্রদ বাক্য নির্ব্বাচন করিবার ভার সপ্তমবর্ষীয়া বালিকার প্রতি অর্পিত হইল। সপ্তম-বর্ষীয়া বালিকা মেরি, শিয়রে বসিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন, মহাত্মা মেট-কাফ্ সতৃষ্ণ-মনে আশাপূর্ণ এবং হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার জীবনবায়ু নিঃশেষিত হইয়া আসিল। তাঁহার মৃত্যুঘটনাদর্শনে মেরির বিশেষ কষ্ট হইবে মনে করিয়া, তিনি মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বেই মেরিকে স্থানান্তর করিতে বলিলেন। কাপ্তান হিগিন্সন্, মেরিকে স্থানান্তরে রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মহাত্মা চার্লস্ থিওফিলাস্ মেটকাফের মৃত্যু হইল। এই সংসার-স্বরূপ কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি অমৃতময়ের শান্তি-নিকেতন লাভ করিলেন।

সম্পূর্ণ।

APPENDIX A.

(37 GEO. III. CAP. 142.)

SECTION 28.

From Dec, I, 1797, no British subject to lend any money, or be concerned in raising any for native Prince without consent of the Court of Directors, or the Governor in Council; and any person doing so may be prosecuted for a mis-demeanor.

And whereas the practice of British subjects lending money, or being concerned in the lending of the same, or in transactions for the borrowing money for, or lending money to, the native Princes in India, has been productive of much mischief, and is the source of much usury and extortion: and whereas the wholesome orders of the Court of Directors of the United Company of Merchants trading to India have not been sufficient to restrain and repress the same: and whereas it is highly desirable that such practices should be prevented in future; be it therefore enacted, that, from and after the first day of December next, no British subject shall, by himself, or by any other person directly or indirectly employed by him, lend any money or other valuable thing to any native Prince in India, by whatever name or description such native Prince shall be called; nor shall any British subject, either by himself, or by any other person directly or indirectly employed by him, be concerned in the lending any money to any such native Prince; nor shall any British subject be concerned, either by himself or by any other person, either directly or indirectly, in raising or procuring any money for any such native Prince, or as being security for such loan or money; nor shall any British subject lend any money or other valuable thing to any other person for the purpose of being lent to any such native Prince, nor shall any British subject, by himself or by any other person, either directly or indirectly, for his use

and benefit, take, receive, hold, enjoy, or be concerned in any bond, note, or other security or assignment granted or to be granted by any such native Prince, after the first day of December next, for the loan, or for the repayment, of money, or other valuable thing, without the consent and approbation of the Court of Directors of the East India Company or the consent and approbation of the Governor in Council of one of the said Campany's Governments in India, first had and obtained in writing; and every person doing, acting or transacting or being concerned in any actings, doings, and transactions, contrary to this Act, shall be deemed and taken to be guilty of a mis-demeanor at law, and shall and may be proceeded against and punished as such, by virtue of this act, before any Court of competent jurisdiction; and all bonds, notes, assignments, or securities for money, of what kind or nature soever, taken, held, or enjoyed, either directly or indirectly, for the use and benefit of any British subject, contrary to the true intent and meaning of this Act shall be, and the same are hereby declared to be null and void to all intents and purposes.

Security for money lent contrary hereto, to be void.

Letter from Secretary to Government to Messrs. William Palmer and Company, Hyderabad.

"Gentlemen,—1. I am directed to acknowledge the receipt of your letter of the 27th June, requesting the consent and approbation of His Excellency the Governor General in Council to your doing the several acts from which you would be restrained by the 37th Geo. III. Cap. 142, Sec. 28, unless consented to and approved of by the Governor-General in Council in writing."

Government licence.

"2. The Governor-General in Council being satisfied that the interests both of the dominions of His Highnes the Nizam and of the Honourable Company will be promoted by the success and security of your commercial and pecuniary transactions,

as explained in your letter, has been pleased to comply with your application. I am accordingly directed to transmit to you a writing, under the signature of the Governor-General in Council and the seal of the Honourable Company, signifying the permission of the Supreme Government for your performing the acts above reforred to, with no other reservation than that it shall be at the discretion of the British Resident at Hyderabad for the time being to satisfy himself regarding the nature and objects of the transactions in which you may engage under the permission now accorded."

I have, &c.,
J. ADAM,
Secretary to Government.

FORT WILLIAM,
23rd July, 1816.

INSTRUMENT, &c., &c.

Whereas the Right Honourable Francis Earl of Moira, Governor-General of and for the Presidency of Fort William in Bengal, in Council, has taken into his consideration the benefits resulting to the Government of His Highness the Nizam, and to the commercial interests of the territories of His said Highness and of the neighbouring provinces of the Honourable the East India Company, from the transactions and dealings of the firm of Messrs. William Palmer and Company, established at Hyderabad, in the territories of His said Highness, and is of opinion that the maintenance and extention of the dealings and transactions of the said firm of Messrs. William Palmer and Company are a fit object of the encouragement and countenance of the British Government; these are to certify to all persons whom it may concern that the said Governor-General in Council does hereby, in writing and by virtue of the power in him vested by a certain Act of Parliament made and passed at Westminister on the 20th day of July, in the year of our Lord one thousand seven hundred and ninety-seven, entitled 'An Act for the bet-

ter Administration of Justice at Calcutta, Madras and Bombay, and for preventing British subjects from being concerned in loans to native Princes in India', give his consent and approbation to the members of the said firm of Messrs. William Palmer and Company at Hyderabad, doing all acts within the territories of the Nizam which are prohibited by the said Act of Parliament to be done or transacted without the consent and approbation of the Governor in Council of one of the Governments of the United Company of Merchants of England trading to the East Indies first had and obtained in writing, until the said consent and approbation shall be in like manner in writing withdrawn. Provided however, that the said firm of Messrs. William Palmer and Company shall at all times, when required so to do by the British Resident at Hyderadad, for the time being, communicate to the said Resident the nature and objects of their transactions with the Government or the subjects of His said Highness the Nizam.

"*Given at Fort William this twenty-third day of July, One thousand eight hundred and sixteen.*"

"To Messrs. William Palmer and Co., Hyderabad."

—(o)—

APPENDIX B.

(3 & 4 WILLIAM IV. CAP. 85.)

Presidency of Fort William in Bengal to be divided into two Presidencies.

XXXVIII. And be it enacted, that the territories now subject to the Government of the Presidency of Fort William in Bengal shall be divided into two distinct presidencies, one of such presidencies, in which shall be included Fort William aforesaid, to be styled the Presidency of Fort William in Bengal, and the other of such presidencies to be styled the Presidency of Agra , (1)

and that it shall be lawful for the said Court of Directors, under the control by this Act provided, and they are hereby required, to declare and appoint what part or parts of any of the territories under the Government of the said Company shall from time to time be subject to the Government of each of the several presidencies now subsisting or to be established as aforesaid, and from time to time, as occasion may require, revoke and alter, in the whole, or in part, such appointment, and such new distribution of the same as shall be deemed expedient.

The court to declare the limits from time to time of the several presidencies.

(5 & 6 WILLIAM IV. CAP. 52.)

An Act to authorize the Court of Directors of the East India Company to suspend the execution of the provisions of the Act of the Third and Fourth William the Fourth, Chapter eighty-five, so far as they relate to the creation of the Government of Agra.

Whereas by an Act of Parliament made and passed in the fourth year of the reign of His present Majesty, intituled, "An Act for effecting an arrangement with the East India Company, and for the better Government of His Majesty's Indian territories, till the Thirtieth day of April one thousand eight hundred and fiftyfour", it is among other things enacted, that the territories then subject to the Government of the presidency of Fort William in Bengal shall be divided into two distinct presidencies, one of such presidencies in which shall be included Fort William aforesaid to be styled the presidency of Fort William in Bengal, and the other of such presidencies to be styled the presidency of Agra ; and whereas much difficulty has arisen in carrying such enactment into effect, and the same would be attended with a large increase of charge, be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lord's spiritual

3 & 4 Wm. 4. C. 85.

and temporal, and commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, that it shall and may be lawful for the Court of Directors of the East India Company, under the direction and control of the Board of Commissioners for the affairs of India, to suspend the execution of the provisions of the said in part recited Act so far as the same relate to the division of the said territories into two distinct presidencies, and to the measures consequent thereupon, for such time and from time to time as the said Court of Directors, under the direction and control of the said Board of Commissioners, shall think fit.

East India Company may suspend provisions of recited Act as to the division of the territories into two presidencies.

II. And be it further enacted, that for and during such time as the execution of such provisions aforesaid shall be suspended by the authority aforesaid, it shall and may be lawful for the Governor General of India in Council to appoint from time to time any servant of the East India Company, who shall have been ten years in their service in India, to the office of Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces now under the presidency of Fort William in Bengal, and from time to time to declare and limit the extent of the territories so placed under such Lieutenant-Governor, and the extent of the authority to be exercised by such Lieutenant-Governor, as to the said Governor-General in Council may seem fit.

Governor-General, during such suspension, may appoint a Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces.

APPENDIX C.

PRESS.

The subject of the free press in India, which has of late occupied much attention in England, is of such importance as to require the fullest consideration.

It is little more than half a century sincne.the first newspaper was printed at Calcutta. The time were favourable for the profit and popularity of an Editor prepared to promulgate the acts, the mis-representations, the calumnies, the public and private scandal, which distracted and disgraced the period at which his labours commenced. A contest for power between His Majesty's Supreme Court of Law and the Bengal Government was at its height. The latter was compelled to seek, and it found, some safety in conciliating the support of the Chief Judge of His Majesty's Court, without which it must either have perished or have been forced upon the most extreme and arbitrary acts to maintain its existence. Amid such scenes, every individual high in station had his advocates and his calumniators, and the violence of public and private feelings was gratified and aggravated by a journal which gave publicity to every word and deed that suited the views and sentiments of a party. The open scurrility of its abuse exceeded perhaps that of any periodical paper now published in England. The Civil Government, which was then from its constitution weak, took what steps it could to remedy the serious evil of a paper directed against its reputation and authority, by confining the circulation as much as possible, by frequent prosecutions for libellous matter, and by establishing another paper, in opposition. But though these measures had ultimately the effect of ruining a bold and indiscreet individual,* there can be no doubt that the place in the community which he was forced to abandon would have been soon occupied, had not the acts of the legislature which immediately followed altered the frame of the Civil Government, and given it a power completely adequate to defend itself against insults and attacks.

From the discontinuance of the periodical paper† to which we have alluded, no publication in India demanded the serious interposition of the authority of Government, till 1791, when Lord Cornwallis directed the arrest and transmission to

* Mr. Hickey.

† Hickey's Bengal Gazette.

England of an Editor, * in consequence of an offensive paragraph reflecting upon a French public officer and some of his countrymen then residing at Calcutta.

The editor applied to the Supreme Court for a writ of Habeas Corpus, which was granted. The serving of the writ upon the town-major of Fort William, who had charge of the prisoner, gave rise to a long discussion between the Government and the Supreme Court of Judicature ; which terminated in a solemn and unanimous decision of the Judge recognising the right exercised by the Government ; and the Editor, on being brought into court, was remanded to the custody of the town-major. The intercession of the French agent at Calcutta, however, saved him from being sent to England on this occasion ; but the publication of a number of improper and intemperate articles subsequently, caused this penalty to be inflicted on him in 1794 ; a proceeding of which the Court of Directors highly approved.

In 1796, several paragraphs appeared in the public papers which excited the displeasure of Government ; but on the editors expressing regret, and promising more care for the future, no extreme measures were resorted to. In 1798, there appeared in the Telegraph, a periodical publication of Calcutta, a paper signed Mentor, which was thought to be calculated to excite discontent and disaffection in the Indian army. On Captain Williamson of the Bengal establishment being discovered to be the auther, he was suspended the service. The Court of Directors afterwards gave this officer the half pay of his rank, but refused to comply with his petition to be allowed to return to India. In the same year, a letter appeared in the Telegraph, signed Charles M'Lean, reflecting upon the Judge and Magistrate of Ghazepore. The editor and Mr. M'Lean were called upon by Government to make an apology to that public officer. The former complied with the requisition, but the latter refused ; and in consequence of this contumacy, and of previous mis-conduct in quitting the ship to which he was

* Mr. William Duane, Editor of the Bengal Journal.

attached, and remaining in India without permission, he was sent to England. The Court of Directors fully approved of this proceeding.

The Editor of the Telegraph incurred in the ensuing year the further displeasure of Government, by the insertion of several offensive paragraphs; and this incident, together with some of a similar nature in other newspapers, led the Governor-General in Council to establish the following rules for the regulation of the press at Calcutta :—

1. Every printer of a newspaper to print his name at the bottom of the paper.

2. Every editor and proprietor of a paper to deliver in his name and place of abode to the Secretary of Government.

3. No paper to be published on a Sunday.

4. No paper to be published at all, until it shall have been previously inspected by the Secretary to the Government, or by a person authorized by him for that purpose.

5. The penalty for offending against any of the above regulations to be, immediate embarkation for Europe.

The Court of Directors, on receiving the report of this regulation, gave it the sanction of their approbation; as they did to further restrictions issued under the administration of Lord Wellesley, which interdicted newspapers from giving any general orders, or naval intelligence, (such as the arrivals and departures of ships) unless such articles had appeared in the Gazette, thereby to ensure the authority of the Gcvernment to their publication.

After the establishment of the office of censor, there were no cases of offence, except what were comparatively trivial, and which seem to have originated more in negligence than design.

The steps taken in Lord Minto's administration to prevent the publication* of religious works offensive to the nation

*Lord Minto's exercise of his authority upon this occasion was represented by the Rev. Mr. Buchaman, then a clergyman at Calcutta,

has been already detailed. During the whole of the government of this nobleman there appears to have been a very vigilant superintendence of the press.* In 1811 the names of the printers, were directed to be affixed to all works, advertisements, papers, &c.; and two years afterwards, further regulations directed not only that the newspapers, notices, hand-bills, and all ephemeral publications should be sent to the Chief Secretary for revision, but that the titles of all works intended for publication should be transmitted to the same Officer, who had the option of requiring the work itself to be sent for his examination, if he deemed it necessary.

---

to be contrary to the practice of former Governors-General; but His Lordship, in a despatch to the secret committee of the Court of Directors, (7th November 1807), fully repelled this attack upon the measures of Government, He adverted to the proceedings, already noticed, of Lord Wellesley relative to the proposed thesis of disputation at the College of Fort William. He also adverted to the recent massacre at Vellore, and to the sentiments which the Court of Directors had expressed on hearing of that disaster. With regard to publications, he observed, "that the existing restrictions upon the press in India had been in force many years, and that it could not be supposed that any former administration would have deemed it consistent with the public safety, or with the obligations of the public faith, as pledged to the native subjects of the company for the unmolested exercise of their religions, to permit the circulation of such inflamatory works as those which had been brought to notice."

Lord Minto, in reference to the discussions with the missionaries at Srerampore, observes "that no innovation has taken place in the principles and practice of this Government relative to the control of the productions of the press, that no new and specific imprimatur has been established for works on theology; but that the restriction which virtually existed with regard to publications in general, were practically applied to theological works only when works of that class, containing strictures on the religions of the country in terms the most irritating and offensive, by being circulated among our native subjects, exposed the public tranquility to hazard"

* The Editors of newspapers were censured, in 1807, for publishing intelligence about the distribution of His Majesty's fleet, such articles being contrary to orders; and these restrictions were directed to be observed at Madras and Bombay.

During the first three years of the administration of Lord Hastings, frequent censures had been passed on the editor of a paper, called the Asiatic Mirror, for what was deemed improper conduct. The editor, for one of his pleas of justification, remonstrated upon the varied mode in which different individuals who filled the office of censor performed its duties, and the consequent difficulty there was in understanding exactly the course which an editor was to pursue. No notice was taken of this remonstrance; but in the subsequent year the office of censor was abolished, and as a substitute, [the following] regulations for the conduct of editors of newspapers were issued.

The editors of newspapers are prohibited from publishing any matter coming under the following heads :—

1. "Animadversions on the measures and proceedings of the honourable Court of Directors, or other public authorities in England, connected with the Government of India; or disquisitions on political transactions of the local administration; or offensive remarks levelled at the public conduct of the members of Council, of the Judges of the Supreme Court, or of the Lordship of Calcutta.

2. "Discussions having a tendency to create alarm or suspicion among the native population of any intended interference with their religious opinions.

3. "The republication, from English or other newspapers, of passages coming under any of the above heads, or otherwise calculated to affect the British power or reputation in India.

4. "Private scandal and personal remarks on individuals, tending to excite dissension in society."

By this measure the name of an invidious office was abolished, and the responsibility of printing offensive matter was removed from a public functionary to the author or editor; but this change, so far from rescinding any of the restrictions upon the press, in reality imposed them in as strong, if not in a stronger degree, than any measure that had been before

adopted. This conviction would, no doubt, have been general, but for the misinterpretation of a passage in the answer given by Lord Hastings to an address from the inhabitants of Madras. In this address, His Lordship was complimented on the adoption of a measure "calculated to give strength to a liberal and just Government, to which freedom of inquiry and the liberty of discussion was the best support;" and His Lordship's answer was couched in terms, which were in some qnarters altogether misinterpreted. It was eroneously inferred that His Lordship was disposed to give a very great latitude to freedom of publication; and that the restrictions which had been before imposed, if not virtually repealed by this public declaration of his opinions, would, at least, not be enforced by the arbitrary punishment inflicted by former Governor-Generals of sending offenders to England. The editor* of the Calcutta Journal was forward to declare this impression and to act upon it. This paper early evinced a talent and industry that would have given it success under any circumstances; and when its pages added, to the excellent matter with which they were often filled, attacks upon public measures, with strictures on the highest official personages in India, its circulation greatly increased. The very disputes of the editor with individuals and with government give a piquancy to his pages, while his display of attachment to English principles in the bold assertion of the liberty of the press, and his resistance to what was reprobated as arbitary power, gained him many zealous advocates, who, awakened as it were at his call to feelings congenial to their native country, forgot for the moment the vast difference between that and the land in which they had chosen to reside. Encourged by their approbation, and by the profit and popularity which for a short period attended his labours, the editor persisted in his course, which terminated in his being sent to England. The legality and justice of this extreme measure were confirmed by the decision of the Court of Directors, and by the

* Mr. Buckingham.

King in Council, to both of which authorities he made his appeal against the severity of his treatment in India.

It would occupy too much space to detail the measures which Lord Hastings took before he left Bengal to restrain the licentiousness of the press, or to give the sentiments he recorded expressive of the disappointment at the effects produced by the latitude, which he had desired to give to this cherished English privilege. The moderation with which he performed his duty on this occasion did not save him from the attacks of those who had a short time before hailed him as the bestower of that freedom which he was now represented as anxious to destroy. His successors, Mr. Adam and Lord Amherst, were virulently assailed for the acts which the continued offences of the successive editors of the Calcutta Journal compelled them to adopt, and the former incurred more obloquy from a popular party on account of the regulations established by him, with the sanction of the Supreme Court of Calcutta, by which every printer is obliged to have a license before he is authorized to print newspaper, pamphlet, or work of any description whatsoever; which licenses are to be withdrawn on the transgression of any of the restrictions under which the press is placed. This measure applies to all classes, and is deemed, for that reason, better than the restoration of the office of censor, which, as for as the arbitrary act of banishing from India, operated, could apply to Europeans only; while the Ango-Indians and natives could consequently print and publish what they pleased, without being amenable to any punishment but what the ordinary course of law inflicted.

The history of the press at Madras and Bombay is, on a small scale, not unlike that of Calcutta. At the former presidency one case occurred, thirty years ago, of an editor * being ordered to England for publishing a libellous paper; but no similar act of severity has been required there since, owing,

* Mr. Humphries. He made his escape from on board the ship in which he was embarked.

no doubt, to the office of censor having been continued in that presidency. . . . .

The press at Bombay was placed under the supervision of a Government officer in year 1791; and the censorship continued until it was done away at Calcutta, when it was also abolished at Bombay. Though various discussions had arisen, no extreme act of authority was resorted to until lately that the Governor in Council directed the editor* of the Bombay Gazette to be sent to England, on a complaint from one of His Majesty's judges at that presidency, founded on an alleged mis statement of the legal proceedings of the court in which he presided.—*J. Malcolm's History of India.*

A. D. 1823 REGULATION III.

A Regulation for preventing the establishment of printing presses without License, and for restraining, under certain circumstances, the circulation of printed books and papers passed by the Governor-General in Council, on the 5th April 1823; corresponding with the 24th Choyte 1229 Bengal era; the 10th Choyte 1230 Fussily; the 25th Choyte 1230 Willaity; the 9th Choyte 1880 Sumbut; and the 22nd Rujeeb 1238 Higeree.

Preamble.

Whereas it is deemed expedient to prohibit, within the territories immediately subordinate to the presidency of Fort William the future establishment of printing-presses, and the use of any such presses or of types or other materials for printing, except with the previous sanction and license of Government, and under suitable provisions to guard against abuse: and whereas it may be judged proper to prohibit the circulation, within the territories aforesaid, of particular newspapers, printed books, or papers of any description, whether the same may be printed in the town of Calcutta or elsewhere; the following rules have

* Mr. Fair.

been enacted to be in force from the date of their promulgation within territories immediately subordinate to the presidency of Fort William.

The printing of books and papers, and the use of printing-presses prohibited, except with the license of Government. Violation of this rule how punishable.

II. No person shall print any book or paper, or shall keep or use any printing-press, or types, or other materials, or articles for printing, without having obtained the previous sanction and license of the Governor-General in Council, for that purpose; and any person who shall print any book or paper, or shall keep or use any printing-press or types, or other materials, or articles for printing, without having obtained such license, shall be liable, on conviction before the Magistrate or Joint-Magistrate of the jurisdiction in which such offence may be committed, to a pecuniary fine not exceeding one thousand rupees; commutable, if not paid, to imprisonment without labour, for a period not exceeding six months.

Unlicensed printing-presses to be attached by the Magistrates, and to be disposed of as the Government may direct.

Under that circumstances Magistrates may issue warrants for the search of houses.

III. The Magistrates and Joint-Magistrates are further authorized and directed to seize and attach all printing presses and types and other materials or articles for printing, which may be kept or used within their respective jurisdictions without the permission, and license of Government, and to retain the same (together with any printed books or papers found on the premises) under attachment, to be confiscated or otherwise disposed of, as the Governor-General in Council, (to whom an immediate report shall be made in such cases), may direct; and if any Magistrate and Joint-Magistrate shall, on credible evidence, or circumstances of strong presumption, have reason to believe, that such unlicensed printing-presses or types, or other materials, or articles for printing, are kept or used in any house, building, or other place, he is authorized to issue his warrant to the police officers to search for the same, in the mode prescribed in the rules

for the entry and search of dwelling houses, contained in clauses fifth, sixth and seventh Section 16, Regulation XX, 1817.

Persons desirous of keeping or using printing-presses, how to apply for a license.

IV. Whenever any person or persons shall be desirous of keeping or using any printing-press or types, or other materials or articles for printing, he or they shall state the same by a written application to the Magistrate, or Joint-Magistrate of the jurisdiction, in which it may be proposed to establish such printing-press.

Circumstances to be specified in the application.

The application shall specify the real and true name and profession, caste or religion, age, and place of abode of every person or persons who are (or are intended to be), the printers and publishers, and the proprietors of such printing-press or types or other materials or articles for printing, and the place where such printing-press is to be established;

And how to be varified

and the facts so stated in the application, shall be verified on oath or on solemn obligation, by the person therein named as the printers, publishers, or proprietors, or by such of them as the Magistrate or Joint-Magistrate may think it expedient to select for that purpose.

Application to be forwarded to Government, who will grant or withhold the license.

V. The Magistrate or Joint-Magistrate shall then forward a copy or such application (with a translation, if it be not in the English language) to the Governor-General in Council who after calling for any further information which may be deemed necessary, will grant or withhold the license, at his direction.

The conditions which may be annexed to such license to be communicated, both verbally and in writing, to the parties concerned.

VI. If the license shall be granted, the Magistrate or Joint-Magistrate will deliver the same to the parties concerned, and will apprise them, both verbally and in writing, of the conditions which Government may in each instance think proper to attach to such license.

VII. The Governor-General in Council reserves to himself, the full power of recalling and resuming any such license, whenever he may see fit to do so. Such recall will be communicated by the Magistrate and Joint-Magistrate, by a written notice to be delivered at the house, office, or place, named in the application, as that at which the printing-press was to be established, or at any other house, office, or place, to which such printing-press may, with the previous knowledge and written sanction of the Magistrate or Joint-Magistrate, have been intermediately romoved.

Power of recalling such license reserved to Governmet. Notice of recall how to be served.

VIII. Any person or persons, who after such notice being duly served, shall use, or cause or allow to be used, such printing-presses or types, or other materials or articles for printing, shall be subject to the penalties prescribed in Section 2 of this Regulation; and the printing-presses, types, and other materials or articles for printing, (together with all printed books and papers found on the premises), shall be seized, attached, and disposed of in the manner prescribed in Section 3 of this Regulation.

Penalties attaching to persons who may use such printing-presses after notice of recall.

IX. All books and papers which may be printed at a press duly licensed by Government, shall contain on the first and last pages, in legible characters in the same language and character as that in which such book or paper is printed; the name of the printer, and of the city, town, or place, at which the book or paper may be printed, and of every book and paper printed at such licensed press, one copy shall be immediately forwarded to the Local Magistrate or Joint-Magistrate, who will pay for such books or papers the same prices as are paid by other purchasers; all such books and papers, if printed in the English, or other European language, shall be forwarded by the Magistrate, or Joint-Magistrate to the office of the Chief Secretary to Government, and if

The first and last pages of books and papers printed at a licened press to contain certain specifications.

A copy of every book and paper printed at a licensed press, to be forwarded to the Magistrate and by him to Government.

printed in any Asiatic language, to the office of the Secretary to Government in the Persian Department.

Notice how to be given, if the circulation of any newspaper or printed book shall be prohibited by Government.

X. If the Governor-General in Council shall at any time deem it expedient to prohibit the circulation, within the territories immediately subordinate to the presidency of Fort William, of any particular newspaper, or other printed book, or paper of any description, (whether the same may be printed in the town of Calcutta or elsewhere), immediate notice of such prohibition will be given in the Government Gazette, in the English, Persian, and Bengalee languages. The officers of Government, both civil and military, will also be officially apprised of such prohibition, and will be directed to give due publicity to the same, within the range of their official influence and authority.

The wilful circulation of such prohibited papers how punishable, if the offence be committed by persons subject to the authority of the Zillah and city courts.

XI. Any persons subject to the authority of the Zillah and city courts, who after notice of such prohibition, shall knowingly and wilfully circulate, or cause to be circulated, sell, or cause to be sold, or deliver out and distribute, or in any manner cause to be distributed, at any place within the territories subordinate to the presidency of Fort William, any newspaper, or any printed book, or paper, of any description so prohibited, shall, on conviction before the Magistrate, or Joint-Magistrate of the Jurisdiction in which the offence may be committed, be subject, for the first offence, to a fine not exceeding one hundred rupees; commutable, if not paid, to imprisonment without labour, for a period not exceeding two months; and for the second, and each and every subsequent offence, to a fine not exceeding two hundred rupees, commutable to imprisonment without hard labour, for a period not exceeding four months.

The offence how punishable, if committed by a person not subject to those courts.

XII. If the person who may commit the offence described in the preceding section shall not be amenable to the authority of the Local Magistrate, or Joint-Magistrate, the Governor-

General in Council will adopt such measures for enforcing the prohibition notified in pursuance of Section 10, as may appear just and necessary.

XIII. All judgments for fines given by the Magistrate and Joint Magistrate under this Regulation, shall be immediately reported, (with a copy and abstract translation of the proceedings held in each case), for the information and orders of the Governor-General in Council, who reserves to himself a descretion of remitting or reducing the fine, in any instance in which he may judge it proper to do so.

Judgment passed by Magistrates under this Regulation, to be reported to Government.

ACT NO. XI OF 1835.

Passed by the Honorable the Governor-General of India in Council on the 3rd August 1835.

1. Be it enacted, that from the fifteenth day of September, 1835, the four Regulations, hereinafter specified, be repealed.

1st. A Regulation for preventing the establishment of printing-presses, without license, and for restraining under circumstances, the circulation of printed books and papers, passed by the Governor-General in Council, on the fifth April 1823.

2nd. A Rule, ordinance, and Regulation for the good order and Civil Government of the Settlement of Fort William in Bengal, passed in Council 14th March, registered in the Supreme Court of Judicature, 4th April, 1823.

3rd. A Rule, ordinance, and Regulation for preventing the mischief arising from the printing and publishing newspapers and periodical and other books and papers by persons unknown, passed by the Honorable the Governor in Council of Bombay on the 2nd day of March, 1825, and registered in the Honorable the Supreme Court of Judicature at Bombay, under date the 11th of May. 1825.

4th. A Regulation for restricting the establishment of printing-presses, and the circulation of printed books and papers, passed by the Governor of Bombay in Council, on the 1st January, 1827.

II. *1st.* And be it enacted, that after the said fifteenth day of September, 1835, no printed periodical work whatever, containing public news or comments on public news, shall be published within the territories of the East India Company, except in conformity with the rules hereinafter laid down.

2nd. The printer and the publisher of every such periodical work, shall appear before the Magistrate of the Jurisdiction within which such work shall be published, and shall make and subscribe in duplicate the following declaration :—

"I, A, B, declare, that I am the printer (or publisher, or printer and publisher) of the periodical work entitled—and printed (or published, or printed and published) at—." And the last blank in this form of declaration, shall be filled up with a true and precise account of the premises where the printing or publication is conducted.

3rd. As often as the place of priniting or publication is changed, a new declaration shall be necessary.

4th. As often as the printer or the publisher, who shall have made such declaration as is aforesaid, shall leave the Territories of the East India Company, a new declaration from a printer or publisher, resident within the said Territories shall be necessary.

III. And be it enacted, that whoever shall print or publish any such periodical work, as is hereinbefore described without conforming to the rules hereinbefore laid down, or whoever shall print or publish, or shall cause to be printed or published any such periodical work, knowing that the said rules have not been observed with respect to that work, shall, on conviction be punished with fine to an amount not exceeding five thousand rupees, and imprisonment for a term not exceeding two years.

IV. And be it enacted, that each of the two originals of every declaration so made and subscribed, as is aforesaid, shall be authenticated by the Signature and official Seal of the Magistrate before whom the said declaration shall have been made, and one of the said originals shall be deposited among the records of the office of the Magistrate and the other original

shall be deposited among the records of the Supreme Court of Judicature, or other King's Court within the Jurisdiction of which the said declaration shall have been made. And the officer in charge of each original shall allow any person to inspect that original on payment of a fee of one rupee, and shall give to any person applying a copy of the said declaration, attested by the Seal of the Court, which has the custody of the original, on payment of a fee of two rupees.

V. And it be enacted, that in any legal proceeding whatever as well Civil as Criminal, the production of a copy of such a declaration, as is aforesaid, attested by the Seal of some Court empowered by this Act to have a custody of such declarations shall be held (unless the contrary be proved) to be sufficient evidence, as against the person whose name shall be subscribed to such declaration that the said person was printer, or publisher, or printer and publisher, (according as the words of the said declaration may be) of every portion of every periodical work where of the title shall correspond with the title of the periodical work mentioned in the declaration.

VI. Provided always that any person, who may have subscribed any such declaration, as is aforesaid, and who may subsequently cease to be the printer or publisher of the periodical work mentioned in such declaration, may appear before any Magistrate, and make and subscribe in duplicate the following declaration :—

"I, A, B, declare that I have ceased to be the printer (or publisher, or printer and publisher), of the periodical work entitled—." And each original of the latter declaration shall be authenticated by the Signature and Seal of the Magistrate before whom the said latter declaration shall be filed along with each original of the former declaration :—and the officer in charge of each original of the latter declaration, shall allow any person applying to inspect that original on payment of a fee of one rupee, and shall give to any person applying a copy of the said latter declaration, attested by the Seal of the Court, having custody of the original, on payment of a fee of

two rupees :—and in all trials in which a copy, attested as is aforesaid, of the former declaration, shall have been put in evidence, it shall be lawful to put in evidence a copy, attested as is aforesaid, of the latter declaration ; and the former declaration shall not be taken to be evidence that the declarant was, at any period subsequent to the date of the latter declaration, printer or publisher of the periodical work therein mentioned.

VII. And be it enacted, that every book or paper printed after the said fifteenth day of September, 1835, within the Territories of the East India Company, shall have printed legibly on it, the name of the printer and publisher, and the place of printing and of publication ; and whoever shall print or publish any book or paper otherwise than in conformity with this rule, shall on conviction, be punished by fine to an amount not exceeding five thousand rupees, and by imprisonment for a term not exceeding two years.

VIII. And be it enacted, that after the said fifteenth day of September, 1835, no person shall, within the Territories of the East India Company, keep in his possession any press for the printing of books or papers, who shall not have made and subscribed the following declaration before the Magistrate of the Jurisdiction wherein such press may be ; and whoever shall keep in his possession any such press without making such a declaration, shall on conviction, be punished by fine to an amount not exceeding five thousand rupees, and by imprisonment for a term not exceeding two years :—

"I, A, B, declare, that I have a press for printing at—."

And this last blank shall be filled up with a true and precise description of the premises where such press may be.

IX. And be it enacted, that any person who shall, in making any declaration under the authority of this act, knowingly affirm an untruth, shall, on conviction thereof, be punished by fine to an amount not exceeding five thousand rupees, and imprisonment for a term not exceeding two years.